রঙ্গপুর-পরিষৎ গ্রন্থাবলী

গৌড়ের ইতিহাস।

(হিন্দুরাজত্ব)

প্রথম খণ্ড।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তি-প্রণীত

প্রথম সংস্করণ।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে গ্রন্থকর্ত্তা কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

প্রিণ্টার:—শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়
৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট, মেট্‌কাফ্ প্রেস—কলিকাতা।
১৩১৭ বঙ্গাব্দ।

মূল্য ৸৹ বার আনা
বাঁধান ১৲ একটাকা মাত্র।

উৎসর্গ

দীন গ্রন্থরচয়িতার উৎসাহদাতা

সাহিত্যানুরাগী

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল চৌধুরী

মালদহ ইংরেজাবাদের

ভূম্যধিকারী মহাশয়ের

করকমলে

গ্রন্থকারের আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধার

নিদর্শন স্বরূপ

গৌড়ের ইতিহাসের প্রথমখণ্ড খানি

উৎসৃষ্ট হইল।

১৩১৭ বঙ্গাব্দ,
১লা বৈশাখ। }

গ্রন্থকার।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

আমি যখন এই গ্রন্থ রচনা করিয়া কিরূপে ইহার মুদ্রণব্যয় সংগ্রহ করিব, ভাবিতেছিলাম, তখন মালদহের জমিদার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল চৌধুরী ও স্বর্গীয় হরিশ্চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় ইহার মুদ্রণের সম্পূর্ণ ব্যয়ভ, বহনে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। তাঁহারা অর্থ সাহায্য না করিলে ইহা কো কালে মুদ্রিত হইত না। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বাবু ও হরিশ বাবুর সৌজন্য বিদ্যোৎসাহিতার বিষয় এদেশে বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ। রঙ্গপুর, কুণ্ডীর ভূম্যধিকারী, সাহিত্য-পরিষদের সুযোগ্য সম্পাদক বিদ্যোৎসাহী উত্তরবঙ্গের পুরাতত্ত্বানুসন্ধানে অগ্রণী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়, যাহাতে এই গ্রন্থখানি সত্বর ও সুন্দররূপে মুদ্রিত হয়, তাহার তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করায় আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিলাম। সানন্দে এই গ্রন্থ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাবলীভুক্ত করিতে সম্মত হইলাম। আমার প্রিয় ছাত্র স্বর্গীয় বিমলাপদ চট্টোপাধ্যায় জীবিত থাকিলে এই গ্রন্থের বিস্তর উৎকর্ষ সাধিত হইত, কিন্তু সে পথ ভুলিয়া স্বর্গের খেলা ছাড়িয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিল, আবার সেই দেব শিশু স্বস্থানে গিয়াছে। আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে তাহার নাম চিরসংযুক্ত থাকে, এই আমার কামনা। বিশ্বকোষ হইতে বিস্তর সাহায্য পাইয়াছি।

মুকদুমপুর, মালদহ
১৩১৭ বঙ্গাব্দ
১লা বৈশাখ।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

বর্ণানুক্রমিক শব্দ সূচী।

খ

গ

ঘ

চ

ভ

শুদ্ধিপত্র।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি
শুথাঙ্গতঃ	স্তথাঙ্গতঃ	৩	২৩
কোনিক	কোণিক	৪	৫
গোলক্ষ	গো ওলক্ষ	৪	১৪
মহাবীর বুদ্ধদেব	মহাবীর ও বুদ্ধদেব	৫	২১
ভুবনেশান্তগং	ভুবনেশান্তগঃ	৬	১৮
দঙ্গাভিবো	দঙ্গাভিধো	৬	১৯
খৃষ্টীয় শতাব্দীর	খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর	৭	২
বহুগণ	রহুগণ	৭	৬
দক্ষিণাপথে	দক্ষিণাপথের	১৭	২১
যজ্ঞীয় গিরিশোভিত	যজ্ঞীয় ও গিরিশোভিত	১৭	২৩
বুদ্ধধর্ম্ম	বুদ্ধ, ধর্ম্ম	২০	২০
সামন্তরায়	সামন্ত, রায়	২১	৩
মেঘনাথ	মেঘনাদ	২২	১৬
ছিলেন	ছিলেন।	২৪	২৫
নিগ্রস্থ	নিগ্রন্থ	২৮	৬
মঠবাড়ী জম্বুসর স্থবর্ণগ্রাম	মঠবাড়ী, জম্বুসর ও স্থবর্ণগ্রাম	২৮	১১
অংশে	অংশের	৩০	১৯
বিষ্ণুপাসক	বিষ্ণূপাসক	৩২	১৯
প্রকাশিত, মানচিত্রে	প্রকাশিত মানচিত্রে	৩৩	১৮
চীনরাজের	চীনরাজ্যের	৩৫	১১
যোগিনী ত্রিপুরার্ণব	যোগিনী ও ত্রিপুরার্ণব	৩৪	৮
করতোয়ার গর্ভ	করতোয়ার গর্ভ হইতে	৩৫	২০
কৌশিকীরাজ্য	কৌশিকীকচ্ছ রাজ্য	৩৭	৬
তৈ ম্লেচ্ছৈঃ	তৈ ম্লেচ্ছৈঃ	৩৮	২

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি
পুণ্ড্রবঙ্গ	পুণ্ড্র ও বঙ্গ	৪০	১৩
অঞ্চক	অঞ্চল।	৪১	২৪
ক্ষীণ হইতেছিল	ক্ষীণ হইতেছিল বলিয়া বোধ হয়	৪৪	২০
থালাল	আলাল	৪৮	২৩
ত্রিশ বৎসর বয়সে	লোকে ত্রিশবৎসরকাল	৪৯	১৭
ক্ষত্রিপ	ক্ষত্রপ	৫১	৭
অবিভাব	আবির্ভাব	৫১	২৩
জৈনসঙ্ঘ	জৈনসঙ্ঘ	৫৩	১৮
কয়ানায়বংশীয়	ইনি কয়ানীয়বংশীয়	৪৯	১৭
বলি ও পশু	বলিরপশু	৬৩	২৪
কাশ্যপ ও বুদ্ধ	কাশ্যপ বুদ্ধ	৬৫	১৫
আধূমিক	আধূমিত	৬৭	১৬
বলান্	বলাৎ	৬৯	১৬
তাহার	তাঁহার	৭২	২০
তাহারা	তাঁহারা	৭৩	১৮
অন্তর্গিরি	অন্তর্গিরি	৮৫	৩
উত্তর গোগৃহসহ	উত্তর গোগৃহ হইতে	৮৮	২৩
শুভগায়াঃ	সুভগায়াঃ	৯১	১৫
তাঁহাদের	তাহাদের	৯৩	১৫
অভিত্বরমাণ	অভিত্বরমাণ	১০	২২
ভ্রাতুনিদেশাৎ	ভ্রাতুর্নিদেশাৎ	১০৭	৭
জেতুমানাঃ	জেতুমাশাঃ	১০৭	৭
মদস্তিন্য	মদস্তিম্য	১০৭	১৫
মুঙ্গেরে	মুঙ্গেরের	১০৭	১৯
দেবপালস্ততঃ	দেবপালস্ততঃ	১০৮	১৮
বেহারের নিকট হইতে	বিহারের নিকটস্থ	১০৯	৬

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি
শক্রইব	শক্ররিব	১০৯	১৫
বোঢুংক্ষম	বোঢুংক্ষমঃ	১১১	১০
শাশ্বতীক্ষম	শাশ্বতীক্ষমঃ	১১১	১৭
বিধানী	বিধীনি	১১২	১৩
গর্ভৈদেবালয়ৈশ্চ	গর্ভৈর্দেবালয়ৈশ্চ	.১৯	১৯
সায়নাথ	সারনাথ	১১২	২৪
সায়নাথ	সারনাথ	১২৩	১
সুতান	ততান	১৩১	১৫
ধক্ষ	ধঙ্গ	১৪২	১১
বঙ্কদেব	ধঙ্গদেব	১৪২	১২
ধক্ষ	ধঙ্গ	১৪২	১৩
ধক্ষা	ধ্যাক্ষ	১৪৬	৫
দণ্ডভৃক্তিকা	দণ্ডভুক্তিকা	১৪৭	১১
যোাতিষ	জ্যোতিষ	১৫১	১
পাথের	পার্থের	১৫৫	১৬
উত্যাক্ত	উত্ত্যক্ত	১৫৭	১৪
নির্নীক্ত	নির্ণিক্ত	১৫৯	৮
পরিভবৌ	পারিবভৌ	১৫৯	১৯
প্রাচেতম্	প্রাচেতস	১৬১	১৭
স্মরন্ধ্র	শররন্ধ্র	১৬২	১০
চতুর্ভুজ	চতুর্ভুজঃ	১৬৩	২৪
বিবাগমীরিত	বিবাকঈরিতঃ	১৬৩	২৮
বারেন্দ্র	বরেন্দ্র	১৬.	১৮
পঞ্চম	পঞ্চ	১৬৫	২
দম্পতি	দলপতি	১৬৮	৮
শাণ্ডীল্য	শাণ্ডিল্য	১৭১	১৬
বাৎস	বাৎস্য	১৭২	৭

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি
ব্রাহ্মণগণকে	ব্রাহ্মণকে	১৭৩	১
শক্তিসক্ষম	শক্তিসঙ্গম	১৭৮,১৯২	২৩,২৭
কুচ্চীনামা	কুর্চ্চীনামা	১৭৯	২১
জঙ্গল	জঙ্গম	১৮২	১৭
বস্ত্রভ্যান্তর	বস্ত্রাভ্যান্তর	১৮৯	১

১৯২ পৃষ্ঠার শেষ পঙ্‌ক্তির "বলিয়ার" পর নিম্নলিখিত অংশটুক্‌ পড়িতে হইবে.—তাঁহার প্রতি বিরক্ত ছিল। উত্তররাঢীয় কায়স্থ কুল পঞ্জিকামতে বল্লালের অনাদিবর সিংহবংশীয় অন্যতর মন্ত্রী ব্যাসসিংহও দেবদত্ত বংশীয় বহুতর দত্ত. বল্লালের মতের সমর্থন না করায় প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইয়াছিলেন। ব্যাস সিংহের এই সৎকার্য্যের জন্য তাঁহার পিতা লক্ষীধর সিংহ, যে কায়স্থ সমাজের সমাজপতি ও করণগুরু হন, সেই সমাজ উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ নামে খ্যাত হয়। বল্লালানুগত সম্প্রদায়েব দক্ষিণ রাঢী নাম হয়।

বারেন্দ্রঢাকুর গ্রন্থ পাঠে জানা যায়. বল্লালের মত সমর্থন না করায় নিগৃহীত হওয়ার ভয়ে বহু কায়স্থ উত্তরবঙ্গের সুদূর প্রদেশে পলায়ন করেন এবং জটাধর নাগের আশ্রয়ে একটী পৃথক্‌ সমাজের গঠন করেন। এই সমাজের বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজ নাম হয়।

উক্তবর্ণনা সমূহ কতদূর সত্য এখন নিশ্চয় করা কঠিন—

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি
দীঘিকা	দীর্ঘিকা	১৯৪	১
৩০	৩৭	১৯৪	২১
বলিতে	বলিত	১৯৬	২৩
গিরয়াং	গিয়াং	১৯৭	১২
কবিত্মাপতি	কবিক্ষ্মাপতি	১৯৯	৯
সুহ্মারাজ্য	সুহ্মরাজ্য	২০০	৬
স্তুভোদয়া	শুভোদয়া	২০২	১
লক্ষ্মণসেনেদেব	লক্ষ্মণ সেনদেব	২০৫	১

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি
সিতশ্চিরোমালা	সিতশিরোমালা	২০৫	১২
কৌর্থুম	কৌথুম	২০৬	২৪
হস্তশ্ব	হস্ত্যশ্ব	২০৮	৫
ভোরিক	ভৌরিক	২০৮	২৪

২০৮ পৃষ্ঠার পর পড়িতে হইবে ;—৩২ সেরে দ্রোণ হইয়া থাকে।

২০৯ পৃষ্ঠার প্রারম্ভেই এই অংশ যোগ করিলে অর্থ সঙ্গতি হইবে ;—

সুন্দর বনের তাম্রশাসনখানি লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষের ১৩ই মাঘে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার দূতকের নাম পড়া যায় না। দিনাজপুর তাম্রশাসনের দূতক মহা ,সান্ধিবিগ্রহিক শ্রীনারায়ণ দত্ত। ইহা লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি
বণিকেরা	নাবিকেরা	২২০	২১
লক্ষণ	লক্ষ্মণ	২২১	২
মুসূর	মসূর	২২২	২০
খে	খৈ	২২২	২২
কস্যপাল	কল্যপাল	২২৫ টীকায়	৭
ধূলধবল	ধূলিধবল	২৩১ পরিশিষ্ট	১
পদোপজীবিনং	পাদোপজীবিনঃ	২৪২	১০
পরাসর	শরাশর	২৪২	২0
মূর্দ্ধি	মূৰ্দ্ধি্ন	২৪৬	৮
পরচক্র	পরচক্র	২৪৭	৯
তস্মাদ	তস্মাদ	২৪৭	৯
মূর্ধ্বীভুজঃ	মুৰ্ব্বীভুজঃ	২৪৭	১৫
লসাট	সসাট	২৪৯	২৫
বুঁদেলার	বাদালের	২৫১	১১
পাল্‌টী	পেল্টি	২৫১	১২
গর্গস্তন্মা	গর্গস্তস্মা	২৫১	১৫

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি
অন্তবিবৰ্ত্তিনী	অন্তর্বিবর্ত্তিনী	২৫১	১৬
স্রম্ন	স্রব	২৫১	২৩
সম্পক্তি	সম্পত্তি	২৫২	১৭
ধিরং	ধিয়ং	২৫২	২১
পূতমুয়ঃ	পূতস্পয়ঃ	২৫৩	৫
বলয়ালোক	বলয়ালেক	২৫৩	৬
ক্ষৌণীন্দ্রৈবীরসেন	ক্ষোণীন্দ্রৈর্বীরসেন	২৫৮	৫
পটুরটতূব্যো	পটুরটত্তূর্য্যো	২৫৮	১২
মহনিশ	মহর্নিশ	২৬১	৪
দ্বিষতামভূষন	দ্বিষতামভুবন্	২৬২	৪
বেদায়নৈকাধ্বগঃ	বেদায়নৈকাধ্বগঃ	২৬৫	১৪
যতস্ততেহপি	যতস্ততোহপি	২৬৫	২৫
শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারান	শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারান্	২৬৭	১৯

গৌড়ের ইতিহাস।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

অঙ্গরাজ্য—অঙ্গনামের উৎপত্তি—অঙ্গদেশে আর্য্য-সভ্যতা-বিস্তার—অঙ্গ-রাজ্যের প্রধান নগর—অঙ্গদেশের রাজগণ—কর্ণ-বংশ—বুদ্ধদেবের সমকালীন আর্য্যা-বর্ত্তের প্রসিদ্ধ রাজ্যনিচয়—গকুরাসরোবরতীরে পরিব্রাজকাশ্রম চম্পার বণিক্গণের সামুদ্রিক বাণিজ্য—অঙ্গরাজ্যের পতন—অঙ্গরাজ্যের সীমা। **বিদেহ বা মিথিলা**—মিথিলায় আর্য্যোপনিবেশ ও আর্য্য-সভ্যতার বিস্তার—লিচ্ছবি-রাজ্য—তিব্বতীয় সেনার ত্রিহুত-আক্রমণ। **মগধ**—মগধনামের উৎপত্তি—কোল জাতি—মগধের রাজবংশ—মগধের রাজধানী—বিহার—মেগাস্থিনিসের বর্ণনা—বুদ্ধদেব। **সুহ্ম**—তাম্রলিপ্তের বিভিন্ন নাম—তাম্রলিপ্তের বাণিজ্যসম্পদ—ফাহিয়ানের বর্ণনা—হোয়েন্‌সাঙ্গের বর্ণনা—প্রসুহ্ম। **রাঢ়**—রাঢ় শব্দের উৎপত্তি—রাঢ়ের সীমা—রাঢ়ের কতিপয় রাজার সংক্ষিপ্ত পরিচয়। **কলিঙ্গ**—রাজ্যের অবস্থান ও বিস্তার—বুদ্ধের দন্ত। **উৎকল**—উৎকলে আর্য্যোপনিবেশ—শাসন-সংক্রান্ত অবস্থা—উড়িষ্যার রাজবংশ। **ত্রিপুরা রাজ্য**—ত্রিপুরা-রাজবংশ—ত্রিপুরাব্দ। **বঙ্গদেশ**—বঙ্গে আর্য্যোপনিবেশ—বঙ্গের প্রাচীন অবস্থা ও বঙ্গের নানা প্রদেশের উদ্ভব—খড়্গা-বংশ—চন্দ্রবংশ। **সমতট**—হোয়েন্‌সাঙ্গের বর্ণনা—বাঙ্গালানামের উৎপত্তি—গোবিন্দ চন্দ্র। **উপবঙ্গ**—উপবঙ্গের অবস্থান—চণ্ডাল জাতি। **প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর বা কামরূপ**—প্রাগজ্যোতিষপুর-সংস্থাপন—কামরূপ নামের উৎপত্তি—ভগদত্ত-বংশ—আসাম নামের উৎপত্তি—লৌহিত্য ও ব্রহ্মপুত্র—প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের সীমা—হোয়েন্‌সাঙ্গের বর্ণনা—প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের বিভিন্ন রাজবংশ—আহমজাতির হিন্দুধর্ম্মাবলম্বন।

অঙ্গ, বঙ্গ, রাঢ় ও সুহ্ম গৌড়রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল। কখনও

কখনও মগধ ও মিথিলা বা বিদেহও গৌড়ের অন্তর্গত হইত, অতএব গৌড়ের ইতিহাস জানিতে হইলে, এই সকল দেশেরও বিবরণ কিছু কিছু জানা আবশ্যক। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর, কলিঙ্গ, ত্রিপুরা ও উৎকল গৌড়ের নিকটবর্ত্তী; এই সকল দেশের ইতিহাসের সহিত গৌড়-রাজ্যের ইতিহাসের সংস্রব আছে, অতএব ইহাদের কিছু কিছু বিবরণ লিখিয়া গ্রন্থারম্ভ করা যাইতেছে।

পূর্ব্বে পুণ্ড্র-বঙ্গাদি রাজ্যে আর্য্যজাতির বসতি ছিল না। বেদের সংহিতাভাগে বঙ্গাদিদেশের নাম নাই। অথর্ব্ব বেদে মগধের বগধ এবং ঋক্ সংহিতায় কীকট নাম আছে। ইহাতে বুঝা যায়, বৈদিককালের পর অঙ্গাদি দেশে আর্য্যজাতির বসতি হয়। অঙ্গদেশ হইতে আর্য্য-সভ্যতা পুণ্ড্র, বঙ্গ, সুহ্মাদি দেশে বিস্তৃত হয়। সে কত কালের কথা, নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। পুরাণে অঙ্গরাজগণের পরিচয় আছে, কিন্তু পুণ্ড্রবঙ্গাদি দেশের রাজবংশ ও রাজগণের কোন বিশেষ কথা নাই।

অঙ্গরাজ্য।

অথর্ব্ব সংহিতায় অঙ্গের নাম আছে।* পুরাণে দৃষ্ট হয়, আর্য্যাবর্ত্তে গঙ্গাতীরে বলি নামক রাজা রাজত্ব করিতেন। ইনি যযাতি-তনয় পুরুর অধস্তন দ্বাবিংশ পুরুষে জন্মগ্রহণ করেন। বৈদিক ঋষি দীর্ঘ-তমা বলির সমসাময়িক। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যালের মতে দীর্ঘতমা খৃঃ পূঃ ১৬৯০ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। বলির অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম ও কলিঙ্গ নামে পাঁচটি পুত্র জন্মে। তাহাদের নামানুসারে তাহাদের

* অথর্ব্ববেদ ৫।২২।১৪।

স্থাপিত রাজ্যগুলির অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম ও কলিঙ্গ নাম হয়*। রামায়ণে আছে—হর-কোপানলে মদন ভস্মীভূত হইয়া যে স্থানে অঙ্গ ত্যাগ করেন, সে স্থানের অঙ্গ নাম হয়। মহাভারতের আদিপর্ব্বে আছে, চেদি দেশের রাজা উপরিচর বসুর পুত্র বৃহদ্রথের অধীন থাকিয়া বৃহদ্রথের কনিষ্ঠ অঙ্গ যে স্থান শাসন করিতেন, তাহার অঙ্গ নাম হয়। অতএব বলি রাজার পুত্র অঙ্গের নামানুসারে যে অঙ্গ-দেশের নাম হইয়াছে, ইহা প্রাচীন কালেও সর্ব্ববাদিসম্মত ছিল না। তবে ইহা সম্ভব যে, বালেয় ক্ষত্রিয়গণ† বর্ত্তমান বালিয়া জেলা হইতে অঙ্গদেশে আসিয়া আর্য্য-সভ্যতা বিস্তার করেন। রামায়ণ পাঠ করিলে বোধ হয়, পূর্ব্বে অঙ্গদেশ যেন কিছু পশ্চিমদিকে বিস্তৃত ছিল, মহা-ভারত-যুগে যেন কিছু পূর্ব্বদিকে সরিয়া আসিয়াছিল। রামায়ণে অঙ্গরাজ লোমপাদ-দশরথের নাম আছে। তিনি অযোধ্যাধিপতি দশ-রথের সখা ছিলেন। লোমপাদ, বলি-পুত্র অঙ্গের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ। লোমপাদ অযোধ্যাপতি দশরথের কন্যা শান্তাকে পালন করেন। বিভাণ্ডক ঋষির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ শান্তার পাণিগ্রহণ করেন। মালিনী ও চম্পা অঙ্গরাজ্যের দুইটি প্রধান নগর ছিল। লোমপাদের প্রপৌত্র চম্প হইতে অঙ্গের রাজধানী চম্পার নাম হয়। ভাগবত মতে ইক্ষ্বাকু-বংশীয় হরিতের পুত্র, চম্প, চম্পানগর স্থাপন করেন। বনপর্ব্বে তীর্থ-বর্ণন-

---

* "অঙ্গোবঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মশ্চ তে সুতাঃ।
তেষাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনাম্না কথিতা ভুবি ॥"
মহাভারত, আদি ১০৪।৫

† "বলিঃ সুতপসো জজ্ঞে অঙ্গ বঙ্গকলিঙ্গকাঃ।
সুহ্মা পৌণ্ড্রশ্চ বালেয়া অনপান স্তথাঙ্গতঃ ॥ (গরুড়পুরাণ ১৪৪অ)

প্রসঙ্গে পুলস্ত্য ঋষি ভীষ্মদেবকে চম্পানগরীর নিকটবর্ত্তী ভাগীরথী এবং চম্পানদীর সঙ্গম-স্থলে প্লক্ষ নামক তীর্থে স্নান করিতে বলিয়াছেন। ইহার পর চম্পা জৈনতীর্থ হয়। উপবাই সূত্র নামক জৈন উপাঙ্গে রাজা শ্রেণিক ও তৎপুত্র কোণিকের নাম আছে কোন কোন জৈন গ্রন্থে এই কোনিককে চম্পানগরের স্থাপনকর্ত্তা বা সংস্কারকর্ত্তা বলা হইয়াছে। ত্রিকাণ্ডশেষ অভিধানের মতে চম্পার অপর নাম পুষ্পবতী।

হরিবংশে অঙ্গদেশের, ১। অঙ্গ ২। দধিবাহন ৩। দিবিরথ, ৪। ধর্ম্মরথ, ৫। চিত্ররথ, ৬। দশরথ লোমপাদ, ৭। চতুরঙ্গ, ৮। পৃথুলাক্ষ, ৯। চম্প, ১০। হর্য্যক্ষ, ১১। ভদ্ররথ, ১২। বৃহৎকর্ম্মা, ১৩। বৃহদর্ভ, ১৪। বৃহন্নলা, ১৫। জয়দ্রথ, ১৬। দৃঢ়রথ, ১৭। বিশ্বজিৎ এবং ১৮। কর্ণ এই অষ্টাদশ রাজার নাম আছে।

পূর্ব্বকালে পৌরবনামক রাজা অঙ্গদেশে রাজত্ব করিতেন। লিখিত আছে, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া লক্ষ অশ্ব, সহস্র গজ, সহস্র গো, লক্ষ স্বর্ণমালা দান করেন। সমুদায় আর্য্যভূমিতে তিনি দাতা বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন।

জৈনগ্রন্থে চম্পার দধিবাহন ও শ্রীপাল নামক জৈন রাজার উল্লেখ আছে।

চম্পের অতি বৃদ্ধ প্রপৌত্র বৃহন্নলার বিজয় নামক পুত্র জন্মে। তিনি ব্রহ্মক্ষত্রোত্তর বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। ইনি অতি প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। বিজয়ের প্রপৌত্র-পুত্র অধিরথ সূত-বৃত্তি অবলম্বন করায়, ক্ষত্রিয়সমাজে নিন্দিত হন। অধিরথ কর্ণকে প্রতিপালন [illegible]ন বলিয়া কর্ণের সূতপুত্র নাম হয়।

অঙ্গরাজ্য কৌরব-সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। দুর্য্যোধন হস্তিনা নগর-

বাসী কর্ণকে অঙ্গরাজ্য প্রদান করেন। কর্ণ অঙ্গরাজ্যে সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিতেন না। তিনি হস্তিনায় থাকিয়া পাণ্ডবদিগের বিপক্ষে কৌরব-গণের সহায়তা করিতেন। মগধেশ্বর জরাসন্ধ কর্ণের সহ দ্বৈরথ-যুদ্ধে সন্তোষলাভ করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধিস্থাপন করেন। একজন ম্লেচ্ছ রাজা কর্ণের অধীন ছিলেন। মহাভারতে কর্ণের বসুসেন ও বৃষ নাম দেখা যায়। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে কর্ণ এবং তাঁহার বৃষসেন ও বৃষকেতু নামক পুত্রদ্বয় নিহত হন। কর্ণের আরও কয়েকটি পুত্র ছিলেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধাবসানে তাঁহারা পাণ্ডবদের স্নেহভাজন হইয়া অঙ্গরাজ্য ভোগ করিতে থাকেন। কর্ণ-বংশীয়েরা দানশক্তির জন্য বিখ্যাত ছিলেন। রাঢ় দেশও মধ্যবাঙ্গালার উত্তরাংশ কর্ণবংশীয়গণের অধীন ছিল। সুলতান গঞ্জের ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে ষ্টেসনের অদূরে পশ্চিমদিকে কর্ণগড় নামক দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে।

কর্ণের সময় অঙ্গরাজ্যের আচার-ব্যবহার আর্য্যগণের প্রশংসনীয় ছিল বলিয়া বোধ হয় না।

মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে শল্যের সহিত কর্ণের বচসা-কালে উভয়ে উভয়ের রাজ্যের আচার-ব্যবহারের নিন্দা করিয়াছেন। অথর্ব্ব সংহিতায় নিন্দাচ্ছলে অঙ্গের নাম আছে। *

বুদ্ধদেবের সময় আর্য্যাবর্ত্তে, যে অঙ্গ, মগধ, কাশী, কোশল, বজ্জি, মল্ল, চেদি, বৎস, কুরু, পঞ্চাল, মৎস্য, শূরসেন, অশ্বক, অবন্তী, গান্ধার, ও কাম্বোজ নামে ষোলটী প্রসিদ্ধ রাজ্য ছিল,—অঙ্গ তাহাদের অন্যতম।

মহাবীর বুদ্ধদেবের সময় ব্রহ্মদত্ত অঙ্গদেশের রাজা ছিলেন। বুদ্ধদেব

---

* চরণব্যূহ ভাষ্যে আছে, অঙ্গ বঙ্গ ও কলিঙ্গের ব্রাহ্মণেরা বাজসনেয়ী সংহিতার মাধ্যন্দিনী শাখাভুক্ত।

পরিভ্রমণ করিতে করিতে চম্পার নিকটবর্ত্তী ভোদ্দিও নামক নগরে আগমন করিয়াছিলেন। অঙ্গের রাজধানী চম্পানগরীর গকুরা সরোবর-তীরে পরিব্রাজকগণের অবস্থিতির জন্য এক আশ্রম নির্ম্মিত হইয়াছিল। পরিব্রাজকেরা বর্ষাকালে তথায় অবস্থান করিয়া চাতুর্ম্মাস্য করিতেন। এই আশ্রম বহুকাল প্রসিদ্ধ ছিল। "কাদম্বরী" ও "দশকুমার চরিতে" চম্পার এই পরিব্রাজকাশ্রমের উল্লেখ আছে। চম্পা নগরে দ্বাদশ তীর্থঙ্কর বাসুপূজ্যের জন্ম হয়। অশোকের মাতা সুভদ্রাঙ্গী চম্পার এক ব্রাহ্মণ-কন্যা। চম্পাবাসী জিন নামক বৌদ্ধপণ্ডিত "লঙ্কাবতার সূত্র" নামক এক দর্শন গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি স্মৃতিকার কাত্যায়ন বংশীয় ছিলেন। বোধ হয়, কাত্যায়ন অঙ্গদেশীয় ছিলেন। চম্পার বণিক্‌গণ চম্পা হইতে গঙ্গা বাহিয়া সমুদ্র-পথে বাণিজ্য করিতেন, বৌদ্ধজাতক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে।

বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্ব্ব হইতে মগধ ও অঙ্গরাজ্যে বিবাদ চলিতেছিল। অবশেষে অঙ্গরাজ্য মহাপ্রতাপশালী অজাতশত্রুর মগধ সাম্রাজ্যের অধীন হইয়া যায়।

পৌরাণিক যুগের শেষভাগে অঙ্গরাজ্যের সীমা পরিবর্ত্তিত হয়। শক্তি-সঙ্গম তন্ত্রের সপ্তম পটলে অঙ্গরাজ্যের এইরূপ সীমা আছে :—

"বৈদ্যনাথং সমাসাদ্য ভুবনেশান্তগং শিবে।
তাবদঙ্গাভিধো দেশো যাত্রায়াং নহি দুষ্যতি ॥"

মহারাজ স্কন্দগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সময়ে চম্পানগরে কর্ণসেন নামক রাজা রাজত্ব করিতেন। স্কন্দগুপ্ত ৪৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৪৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। কর্ণসেন স্কন্দগুপ্তের সখা ছিলেন। ৫৮০ খৃষ্টাব্দে মহা-ক্ষত্রপ রুদ্রদেবের পুত্র সত্যসেন বা সূর্য্যসেন অঙ্গদেশের রাজা ছিলেন। হূণদিগের কর্ত্তৃক গুপ্ত-সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইলে, হূণেরা উত্তর ভারতে

ছড়াইয়া পড়ে। বামনপুরাণে আছে,—নয় জন নাগ চম্পাবতীপুরী ভোগ করেন ; এখানে হূণদিগকে নাগ বলা হইয়াছে। খৃষ্টীয় শতাব্দীর পর আর অঙ্গরাজ্যের বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না।

বিদেহ বা মিথিলা।

বিদেহ প্রাচীন রাজ্য। আর্য্যগণ সরস্বতী-তীর হইতে আসিয়া এখানে উপনিবিষ্ট হন। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে, বিদেহ মাথব পুরোহিত বহুগণ ঋষির সহিত সদানীরা অতিক্রম করিয়া, বিদেহদেশে আসিয়া বাস করেন। এই সদানীরা কোশল রাজ্যের পূর্ব্বসীমাস্থ কোন নদী। মহাভারতে ভীমের দিগ্বিজয় বৃত্তান্তপাঠে বোধ হয়, ইহা সরযূ ও গণ্ডকীর মধ্যবর্ত্তিনী ; জর্ম্মণ পণ্ডিত ওয়েবর সাহেবের মতে গণ্ডকীর নাম সদানীরা *। অমরকোষ ও হেমচন্দ্রের মতে করতোয়ার নাম সদানীরা। রামায়ণ ও মহাভারতে বিদেহ রাজ্যের নানা বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। এখানকার প্রাচীন রাজগণের "জনক" উপাধি ছিল। সীতার পিতা সীরধ্বজ জনক এখানকার রাজা ছিলেন। এই রাজ্যের নামান্তর মিথিলা। এখান হইতে আর্য্যগণ কামরূপ অঞ্চলে গিয়া উপনিবিষ্ট হন। বোধ হয়, সমুদয় উত্তর বঙ্গে বিদেহ হইতে আর্য্য-উপনিবেশ বিস্তৃত হয়। ভবিষ্যপুরাণে বিদেহের তীরভুক্তি নাম দৃষ্ট হয়। কিন্তু অন্য কোন প্রাচীন পুরাণে ঐ নাম নাই। শক্তিসঙ্গম তন্ত্র মতে গণ্ডকী তীর হইতে চম্পকারণ্য পর্য্যন্ত স্থানকে তৈরভুক্ত ও তাহার পূর্ব্বভাগকে বিদেহ বলিত।

* ওয়েবরের মত ঠিক্ নহে—"গণ্ডকীঞ্চ মহাশোণং সদানীরাং তথৈব চ।
এক পর্ব্বতকে নদ্যঃ ক্রমেণৈব ব্রজন্তিতে॥"
সভাপর্ব্ব, ১৯৭ অধ্যায়।
এখানে স্পষ্টই গণ্ডকী ও সদানীরাকে পৃথক্ নদী বলা হইয়াছে।

বিদেহ প্রাচীন কাল হইতে উত্তরাঞ্চলবাসী পার্ব্বতীয়গণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইত। মহারাজ অজাতশত্রুর সময়ে এই দেশে লিচ্ছিবি দিগের রাজ্য স্থাপিত হয়। তাহাদিগের রাজ্য কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক অংশ এক প্রকার সাধারণ-তন্ত্র প্রণালীতে শাসিত হইত। বহিঃশত্রুর আক্রমণ-কালে সকলে মিলিত হইয়া প্রবল পরাক্রম প্রকাশ করিত। লিচ্ছিবিগণ বুদ্ধদেবের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল। অজাত শত্রু তাহাদিগের দেশ অধিকার করিবার জন্য ছল ও বল প্রয়োগের ত্রুটি করেন নাই—পরিশেষে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন।

বহুদিন পরে এই রাজ্য হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়। হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর তদীয় অমাত্য, চীন-রাজদূত ওয়াং-হিউএনসীর সঙ্গীদিগের প্রাণবধ করিলে, ওয়াং নেপালে পলায়ন করেন। তিব্বতরাজ চীন-সম্রাটের জামাতা ছিলেন। তাঁহার সেনাগণ প্রতিহিংসা-সাধনের জন্য ত্রিহুত নগর আক্রমণ করিয়া প্রায় দুই সহস্র লোকের শিরশ্ছেদ করে, ও দশ সহস্র লোককে নদীতে ডুবাইয়া মারে। পাঁচশত আশিটি নগরের লোক হীনতা স্বীকার করিলে, এই দৌরাত্ম্য নিবারিত হয়। ইহার পর, বিদেহ কখনও কখনও নেপালের অধীন হইত, কখনও কখনও বা স্বাধীনতা ভোগ করিত।

মগধ।

ঋক্ সংহিতায় ইহার কীকট নাম আছে। ঋগ্বেদের ঐতরেয় আরণ্যকে ইহার বগধ নাম দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে দক্ষিণ বিহারকে মগধ বলিত। কেহ কেহ বলেন,—মগ অর্থাৎ শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদিগের উপনিবেশ স্থাপনের সময় হইতে কীকটের মগধ নাম হইয়াছে। এই মত ভ্রমাত্মক। কারণ মগ অর্থাৎ শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদিগের ভারতাগমনের বহু পূর্ব্বেই

ইহার মগধ নাম হইয়াছিল, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। আর্য্য জাতির আগমনের পূর্ব্বে কোল জাতি মগধে বাস করিত। অদ্যাপি সাহাবাদ জেলায় এই জাতির প্রাসাদাদির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। যযাতির বংশে কোল নামে রাজা ছিলেন। তিনি যে অনার্য্যদের দেশে প্রবিষ্ট হইয়া প্রথমতঃ রাজ্য স্থাপন করেন, তাহারা কোল নামে পরিচিত হয়। ইহাদের পূর্ব্বে তাহাদের জাতীয় নাম কি ছিল, তাহা জানা যায় না। কোলেরা শবর জাতি কর্ত্তৃক মগধ হইতে তাড়িত হয়। শবরেরা আর্য্য জাতির আগমনে ক্রমশঃ মগধ ত্যাগ করিয়া উড়িষ্যা অঞ্চলে গিয়া উপনিবিষ্ট হয়।

জরাসন্ধ মগধের রাজা ছিলেন। ইঁহার পরাক্রমে বিত্রস্ত হইয়া যাদবেরা শূরসেন অর্থাৎ মথুরা অঞ্চল ত্যাগ করিয়া আনর্ত্ত দেশে অর্থাৎ বর্ত্তমান গুজরাট অঞ্চলে গিয়া বাস করিতে বাধ্য হন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞের পূর্ব্বে জরাসন্ধ, মধ্যম পাণ্ডব ভীমের হস্তে নিহত হন। ভীম, মগধের দণ্ড ও দণ্ডধর নামক দুইজন রাজাকে পরাজিত করিয়া জরাসন্ধ-পুত্র সহদেবকে করদ করেন। দণ্ড ও দণ্ডধর, বোধ হয়, জরাসন্ধের সামন্ত রাজা ছিলেন।

জরাসন্ধ-বংশের পতনের-পর প্রদ্যোতন-বংশ মগধের রাজা হন। ইহার পর যথাক্রমে শিশুনাগ-বংশ, নন্দবংশ, মৌর্য্য-বংশ, শুঙ্গবংশ, কণ্ব-বংশ, অন্ধ্রবংশ, ও গুপ্তবংশ মগধে রাজত্ব করেন। এই বংশীয়গণের মধ্যে অনেকে রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। সুতরাং অঙ্গবঙ্গাদি দেশ ইঁহাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল। পুরাণে অন্ধ্রবংশ পর্য্যন্ত রাজগণের নাম পাওয়া যায়। ইহাতে বোধ হয়, প্রাচীন পুরাণ গুলিও ইহারা পূর্ব্বে রচিত হয় নাই।

জরাসন্ধের সময় গিরিব্রজ নগরে মগধের রাজধানী ছিল। নন্দ-বংশের সময় পাটলীপুত্র নগরে মগধের রাজধানী হয়। শিশুনাগ-

বংশীয় মহারাজ অজাতশত্রুর সময়, উত্তরাঞ্চলস্থ বিদেহ জাতির আক্রমণ নিবারণার্থ গঙ্গা ও শোণ নদীর সঙ্গমস্থলে পাটলীপুত্র নগর স্থাপিত হয়। এই নগরের কিছু উজানে গণ্ডকী ও সরযূ নদী গঙ্গায় পড়িয়াছে। ইহাতে এই নগর অচিরে বাণিজ্যশ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল।

বৌদ্ধযুগে শ্রমণদিগের অবস্থানের জন্য পর্ব্বতগাত্র খুদিয়া যে সকল বাসস্থান নির্ম্মিত হয়, তৎসমুদয়কে বিহার বা চৈত্য বলিত। মগধে এইরূপ বহু বিহার নির্ম্মিত হওয়ায়, দেশটির পরে বিহার নাম হয়।

অজাতশত্রু অত্যন্ত পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। তিনি কুরু, পাঞ্চাল, কাশী, কোশল প্রভৃতি অধিকার করায়, মগধ একটি সাম্রাজ্য হইয়া দাঁড়ায়। দক্ষিণ-মজঃফরপুরে বৈশালী রাজ্য ছিল। রামায়ণে বৈশালীর নাম পাওয়া যায় *। মজঃফরপুর জেলার হাজিপুর উপ-বিভাগের বেসাড়্ পরগণার প্রাচীন নাম বৈশালী। ইহা অল্পদিনের মধ্যেই মগধ-সাম্রাজ্যের অধীন হয়।

নন্দ-বংশের রাজত্ব-কালে (৩২৭ পূঃ খৃঃ) আলেকজাণ্ডার পঞ্জাব আক্রমণ করেন। অলেকজাণ্ডার এদেশ হইতে প্রস্থান করিলে, চন্দ্র-গুপ্ত, মন্ত্রণাকুশল চাণক্যের সাহায্যে মগধসিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার সময়ে গ্রীক-রাজ সিলিউকস ভারতাক্রমণ করিয়াছিলেন। ইনি চন্দ্রগুপ্তের নিকট পরাজিত হইয়া গ্রীকবিজিত কয়েকটি প্রদেশ ও

* রামায়ণে আছে, কুশপ্লব নামক প্রকাণ্ড বনের স্থানে ইক্ষ্বাকুবংশীয় বিশাল বিশালা বা বৈশালী পুরী নির্ম্মাণ করেন। রামায়ণে বিশালার বিশাল, হেমচন্দ্র, সুচন্দ্র, ধূম্রাশ্ব, সৃঞ্জয়, সহদেব, কুশাশ্ব, সোমদত্ত, কাকুৎস্থ ও সুমতি এই দশজন রাজার নাম আছে। সুমতি দশরথের সম-সাময়িক। প্রবাদ ছিল, কুশপ্লবের তপোবনে দিতিদেবী ৯৯০ বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন। (বালকাণ্ড ৪৭ শ অধ্যায়।)

নিজ কন্যা তাঁহাকে অর্পণ করেন। সিলিউকসের দূত, মেগাস্থিনিস্, অনেক দিন পাটলীপুত্রে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে ভারতবর্ষের তৎকালীন অনেক অবস্থা জানা যায়। তিনি লিখিয়াছেন,—ভারতবাসিগণ এসিয়ার অন্যান্য অংশের লোক অপেক্ষা দীর্ঘকায়, সাহসী ও সত্যনিষ্ঠ। অঙ্গবঙ্গাদির তৎকালীন অধিবাসিগণও মেগাস্থিনিসের এ প্রশংসার অংশভাগী হইতে পারে। চন্দ্রগুপ্ত অতি বিখ্যাত পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। তাঁহার ছয় লক্ষ পদাতিক, ত্রিংশ সহস্র অশ্বারোহী, পঞ্চদশ সহস্র গজ-সৈন্য এবং একটি প্রবল নৌ-বাহিনী ছিল। এই নৌ-বাহিনী পূর্ব্ব প্রদেশের শান্তি রক্ষা করিত। মেগাস্থিনিস্ লিখিয়াছেন,—এত অধিক সৈন্যের মধ্যে কদাচিৎ চুরির অভিযোগ শুনা যাইত।

চন্দ্রগুপ্তের পর, তৎপুত্র বিন্দুসার, রাজা হন। বিন্দুসারের পর, অশোক মগধের রাজসিংহাসনে অরোহণ করেন। অশোক প্রথমে হিন্দুধর্ম্মানুরক্ত ছিলেন। স্বীয় রাজত্বের নবমবর্ষে কলিঙ্গ জয় করেন। কলিঙ্গজয়ের সময় বহুসংখ্যক লোকের প্রাণ বধ হয়। ইহাতে তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়, ও তিনি শান্তিময় ধর্ম্মগ্রহণের প্রয়াসী হন, এবং মথুরাবাসী উপগুপ্তের নিকট বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তাঁহার এই মধুময় ধর্ম্মের ফল সমুদয় মগধ সাম্রাজ্য ভোগ করিয়াছিল। অঙ্গ-বঙ্গাদি প্রদেশের অনেক বিহার বা চৈত্য এই সময়ে নির্ম্মিত হয়।

বুদ্ধদেব।

যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব, অঙ্গ-বঙ্গাদি দেশে বিস্তৃত হয়, তাহার প্রবর্ত্তকের কিঞ্চিৎ বিবরণ লেখা আবশ্যক। বুদ্ধদেব, কপিলবস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র। যে বংশে রামের জন্ম হইয়াছিল; সেই ইক্ষ্বাকু-বংশের

শাক্য নামক শাখায় বুদ্ধের জন্ম হয়। বুদ্ধের প্রকৃত নাম সিদ্ধার্থ। ইনি জীবের ক্লেশ দূরীকরণের উপায় নির্দ্ধারণার্থ সংসার ত্যাগ করিয়া ঊনত্রিংশ বৎসরে সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। জ্ঞান-লাভের জন্য কয়েকটী স্থান পরিভ্রমণ করিয়া, গয়া নগরের নিকট উরুবিল্ব গ্রামের বনমধ্যে ছয় বৎসর-কাল ধ্যান ধারণা করিয়া, ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেন। এই সময় হইতে তাঁহার 'বুদ্ধ' অর্থাৎ জ্ঞানী নাম হয়। বুদ্ধদেব, বারাণসীতে গিয়া, ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ইনি বারাণসীর যে স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, তাহার প্রাচীন নাম মৃগদাব বা ঋষিপত্তন—বর্ত্তমান নাম সারনাথ। বুদ্ধদেব যখন সংসার ত্যাগ করেন, তখন মহারাজ বিম্বসার মগধের রাজা ছিলেন, এবং ধর্ম্ম প্রচারের সময় অজাত-শত্রু পিতৃহত্যা করিয়া মগধ-সিংহাসন অধিকার করেন! বুদ্ধদেব, পঁয়তাল্লিশ বৎসর কাল আর্য্যাবর্ত্তের নানাস্থানে ধর্ম্ম প্রচার করেন, তিনি পুণ্ড্রবর্দ্ধন, কোটিকপুর ও কর্ণ স্থবর্ণেও আগমন করিয়াছিলেন, এরূপ প্রবাদ আছে। তখন বৈদিক যাগযজ্ঞে ও তদনুমোদিত জীবহত্যায় দেশের লোক উন্মত্ত ছিল। বুদ্ধের উপদেশে অনেকে বৈদিক পন্থা ত্যাগ করিয়া তাঁহার মত অবলম্বন করে। ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণদের অনেকে তাঁহার মতে দীক্ষিত হন। তখন আর্য্য ও অনার্য্যে বহুভেদ ছিল। অনার্য্যগণ অত্যন্ত হেয় ছিল। বুদ্ধের উপদেশে তাহাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল। তাহাদের প্রতি ঘৃণার ভাব কমিয়া গেল। বুদ্ধদেব, লোক-প্রচলিত ভাষায় উপদেশ দিতেন, ইহাতে আপামর সাধারণের জ্ঞানলাভের স্থবিধা হইত। অশীতি বর্ষ বয়সে পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মপ্রচারক কুশীনগরে মৃত্যুমুখে পতিত হন (৪৭৭ খৃঃ পূঃ)। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব, সমুদায় আসিয়ায় বিস্তৃত হয়। এখন ভারতবর্ষের সমতল ক্ষেত্র হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম অন্তর্হিত হইয়াছে, হিন্দুধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ; কিন্তু ইহা প্রাচীন

বৈদিক ধর্ম্ম হইতে পৃথক্, ইহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্ম ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া আছে। বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্মের সুসদৃশ সন্তান।

সুহ্ম।

দক্ষিণ রাঢ়ের প্রাচীন নাম সুহ্ম। তমলুক বা প্রাচীন তাম্রলিপ্ত প্রাচীন সুহ্মের অন্তর্গত। সুহ্মের পর উৎকল দেশ। "রঘুবংশের" রঘুর দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে লিখিত আছে, রঘুর আগমন-কালে সুহ্মগণ বৈতসী বৃত্তি আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ অবনত হইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল। "দশকুমার চরিতে" সুহ্ম রাজ্যের রাজধানী দামলিপ্তের নাম পাওয়া যায়; এই দামলিপ্তই তাম্রলিপ্ত। ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থে তাম্রলিপ্ত নগর—তমোলিপ্তা, তমোলিপ্ত, তাম্রলিপ্ত, তামলিপ্তম্, তামলিপ্তি, তমালিকা, দামলিপ্ত, ও তমালিনী নামে উক্ত হইয়াছে। এরিয়ান্ ও মেগাস্থিনিস্ কর্ত্তৃক ইহা তমোলিতি নামে উক্ত হইয়াছে। চৈনিক পরিব্রাজকের গ্রন্থে তন্মোলিতি নাম দৃষ্ট হয়। তাম্রলিপ্ত রাজ্য হুগলী নদীর পশ্চিম হইতে উত্তরে বর্দ্ধমান ও কালনা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বিষ্ণুপুরাণে এই রাজ্যের দেবরক্ষিত নামে এক রাজার নাম পাওয়া যায়। মহাভারতে আছে তাম্রলিপ্তের রাজা দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে গমন করিয়াছিলেন। ভাগবতে সুহ্মদিগকে পাপী বলা হইয়াছে। বোধ হয় সুহ্মেরা সেই সময় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিল। ব্যাকরণ মহাভাষ্যে সুহ্মনগরবাসী বুঝাইতে সৌহ্মনাগর পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। এই সুহ্মনগর তাম্রলিপ্তের নাম।

তাম্রলিপ্ত নগর বাণিজ্যের জন্য পূর্ব্বদেশে প্রসিদ্ধ ছিল। নানা দেশের বণিকেরা এখানে বাণিজ্যার্থে আসিত। তাম্রলিপ্তের সন্নিহিত সমুদ্রে জলদস্যুর উপদ্রব ছিল। কখনও কখনও তাম্রলিপ্তের বড় লোকেরাও

দস্যুবৃত্তি করিতেন। একবার যবন জাতির একখানি বাণিজ্য-তরি আক্রমণ করিতে গিয়া, দস্যুদিগের অধিনায়ক সুহ্মের এক রাজকুমার ধরা পড়িয়াছিলেন।

ফাহিয়ান।

চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান তাম্রলিপ্ত হইতে অর্ণবযানে সিংহল যাত্রা করেন। তিনি তাম্রলিপ্ত নগরে বহু বণিক্-সমাগম দেখিয়াছিলেন। ফাহিয়ান্ বলিয়াছেন,—"তাম্রলিপ্তের অশোকস্তম্ভ দুই শত ফীট উচ্চ। নীল, রেশম প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য এখান হইতে সমুদ্রপথে নানাদেশে প্রেরিত হইত। ময়ূরবংশীয়দিগের রাজবাটী আট বর্গ মাইল স্থান পরিব্যাপ্ত, এবং প্রাকার ও পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত সুদৃঢ় দুর্গ ছিল। এক্ষণে তৎসমুদয়ের কোন চিহ্ন নাই। ৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে আচার্য্য বোধিধর্ম্ম তমোলুক হইয়া সমুদ্রপথে চীনদেশে কাণ্টন নগরে যাত্রা করেন। হর্ষ-চরিতে আছে, দেবরানুরক্তা দেবকী বিষচূর্ণচুম্বিত মকরন্দ কর্ণেন্দীবর দ্বারা সুহ্মপতি দেবসেনকে বিনষ্ট করেন।

হোয়েন সাঙ্গ-বর্ণিত তাম্রলিপ্ত রাজ্যের পরিবেষ্টন ১৫০০ মাইল। তাঁহার বর্ণনা মতে, এই রাজ্যের ভূমি নিম্ন ও উর্ব্বরা; স্থানটি গ্রীষ্মপ্রধান, এখানে প্রচুর শস্য ও ফলমূল জন্মে; অধিবাসিগণ ক্ষিপ্রকারী, চঞ্চল, সাহসী ও পরিশ্রমী; রাজ্যের সঙ্ঘারামে প্রায় এক সহস্র আচার্য্য বর্ত্তমান ছিলেন; পঞ্চাশটি হিন্দুদেবমন্দির ছিল; তথায় নানা সম্প্রদায়ের আচার্য্য বাস করিতেন; এখানে যথেষ্ট মণি-মুক্তা সংগৃহীত হইত; তজ্জন্য লোক সমৃদ্ধিশালী ছিল; রাজধানীর নিকট অশোকস্তূপ বর্ত্তমান ছিল; স্তূপের নিকট চারিজন বুদ্ধের অবস্থান ও ভ্রমণের চিহ্ন বর্ত্তমান ছিল।

বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলা প্রাচীন সুহ্মের অন্তর্গত। এই জেলার

অন্তর্গত কাঁথি, দাঁতন ও ময়নাগড়ে এক একটি সঙ্ঘারাম ছিল বলিয়া বোধ হয়।

প্রাচীনকালে সুহ্মদেশে ক্ষত্রিয়গণ রাজা ছিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞকালে তাম্রলিপ্তরাজ যে উপহার দেন, তাহা পাঠ করিলে বোধ হয়, তথায় শাল, রুমাল ও কিংখাপ আদি বহুমূল্য বস্ত্র পাওয়া যাইত। পৌরাণিক যুগে ময়ূরবংশীয় তিন জন রাজার নাম পাওয়া যায়। তৎ-কালে এখানে বর্গভীমা দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

তাম্রলিপ্ত বা সুহ্মরাজ্যের পশ্চিম দিক দিয়া অঙ্গরাজ্য কলিঙ্গের উত্তর সীমা স্পর্শ করিয়াছিল। কলিঙ্গ, সুহ্ম ও অঙ্গরাজ্যে প্রায় বিবাদ চলিত। ময়ূরবংশের পর কৈবর্ত্তগণ তাম্রলিপ্ত রাজ্য অধিকার করে।

সুহ্মের নিকটবর্ত্তী স্থানকে প্রসুহ্ম বলিত। ইহা ধলকিশোর নদ হইতে সুবর্ণরেখা নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

রাঢ়।

রাঢ় প্রায়ই গৌড়ের অধীন থাকিত। অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন পুরাণ গ্রন্থে রাঢ়ের নাম পাওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের প্রকৃতিখণ্ডের ১৯শ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র বীরগণ শঙ্খাসুরের পক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন,—গঙ্গারাদ্ধ শব্দ হইতে গঙ্গারাঢ় শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে;—রাঢ় তাহার সংক্ষিপ্ত আকার। কেহ কেহ বলেন—এই শব্দটি সাঁওতালদিগের ভাষার "রাঢ়ো" শব্দ হইতে উৎপন্ন, উহার অর্থ নদীগর্ভস্থ পাথুরিয়া জমি। মেগাস্থিনিসের গ্রন্থে রাঢ়ের গঙ্গাহৃদয় (Ganga-ridai) নাম পাওয়া যায় এবং উহাতে গণকরের উল্লেখ আছে। গণকর রাঢ়ের অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম।

খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত জৈন-অঙ্গ গ্রন্থে রাঢ়ের নাম পাওয়া যায়। জৈন আচারাঙ্গ সূত্রে আছে—শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী এখানে দ্বাদশবর্ষ থাকিয়া বন্যজাতির মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করেন (খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী)। মহাবীরের অপর নাম বর্দ্ধমান স্বামী। বর্দ্ধমান স্বামী যে দেশে জৈনধর্ম্ম প্রচার করেন, সেই স্থানের পরে বর্দ্ধমান নাম হয়। মহাবীর স্বামী রাঢ়ের বন্যজাতির দ্বারা অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। জৈনদিগের ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ ৭৭৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে মানভূম জেলাস্থ সমেতশিখরে মোক্ষলাভ করেন; সেই জন্য সমেতশিখরের পার্শ্বনাথ বা পরেশনাথ নাম হয়। জৈন হরিবংশে লিখিত আছে, শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞাতি নেমিনাথ অঙ্গ-বঙ্গাদি দেশে জৈনধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। পার্শ্বনাথ, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও রাঢ়ে চাতুর্যাম মত প্রচার করেন। গ্রীক ভৌগোলিক এরিয়ানের গ্রন্থে কটদ্বীপ অর্থাৎ কাটোয়ার এবং আনিসেষ্টিসের গ্রন্থে অজয় নদের উল্লেখ আছে। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী (৬।২।১০০) ও জৈন হরিবংশ পাঠে জানা যায় যে, পূর্ব্বদেশে অরিষ্টপুর ও গৌড়পুর নামে নগর ছিল। অরিষ্টপুর উত্তর রাঢ়ে ছিল বলিয়া মনে হয়।

কোন সময়ে রাঢ়ের অধিকাংশ স্থান জঙ্গলে আচ্ছন্ন ছিল। সাঁওতাল ভাষায় বীরশব্দের অর্থ জঙ্গল। বীরভূমি শব্দের অর্থ জঙ্গলভূমি। রাঢ় দুইভাগে বিভক্ত ছিল—উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়। অজয় নদ রাঢ়কে এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছিল। দামোদর রাঢ়ের প্রসিদ্ধ নদ। সাঁওতালেরা এই নদীতে মৃত আত্মীয় স্বজনের মাথার খুলির টুকরা নিক্ষেপ করিয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রাঢ়ে বৌদ্ধধর্ম্ম, জৈনধর্ম্ম, তান্ত্রিক বৌদ্ধমত ও শাক্তমত প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল। রাঢ়দেশে কয়েকটি পীঠস্থান আছে। উহা তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের পীঠস্থানের হিন্দু-সংস্করণ কি না বলা যায় না। জৈনশ্রাবক ও বৌদ্ধশ্রমণদিগের প্রভাব খৃষ্টীয় ষষ্ঠশতাব্দী পর্য্যন্ত

রাঢ়দেশে ও গৌড় অঞ্চলে অব্যাহত ছিল। ব্রহ্মাণ্ড-উপপুরাণ পাঠে জানা যায়, শ্বেত নামক রাজা গৌড়রাজ্যের অন্তর্গত রাঢ়ভূমিতে বক্রেশ্বর নামক তীর্থের প্রতিষ্ঠা করেন। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে নলরাজগণ বীরভূম অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে রঘুনাথ সিংহ মল্ল নামক একব্যক্তি দলমাদল প্রদেশে বাগ্দী জাতির সাহায্যে একটী রাজ্য স্থাপন করেন। পরে দলমাদলের বিষ্ণুপুর নাম হয়। এই বংশীয়গণের আশ্রয়ে থাকিয়া পাশ্চাত্য বৈদিক মৌদ্গল্য গোত্রীয় মুরারি মিশ্র তাঁহার "অনর্ঘরাঘব" রচনা করেন। দিগ্বিজয় প্রকাশ নামক সংস্কৃত গ্রন্থে রাঢ়ের এইরূপ সীমা আছে :—

"গৌড়স্য পশ্চিমে ভাগে বীরদেশস্য পূর্ব্বতঃ।
দামোদরোত্তরে ভাগে রাঢ় দেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

"দিগ্বিজয় প্রকাশ" মোগল-রাজত্ব-কালে রচিত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান বর্দ্ধমান জেলায় সিংহারণ নদের তীরবর্ত্তী সিংহপুর নগরে সিংহবাহু নামক রাজা রাজত্ব করিতেন। সিংহলের ইতিহাস মহাবংশে আছে, সিংহবাহুর পুত্র বিজয়সিংহ প্রজাপীড়ন-দোষে নির্ব্বাসিত হইয়া খৃষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে সাতশত অনুচর সহ লঙ্কাদ্বীপে গিয়া তথাকার রাজা হন। তদবধি লঙ্কার সিংহল নাম হইয়াছে। বিজয়সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডুবাস সিংহলে গিয়া রাজপদ গ্রহণ করেন। সিংহবংশ ব্যতীত শাক্যবংশও রাঢ়ে রাজত্ব করিতেন।

কলিঙ্গ।

দক্ষিণাপথে প্রাচীন নয়টী রাজ্যের মধ্যে ইহা একটী। বৌধায়ন স্মৃতি ও মনুসংহিতায় ইহা একটী অনার্য্য-নিবাস বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু মহাভারত রচনার সময় ইহা যজ্ঞীয় গিরিশোভিত এবং সতত দ্বিজগণ-সেবিত পুণ্যস্থান বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল :—

"এতে কলিঙ্গাঃ কৌন্তেয় যত্র বৈতরণী নদী।
যত্রা যজত ধর্ম্মোঽপি দেবাঞ্ছরণমেত্য বৈ॥
ঋষিভিঃ সমুপাযুক্তং যজ্ঞীয়ং গিরিশোভিতং।
উত্তর তীরমেতদ্ধি সততং দ্বিজ-সেবিতং॥

বনপর্ব্ব—১১৪।৪-৫

ইহা উড়িষ্যার দক্ষিণ হইতে মান্দ্রাজ উপকূল দিয়া পলিকট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কখনও কখনও উড়িষ্যা পর্য্যন্ত ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত ইহার সীমা বিস্তৃত হইত। মেদিনীপুর জেলার কাঁসাই নদী * অনেক সময় ইহার উত্তর সীমা হইত। ইহার পশ্চিমদিকে অন্ধ্র রাজ্য ছিল। তিব্বতীয় পরিব্রাজক তারানাথ বলিয়াছেন; ইহা তৈলঙ্গের একটি ভাগ। "শক্তিসঙ্গম তন্ত্র" মতে শ্রী-শৈল হইতে চোল দেশের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত কলিঙ্গ দেশ বিস্তৃত ছিল। † রাজমহেন্দ্রী, করিঙ্গ, কলিঙ্গপত্তন, সিংহপুর, চিকাকোল, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কলিঙ্গের রাজধানী ছিল। কলিঙ্গপত্তন গঞ্জাম জেলার বংশধার নদীর তীরবর্ত্তী। কলিঙ্গরাজ্য জয় করিতে মহারাজ অশোকের নয় বৎসর অতীত হয়। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে কলিঙ্গ অতি পরাক্রান্ত রাজ্য ছিল। হিউএন সাংএর সময়ে রাজমহেন্দ্রী নগরে কলিঙ্গের রাজধানী ছিল। কলিঙ্গরাজ্যের বেষ্টন সেই সময়ে পাঁচহাজার লি অর্থাৎ ৮৪৩ মাইল ছিল। মহেন্দ্রগিরি এই রাজ্যের প্রধান পর্ব্বত। অনেক পুরাণেই মহেন্দ্রগিরির নাম আছে, বিষ্ণুপুরাণ মতে মহেন্দ্রগিরি হইতে ঋষিকুল্যা নদী বহির্গত হইয়াছে। মহেন্দ্রগিরি

---

* প্রাচীন নাম কংসাবতী। এই নদীই রঘুবংশোক্ত কপিশা।

† শক্তিসঙ্গমের মতে কলিঙ্গের দক্ষিণস্থ আট যোজন পর্য্যন্ত স্থানের নাম কলিঙ্গ। মহাভারতে (কর্ণপর্ব্ব ৪৪ অধ্যায়ে) কলিঙ্গের নাম আছে। কলিঙ্গদেশে পূর্ব্বে লৌহ পাওয়া যাইত।

পর্ব্বতে পরশুরাম আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। প্রাচীন কালেই এদেশে আর্য্যদিগের এক উপনিবেশ স্থাপিত হয়। এখানকার রাজা শ্রুতায়ু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দুর্য্যোধনের পক্ষে থাকিয়া ভীমের হস্তে নিহত হন। মহাভারত-যুগে রাজপুর, দন্তপুর, মণিপুর, কুন্তবতী, কাঞ্চননগর, পিষ্টপুর কলিঙ্গের প্রধান নগর ছিল। মণিপুর নগরে বভ্রুবাহন রাজত্ব করিতেন। বাঙ্গালার পূর্ব্বপ্রান্তবর্ত্তী মণিপুর বভ্রুবাহনের মণিপুর নহে, তাহার প্রকৃত নাম মিতাই দেশ। দন্তপুরে বুদ্ধদেবের দন্ত আনীত ও রক্ষিত হইয়াছিল। (৫৪৩ খৃঃ পূঃ)। যখন গুহশিব দন্তপুরে রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন পাণ্ডু নামক রাজা পাটলীপুত্রের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পাণ্ডু দন্তপুর হইতে বুদ্ধের দন্ত হরণ করিয়া লইয়া যান কিন্তু পরে তাহা প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হন। গুহশিবের জামাতা ও দুহিতা ঐ দন্ত লইয়া সিংহলে গমন করেন।

উৎকল।*

উৎকল, উড্র বা ওড্র এবং উড়িষ্যা নামে এই প্রদেশ নানাস্থানে পরিচিত। উড়িষ্যার পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের মহাবেদী ও যাজপুর তীর্থস্থান বলিয়া মহাভারত-যুগে প্রসিদ্ধ ছিল। এই জন্য বোধ হয় প্রাচীনকালেই আর্য্যগণ তথায় উপনিবিষ্ট হন। তবে বহু অনার্য্যের মধ্যে পড়িয়া উৎকলের আর্য্যগণ আপনাদিগের আচার ব্যবহার অবিকৃত রাখিতে সমর্থ হন নাই। দীর্ঘকাল পরে আবার এইদেশে আর্য্যোপনিবেশ নূতন প্রভাবে স্থাপিত হয়। বরাহমিহির উড্র ও উৎকল এই দুটী দেশের নাম লিখিয়াছেন। দুটীই ক্ষুদ্র প্রদেশ ছিল, পরে এক দেশ হইয়া যায়।

---

* হরিবংশ ১০ম অধ্যায়ে আছে, মনুবংশীয় সুদ্যুম্ন রাজার পুত্র উৎকলের নামানুসারে উৎকল দেশের নাম হয়।

উড়িষ্যা কোন সময়ে কলিঙ্গের অন্তর্গত ছিল, মহারাজ অশোকের সময় উড়িষ্যা মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহা অনেক দিন যাবৎ বৌদ্ধ রাজগণের অধীন থাকে। তালপত্রে লিখিত জগন্নাথদেবের মন্দিরে রক্ষিত মাদ্‌লাপঞ্জীতে খৃষ্টপূর্ব্ব ৩১০১ বৎসর হইতে খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৭ অব্দ পর্য্যন্ত ১০৭ জন রাজার নাম আছে। ইহা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য বলিতে পারি না। যবনেরা অনেকদিন উড়িষ্যায় আধিপত্য করে। আমার বোধ হয়, এই যবনেরা যবদ্বীপবাসী ছিল। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে শবর জাতি উড়িষ্যা অধিকার করে। তাহারা অধিক দিন রাজত্ব করিতে পারে নাই। ঐ শতাব্দীর শেষ ভাগে কলিঙ্গরাজ জনমেজয় উড়িষ্যা অধিকার করেন। মহারাজ যযাতিকেশরী জনমেজয়ের পুত্র ছিলেন। যযাতিকেশরী শৈব ছিলেন। মহারাজ উদ্যোত কেশরীর সময় খণ্ডগিরিতে কতকগুলি গিরিগুহা খোদিত হয়। কেশরী বংশের রাজত্বকালে একাম্রকাননে (ভুবনেশ্বরে) ব্রহ্মেশ্বর মন্দির নির্ম্মিত ও কটক নগর স্থাপিত হয়। যাজ-পুরে কিছুদিন এই বংশের রাজধানী ছিল। এই সময়ে উড়িষ্যায় শিল্পের প্রচুর শ্রীবৃদ্ধি হয়। ১১৩২খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কেশরীবংশের রাজত্ব থাকে। অতঃপর গঙ্গবংশীয় রাজগণ উড়িষ্যায় রাজত্ব করেন। ইঁহাদিগের গজ-পতি উপাধি ছিল। চোরগঙ্গদেব উড়িষ্যা বিজয়ের চিহ্নস্বরূপ জগন্নাথ-দেবের মন্দির নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। (ক) তাঁহার প্রপৌত্র অনঙ্গভীম-

(ক) জগন্নাথের মন্দির গাত্রে যে সকল বীভৎস চিত্র অঙ্কিত আছে, তাহা দেখিলে অনুমিত হয় যে, মন্দিরটী বৌদ্ধ বামাচারক্ষেত্রে নির্ম্মিত হইয়াছিল। বুদ্ধধর্ম্ম ও সঙ্ঘের মূর্ত্তি জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা মূর্ত্তিরূপে পরিণত হইয়াছে। রামানুজের সময় হইতে জগন্নাথক্ষেত্র, বৈষ্ণবক্ষেত্র হইয়াছে। চৈতন্যদেব, জগন্নাথক্ষেত্রের প্রসাদের মান বাড়াইয়াছেন। রাজা যযাতিকেশরী, জগন্নাথের বৌদ্ধক্ষেত্রকে বৈষ্ণবক্ষেত্র করেন। ইনিই বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর অবতাররূপে প্রচার করিয়া বৌদ্ধদিগের সন্তোষার্থ জগন্নাথের প্রসাদ ভোজনের কালে যে স্পর্শদোষ হয় না, তাহা প্রচার করেন।

দেবের সময় ঐ মন্দির বর্ত্তমান আকারে পরিণত হয়। অনঙ্গভীমদেব বা অনিয়ঙ্কভীমদেব অতি প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। ইনিই বিগ্রহের সেবার ব্যবস্থা করেন। ইঁহার সময়ে উড়িষ্যায় সামন্ত রায়, পট্টনায়ক, সেনাপতি প্রভৃতি পদের সৃষ্টি হয়। এখন যেখানে জগন্নাথ দেবের মন্দির রহিয়াছে, পূর্ব্বে সেখানে একটী বৌদ্ধমন্দির ছিল। জগন্নাথের বিগ্রহ পূর্ব্বে জঙ্গলে লুক্কায়িত ছিলেন, ও শবরজাতি কর্ত্তৃক পূজিত হইতেন। জগন্নাথ-বিগ্রহমধ্যে বিষ্ণুপঞ্জর খানিকে কেহ কেহ বুদ্ধদেবের দন্ত মনে করেন। লাঙ্গুলিয়া নরসিংহ দেব উড়িষ্যার একজন প্রসিদ্ধ রাজা। তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিতে গিয়া পাঠানেরা পুনঃ পুনঃ পরাজিত হয়, এবং তাঁহার সেনাগণ পাঠান-রাজধানী গৌড় আক্রমণ করে। পাঠানদিগের সহিত সর্ব্বদা উড়িষ্যার বিরোধ চলিয়াছিল। ইংরাজী ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উড়িষ্যায় হিন্দুস্বাধীনতা অক্ষুণ্ন ছিল।

ত্রিপুরা রাজ্য।

ত্রিপুরার রাজবংশ শান্ জাতি হইতে উৎপন্ন। কিন্তু ত্রিপুরার ইতিহাস রাজমালার মতে এই বংশ যযাতির পুত্র দ্রুহ্যু হইতে জাত। দ্রুহ্যু যে পূর্ব্বদিকে আসিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই, বরং তিনি পশ্চিম দিকেই গমন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। রাজমালার মতে, রাজা ত্রিলোচন যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু মহা-ভারতে ত্রিলোচনের নাম নাই। রাজমালার মতে দ্রুহ্যুর পুত্র ত্রিপুর হইতে এই দেশের ত্রিপুরা নাম হয়। কিন্তু কোন পুরাণে দ্রুহ্যুর পুত্র ত্রিপুরের নাম নাই। ত্রিপুরার ন্যায় হিড়িম্ব অর্থাৎ কাছাড় দেশ ও মণিপুর দেশের লোকেও শান বা লৌহিত্যবংশ হইতে উৎপন্ন। ভীম-পত্নী হিড়িম্বার সঙ্গে এই হিড়িম্বদেশের কোন সম্পর্ক নাই। সেই হিড়িম্বা ও তাহার

ভ্রাতা হিড়িম্ব কর্ম্মনাশার দক্ষিণদিকে সাহাবাদ অঞ্চলের লোক। এখনকার মণিপুরের প্রকৃত নাম মিতাই দেশ। এই সেদিন অর্থাৎ ১৭১২ খৃষ্টাব্দে মণিপুরবাসীরা হিন্দু হইয়াছে। ত্রিপুরা উহাদের আগে হিন্দু হইয়াছে। তবে অনেক প্রাচীন আচার ব্যবহার এককালে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। ৬৮২ খৃষ্টাব্দ হইতে ত্রিপুরাব্দ গণিত হয়। সম্ভবতঃ উক্ত খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরারাজ্য স্থাপিত হয়। কথিত আছে, ত্রিপুরেশ্বর বীররাজ গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। সেই ঘটনার স্মরণার্থ এই অব্দ প্রচলিত

ত্রিপুরায় কোন সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয়। বুদ্ধ গুপ্তনাথ নামক একজন তিব্বতীয় পরিব্রাজক খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ত্রিপুরা পরিদর্শন করেন, তখন উহা একটী প্রধান বৌদ্ধ-স্থান ছিল। তারানাথ ত্রিপুরা দেখিয়া লিখিয়াছেন, তথায় তান্ত্রিক বৌদ্ধমত প্রচলিত। হোয়েং-হ্সাং এর গ্রন্থে ত্রিপুরার কমলাঙ্গ নাম লিখিত আছে; এই শব্দ হইতে কুমিল্লা নামের উৎপত্তি হইয়াছে। ত্রিকাণ্ডকোষ অভিধানে ত্রিপুর দেশের ডাহন দেশ নাম দৃষ্ট হয়। * ইহা ত্রিপুরার আদি নাম। ত্রিপুরা ও বঙ্গের সীমার মধ্যস্থানে একটী সাগরশাখা ছিল। রামপালের নিকট মেঘনাথ নদ সমুদ্রে পড়িয়াছিল।

বঙ্গদেশ। †

পুণ্ড্র, সুহ্ম, উপবঙ্গ, রাঢ় প্রভৃতি সমুদায় দেশই এখন বঙ্গদেশের অন্তর্গত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বকালে বঙ্গদেশ বলিতে কেবল ঢাকা অঞ্চল

---

* কৌশলাগমোক্ত কূর্ম্মচক্রে ডাহল নাম আছে। তন্ত্রোক্ত জয়হন্তার বর্ত্তমান নাম জয়ন্তিয়া। তন্ত্রোক্ত বরাট দেশ, পাবনা ও রাজশাহীর কিয়দংশ লইয়া গঠিত হইয়াছিল।

† ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে অঙ্গ, বঙ্গ, রাঢ় ও গোদ দেশের নাম আছে, এবং উহা কেতুমাল

বুঝাইত। ঐতরেয় আরণ্যকে প্রথম বঙ্গ নাম পাওয়া গিয়াছে। * অতএব বৈদিক সময়েও বঙ্গ আর্য্যগণের পরিজ্ঞাত ছিল। তবে, তখন বঙ্গদেশে রাক্ষসপ্রকৃতির লোকের বাস ছিল, বেদের প্রাচীন ভাষ্যকারগণ ইহা বিশ্বাস করিতেন। মহাভারতের বনপর্ব্বের তীর্থযাত্রা-প্রকরণে আছে, পরশুরাম লৌহিত্যতীর্থ সৃষ্টি করেন। সম্ভব হয়, পরশুরাম প্রথম এই প্রদেশে একটী আর্য্য উপনিবেশ স্থাপন করেন। রামায়ণে বঙ্গের নাম আছে। পুরাণানুসারে রামায়ণের রচনাকাল খৃঃ পূঃ ২০০০ বৎসর। রামায়ণে দশরথ বলিতেছেন অঙ্গ, বঙ্গ, কাশী, কোশল প্রভৃতির রাজারা তাঁহার অধীন ছিল। †

বঙ্গদেশের পার্শ্বদেশ দিয়া হিমালয়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত সমুদ্র বিস্তৃত ছিল, এই সমুদ্রকে লৌহিত্য বা লোহিত সাগর বলিত। মহাভারতে অর্জ্জুনের দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, অর্জ্জুন সপ্তদ্বীপের রাজগণকে পরাজিত করিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর অধিকার করেন ‡ এই সপ্তদ্বীপ সম্ভবতঃ লোহিত সাগরস্থ সপ্ত উচ্চ ভূখণ্ড; এখন উহা বঙ্গদেশের অন্তর্গত হইয়াছে। মনুর সময় আর্য্যজাতি ইহার পূর্ব্বদিকে বসতি বিস্তার করেন নাই। মনু আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বসীমায় যে সমুদ্র উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এই লৌহিত্য সমুদ্র। মনু লিখিয়াছেন :—

বর্ষের অন্তর্গত বলা হইয়াছে। এদিকে পৌণ্ড্র, বিদেহ, প্রবিজয়, তাম্রলিপ্তক, বঙ্গ, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরকে ভারতবর্ষের অন্তর্গত ধরা হইয়াছে তাহা হইলে পুরাণে দুটী বঙ্গদেশের উল্লেখ আছে। পুরাণের এই বর্ণনায় কোন ঐতিহাসিক সত্য আছে কিনা, বুঝা গেল না। এই পুরাণেই আবার উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী একটী পুণ্ড্রনগরের নাম আছে।

* ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায়মায় স্তানীমানি বয়াংসি !
বঙ্গাবগধাশ্চের পাদান্যন্যা অর্কমভিতো বিবিশ্র ইতি॥ ধথা

† অযোধ্যাকাণ্ড, ১০ম অধ্যায়।

‡ সভাপর্ব্ব, ২৫ অধ্যায়।

"অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রে মগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥"

যখন তীর্থযাত্রার প্রসঙ্গ আছে, তখন অতি অল্পসংখ্যক আর্য্যেরও এদেশে আগমন হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। যেখানে যেখানে আর্য্যতপস্বিগণ আশ্রমস্থাপন করেন, তাহা তীর্থস্থান হইয়া দাঁড়ায়।

মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন রাজসূয়যজ্ঞের পূর্ব্বে বঙ্গ-রাজ সমুদ্রসেন ও চন্দ্রসেনকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। * মহাভারতে আছে, বঙ্গাধিপ মহতী গজ সেনা লইয়া কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে কৌরব-পক্ষে উপস্থিত ছিলেন। দশম দিনের যুদ্ধে তিনি নিজের গজদ্বারা দুর্য্যোধনের রথ আবরণ না করিলে, ঘটোৎ-কচের শক্তি অস্ত্রে দুর্য্যোধনের প্রাণ যাইত। লোকে বলে, পাণ্ডবেরা মেঘনা নদীর পূর্ব্বস্থ দেশের অবস্থা পরিজ্ঞানার্থ ভীমসেনকে পাঠাইয়া-ছিলেন। ভীমসেন মেঘনার পরপারে পদার্পণ করিয়াই, ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে গালি দিতে আরম্ভ করিলেন। ভীমসেনের স্বভাব দেখিয়া যুধিষ্ঠির ভীমকে ডাকিয়া পাঠান; তদবধি মেঘনার পূর্ব্বস্থিত দেশ পাণ্ডব-বর্জ্জিত নামে খ্যাত হইয়াছে। ফল কথা, আর্য্যগণ বহু পরে এদেশে আগমন করিয়াছিলেন। মহাপ্রস্থানিক পর্ব্বে আছে, পাণ্ডবেরা মহাপ্রস্থান-কালে পূর্ব্বদিকে আসিয়াছিলেন। অর্জ্জুন উদয়াচলের প্রান্তস্থিত লৌহিত্যসাগরে গাণ্ডীব ত্যাগ করেন। মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থাদি আলোচনা করিলে বোধ হয়,—বর্ত্তমান ময়মনসিংহের সমতলাংশ, পাবনা, রাজসাহী, নওয়াখালি যশোহর, খুলনা, নদীয়া প্রভৃতি জেলা পূর্ব্বকালে সমুদ্রমগ্ন ছিল।

---

* সভাপর্ব্ব ৩০ অধ্যায়।

মহাভারত পাঠ করিলে বোধ হয়, মগধের জয়ৎসেন, কৌশিকীকচ্ছের মহৌজা প্রভৃতি আটজন রাজা সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন, অথবা একই বংশোৎপন্ন ছিলেন। উহাদিগকে কালেয় অসুরদিগের অবতার বলা হইয়াছে। উক্ত আটজনের মধ্যে জয়ৎসেন সর্ব্বপ্রধান ছিলেন সমুদ্রসেনের ধর্ম্মার্থতত্ত্ববিৎ বিশেষণ দৃষ্ট হয়।

বঙ্গদেশে কোন সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। কণিষ্কের সময়* অঙ্গ বঙ্গ ও কলিঙ্গে মহাযান মত প্রচলিত হয়। অঙ্গ বঙ্গ কণিষ্ক-পুত্র হুবিষ্কের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল। ইহার পর মিহিরকুল † বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। মহারাজ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময় পুষ্করাধিপতি চন্দ্রবর্ম্মা বঙ্গদেশ জয় করেন। বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ে চন্দ্রবর্ম্মার শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত কালিদাসের রঘুবংশে লিখিত আছে যে, রঘু স্ববিক্রমে বঙ্গীয়দিগকে উৎখাত করিয়া কলিঙ্গাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন। ‡ বহু-সংখ্যক নৌকা লইয়া বঙ্গীয়গণ রঘুকে বাধা দিয়াছিল। রঘু তাহাদিগকে উৎখাত করিয়া, গঙ্গার স্রোতোন্তরে জয়স্তম্ভ নিখাত করিয়াছিলেন। কালিদাস, বোধহয়, সমসাময়িক কোন রাজার দিগ্বিজয়-ব্যাপার রঘুতে আরোপিত করিয়াছিলেন। অনন্তর খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতেও সুবিস্তীর্ণ গঙ্গার জলরাশির মধ্য হইতে নূতন নূতন দ্বীপের উৎপত্তি হইতেছিল। বর্ত্তমান যশোর, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি, খুলনা, ২৪ পরগণা এই সকল জেলা কতিপয় দ্বীপের সমষ্টিমাত্র। ভূতত্ত্ববেত্তারা অনুমান করেন—

* কণিষ্ক একজন বিখ্যাত শক রাজা। ইনি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ইনি পুরুষপুর নগরে অর্থাৎ বর্ত্তমান পেশোয়ারে রাজত্ব করি-তেন। ইয়ার্কন্দ হইতে গুজরাট পর্য্যন্ত ইঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল।

† মিহিরকুলও একজন বিখ্যাত শক রাজা। পঞ্জাবের শাকল নগরে ইঁহার রাজধানী ছিল। ইনি যশোধর্ম্ম বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক ৫৩৩ খৃষ্টাব্দে করুরের ভয়ানক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া হতপ্রভ হন।

‡ দেবী ভাগবতে আছে (৪র্থ স্কন্ধ ৮৯ অধ্যায়), গঙ্গাতীরে অনেক নগর, গোষ্ঠ, আকর, গ্রাম, ক্ষুদ্রপল্লী, চণ্ডালপল্লী, হূণ, বঙ্গ, খস এমন কি ম্লেচ্ছ পর্য্যন্ত বহু জাতি বাস করে। যখন পুরাণ রচিত হয়, তখন বঙ্গ জাতি গঙ্গাতীরে বাস করিত। কালিদাস তাহাদের পরাজয়-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিরাত ও শবরদিগকে ম্লেচ্ছ বলা হইয়াছে।

এই সকল জেলার উৎপত্তির বহুপূর্ব্বে সমুদ্রগর্ভ হইতে রাজসাহী মালদহ পূর্ণিয়া, দিনাজপুর ও রঙ্গপুরের উদ্ভব হইয়াছে। প্রায় সাড়ে চারি-হাজার বৎসর পূর্ব্বে সমুদায় বঙ্গ সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন ছিল।

চণ্ডালজাতীয় লোক প্রথমতঃ এই সকল অনূপ দেশে বাস করিত। এই প্রদেশ তখন অশ্বরথ-বিচরণযোগ্য ছিল না। এই অবস্থায় উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কোন আক্রমণকারীকে বাধা দিতে হইলে নৌ-সাধন ভিন্ন অন্যসাধন কার্য্যকারী হইত না। দিল্লীর লৌহস্তম্ভে উৎকীর্ণ আছে যে, গুপ্তবংশীয় মহারাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত যুদ্ধার্থ সমবেত বঙ্গবীর-গণকে পরাজিত করেন। মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের শাসনাধীনে বঙ্গদেশের সমতট ও ডবাক রাজ্য গঠিত হয়। এই স্থানে রাজগণের যত্নে বৈদিক মিশ্রিত পৌরাণিক মত প্রচারিত হয়। সম্ভবতঃ এই ডবাক রাজ্যের নাম ঢাকায় বিলীন আছে। *

যে সময়ে শূর-বংশ পুণ্ড্রবৰ্দ্ধনে রাজত্ব আরম্ভ করেন, তাহার পূর্ব্ব হইতেই বঙ্গে খড়্গ-বংশের রাজত্ব আরম্ভ হয়। এই বংশের প্রথম রাজা খড়্গোদ্যমের তাম্রশাসন ঢাকাজেলার রায়পুর থানার অন্তর্গত আস্‌রফ-পুর হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। খড়্গোদ্যমের পুত্র জাতখড়্গ ও জাতখড়্গের পুত্র দেবখড়্গের নাম পাওয়া গিয়াছে। দেবখড়্গের মন্ত্রীর নাম পুরাদাস। তিনি একজন সৎকবি ছিলেন।

আস্‌রফ্‌পুরের নিকটবর্ত্তী কোন বৌদ্ধ-বিহারে, ৬৫৬ খৃষ্টাব্দে, রাজরাজ-ভট্ট নামক কোন বিখ্যাত পণ্ডিত বাস করিতেন। সমতটে এক ব্রাহ্মণ-

* কালিকা পুরাণে ঢাকার বুড়ীগঙ্গা নদীর বৃদ্ধগঙ্গা নাম আছে। লিখিত আছে, নাটশৈলে একটী সরোবর আছে। উহার মধ্যদেশ হইতে সাগরগামিনী বৃদ্ধগঙ্গা নদী, শঙ্কর কর্ত্তৃক অবতারিতা হইয়াছে (৮২তম অধ্যায়)। ঐ পুরাণেই আছে, বৃদ্ধ-গঙ্গার জলের মধ্যেও ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে যেস্থানে বিশ্বনাথ নামক দেবতা আছেন, সেখানে বিষ্ণু, হয়গ্রীবকে বধ করেন।

রাজবংশ রাজত্ব করিতেন, জানা গিয়াছে। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে এই বংশে শীলভদ্রের জন্ম হয়। শীলভদ্রের প্রকৃত নাম দন্তদেব। মগধ-রাজসভায় দক্ষিণাপথের পণ্ডিতগণকে বিচারে পরাজিত করিয়া শীলভদ্র উপাধি পান ও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক হন (৫৫৪ খৃঃ অঃ)। তিব্বতের তারানাথ-কৃত মগধের রাজবংশের ইতিহাস হইতে জানা যায়, পূর্ব্বজনপদাধীশ্বর শ্রীচন্দ্রের সভায় খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে বসু বন্ধু বিদ্যমান ছিলেন। গান্ধারদেশীয় এই মহাপণ্ডিত শ্রাবস্তিরাজ বিক্রমাদিত্য ও তৎপুত্র প্রাদিত্যের নিকট অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচারার্থ বঙ্গদেশে আগমন করিয়া কিয়ৎকাল ধর্ম্মচন্দ্রের সভায় অবস্থিতি করেন। আমরা পূর্ব্ববঙ্গের ধাড়িচন্দ্র মাণিচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্রের নাম পাইয়াছি। শ্রীচন্দ্র ও ধর্ম্মচন্দ্র সম্ভবতঃ সেই বংশের ঊর্দ্ধতন পুরুষ। এই সকল নামের শেষে চন্দ্র থাকায়, এই বংশের "চন্দ্র-বংশ" নাম রাখিলাম। ইহার পর বর্ম্মবংশ বঙ্গদেশ শাসন করিয়াছিলেন।

চীন জাতি মধ্যে মধ্যে বঙ্গদেশ আক্রমণ করিত। নৌকা-যোগে যে সকল চীনবাসী বঙ্গদেশ আক্রমণ করিত, তাহারা মাঝি নামে খ্যাত ছিল। কেহ কেহ বলেন, বাঙ্গালার নৌকার মাঝি শব্দ ঐ শব্দ হইতে উৎপন্ন। চীনদেশীয়েরা বাঙ্গালায় পলুপোকার চাষ প্রবর্ত্তন করে। ভাদ্রমাসে মুসলমানেরা যে বেড়া-পর্ব্ব করে, তাহাও চীনদের একটী পর্ব্ব।

সমতট।

বঙ্গদেশের এক নাম সমতট *। তবকৎ-ই-নাসিরী গ্রন্থে সমতটের সন্‌কট বা সাঁকট নাম লিখিত আছে। হোয়েনসাং লিখিয়াছেন,

* বরাহমিহির-কৃত কূর্ম্মবিভাগ গ্রন্থে বঙ্গ, উপবঙ্গ ও সমতটকে পৃথক্ দেশ ধরা হইয়াছে। বোধ হয়, বঙ্গের সমুদ্রতীরস্থ অংশই সমতট।

"সমতটরাজ্য চক্রাকৃতি ; তাহার বেষ্টন তিন হাজার লি, ইহা সমুদ্রতীর-বর্ত্তী। রাজধানীর বেষ্টন ২০ লি ; ভূমি নিম্ন ও উর্ব্বরা ; অপর্য্যাপ্ত শস্য জন্মে ; জলবায়ু প্রীতিকর ; অধিবাসিগণ খর্ব্বকায় কৃষ্ণবর্ণ ও কষ্ট-সহিষ্ণু ; রাজ্যে সত্যধর্ম্ম (বৌদ্ধধর্ম্ম) ও অপধর্ম্ম উভয়ই প্রচলিত ; ত্রিশটী সঙ্ঘারামে প্রায় দুই হাজার ব্রাহ্মণ বাস করিতেন ; রাজ্যে প্রায় একশত দেবমন্দির আছে ; অসংখ্য উলঙ্গ নিগ্রন্থ বাস করেন ; নগরের নিকটে অশোকস্তূপ বর্ত্তমান আছে ; পূর্ব্বকালে তথাগত তথায় সপ্তাহকাল শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন ; ইহার পার্শ্বে চারিজন বুদ্ধের উপবেশন-স্থান দৃষ্ট হয়। স্তূপের নিকটস্থ সঙ্ঘারামে হরিৎ-প্রস্তর-নির্ম্মিত ৮ফুট উচ্চ বুদ্ধমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়।"

সমতটের মধ্যে রামপুর বজ্রযোগিনী, মঠবাড়ী জম্বুসর সুবর্ণগ্রাম, বেজিনীসার (বজ্রিণীসার) বাজাসন (বজ্রাসন), যোগিডিহা প্রভৃতি স্থানে সঙ্ঘারাম ছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

কোন্ সময়ে বঙ্গের বাঙ্গালা নাম হয়, তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। বঙ্গদেশ ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার জলে প্লাবিত হইত। উচ্চ উচ্চ বাঁধ বা আলি দিয়া অধিবাসীরা কোনরূপে জলপ্লাবন হইতে আপনাদের বাসস্থান রক্ষা করিত, তজ্জন্য বঙ্গ আলি বা আল্ হইতে বঙ্গালা বা বাঙ্গালা নাম হইয়াছে। যে কারণেই হউক,—মুসলমানদের আগমনের পূর্ব্বে বাঙ্গালা নামের উৎপত্তি হইয়াছে। রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয়ের শিলালিপিতে বঙ্গাল শব্দটী দৃষ্ট হয়। ঐ শিলালিপি মুসলমানদের আগমনের পূর্ব্বে উৎকীর্ণ হইয়াছে। দক্ষিণ বঙ্গের নদীমাত্রকে গাঙ্ বলে ; উহা গঙ্গ শব্দের অপভ্রংশ। ইহাতে অনুমিত হয়—দক্ষিণ বঙ্গের অধিকাংশ নদী গঙ্গার জল বহন করিয়া সমুদ্রে পতিত হইত। তৎসমুদয় কর্ত্তৃক আনীত মৃত্তিকা দ্বারা বঙ্গদেশ গঠিত হইয়াছে। সুবর্ণগ্রাম, রামপাল, বিক্রমপুর,

সাভার ও আধুনিক ঢাকা নগর বঙ্গদেশের অন্তর্গত। গোবিন্দচন্দ্র যে সময়ে বাঙ্গালাদেশে রাজত্ব করিতেন, সেইসময়ে রাজেন্দ্রচোল বাঙ্গালা-দেশ আক্রমণ করেন। গোবিন্দচন্দ্র পরাজিত হন (১০১২ খৃষ্টাব্দ) গোবিন্দচন্দ্রের পিতার নাম মাণিকচন্দ্র ইনি ৯৭০ হইতে ৯৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। মাণিকচন্দ্রের পিতার নাম সুবর্ণচন্দ্র (৯৫০ হইতে ৯৭০ খৃষ্টাব্দ) পিতামহের নাম ধাড়িচন্দ্র (৯২০—৯৫০ খৃঃ অঃ)।
গোবিন্দ চন্দ্র ১০০৫ হইতে ১০৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। গোবিন্দ চন্দ্রের পরে ভবচন্দ্র রাজা হন। ভবচন্দ্র ১০৩৯ হইতে ১০৫০ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ভবচন্দ্রের মন্ত্রীর নাম গবচন্দ্র। রাজা ও মন্ত্রী নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য প্রসিদ্ধ আছেন। পাটিকা নগরে গোবিন্দ চন্দ্রের রাজধানী ছিল। ইহা রঙ্গপুর জেলায় ডিমলা থানার অন্তর্গত। ইহার বর্ত্তমান নাম পাটকাপাড়া। গোবিন্দ চন্দ্রের রাজ্য ষোলদণ্ডের পথ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রজারা কড়িতে রাজস্ব দিত। এই সময়ে হাড়িপা, কালুপা, গোরখনাথ, মীননাথ, শিশুপা, প্রভৃতি বৌদ্ধাচার্য্যগণ বর্ত্তমান ছিলেন। ডোমজাতীয় হাড়িপা * রাজা গোবিন্দ চন্দ্রের গুরু ছিলেন। সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্রের † কন্যা উদুনা ও পদুনা গোবিন্দচন্দ্রের স্ত্রী ছিলেন। উদুনার কুপরামর্শে গোবিন্দচন্দ্র উত্তপ্ত তৈলপূর্ণ কটাহে নিক্ষেপ করিয়া স্বীয় মাতা ময়নামতী বা ময়নাবতীর পরীক্ষা করেন; তাহাতে ময়নাবতীর কোন হানি হয় নাই। এই ময়নামতী কামরূপেশ্বর ধর্ম্মপালের পত্নী বনমালার ভগ্নী ছিলেন। অদ্যাপি রঙ্গপুর অঞ্চলে

* ডোমজাতি ব্রহ্মদেশ হইতে আসামে প্রবেশ করে। আসামে ইহারা বাঙ্গালার ন্যায় ঘৃণিত নহে। পূর্ব্বে ইহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিল।

† সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গলে আছে—হরিশ্চন্দ্র ছদ্মবেশী ধর্ম্মের প্রার্থনায় স্ত্রীর মত লইয়া স্বীয় পুত্র লুই চন্দ্রকে কাটিয়া আহারার্থ ধর্ম্মকে প্রদান করেন। পরে ধর্ম্মের বরে লুইচন্দ্র পুনর্জ্জীবিত হন। আমাদের বিশ্বাস, এই উপাখ্যান হইতে দাতাকর্ণের উপাখ্যান রচিত হইয়াছে।

বনমালার গীত শুনা যায়। ময়নামতী ইতর লোকের মধ্যে এখনও ময়নাবুড়ি নামে পূজিত হইতেছেন। গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণের সময়, উদুনা তাঁহার সঙ্গী হইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু গোবিন্দচন্দ্র তাহাতে অস্বীকৃত হন।* মহারাষ্ট্র দেশে গোপীচাঁদ নামক সন্ন্যাসী রাজার উপাখ্যান প্রচলিত আছে। গোপীচাঁদ গৌড়ের অন্তর্গত কাঞ্চন নগরে রাজত্ব করিতেন, তাঁহার পিতার নাম ত্রৈলোক্যচাঁদ। তিনি জলন্ধর নামক সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক দীক্ষিত হন। গোবিন্দচন্দ্র ও গোপীচাঁদ এক ব্যক্তি কি না, বলা যায় না।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে "অভিধান চিন্তামণি"-কার হেমচন্দ্র সূরি বঙ্গদেশকে হরিকেলীয় নামে অভিহিত করিয়াছেন।

উপবঙ্গ।

বঙ্গের দক্ষিণে সমুদ্র-তটবর্ত্তী স্থানের প্রাচীন নাম উপবঙ্গ। দিগ্বিজয় প্রকাশে আছে:—

"ভাগীরথ্যাঃ পূর্ব্বভাগে দ্বিযোজনতঃ পরে।
পঞ্চ যোজন-পরিমিতোহ্যপবঙ্গোস্তি ভূমিপ॥"

বরাহ মিহিরের গ্রন্থে উপবঙ্গের নাম আছে। যথা—

"উদয় গিরি ভদ্র গৌড়কপৌণ্ড্রাৎকল কাশী-মেকলাম্বষ্ঠাঃ।
একপদ-তাম্রলিপ্তককোশলকাঃ বর্দ্ধমানশ্চ আগ্নেয়্যাং
দিশি কোশল কলিঙ্গোপবঙ্গ জঠরাঙ্গাঃ॥ বৃং সং ১৪।৭।৮

চণ্ডাল জাতি এই অংশে প্রধান অধিবাসী ছিল। তাহার মধ্যে ৯০

---

* এই বংশীয়দের রাজত্বকালে বঙ্গদেশে শিল্পকার্য্যের অত্যন্ত উন্নতি হয়। ভবচন্দ্রের ভগ্নপ্রাসাদ-মধ্যে (ইহা রঙ্গপুরের ৭।৮ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত) লৌহ-পরিষ্কারক যন্ত্রের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। মধুপুরের জঙ্গলে রাশীকৃত লৌহমল পড়িয়া আছে। এ সময়ে গৃহে ও ইন্দারায় একরূপ লেপ (সিমেণ্ট) ব্যবহৃত হইত, তাহা কিরূপে ও কি উপাদানে প্রস্তুত হইত, অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই—বঙ্গদর্শন, ১৩১৪ চৈত্র।

লক্ষ চণ্ডাল মুসলমান হইয়া গিয়াছে। মহাভারতের সভাপর্ব্বে ভীমের দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, ভীমসেন বঙ্গ তাম্রলিপ্ত কর্ব্বট (মানভূম অঞ্চল) ও সুহ্ম জয় করিয়া সমুদ্রতীরবর্ত্তী ম্লেচ্ছদিগকে পরাজিত করেন। এই ম্লেচ্ছগণ সম্ভবতঃ চণ্ডালজাতীয় লোক।

সুন্দর বন, উপবঙ্গের অন্তর্গত। সাগর-সঙ্গম এক সময়ে সুন্দরবনের মধ্যে ছিল। পদ্মপুরাণে আছে,—গঙ্গাসাগর-সঙ্গম-প্রদেশে চন্দ্রবংশীয় সুষেণ নামক রাজা রাজত্ব করিতেন। ইঁহার নগরে দীপ্যন্তী নগরের রাজা গুণাকরের স্ত্রী, তালধ্বজ নগরের রাজকন্যা সুলোচনা বীরবর নাম ধারণ পূর্ব্বক পুরুষবেশে অবস্থান করিয়াছিলেন।

প্রাগ্জ্যোতিষপুর বা কামরূপ।

কামরূপের প্রাচীন নাম প্রাগ্জ্যোতিষপুর। পূর্ব্বকালে দিনাজপুর অঞ্চলকে জ্যোতিষ দেশ বলিত। তাহার পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তী বলিয়া এই প্রদেশের নাম প্রাগ্জ্যোতিষপুর হইয়াছে।আসাম বুরুঞ্জি মতে—মহীরঙ্গ নামক দানব কামরূপের প্রথম রাজা। মহীরঙ্গের পর চারিজন রাজা রাজত্ব করিলে, নরক রাজা হন। কালিকাপুরাণে আছে,—এক সময়ে জনকের যজ্ঞভূমি হইতে সীতাদেবী ও একটী বালকের উৎপত্তি হয়। জনক বালককে পালন করেন, ও তাহার নরক নাম রাখেন। নরক কামরূপের মুণ্ডিতমস্তক সুবর্ণস্তম্ভনিভ মদ্যমাংসপ্রিয় কিরাত জাতিকে পরাস্ত করিয়া দিক্করবাসিনীর সীমান্তে তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত করেন। করতোয়া নদী পর্য্যন্ত সমুদয় স্থান নরকের অধিকৃত হয়। রামায়ণের সময় নরক কামরূপের রাজা ছিলেন।* কিরাত জাতি তাড়িত হইয়া ললিত

* বরাহ পুরাণে আছে, সিন্ধুদ্বীপ রাজার পুত্র বেত্রাসুর, প্রাগ্জ্যোতিষপুরের রাজা ছিলেন, তিনি ইন্দ্রকে পরাজিত করেন। ইহা একটী রূপক বর্ণনা বোধ হয়,—ইন্দ্রকে

কান্তা হইতে সাগরতীর পর্য্যন্ত সমুদয় স্থান অধিকার করে। কতকগুলি পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রবেশ করে। আসাম ও বাঙ্গালার সীমান্তে পার্ব্বত্য-প্রদেশে যে সকল নাগা, খাসিয়া, গারো ও কুকি বাস করে, তাহারা বহু পূর্ব্বকালে চীন দেশ হইতে আসিয়া আসামের সমতল ক্ষেত্রে বাস করিয়া-ছিল; আর্য্যদিগের দ্বারা তাড়িত হইয়া পার্ব্বত্য-প্রদেশে আশ্রয় লয়। ঐ সকল জাতির সাধারণ নাম কিরাত। রামায়ণে আছে—চন্দ্রবংশীয় অমূর্ত্তরজাঃ ধর্ম্মারণ্যের নিকট প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর স্থাপন করেন।

"তথা মূর্ত্তরজাবীরশ্চক্রে প্রাগ্‌জ্যোতিষং পুরং।—১।৩৫

কেহ কেহ অনুমান করেন—কামরূপ নামটী আসামের খাম্‌ জাতির নাম হইতে উৎপন্ন।

কালিকাপুরাণে আছে—হর-কোপানলে ভস্মীভূত কাম এখানে পুন-রায় শরীর প্রাপ্ত হন বলিয়া ইহার কামরূপ নাম হইয়াছে। পুরাণের এই বর্ণনায় কামরূপ প্রদেশের লোকের কামুকতা প্রকাশ পাইতেছে। বাঙ্গলায় কামরূপ সম্বন্ধীয় জনশ্রুতিও এই মতের বিরোধী নহে। যোগিনীতন্ত্র খানিকে কামরূপের ইতিহাস বলা যাইতে পারে। যোগিনী-তন্ত্রের মতে কামরূপ রাজ্যের বেষ্টনী ১৭০০ মাইল, হোয়েন সাংএর মতে ১০,০০০ লি অর্থাৎ১৬৬৭ মাইল ছিল। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের এক অংশে মুর নামক জাতির বাস ছিল। ইহাদের দলপতি বিষ্ণুপাসক কোন আর্য্যবীর কর্ত্তৃক নিহত হয়। বিষ্ণুর মুরারি নাম গ্রহণের ইহাই কি মূল?*

জয় করার অর্থ এখানে আহোমরাজকে পরাজিত করা। আহোমরাজগণ আপনা-দিগকে ইন্দ্রবংশীয় বলিতেন।

* কালিকাপুরাণে ৮৩শ অধ্যায় পাঠ করিলে বোধ হয়, এক সময়ে কতকগুলি ভস্মাস্থিধারক লোক, কতকগুলি দুর্দ্দান্ত-প্রকৃতি স্ত্রীলোক সঙ্গে করিয়া কামরূপ হইতে বেদপন্থী আর্য্যদিগকে তাড়াইয়া দিয়া কামরূপে আপনাদের পীঠস্থানের প্রতিষ্ঠা করে। আর্য্যদের বসিষ্ঠ নামক দলপতি ছিলেন। বসিষ্ঠ, কামরূপ ত্যাগ করিয়া আর্য্যদের

কালিকাপুরাণে জল্পীশেশ্বর দেবের, করতোয়া নদীর ও লৌহিত্যনদের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

নরক, কামরূপে ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অনেক নদ-নদীর আখ্যান মিথিলার সহিত জড়িত। মহাভারতে প্রাগ্‌জ্যোতিষ-পুরের রাজা শৈললেয় বা শৈলালয়, ভগদত্ত ও বজ্রদত্তের নাম পাওয়া যায়। সভাপর্ব্বে আছে, ভগদত্ত প্রস্তরময় সুদৃঢ় ভাণ্ড, বায়ু-বেগগামী অশ্ব সমূহ, হস্তিদন্ত ও মুষ্টিযুক্ত অসি, রাজসূয়যজ্ঞে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে উপঢৌকন দিয়াছিলেন। আইন-ই-আকবরির মতে, ভগদত্ত কামরূপের প্রথম রাজা হইতে ২৩ পুরুষ পরবর্ত্তী। ভগদত্ত প্রচুর চীন ও কিরাত-সেনা এবং দুর্দ্ধর্ষ গজ-সৈন্য লইয়া কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে কৌরবপক্ষে উপস্থিত ছিলেন। সম্ভবতঃ চীনের কিয়দংশ ভগদত্তের অধীন ছিল,—সুতরাং প্রাগ্‌জ্যোতিষ-পুরের অন্তর্গত ছিল।

গৌহাটী হইতে তেজপুর পর্য্যন্ত ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকাভাগে এই বংশের কীর্ত্তি-কলাপের অনেক ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। দেশের জলবায়ু দেশের প্রাচীন কীর্ত্তিরক্ষার অননুকূল না হইলে, আসামে প্রচুর প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্ত্তমান থাকিত। খৃষ্টপূর্ব্ব-তৃতীয় শতাব্দীতে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর একটা প্রকাণ্ড রাজ্য ছিল। মেগাস্থিনিসের ইণ্ডিকা গ্রন্থে প্রকাশিত, মানচিত্রে সমুদয় পূর্ব্ববঙ্গ লইয়া পশ্চিমোত্তরে মিথিলা ও দক্ষিণ-পশ্চিম মগধ পর্য্যন্ত কামরূপরাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছে। ভগদত্তের বংশ দুর্ব্বল হইলে, কোচেরা প্রধান হইয়া উঠে, আহমজাতি এই প্রদেশ অধিকার করে। অনেকে অনুমান করেন,

সঙ্গে সহ্যাচলে গমন করেন অনার্য্যদের ভস্মাস্থিধারী দেবতা, শিবের সঙ্গে মিশান হইয়াছে। স্ত্রীসৈন্যদের অধিনায়িকাগণ উগ্রতারা, অপরাজিতা প্রভৃতি নাম ধারণ করিয়াছেন।

আহমজাতি হইতেই এই প্রদেশ আসাম আখ্যা পাইয়াছে। অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন গ্রন্থ গর্গসংহিতায় এই প্রদেশের আসীম নাম আছে। আমাদের অনুমান হয়, এই আসীম শব্দ হইতে আসাম নামের উৎপত্তি হইয়াছে, কেননা স স্থলেই হ হইয়া থাকে—কিন্তু হ হইতে সএর উৎপত্তি ভাষা-তত্ত্বের নিয়মের বিরোধী।

ব্রহ্মপুত্র এই রাজ্যের প্রকাণ্ড নদ। রামায়ণে এই নদীর নাম নাই। মহাভারতে ব্রহ্মপুত্রের লৌহিত্য নাম দৃষ্ট হয়।* কূর্ম্ম, মৎস্য, ব্রহ্ম, ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত, গরুড় ও লিঙ্গপুরাণ এবং যোগিনী ত্রিপুরার্ণব প্রভৃতি তন্ত্রে ব্রহ্ম-পুত্র নামই দৃষ্ট হয়। আসামীদিগের ভিন্ন ভিন্ন পার্ব্বতীয় জাতিদিগের ভাষায় ব্রহ্মপুত্রের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে।

আসামে আর্য্যজাতির বসতি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অনার্য্য নামগুলি আর্য্য-নামে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যোগিনী তন্ত্রে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের এইরূপ সীমা আছে—উত্তরসীমা কঞ্জাগিরি, পশ্চিমে করতোয়া নদী, পূর্ব্বে দিক্ষু নদী, দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র ও লাক্ষাসঙ্গম। কামরূপের সমস্ত উত্তরখণ্ডের নাম সৌমার খণ্ড। রঘুবংশে আছে—রঘু কামরূপ আক্রমণ করেন; কাম-রূপেশ্বর অজরাজের স্বয়ংবর-কালে বিদর্ভ নগরে উপস্থিত ছিলেন। অজের সহ তাঁহার সৌহৃদ্য ছিল। যাহা হউক, কালিদাসের সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টীয়

* বিশ্বামিত্রবংশীয়গণ যে দশ শাখায় বিভক্ত ছিলেন, তাহার এক শাখার নাম লোহিত। বোধ হয়, তাঁহাদের নামানুসারে ব্রহ্মপুত্রের লৌহিত্য নাম হইয়াছে। কালিকাপুরাণ মতে লোহিত সরোবর হইতে এই নদীর উদ্ভব হইয়াছে। পরশুরাম পর্ব্বত মধ্য পথ দিয়া ইহাকে ভারতে অবতারিত করেন। বৌদ্ধেরা বলেন, মঞ্জু ঘোষ, ব্রহ্মপুত্রকে সমতল ক্ষেত্রে আনয়ন করেন।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে আছে, কৈলাস পর্ব্বতের দক্ষিণপূর্ব্বদিকস্থ লোহিত পর্ব্বতের পাদ-দেশস্থ লোহিত সরোবর হইতে লৌহিত্য নদী নির্গত হইয়াছে।

কূর্ম্মপুরাণে আছে, পুণ্ড্র রাজ্যের লোকে লোহিনী নদীর জল পান করে। লৌহিত্য নদীরই নাম লোহিনী। কালিকাপুরাণমতে লৌহিত্য ও ব্রহ্মপুত্র স্বতন্ত্র নদী।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে যে কামরূপ রাজ্য বিশেষ পরাক্রমশালী ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কামরূপ প্রাচীনকালে রত্নপীঠ, কামপীঠ, হেমপীঠ, প্রভৃতি নবপীঠে বা খণ্ডে বিভক্ত ছিল। রঘুবংশে হেমপীঠের নাম আছে। ৬৩৮ খৃষ্টাব্দে হোয়েনসাং কামরূপে উপস্থিত হন। তখন কুমাররাজ-উপাধি-ধারী ভাস্কর বর্ম্মা রাজা ছিলেন। হোয়েনসাং ভাস্করবর্ম্মার আহ্বান তিন-বার উপেক্ষা করেন। পরে শীলভদ্রের অনুরোধে তথায় গমন করিয়া পরম সমাদৃত হন। রাজা বিদ্বজ্জনের সমাদর করিতেন। রাজ্যটীতে হিন্দুধর্ম্মপ্রচলিত ছিল। রাজার বংশের নাম নারায়ণী-বংশ ছিল, এবং রাজা ব্রাহ্মণ—ছিলেন। হোয়েনসাং লিখিয়াছেন,—রাজ্যের বেষ্টন দশ হাজার লি; অধিবাসিগণ, ক্ষুদ্রকায় ও কৃষ্ণাভপীতবর্ণ.তাহাদের স্বভাব উগ্র ও রুক্ষ; কামরূপের পূর্ব্বাঞ্চলে দলে দলে হস্তী বিচরণ করে; চীন রাজের সীমা নিকটবর্ত্তী বটে, কিন্তু পথ অতি দুর্গম। সেই সময় পশ্চিম আসাম, মণিপুর, কাছাড়,ময়মনসিংহ জেলার অধিকাংশ, জয়ন্তিয়া কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

ভাস্করবর্ম্মা, সম্রাট দ্বিতীয় শিলাদিত্যের মহামোক্ষ পরিষদে উপস্থিত ছিলেন; শীলাদিত্য ইঁহাকে আপনার দক্ষিণে আসন প্রদান করেন। "দশ-কুমারচরিতে" কলিন্দবর্ম্মা নামে এক রাজার নাম পাওয়া যায়, সম্ভবতঃ তিনি ভাস্কর বর্ম্মার বংশধর। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের কোন কোন রাজবংশ আপনাদিগকে আড়ি মৎস্য হইতে, কোন বংশ ব্রহ্মপুত্রের গর্ভ হইতে,—কোন রাজবংশ করতোয়ার গর্ভ,—কোন রাজবংশ শিবের ভাণ্ডারীর বংশ হইতে উৎপন্ন বলেন। আসামের দরঙ্গ জেলায় তিন শত শাকে নাগাঙ্ক বা নাগশঙ্কর নামে রাজা রাজত্ব করেন। তিনি করতোয়া গর্ভে অর্থাৎ করতোয়া গর্ভস্থ চরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রতাপপুরে তাঁহার রাজ-ধানী ছিল। চারিশত বৎসর রাজত্বের পর নাগশঙ্কর-বংশ লোপ পায়।

প্রগ্‌জ্যোতিষপুরের স্তম্ভ-বংশীয় শালস্তম্ভ রাজার নাম পাওয়া যায়। ইঁহার বংশে দশজন রাজা রাজত্ব করেন। এই বংশের শেষ রাজার নাম হরিশ। স্তম্ভ-বংশের পর আসামে প্রলম্ব-বংশের রাজত্ব হয়। ইহার পর পূর্ব্বোল্লিখিত আহম নামক পার্ব্বত্যজাতি উত্তর ব্রহ্ম হইতে আসিয়া কামরূপ রাজ্য অধিকার করে (১২২৯ খৃঃ)। তখন চুকাফা তাহাদের রাজা ছিলেন। আহমেরা সমরনিপুণ জাতি ছিল। চুহংমুং নামক রাজা ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, স্বর্গনারায়ণ নাম গ্রহণ করেন। আহম-রাজগণ ইন্দ্রবংশীয় বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিতেন। আহমেরা উপাস্য দেবতাকে চোমদেও ও পুরোহিতকে দেওধৈন বলিত। ১৬১১ খৃষ্টাব্দে চুচুংফা বা প্রতাপসিংহ রাজা হইয়া এদেশে দুর্গোৎসব প্রচার করেন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে পূর্ব্বদেশীয় জনপদের উল্লেখকালে—অন্ধ্রবাক, মুদ্‌গুরক, অন্তর্গিরি, প্লবঙ্গ, বঙ্গেয়, মলদ, মলবর্ত্তিক, ব্রহ্মোত্তর, প্রবিজয়, ভার্গব, অঙ্গেয়, কর্দ্দক, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, মদ্র, বিদেহ, তাম্রলিপ্তক, মল্ল, মগধ, গোমেধ,—এই কয়েকটী দেশের নাম আছে। বঙ্গেয় ও অঙ্গেয় অবশ্য বঙ্গ ও অঙ্গ। মুদ্‌গুরক, মুঙ্গেরের প্রাচীন নাম। প্রাগ্‌জ্যোতিষ, বিদেহ, তাম্রলিপ্তক, মগধকেও জানা গিয়াছে। অবশিষ্ট কয়েকটীর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। পুণ্ড্রের নাম পাওয়া গেল না। বোধ হয় এই পুরাণ-রচনাকালে পুণ্ড্র অঙ্গ বা বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পুণ্ড্রদেশ।

প্রাচান গ্রন্থাদিতে পুণ্ড্রাজ্যের উল্লেখ—শবরজাতি--পুণ্ডরীক জাতি—মহানন্দা—করতোয়া—পদ্মা—পুণ্ড্রবর্দ্ধননগর ও পাণ্ডুয়া—পুণ্ড্রাজ্যে মোগলাক্রমণ—ভড়দেব পুণ্ড্রাজ্য আক্রমণ—চণ্ডাল জাতি—চন্দেল জাতি—আভীরদিগের পুণ্ড্রাজ্য আক্রমণ—উড়ুম্বর জাতির পুণ্ড্রাধিকার—ভোজ-গৌড়বংশ—কৌশিকীরাজ্য— হোয়েন্‌সাঙ্গের সময়ের পুণ্ড্রাজ্য—হোয়েন্‌সাঙ্গের বর্ণনা।

ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পুণ্ড্রের উল্লেখ আছে। করতোয়া ও গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী প্রাচীন স্থানের নাম পুণ্ড্র। পুণ্ড্রাজ্যের প্রাচীন অধিবাসিগণ অদ্যাপি এদেশে পুণ্ড্রনামে বাস করিতেছে। মনুসংহিতায় (১০।৪৪) আছে, ক্রিয়ালোপহেতু ও ব্রাহ্মণদিগের অদর্শন জন্য কতকগুলি ক্ষত্রিয়জাতি আচারভ্রষ্ট হইয়া যায়; আচারভ্রষ্ট হওয়াতে পুণ্ড্রেরা বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। মহাভারতের নানাস্থানে পুণ্ড্রজাতির উল্লেখ আছে। শান্তিপর্ব্বের ৬৫তম অধ্যায়ে পুণ্ড্রদিগকে দস্যুজীবী বলা হইয়াছে, যথা :—

"পৌণ্ড্রাঃ পুলিন্দা রমঠাঃ কাম্বোজাশ্চৈব সর্ব্বশঃ।
···মন্বিধৈশ্চ কথং স্থাপ্যাঃ সর্ব্বে বৈ দস্যুজীবিনঃ॥"

অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও পুণ্ড্রগণ গজ-যুদ্ধবিশারদ ছিল, যথা :—

প্রাচ্যাশ্চ দাক্ষিণাত্যাশ্চপ্রবরাগজযোধিনঃ।
অঙ্গা বঙ্গাশ্চ পুণ্ড্রাশ্চ মগধাস্তাম্রলিপ্তকাঃ॥
গজযুদ্ধেষু কুশলাঃ কলিঙ্গৈঃ সহ ভারত।

তৈ ম্লেচ্ছৈঃ প্রেরিতা নাগা নরানশ্বান্ রথানপি।
হস্তৈ রাক্ষিপ্যমমৃদুঃ পদ্ভিশ্চাপ্যতি মন্যবঃ॥”

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে—বিশ্বামিত্রের পুত্র পুণ্ড্রগণ হইতে পৌণ্ড্র বা পুণ্ড্রদেশের নাম হইয়াছে, পুণ্ড্রগণ দস্যুজীবী, যথা,—

অণ্ডান্ বঃ প্রজাভক্ষীষ্টেতিত এতেঽন্ধ্রাঃ পুণ্ড্রাঃ
শবরাঃ পুলিন্দাঃ মুতিবা ইত্যুদন্তা বহবো ভবন্তি।
যে বৈশ্বামিত্রা দস্যূনাং ভূয়িষ্ঠাঃ।” (৭।১৮)।

ভাগবতমতে, পুণ্ড্রগণ যযাতির পুত্র অনুরবংশীয়।

এস্থলে শবরজাতি সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক হইতেছে। জাতি-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মতে শবরেরা কোলরীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহারা হিমালয়ের উত্তর-পূর্ব্ব দিক হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। আর্য্যদিগের আগমনে, ইহারা পুণ্ড্রদেশ ত্যাগ করিয়া এখন মধ্য-ভারত, উড়িষ্যা ও উত্তরমান্দ্রাজের জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছে। যে সকল গ্রন্থে পুণ্ড্র-শবর নাম দৃষ্ট হয়, সে সকল গ্রন্থ রচিত হওয়ার সময়, শবরজাতি পুণ্ড্ররাজ্যে বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করিত। তাহারা যাহাদিগকে এদেশে রাখিয়া গিয়াছিল, তাহারা হয়ত এখন অন্য নামে বাস করিতেছে। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে শবর জাতি মগধ ও মিথিলার মধ্যবর্ত্তী অরণ্যে বাস করিত।* এই পথ দিয়া গমনাগমন করা তৎকালে বিপজ্জনক ছিল। শবরেরা নিকটবর্ত্তী অঙ্গ, বিদেহ, পুণ্ড্র ও মগধরাজ্যের প্রান্তসীমায় সর্ব্বদা উৎপাত করিত। সুযোগ পাইলে,

* সংস্কৃত অভিধানে লিখিত আছে,—পত্রপরিধানকারী ম্লেচ্ছেরা শবর ও ময়ূরপুচ্ছ পরিধায়ী ম্লেচ্ছেরা কিরাত নামে অভিহিত। রাজা যশোধর্ম্মদেব, গৌড়রাজ্য হইতে ফিরিয়া যাওয়ার সময়, যে সকল শবর-শবরীকে বিন্ধ্যবাসিনীর পূজার্থ গমন করিতে দেখিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই বৃক্ষপত্রপরিধায়ী ছিল। শবর-পল্লীকে পক্বণ বলিত।

স্ত্রী, বালক ধরিয়া লইয়া যাইত। সুন্দরী নারীদিগকে বিবাহ করার চেষ্টা করিত,—বাধা পাইলে সেই নারীর প্রাণবধ করিত। বালকদিগকে চণ্ডিকার নিকট বলি দিত। সেই বলিদানের তিন প্রকার রীতি ছিল;—১ম, বালককে গাছের ডালে টাঙ্গাইয়া অস্ত্রযোগে খণ্ড খণ্ড করা হইত; ২য়, বালককে নাভি পর্য্যন্ত মাটীতে পুঁতিয়া দূর হইতে তীরবিদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলা হইত; ৩য়,—কুকুর দ্বারা বালকের প্রাণ বধ করা হইত। কখনও কখনও, সমাজ হইতে তাড়িত উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির আর্য্যপুরুষও, শবরদিগের সহিত মিশিয়া, দস্যু-বৃত্তি করিত। শবরদিগের দেশ দিয়া রাজগণের গমনাগমন করাও নিরাপদ ছিল না। সে সময়েও, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ পরিব্রাজকেরা তাহাদিগের দেশে জ্ঞান ও ধর্ম্মপ্রচারের চেষ্টায় ভ্রমণ করিতেন। "দশকুমারচরিত" পাঠ করিলে শবরদিগের অনেক বিবরণ অবগত হওয়া যায়। শুনা যায়—শীতলাদেবী শবরদিগের দেবতা ছিলেন।

মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্বের ২৯তম অধ্যায়ে লিখিত আছে, পুণ্ড্রগণ জামদগ্ন্যের ভয়ে গিরি-কন্দরে লুক্কায়িত ছিল, ব্রাহ্মণদিগের অদর্শনে বৃষলত্ব প্রাপ্ত হয়;—

> "তেষাং স্ববিহিতং কর্ম্ম তদ্ভয়ান্ নানুতিষ্ঠতাম্।
> প্রজাবৃষলতাং প্রাপ্তা ব্রাহ্মণানামদর্শনাৎ॥
> এবং তে দ্রবিড়া ভীরাঃ পুণ্ড্রাশ্চশবরৈঃসহ।
> বৃষলত্বং পরিগতা ব্যুত্থানাৎ ক্ষত্রধর্ম্মিণঃ॥"

কর্ণ পর্ব্বের ২২শ অধ্যায়ে আছে;—

> "পুণ্ড্রস্থাপততো নাগং চলন্তমিব পর্ব্বতম্।
> সহদেব প্রযত্নাত্তৈ র্নারাচৈ রহনৎ ত্রিভিঃ॥

বিপতাকম্ বিযন্তারম্ বিবর্ম্মধ্বজজীবিতং।
তং কৃত্বা দ্বিরদং ভূয়ঃ সহদেবোঙ্গমভ্যযাৎ ॥”

শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধে আছে—ভরতরাজা পুণ্ড্রদেশের অব্রহ্মণ্য নরপতিকে জয় করেন; যথা,—

“কিরাতহূণান্ যবনান্ পৌণ্ড্রান্ কঙ্কান্ খশান্ শকান্।
অব্রহ্মণ্যনৃপাংশ্চাহন্ ম্লেচ্ছান্ দিগ্বিজয়েখিলান্ ॥”—৯।২০।১৮

মহাভারতের অশ্বমেধ-পর্ব্বে আছে, অর্জ্জুন পুণ্ড্রদিগকে জয় করিয়াছিলেন; যথা—

“ততো যথেষ্টমগমৎ পুনরেব স কেশরী।
ততঃ সমুদ্রতীরেণ বঙ্গান্ পুণ্ড্রান্ সকোশলান ॥
তত্র তত্র চ ভূরীণি ম্লেচ্ছ-সৈন্যান্যনেকশঃ।
বিজিগ্যে ধনুষা রাজন্ গাণ্ডীবেন ধনঞ্জয়ঃ ॥”

বৌধায়ন স্মৃতিতে আছে,—পুণ্ড্রবঙ্গ দেশে গমন করিলে, আর্য্যপুরুষকে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ, পুনস্তোম-যজ্ঞ করিতে হয়। দেবলস্মৃতিতে আছে,—

সিন্ধু-সৌবীর-সৌরাষ্ট্রাস্তথা প্রত্যন্ত বাসিনঃ।
অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গোড্রান্ গত্বা সংস্কারমর্হতি ॥”

এই বচনে পুণ্ড্রের নাম না থাকিলেও, যখন অঙ্গ-বঙ্গের নাম আছে, তখন পুণ্ড্রদেশ বাদ পড়ে নাই। বোধ হয়, এই স্মৃতির রচনা-কালে পুণ্ড্র-রাজ্য অঙ্গ বা বঙ্গদেশের অধীন ছিল। পদ্মপুরাণে পুণ্ড্র ও পৌণ্ড্র দুইটী দেশের নাম আছে। পৌণ্ড্র, বোধ হয়, পুণ্ড্রের অন্তর্গত বা নিকটবর্ত্তী কোন স্থান ছিল। রামায়ণে পুণ্ড্রদেশের সঙ্গে কোষকারদিগের দেশের উল্লেখ আছে, যথা :—

"মগধাংশ্চ মহাগ্রামান্ পুণ্ড্রাংস্তঙ্গাং তথৈবচ।
ভূমিঞ্চ কোষকারাণাং ভূমিঞ্চ রজতাকরাং॥*

সুন্দরাকাণ্ড ৪০।২৩

উত্তরবঙ্গে পুণ্ড্র একটী প্রধানজাতি। খৃষ্ট-জন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের নিকট পুণ্ডরীক নামক বণিক্-শাখার সন্ধান জৈনদিগের কল্পসূত্রে পাওয়া যায়। কৃষ্ণদাস মিশ্র-রচিত "মগব্যক্তি" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে,—পুণ্ড্রদ্বীপে উপনিবিষ্ট শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে জৈন-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া পুণ্ডরীক নামে খ্যাত হয়। মালদহ হইতে বগুড়া পর্য্যন্ত স্থানে এক সময়ে প্রচুর রেসম উৎপন্ন হইত। বোধ হয়, পুণ্ডরীক বা পুণ্ড্রশব্দ হইতে পলু শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। রেসমকীট-পালন ও রেসম-উৎপাদন—পুণ্ডরীকদিগের ব্যবসায়। ইহাদিগের অধিকাংশ এখন বৈষ্ণবপন্থী। ইহারা তেজস্বিতায় পার্শ্ববর্ত্তী জাতিসমূহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মুসলমান-রাজত্বকালে বহুলোক মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে বাধ্য হওয়ায়. ইহাদিগের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। ইহাদিগের পূর্ব্বসংখ্যা বজায় থাকিলে, এই বীর প্রকৃতিক জাতিকর্ত্তৃক হিন্দুসমাজের বল বর্দ্ধিত হইত। মহানন্দা নদী এই জাতীয় বাসস্থানের পশ্চিমসীমা ছিল। "দশকুমার চরিতে" মিথিলা-রাজের পুণ্ড্ররাজ্যের আক্রমণ-সঙ্কল্প ও তদ্দেশের দুর্ভিক্ষের কথা লিখিত আছে। দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে. পুণ্ড্ররাজ্যের লোক মিথিলায় গিয়া উৎপাত করিত।

---

* কোষকারদিগের স্বতন্ত্র দেশ থাকার প্রমাণ পদ্মপুরাণেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। পদ্মপুরাণে আছে,—নরসিংহ ও হিরণ্যকশিপুর যুদ্ধের সময় কোষকারদিগের দেশ, মগধ, পুণ্ড্র, উগ্র, সুহ্ম ও বিদেহ দেশ কম্পিত হয়। উগ্র দেশের উল্লেখে বোধ হয় —তাহা বর্ত্তমান বর্দ্ধমান অঞ্চল সম্ভবতঃ উগ্রক্ষত্রিয়গণ সেই সময় উগ্রদেশের রাজা ছিল।

বাণভট্টের হর্ষ চরিতে পৌণ্ড্রবাসের উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ উহা পুণ্ড্রদেশীয় রেসমী বস্ত্র। পুণ্ড্রদেশ ইক্ষু বিশেষের উৎপত্তির জন্য বিখ্যাত ছিল। সেই ইক্ষুকে পুণ্ড্র-ইক্ষু বলে। দেশের নামানুসারে পুণ্ড্র-ইক্ষুর নাম হইয়াছে, কি পুণ্ড্র-ইক্ষুর নামানুসারে দেশের নাম হইয়াছে, নিশ্চয় বলা যায় না। ব্রাহ্মণদের ললাটের ত্রিপুণ্ড্রে পুণ্ড্র-ইক্ষুত্রয়ের সাদৃশ্য আছে। ব্যাকরণ মহাভাষ্যে পুণ্ড্রনগরবাসী বুঝাইতে পৌণ্ড্রনাগর পদ হয়, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে পুণ্ড্রনগর যে অতি প্রসিদ্ধ ছিল, তাহার সন্দেহ নাই।

করতোয়া ও মহানন্দা পুণ্ড্ররাজ্যের পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমাস্থিত নদী। মহাভারতে মহানন্দার নাম আছে। বনপর্ব্বে আছে—পাণ্ডবেরা নন্দা ও অপর নন্দা পার হইয়া অধিবঙ্গ তীর্থে গিয়াছিলেন। নন্দা ও অপর নন্দার কোনটী মহানন্দা হওয়া সম্ভব। অধিবঙ্গ, বোধ হয়, বঙ্গের নিকটবর্ত্তী কোন স্থান। অনুশাসন পর্ব্বের ২৫শ অধ্যায়ে আছে;—

> "পুনরাবর্ত্ত নন্দাং চ মহানন্দাং চ সেব্যবৈ।
> নন্দনে সেব্যতে দান্তস্ত্বপ্সরোভিরহিংসকঃ॥
> উর্ব্বশীং কৃত্তিকা যোগে গত্বাচৈব সমাহিতঃ।
> লৌহিত্যে বিধিবৎ স্নাত্বা পুণ্ডরীকফলং লভেৎ॥"

লৌহিত্য অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদের সঙ্গে উল্লিখিত হওয়ায়, আমরা উল্লিখিত মহানন্দাকে পুণ্ড্র-রাজ্যের মহানন্দা বলিয়া নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিতে পারি। মহানন্দা নাম শুনিলেই বোধ হয়, প্রাচীনকালে ইহা ধনজনপূর্ণ সমৃদ্ধি সম্পন্ন একটী রাজ্যের ভিতর দিয়া প্রবাহিত ছিল, পুণ্ড্রই সেই রাজ্য। সভাপর্ব্বে ৫১তম অধ্যায়ে বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ ও তাম্রলিপ্তের সঙ্গে এই দেশকে সুপুণ্ড্র নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে পুণ্ড্রদেশের প্রশংসাই করা হইয়াছে। মহানন্দার পশ্চিমপারে সাধারণতঃ আর্য্য-

বংশীয় ও পূর্ব্বপারে অনার্য্য-বংশীয় লোকের বসতি ছিল। করতোয়া * পুণ্ড্ররাজ্যের একটী প্রধান নদী ছিল। হিমালয় হইতে বঙ্গদেশের উত্তরে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী বহির্গত হইয়াছিল, সেই সকল নদী বরেন্দ্রের কঠিন মৃত্তিকা ভেদ করিতে না পারিয়া উহার পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে মিলিত হইয়া, করতোয়া ও মহানন্দা নাম ধারণ করিয়াছিল। করতোয়া পূর্ব্বকালে ব্রহ্মপুত্র অপেক্ষাও প্রকাণ্ড নদী ছিল। † পুরাণ-তন্ত্রাদিতে ব্রহ্মপুত্র অপেক্ষা করতোয়ার অধিক উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কোন সময়ে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের নিম্ন দিকের প্রবাহ স্বতন্ত্রভাবে সমুদ্রে পতিত হইত, উভয়ের প্রবাহ নিম্ন বঙ্গে ৭৫ ক্রোশ অন্তরে ছিল। করতোয়া তৎকালে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ দিয়া হরিণঘাটার নিকট সমুদ্রে পতিত হইয়াছিল। এখনও সুন্দর বনে করতোয়া নাম্নী একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী আছে। মাথা ভাঙ্গা, করতোয়ার ছিন্ন দেহ বলিয়া বোধ হয়। করতোয়া হইতে দক্ষিণ বঙ্গের কুমার, ইছামতী, চূর্ণী, নবগঙ্গা বাহির হইয়াছিল। করতোয়া উপর দিক হইতে বিলুপ্ত হইলে, এই সকল নদী গঙ্গার সংস্রবে আসিয়াছে। এই সকল ঘটনা কোন্ সময়ে হয়, তাহা বলা যায় না।

পূর্ব্বকালে গঙ্গার প্রধান জল-স্রোত ভাগীরথী দিয়া প্রবাহিত হইত। কিম্বদন্তী আছে—কোন দৈত্য গঙ্গাকে পদ্মার পথে ভুলাইয়া

---

* ভারতের অন্য অংশে করতোয়া নাম্নী নদী ছিল। মার্কণ্ডেয় পুরাণে একটী করতোয়ার নাম আছে; উহা ঋক্ষপাদ হইতে নির্গত বলা হইয়াছে।

† বখ্‌তিয়ার যে সময় করতোয়া উত্তীর্ণ হন, সেই সময় উহা বিস্তারে গঙ্গার তিন গুণ ছিল। জনশ্রুতি-মতে, বগুড়া জেলার মরিচা-সেরপুর ও ময়মনসিংহ জেলার দশকাহনিয়া-সেরপুর করতোয়ার উভয়তীরে অবস্থিত ছিল; এই স্থানে করতোয়া পার হইতে দশ কাহণ করিয়া কড়ি লাগিত।

লইয়া গিয়াছিল। পলিমাটীকে ঐ দৈত্য মনে করিলে চলিতে পারে।* দেবীপুরাণে আছে, গঙ্গার বিস্তার কোন স্থলেই এক ক্রোশের অপেক্ষা অল্প নহে। ভৈরব পূর্ব্বকালে গঙ্গা হইতে বাহির হইয়াছিল ও প্রকাণ্ড নদ ছিল। পরে জলঙ্গী ও মাথাভাঙ্গা বাহির হইয়া ভৈরবকে ক্ষীণাঙ্গ করিলে, ভৈরব মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল নদী হইতে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী বাহির হইয়া সমুদ্রে পড়িয়াছিল।

পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগর পুণ্ড্ররাজ্যের রাজধানী ছিল। এই নগরের বর্ত্তমান নাম পাণ্ডুয়া বা স্থানীয় ভাষায় পাঁড়ুয়া। মালদহ জেলায় ইহার ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। পুণ্ড্রবর্দ্ধনকে কেহ কেহ বগুড়া জেলার মহাস্থান গড় বলিয়া নির্ণয় করেন। † মহাস্থান গড় করতোয়ার তীরবর্ত্তী। মহাস্থান গড়ে পুণ্ড্র-রাজগণের নির্ম্মিত একটী দুর্গ ছিল। কেহ বা বর্দ্ধন কুটিকে পুণ্ড্রবর্দ্ধন মনে করেন ‡। মুসলমানেরা পাণ্ডুয়া স্থাপন করে

---

* পদ্মা বা পদ্মাবতীর নাম ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে দৃষ্ট হয়, উহা পূর্ব্বে স্বতন্ত্র নদী ছিল। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও দেবীভাগবতে পদ্মাকে স্বতন্ত্র নদী বলা হইয়াছে। কোন সময়ে উহা কাহালগাঁয়ে গঙ্গার সঙ্গে মিশিয়া অমৃতির নিকট আবার পৃথক্ হইয়াছিল। কৌশিকী নদীর জলস্রোত প্রবলবেগে আসিয়া গঙ্গার সলিল-প্রবাহ পদ্মা দিয়া প্রবাহিত করায়, পদ্মা প্রবল নদী হইয়া উঠে এবং উহার উপর দিকের প্রবাহ বিলুপ্ত হইয়া যায়। আইন-ই-আকবরীতেও ডিবরোসের মানচিত্রে পদ্মাকে বড় নদী বলা হইয়াছে: অতএব ভাগীরথী পূর্ব্ব হইতেই ক্ষীণ হইতেছিল। ভাগীরথী যে পূর্ব্বে গঙ্গার প্রধান প্রবাহ ছিল, তাহার প্রমাণ এই যে, হিন্দুরা পদ্মাকে পবিত্র নদী বলিয়া বিবেচনা করেন না. —ভাগীরথীকেই পবিত্র নদী মনে করেন। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ পূর্ব্বখণ্ড ৬১ অধ্যায়ে গঙ্গা ও পদ্মাবতীর সঙ্গমকে তীর্থস্থান বলা হইয়াছে। এই পুরাণখানি মুসলমান রাজত্বের প্রথমভাগে প্রণীত হইয়াছে।

† দেবীপুরাণ ৭ম স্কন্ধে মহাস্থানের ও তত্রত্য চণ্ডমুণ্ডী দেবীর উল্লেখ আছে। ঐ পুরাণের স্থানান্তরে পুণ্ড্রবর্দ্ধনেরও নাম আছে। পুরাণকার পুণ্ড্রবর্দ্ধন ও মহাস্থানকে ভিন্ন বলিয়াই জানিতেন।

‡ বর্দ্ধনকুটী বগুড়া জেলায়; ইহার বর্ত্তমান নাম রাজবাড়ী। ফেরিস্তা বলেন, তুর্কিস্থানের রাজা গরসাস্প ভারতাক্রমণ-কালে, বর্দ্ধন নগর স্থাপন করেন।

নাই। তাহারা পাণ্ডুয়া ভাঙ্গিয়া আপনাদের উপযোগী করিয়া লয়। এখন পাণ্ডুয়ার মস্‌জিদ্ সমূহ হইতে অসংখ্য হিন্দুদেবমূর্ত্তি বাহির হইতেছে। হিন্দুদেবমন্দির সমূহ ভাঙ্গিয়া যে মস্‌জিদ্ করা হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মুসলমানেরা আসিয়া পাণ্ডুয়াকে একটী বড় হিন্দু নগর পাইয়াছিল। পুণ্ড্রবর্দ্ধন ব্যতীত এরূপ নগর এদেশে ছিল না—থাকিলে কোন-না-কোন গ্রন্থে তাহার উল্লেখ থাকিত। ইহার ইতস্ততঃ বৌদ্ধ চিহ্নের অভাব নাই। অতএব পাণ্ডুয়া নগরই প্রাচীন পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্দ্ধন। কোন সুপ্রাচীন গ্রন্থে পুণ্ড্রনগর ব্যতীত পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের নাম পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান সময়ের অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে মালদহের পাণ্ডুয়াই প্রাচীন পুণ্ড্রবর্দ্ধন বা পুণ্ড্রনগর।

পূর্ব্বকালে বাঙ্গালার উত্তর পূর্ব্ব কোণ হইতে এক মোগল জাতি পুণ্ড্র-রাজ্য আক্রমণ করে। তাহারা পুণ্ড্রজাতির কোন হানি করিতে না পারিয়া, পুণ্ড্ররাজ্যের প্রজা হইয়া তথায় বাস করে। এই জাতির অধিকাংশ পরে বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল। ইহারাই পৌদ।

পৌদেরা কোচ জাতির আক্রমণে উত্ত্যক্ত হইয়া, পুণ্ড্ররাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক দক্ষিণ বঙ্গে গিয়া উপনিবিষ্ট হয়। পরে ভড় নামক পরাক্রান্ত জাতি বাঙ্গালার উত্তর পূর্ব্ব কোণ হইতে পুণ্ড্র রাজ্য আক্রমণ ও অধিকার করে। এক সময়ে ভড়েরা অযোধ্যা পর্য্যন্ত সমস্ত গঙ্গাতীর অধিকার করিয়াছিল।

চণ্ডালেরা পুণ্ড্রদেশের আদিম অধিবাসী বলিয়া অনেকের অনুমান, কিন্তু তাহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। চণ্ডালেরা বাঙ্গালার অনূপ দেশের আদিম অধিবাসী। ফরিদপুর অঞ্চলের চণ্ডালদিগের মধ্যে প্রবাদ আছে, পূর্ব্বে তাহারা বঙ্গদেশে (ঢাকা প্রদেশে) বাস করিত। ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগকে সেখান হইতে তাড়াইয়া দেয়। ইহা সম্ভব যে, আর্য্য-

দিগের বঙ্গদেশে আগমনে তাহারা সে দেশ ত্যাগ করিয়া সমুদ্রোত্থিত নূতন উৎপন্ন বর্ত্তমান ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ ও যশোর প্রদেশে গিয়া বাস করিয়াছে। চন্দেল নামক জাতি পুণ্ড্রদেশের আদিম অধিবাসী হওয়া সম্ভব। চন্দেলদিগের নামানুসারে চান্দলাই পরগণার নাম হইয়াছে। চন্দেল বা চান্দলাই পরগণাকে পূর্ব্বে পৌণ্ড্রদেশ বলিত; 'শব্দকল্পদ্রুমে' পৌণ্ড্রদেশের চন্দেল নাম আছে।

যৌধেয় ও তাহাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত আভীর জাতি খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৬০০ অব্দে পুণ্ড্ররাজ্য অধিকার করিয়াছিল। সম্ভবতঃ ভড় জাতির আক্রমণের পূর্ব্বে আভীরজাতি পুণ্ড্ররাজ্য আক্রমণ করে। উত্তরবঙ্গে গোয়াল পাড়া, গোয়াল বাড়ী, প্রভৃতি নামের নগরগুলির অধিকাংশ তাহাদিগের স্থাপিত। আভীরদিগের সময়ে পাহাড় পুরে * একটী কালী-মন্দির নির্ম্মিত হয়, এখন ইহার প্রকাণ্ড ভগ্নাবশেষ পতিত আছে; এত বড় মন্দির প্রায় দেখা যায় না। আভীরদিগের পূর্ব্বে উড়ুম্বর জাতি পুণ্ড্র রাজ্য অধিকার করে। উড়ম্বর বা টাঁড়া পরগণার নামে † সম্ভবতঃ উড়ুম্বর জাতির পুণ্ড্রাধিকারের নিদর্শন রহিয়াছে। তাহারা টাঁড়া অঞ্চলে উড়ুম্বর-ইক্ষুর চাষ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। উড়ুম্বর জাতির পর রাষ্ট্র-জাতি পুণ্ড্রদেশ অধিকার করে। ইহার পর খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে ভোজ-গৌড়গণ এই দেশের রাজা হয়। ইহারা নাগ-বংশীয় ছিল। লঘুভারতকারের মতে ইহারা পশ্চিমাঞ্চলের গৌড় হইতে এদেশে আগমন করে। "আইনে আকবরি"তে ভোজ-গৌড়বংশীয়

---

* রাজসাহী জেলার বলিহার নগরের নয় মাইল উত্তর।

† বৃহৎসংহিতায় উড়ুম্বর রাজ্যের নাম আছে। অতএব খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে উড়ুম্বর রাজ্য বর্ত্তমান ছিল। শূর-বংশীয়দের রাজত্বকালে বোধ হয় এই রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত হয়।

ভোজ, লালসেন, মাধবসেন, শ্রীমন্তসেন, জয়নাথ, পৃথু, গরুড়, লক্ষ্মণ, নন্দভোজ—এই নয়জন রাজার নাম আছে।

পুণ্ড্ররাজ্যের নিকটেই কৌশিকী-কচ্ছ রাজ্য ছিল। কৌশিকী-কচ্ছ রাজ্য পরে পুণ্ড্ররাজ্যের অন্তর্গত হইয়া যায়। মালদহ জেলার অন্তর্গত গড়হণ্ডা, অলিহণ্ডা, ভাণ্ডার, কাণ্ডারণ, কুশিধা, ভালুকা (ভল্লুক) প্রভৃতি স্থান কৌশিকী-কচ্ছের অন্তর্গত ছিল। বর্ত্তমান গণেশজাতি কৌশিকী-কচ্ছের প্রধান অধিবাসী ছিল। স্থানীয় অবস্থা দেখিলে অনুমান হয়, কাণ্ডারণে প্রাচীনকালে একটী প্রকাণ্ড বৌদ্ধস্তূপ ছিল। রাজসূয় যজ্ঞকালে ভীমসেন পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব ও কৌশিকী-কচ্ছের রাজা মহৌজাকে পরাজিত করিয়া বঙ্গদেশ জয় করিতে ধাবিত হন। *

পূর্ণিয়া জেলায় অসুর গড় নামক একটী গড়ের চিহ্ন দৃষ্ট হয়। লোকে বলে, ব্রাহ্মণ জাতীয় পাঁচটী ভাই অসুরদিগের সাহায্যে এই গড় নির্ম্মাণ করেন। পূর্ণিয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ থানায় বেণুগড় নামক অন্ত একটী দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহার সম্বন্ধেও ঐরূপ কিম্বদন্তী আছে। এই সকল দুর্গ ভড় কিম্বা আভীর জাতির নির্ম্মিত হওয়া সম্ভব।

চীনপর্য্যাটক হোয়েন সাং (চৈনিক নাম জেন্ শো) ৬২৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ৬৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতের নানাদেশ পর্য্যটন কালে পুণ্ড্রবর্দ্ধনে উপস্থিত হন। হোয়েন সাংয়ের সময় গৌড়—বঙ্গদেশ, হিরণ্য পর্ব্বত (মুঙ্গের), চম্পা, কজূথির, পুণ্ড্রবদ্ধন, সমতট, তাম্রলিপ্ত ও কর্ণসুবর্ণ এই কয়েকটী রাজ্যে বিভক্ত ছিল। হোয়েনসাং পুণ্ড্রবর্দ্ধনের নাম পু—ন্ন—ফ—ত—ন্ন লিখিয়াছেন। হোয়েনসাংএর মতে পুণ্ড্রবর্দ্ধন গঙ্গাতীর হইতে ৬০০ লি অন্তর। †

---

* সভাপর্ব্ব—৩০শ অধ্যায়।

† ৬ লিতে ১ মাইল।

কোন্ স্থান হইতে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের এই দূরত্ব নির্দ্দেশিত হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় জানা যায় না। ইঁহার সময় উত্তর বিহার বৃজি ও বৈশালীরাজ্যে বিভক্ত ছিল। উভয় রাজ্যই পুণ্ড্ররাজ্যের পশ্চিম সীমাস্থ মহানন্দা নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গঙ্গার দক্ষিণে হিরণ্য পর্ব্বত রাজ্য ছিল। এই সময় ভাগলপুর, সাঁওতাল পরগণা ও বীরভূম অঙ্গরাজ্যের অধীন ছিল। হোয়েন সাং লিখিয়াছেন—"পুণ্ড্র রাজ্যের বেষ্টন ৪০০০ লি। রাজধানীর বেষ্টন ৩০ লি। রাজ্যটী ঘনবসতিসম্পন্ন। রাজধানীতে জলাশয়, রাজকার্য্যালয়, ও পুষ্পোদ্যানসকল শ্রেণীবদ্ধভাবে সন্নিবিষ্ট ছিল। রাজ্যের ভূমি সমতল, বালুকা ও কঙ্করময় ও সর্ব্বপ্রকার শস্যোৎপাদনক্ষম। এই দেশে অপর্য্যাপ্ত কাঁঠাল জন্মে। জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। রাজ্যে ২০টী সঙ্ঘারামে হীনযান-মতাবলম্বী ৩০০০ বৌদ্ধশ্রমণ বাস করে। এক শত হিন্দুদেবালয় আছে। হিন্দুদিগের মধ্যে শৈব, বৈষ্ণব ও কার্ত্তিকেয় উপাসক অধিক। অসংখ্য জৈন নির্গ্রন্থ এই রাজ্যে বাস করে। রাজধানীর ২০ লি অন্তরে রাশিভা-সঙ্ঘারাম। তাহার অদূরে অশোক স্তূপ*। এই স্তূপের নিকট বুদ্ধদেব তিন মাস ধর্ম্মপ্রচার করেন, লোকে এইরূপ বলিত। ইহার নিকটে একটী স্থানে বুদ্ধচতুষ্টয় ধর্ম্মপ্রচার করেন বলিয়া প্রদর্শিত হইয়া থাকে। রাশিভা-সঙ্ঘারাম-সংলগ্ন বিদ্যালয়ের অধ্যাপক সংখ্যা ৭০০ সাত শত ছিল। এই বিহারে বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। নানাস্থানের লোক প্রত্যাদেশের জন্য এই স্থানে হত্যা দিত। পুণ্ড্ররাজ্য হইতে কামরূপ যাইতে, পথে পূর্ব্বদিকে একটী বড় নদী আছে।" অঙ্গ, কামরূপ, সমতট, কর্ণসুবর্ণ ও তাম্রলিপ্ত রাজ্য সীমান্তে থাকায়, বুঝা যায় যে, পুণ্ড্ররাজ্য তৎকালে খুব বড় ছিল না। হুয়েনসাং পুণ্ড্রবর্দ্ধনের তৎ-

---

* আমার বিশ্বাস—মালদহ জেলায় পাণ্ডুয়ার অদূরবর্ত্তী মহানন্দাতীরস্থ খালাল গ্রামের নিকটস্থ ধনামনার টিলা এই স্তূপের স্থান অধিকার করিয়া আছে।

কালীন কোন রাজার নাম করেন নাই ; ইহাতে বোধ হয়, ঐ সময়ে পুণ্ড্র-রাজ্য কান্যকুব্জরাজ হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্যের অধীন ছিল। এই সময়ে বঙ্গ ও ত্রিপুরার মধ্যে একটী সাগর-শাখা বিস্তৃত ছিল। রামপালের নিকট মেঘনাদ নদ সমুদ্রে পড়িয়াছিল।

হুয়েনসাং লিখিয়াছেন,—এদেশের পুরুষেরা টুপী ব্যবহার করে। স্ত্রীলোকেরা স্কন্ধ পর্য্যন্ত বস্ত্র দ্বারা আবৃত করে। এদেশের লোক সাধারণতঃ মৃত্তিকানির্ম্মিত গৃহে বাস করে। গৃহের ছাদ সাধারণতঃ তৃণদ্বারা আচ্ছাদিত। গৃহের প্রাচীর ও প্রাঙ্গণ গোময়লিপ্ত। ধনী-লোকেরা ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহে বাস করে। নগরের রাস্তার উভয় পার্শ্বে পণ্যপরিপূর্ণ বিপণিশ্রেণী। চণ্ডাল, নট ও মাংসবিক্রেতৃগণ নগরের বহির্ভাগে বাস করে।

এদেশের লোক ধান্য, মুগ, যব, তিল, দধি, দুগ্ধ, নবনীত, ঘৃত ও বিবিধ ফলমূল আহার করে। মৎস্য, ছাগমাংস ও মৃগমাংস ভক্ষণে ইহা-দের আপত্তি নাই। বৈশ্য ও শূদ্রেরা মদ্য পান করে।

স্বর্ণ ও মুদ্রা অধিক প্রচলিত নাই। দ্রব্যাদির বিনিময়ে বাণিজ্য হয়। ক্রয়বিক্রয়ে কড়ির ব্যবহার হয়। ত্রিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে অধ্যয়ন শেষ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হয়। লোকে ধর্ম্মবিশ্বাসী ও বিষয়সুখবিরাগী। প্রায় কেহ মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চক নয়। প্রজাগণের নিকট হইতে রাজারা উৎপন্ন দ্রব্যের ষষ্ঠাংশ করস্বরূপ গ্রহণ করেন। কাহাকেও বেগার খাটান হয় না।

তৃতীয় অধ্যায়।

পৌণ্ড্রক-বাসুদেব—ভদ্রবাহু শ্রুতকেবলী—পুণ্ড্র রাজ্যের অধীনতা—পুণ্ড্র দেশের কয়েকজন রাজা—অশোকের আদেশে জৈনদিগের হত্যা—পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে সঙ্ঘারাম—পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে কতিপয় ব্রাহ্মণের গুজরাটে উপনিবেশ স্থাপন—পাটলাচণ্ডী ও চণ্ডীপুর—দীবরদীঘী—শশাঙ্কনরেন্দ্র গুপ্ত—হোয়েন্‌সাঙ্গের সময় কর্ণসুবর্ণ—হর্ষবর্দ্ধন—কর্ণসুবর্ণের গুপ্ত-বংশীয় রাজগণ—তিব্বতীয়গণের বঙ্গ ও মগধ আক্রমণ—পুণ্ড্র রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার—মাধাইসিংহ—রাইহোরাণী—পুণ্ড্র রাজ্যের প্রধান নগর।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, পুরাণে পুণ্ড্রদেশের কোন রাজবংশের বা রাজগণের কোন কথা নাই। পুরাণে পৌণ্ড্রক-বাসুদেব নামক এক রাজার নাম পাওয়া যায়। তাঁহাকে কোন স্থানে পুণ্ড্রদেশের কোন স্থানে করুষদেশের,—কোন স্থানে বা বারাণসীর রাজা বলা হইয়াছে। তিনি বাসুদেবের চিহ্ন ধারণ করিতেন বলিয়া, কৃষ্ণের সহিত তাঁহার বিরোধ হয়। পুরাণমতে বাসুদেব, নিষাদ-রাজ একলব্য ও প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ নরকের বন্ধু ছিলেন। তিনি অষ্ট সহস্র রথ, দশ সহস্র হস্তী ও বহুসংখ্যক পদাতিক লইয়া কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযান করেন, ও তৎকর্ত্তৃক নিহত হন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞের পূর্ব্বে ভীমসেনের সহিত তাঁহার ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছিল। হরিবংশের ১৬২তম অধ্যায়ে আছে, বাসুদেব-পত্নী সুতনুর* গর্ভে পৌণ্ড্রের জন্ম হয় ও পৌণ্ড্র নিকটবর্ত্তী কোন স্থানের রাজা হইয়াছিলেন। পৈতৃকসম্মানগ্রহণাশায় কৃষ্ণ ও পৌণ্ড্রের বিবাদ হওয়া অসম্ভব নহে। পৌণ্ড্র, কাশী, করুষ প্রভৃতি হইতে তাড়িত

* সুতনু ও বড়বা পরিচারিকা হইয়াও পত্নীরূপে গৃহীত হইয়াছিলেন।

হইয়া পূর্ব্বদেশে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। পৌণ্ড্রের প্রকৃত নাম কি তাহা জানা যায় না।

পুণ্ড্রাজ্য দীর্ঘকাল মগধের প্রদ্যোতন, শিশুনাগ, নন্দ, মৌর্য্য, শুঙ্গ, কণ্ব ও অন্ধ্রবংশীয়দিগের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। প্রাদ্যোতনবংশ ১০৮ বৎসর, শিশুনাগবংশ ৩৬ বৎসর ও নন্দবংশ একশত বৎসর মগধে রাজত্ব করেন। প্রসিদ্ধ বুদ্ধভক্ত শকনরপতি কণিষ্কের রাজত্বকালে গৌড় ও মগধ তদধীন ক্ষাত্রপ রাজগণকর্ত্তৃক শাসিত হইত। মৌর্য্যবংশের রাজত্ব কালে প্রসিদ্ধ শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহু প্রাদুর্ভূত হন। ইনি পৌণ্ড্ররাজ্যের অন্তর্গত কোটিকপুরে (বর্ত্তমান নাম দেবকোট) * জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ব্রাহ্মণজাতীয় ও কোটিকপুর-রাজ পদ্মরথের পুরোহিত ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম সোমশর্ম্মা এবং মাতার নাম সোমশ্রী। ভদ্রবাহু জৈন-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষের নানাস্থান ভ্রমণ করেন। মৌর্য্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত ভদ্রবাহুকে গভীর শ্রদ্ধা করিতেন। ৭৬ বৎসর বয়সে বর্ত্তমান মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত হাসানপুর জেলার শ্রাবণ বেলগোলায় ইঁহার মৃত্যু হয়।

মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের শাসনে লিখিত আছে;—তিনি সমতট-বিজয়ী ছিলেন। সমতট-জয়ীর সাম্রাজ্য যে পুণ্ড্রদেশকে আত্মসাৎ করিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। হূণদিগের কর্ত্তৃক গুপ্ত সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হওয়ার পূর্ব্বে পুণ্ড্র-রাজ্য তন্নিযুক্ত প্রতিনিধিগণের দ্বারা শাসিত হইত।

গুপ্তরাজগণের সময় অঙ্গ-বঙ্গাদিদেশে জৈন ও বৌদ্ধদিগের প্রভাব

---

* কোটিকপুরের অপর নাম কোটিবর্ষ নগর। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ অনুষঙ্গপাদের ২৩শ অধ্যায়ে লিখিত আছে, দেবপূজিত কোটিবর্ষ নগরে মহর্ষি শক্তি্র (বেদব্যাসের পিতার) সমকালে মুণ্ডীশ্বর নামে এক মাহেশ্বর যোগীর অবির্ভাব হয়। যাহা হউক, কোটিকপুর যে অতি প্রাচীন নগর তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কোঁচগিরি, দেবকোট রাজ্যের একটী অংশ ছিল।

কিয়ৎকালের জন্য মলিন হইয়া যায়। বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতের দেখাদেখি হিন্দু-তান্ত্রিক মতের সৃষ্টি হয়, এবং শবরাদি জাতি তান্ত্রিক মত গ্রহণ করিতে থাকে।

গুপ্ত-রাজ্য বিধ্বস্ত হইলে, ভারতবর্ষে কিয়ৎকাল কোন সাম্রাজ্য ছিল না। তখন পুণ্ড্ররাজ্য কিয়ৎকালের জন্য স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছিল। "কথাসরিৎসাগর" গ্রন্থে পুণ্ড্রবৰ্দ্ধনের দেবসেন নামক রাজার কন্যা দুঃখলব্ধিকার স্বয়ম্বরের কথা আছে। পুণ্ড্রদেশের নানাস্থানে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও মহাক্ষত্রপ রুদ্রসেন প্রভৃতির মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। সমুদ্রগুপ্তের তাম্রশাসনে করতোয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী অঞ্চলের কান্তার নাম এবং ব্যাঘ্রনামক রাজার উল্লেখ আছে। কান্তারকে এখন কেয়ার বলে। মহাস্থান গড়ে মহেন্দ্রসিংহ পরাক্রমের যে মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে কুমারগুপ্তের নাম খোদিত আছে। ইহাতে বোধ হয়, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে পুণ্ড্ররাজ্য গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। মানসার নামক আর একজন রাজার নাম পাওয়া যায়। ইনি গুপ্তসাম্রাজ্যধ্বংসকারী হূণজাতীয় ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। "দশকুমার চরিতে" মানসার নৃপতির নাম আছে।

কোন সময়ে পুণ্ড্ররাজ্যে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হয়। সেই জন্য আর্য্যাবর্ত্তের প্রাচীন ব্রাহ্মণসমাজ অঙ্গ-বঙ্গকে হীনচক্ষে দেখিতেন। মহাবীরের শিষ্য সুধর্ম্মস্বামী ও প্রশিষ্য জম্বুস্বামী পৌণ্ড্র রাজ্যে জৈনধর্ম্ম প্রচার করেন। জম্বুস্বামী ৪৬৩ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে কোটিকপুরে প্রাণত্যাগ করেন। ইঁহার সমাধি-দর্শনার্থ লক্ষ লক্ষ লোক সমাগত হইত। ভদ্রবাহুর শিষ্য গোদাম কর্ত্তৃক জৈনদিগের তাম্রলিপ্তিকা পুণ্ড্রবৰ্দ্ধনীয়া কোটিবর্ষীয়া ও কর্ব্বটিয়া নামক কয়েকটী শাখার সৃষ্টি হয়।*

* পুরাতন মালদহের নিকটস্থ সূর্য্যপুরনামক লুপ্ত নগরের অরণ্যের মধ্যবর্ত্তী

প্রবাদ যে—বুদ্ধদেব পুণ্ড্রবর্দ্ধনে ধর্ম্মপ্রচারার্থ আগমন করিয়াছিলেন। অশোকের ভ্রাতা বীতশোক পরিব্রাজক বেশে পুণ্ড্রবর্দ্ধনে বাস করিতেন। কোন সময়ে জৈনেরা বৌদ্ধদের অপমান করিয়াছিল বলিয়া অশোক তাহাদিগকে বিনষ্ট করিবার অনুমতি দেন; ও তাহাদের মস্তকের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন। এই ব্যাপারে সপ্তদশ সহস্র জৈন নিহত হয়। পাণ্ডুয়ার গোপপল্লীর এক গোয়াল জৈনভ্রমে বীতশোকের শিরশ্ছেদ করে।

শীলবর্ষে একটী বৌদ্ধবিহার ছিল। বগুড়ার সন্নিহিত নগর ও করতোয়ার মধ্যবর্ত্তী স্থানের প্রাচীন নাম শীলবর্ষ। অনেক প্রাচীন কাগজ-পত্রে এই স্থানের শেলবরস্ নাম দৃষ্ট হয়। উহা শীলবর্ষ শব্দেরই অপভ্রংশ। এতদ্ব্যতীত দেবকোট, মহাস্থান গড়, বর্দ্ধনকোট, দেবপাড়া, মাদা, উদয়পুর, দেবস্থল, ক্ষেতলাল, অমরী, পাহাড়পুর, স্থলবসন্তপুর, চন্দনসার, রহনপুর, মাধাইপুর, চতে-মেহেরপুর, গণিপুর, প্রভৃতিতে সঙ্ঘারাম ছিল বলিয়া মনে হয়।*

পূর্ব্বে কোন সময়ে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে কতিপয় ব্রাহ্মণ গুজরাটে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। গোবিন্দ সুবর্ণ বর্ষের ৮৫৪ শকাঙ্কিত তাম্র-

---

যোগিভবন নামক স্থানে জৈনসাধু গোরক্ষনাথের ভগ্নমন্দির দৃষ্ট হয়। স্থানীয় অজ্ঞলোকের নিকট গোরক্ষনাথ "মা গোলোকনাথ" নামে পূজিত হইয়া থাকেন। গণিপুর জৈন-সঙ্ঘের নামানুসারে ও আরাপুরে অর বা অর্হৎনাথের নামানুসারে অভিহিত হইয়া থাকে।

* গণিপুর মালদহ জেলার সদর ষ্টেসন ইংরেজ বাজারের অনতিদূরবর্ত্তী। জৈন শাস্ত্রে জৈন-সঙ্ঘকে গণি বলে। তজ্জন্য ইহার নাম গণিপুর হওয়া সম্ভব। চতে শব্দটী চৈত্য শব্দ হইতে উৎপন্ন। এখানে একটী প্রকাণ্ড স্তূপ ছিল বলিয়া বোধ হয়। পাণ্ডুয়ার আদিনা মস্‌জিদের ভিত্তিভূমি পরীক্ষা করিয়া মালদহের পূর্ব্বতন মাজিষ্ট্রেট সামুয়েল সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন, উহার কিয়দংশ হিন্দু-দেবমন্দিরের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, কিয়দংশ কোন বৌদ্ধস্তূপ ভাঙ্গিয়া আনীত মাল মসলার উপকরণে গঠিত ভিত্তির উপর নির্ম্মিত। পাণ্ডুয়া হইতে চতে প্রায় চারিক্রোশ দূরবর্ত্তী। এখানকার বৌদ্ধ স্তূপ ভাঙ্গিয়া তদুপকরণ সমূহ আদিনায় লাগান হইয়াছে বোধ হয়।

শাসনে আছে, তিনি পুণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে সমাগত কৌশিক-গোত্রীয় কেশব দীক্ষিতকে লোহগ্রাম প্রদান করেন।

পুণ্ড্ররাজ্যের অন্তর্গত পাটলাচণ্ডী ও চণ্ডীপুরের রণচণ্ডীর নাম পুরাণে দৃষ্ট হয় *। পাটলাচণ্ডী এখন পাতালচণ্ডী নামে প্রথিত। পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডের ৫১তম অধ্যায়ে ১০৮টী প্রধানতীর্থের নাম আছে, তাহাতে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের পাটলতীর্থের নাম পাওয়া যায়। যথা—

"বিপাশায়াং বিপাপস্তু পাটলং পুণ্ড্রবর্দ্ধনে।"

দেবীপুরাণের ৭ম স্কন্ধের ২০শ অধ্যায়েও পুণ্ড্রবর্দ্ধনের পাটলাদেবীর নাম আছে।† বৃহন্নীলতন্ত্রের মতে চণ্ডীপুর একটী পীঠস্থান এখানে প্রচণ্ডাদেবী বিরাজ করেন, যথা—"চণ্ডীপুরে প্রচণ্ডা চচণ্ডা চণ্ডবতী শিবা।" (৫ম পটল) "দেশাবলী"নামক সংস্কৃতগ্রন্থেও চণ্ডীপুরের নাম পাওয়া যায়। পুণ্ড্ররাজ্যের মধ্যে (এখন দিনাজপুর জেলায়) ধীবরদীঘী নামক একটী প্রকাণ্ড জলাশয় দৃষ্ট হয়। উহার দীর্ঘ্য ও বিস্তার ৮০০ হস্ত। প্রবাদ যে, এখানে একজন ধীবর রাজা রাজত্ব করিতেন। এই দীঘীর ভিতরে প্রায় ৩০ গজদীর্ঘ একটী প্রস্তর-স্তম্ভ প্রোথিত আছে। নির্ম্মাণ-প্রণালী দেখিয়া অনেকে উহা অশোক-স্তম্ভ বলিয়া অনুমান করেন। পুণ্ড্র-রাজ্য অশোক-স্তম্ভ-প্রতিষ্ঠার সময় অশোকের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

হোয়েন সাংএর পুণ্ড্রবর্দ্ধনে আগমনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্ক বা নরেন্দ্র গুপ্ত গৌড় ও পুণ্ড্ররাজ্যের অধিপতি ছিলেন।

---

* চণ্ডীপুর ও পাটলাচণ্ডী মালদহ জেলার অন্তর্গত, সদর ষ্টেসন হইতে অল্পদূরে অবস্থিত।

† আগমবাগীশ স্ব-কৃত তন্ত্রসারে পুণ্ড্রবর্দ্ধনকে একান্ন পীঠের অন্তর্গত ধরিয়াছেন সম্ভবতঃ তিনি পাটলাদেবীকেই পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া জানিতেন। পাটলাদেবীর মন্দির গৌড়নগরের এক দ্বারপার্শ্বে অবস্থিত ছিল।

লিখিত আছে—রাজা শশাঙ্ক, গ্রহ-বৈগুণ্যহেতু ক্লেশপ্রাপ্ত হইয়া, তাহা শান্তির জন্য সরযূতীরস্থ বালার্ক-সমাজ হইতে বিষ্ণু, সনাতন, সুযজ্ঞ, শঙ্কর, দেবধর, সুধর্ম্মা, বাসুদেব, প্রজাপতি, চতুর্ভুজ, লোকেশ, চক্রপাণি, ও মাধব—এই দ্বাদশজন শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণকে গৌড়মণ্ডলে আনয়ন করেন। এই শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক বঙ্গদেশে সূর্য্য-পূজার ও প্রতিমা-পূজার প্রবর্ত্তন হয়।* এ পর্য্যন্ত মহারাজাধিরাজ নরেন্দ্র গুপ্তের দুইখানি শাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। একটী রোহিতাশ্ব-গড় বা রোটাসগড়ের পর্ব্বত-গাত্রে খোদিত শিলালিপি, অপরটী মান্দ্রাজ প্রদেশে গঞ্জাম জেলায় প্রাপ্ত তাম্রশাসন। ইহা মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কের সামন্ত মহারাজ সৈন্যভীতের দান-বিষয়ক লিপি। উহা ৩০০ গুপ্তাব্দে অর্থাৎ ৬১৯ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত হয়। অতএব জানা যাইতেছে, ৬১৯ খৃষ্টাব্দেও শশাঙ্কের রাজ্য যায় নাই। হর্ষবর্দ্ধন ত্রয়োদশ বর্ষের চেষ্টাতেও শশাঙ্ককে দমন করিতে সমর্থ হন নাই। নরেন্দ্র গুপ্ত অত্যন্ত বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন। ইনি বুদ্ধগয়ায় বোধিদ্রুম নষ্ট করেন, ও আপনার এক মন্ত্রীকে বুদ্ধমূর্ত্তি দূরীভূত করিয়া মহাদেবমূর্ত্তি স্থাপনের আজ্ঞা দেন। মন্ত্রী কৌশলপূর্ব্বক রাজাদেশ ব্যর্থ করেন।

হোয়েন সাং কর্ণসুবর্ণকে কী—লো—না—সু—ফা—লা—না বলিয়াছেন। যখন তিনি কর্ণসুবর্ণে আগমন করেন, তখন তথায়

---

* এই শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক পুণ্ড্র রাজ্যে সূর্য্য-পূজা বিশেষভাবে প্রচারিত হয়। অধুনা অনুসন্ধানে নানাস্থান হইতে সূর্য্যমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইতেছে। মাধাইপুরের কালীমন্দিরে একটী অদ্ভুত সুন্দর সূর্য্যমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে এই ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র সূর্য্য-মন্দির ছিল। পুরাতন মালদহ নগরের অতি নিকটে এখন সূর্য্যপুরের কাঠাল নামক অরণ্য দৃষ্ট হয়; পূর্ব্বে সেখানে সূর্য্যপুর নামক একটী নগর ছিল। এই সূর্য্য-পুরের যোগিভবন নামক স্থানে একটী মন্দিরের মধ্যে মাধাইপুরের মূর্ত্তি অপেক্ষাও বৃহৎ একটী সূর্য্যমূর্ত্তি রহিয়াছে। নানাস্থানে এখনও সূর্য্যনারায়ণের পূজা হইতেছে।

লো—টৌ—বী—চি বা রক্তভিত্তি নামক সঙ্ঘারাম দর্শন করেন। তখন এই রাজ্যে দশটী সঙ্ঘারামে দুই হাজার শ্রমণ বাস করিত। কর্ণ-স্মবর্ণ, পাঁচথুপী, কাটোয়া পাটলী. চৌমাহা প্রভৃতি স্থানে সঙ্ঘারাম ছিল বলিয়া বোধ হয়। পাঁচথুপি পঞ্চস্তূপ, ও চৌমাহা চাতুর্ম্মাস্য শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বোধ হয়। নবদ্বীপের নিকট স্মবর্ণবিহার ছিল। নগরে পঞ্চাশটী হিন্দু-দেবালয় ছিল; রাজ্যের অধিকাংশ লোক হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিল। রাজধানী প্রায় দুই ক্রোশ বিস্তৃত ও রাজ্যের পরিধি দেড় শত ক্রোশ ছিল! কর্ণস্মবর্ণের কোন রাজা একজন বৌদ্ধ-শ্রমণ-পণ্ডিতের প্রার্থনায় রক্তভিত্তি সঙ্ঘারাম স্থাপন করেন। কথিত আছে, দক্ষিণ ভারতের এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত উদরে তাম্রপত্র বাধিয়া ও মস্তকে মশাল লইয়া ভ্রমণ করিত, এবং জিজ্ঞাসিত হইলে বলিত যে,—বিদ্যার ভারে পাছে পেট ফাটিয়া যায়, এই জন্য উদরে তাম্র-পত্র বাঁধিয়াছি, এবং অজ্ঞান লোকদিগকে জ্ঞান দিবার জন্য মাথায় মশাল লইয়া বেড়াইতেছি। তাহার সহিত তর্ক-যুদ্ধে কাহারও অগ্রসর হইতে সাহস হয় নাই। অবশেষে নিকটবর্ত্তী বনবাসী এই বৌদ্ধ-শ্রমণ তাহাকে বিচারে পরাজিত করেন। এখানে একটী অশোক-স্তূপ ছিল। বুদ্ধদেব এখানে আসিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন, লোকের এইরূপ বিশ্বাস ছিল। কর্ণ স্মবর্ণরাজ শশাঙ্কের সহিত মালবরাজের মিত্রতা ছিল। মালব-রাজ দেবগুপ্ত বিদ্রোহী হইয়া কান্যকুব্জেশ্বর গ্রহ বর্ম্মাকে নিহত করেন। গ্রহবর্ম্মা স্থাণ্বীশ্বরাধিপতি রাজ্যবর্দ্ধনের ভগ্নী রাজ্যশ্রীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। মালব-রাজ রাজ্যশ্রীকে কারারুদ্ধ করেন। রাজ্যবর্দ্ধন কান্যকুব্জ অধিকার করিয়া মালব-পতির শাসন করেন। রাজ্যবর্দ্ধন মালবেশ্বরকে পরাজিত করিলে, কর্ণস্মবর্ণরাজ, শশাঙ্ক নরেন্দ্র, রাজ্যবর্দ্ধনকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বশিবিরে আনিয়া,

বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক মালব-রাজ দেবগুপ্তের দ্বারা নিহত করান (৬০৬ খৃঃ), এবং কান্যকুব্জ অধিকার করিয়া রাজ্যশ্রীকে গৌড়ে আনিয়া কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। গুপ্তনামক কোন ব্যক্তির সাহায্যে রাজ্যশ্রী কারামুক্ত হইয়া বিন্ধ্যারণ্যে পলায়ন করেন। রাজ্যবর্দ্ধনের ভ্রাতা হর্ষবর্দ্ধন, কনোজ অধিকার করিয়া ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধের জন্য কর্ণসুবর্ণ আক্রমণ ও অধিকার করেন। হর্ষবর্দ্ধন গৌড়ে কিয়ৎ-কাল বাস করিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ জয়ার্থ সৈন্য প্রেরণ করেন। তিনি মহারাষ্ট্রদেশ অধিকার করিতে পারেন নাই; কিন্তু উত্তর-ভারতের সমুদায় স্থান তাঁহার অধিকৃত হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটী নামক স্থানে কর্ণসুবর্ণের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এখন রাঙ্গামাটীর অধিকাংশ ভাগীরথী-গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। রাজ-বাড়ী-ডাঙ্গা রাক্ষসী-ডাঙ্গা, সন্ন্যাসী-ডাঙ্গা, ঠাকুরবাড়ী-ডাঙ্গা প্রভৃতি কর্ণসুবর্ণের অতীত সমৃদ্ধির সাক্ষ্যদান করিতেছে। রাক্ষসী-ডাঙ্গা, বোধ হয়, অশোক-স্তূপের ভগ্নাবশেষ। গুপ্ত-বংশীয় রাজগণ কতকাল কর্ণসুবর্ণে রাজত্ব করেন, তাহা বলা যায় না। কর্ণসুবর্ণের ইষ্টক-স্তূপের মধ্য হইতে রবিগুপ্ত, জয় মহারাজ, নরগুপ্ত, প্রকটাদিত্য, ক্রমাদিত্য, বিষ্ণুগুপ্ত, চন্দ্রাদিত্য, প্রভৃতি রাজগণের নামাঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

হর্ষবর্দ্ধনের পর, অঙ্গ-বঙ্গ-গৌড়াদি মগধরাজ আদিত্যসেনের অধীন হইয়াছিল। হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তিব্বতীয়গণ বঙ্গ ও মগধ আক্রমণ করিয়াছিল।

কোন সময় পৌণ্ড্ররাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ প্রচার হইয়াছিল। এখনও অনেক স্থলে ভগ্ন-বৌদ্ধ-মূর্ত্তি পতিত রহিয়াছে। মালদহ জেলার সদরষ্টেসানের অনতিদূরে মহানন্দার অপর পারে মাধাইপুরের কালী-

দেবীর প্রাঙ্গণে বিস্তর বৌদ্ধ-মূর্ত্তি পড়িয়া আছে। ইহা দেখিয়া মাধাই-পুরের কালী-মন্দিরকে বৌদ্ধ তান্ত্রিকদিগের মন্দির বলিয়া বোধ হয়। এখন সে প্রাচীন মন্দির নাই। * পাণ্ডুয়া হইতে আরম্ভ করিয়া, মাধাইপুর বিলের পশ্চিম ধার দিয়া, মোর গাঁ, মাধাইপুর, ভাটরা, শান্তিপুর, প্রভৃতি ঘনবসতিসম্পন্ন গ্রামের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। মাধাইপুর অতি বিখ্যাত স্থান ছিল। মাধাইপুরকে কখনও কখনও মাধাইসিংহের গড় বলা হয়; মাধাই সিংহ, বোধ হয়, পাণ্ডুয়ার কোন রাজার সামন্ত বা দুর্গপাল ছিলেন। বরেন্দ্র অঞ্চলের দ্বাবিংশতিটী স্থানে দ্বাবিংশতি সংখ্যক চণ্ডীর স্থান নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে, স্থানীয় জনশ্রুতি মতে এই দ্বাবিংশতি চণ্ডী পরস্পরের ভগিনী। এই সকল চণ্ডীর কোন্‌টী যে বৌদ্ধ দেবতার সংস্করণ বা কোন্‌টী যে খাঁটি হিন্দু দেবী, তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। এই দ্বাবিংশতি চণ্ডীর মধ্যে রাইহোরাণী (এয়োরাণী) সমধিক প্রসিদ্ধ। রাইহোরাণীর বেদী পাণ্ডুয়ার অনতিদূরবর্ত্তী, ইনি এখন হিন্দু-দেবী। এ দেশের মহিলাগণ সৌভাগ্য-কামনায় এই দেবীর পূজা করিয়া থাকেন। লোকে বলে—পূর্ব্বকালে এক ব্রাহ্মণ-যুবা পত্নীসমভিব্যাহারে নিজের বাটীতে যাইতেছিলেন। এই স্থানে উপস্থিত হইলে, তিনি পিপাসার্ত্ত হন, এবং পত্নী ও শিবিকা-বাহকগণকে রাখিয়া জলের অন্বেষণে গমন করেন। এমন সময় পাণ্ডুয়ার এক রাজপুত্র বিট, চেট ও বিদূষকাদি সহ সেইস্থানে উপস্থিত হন,

* সমুদায় বরেন্দ্র অঞ্চলে বহুসংখ্যক ভগ্নস্তূপের চিহ্ন দৃষ্ট হয়। ধরমপুর বা ধর্ম্ম-পুর নামক অনেক স্থান পাওয়া যায়, তৎসমুদয়ের কতক কতক যে বৌদ্ধ সময়ের—ইহা অনুমান করা যায়। পণ্ডিতপুর নামক অনেক স্থান পাওয়া যায়। সে সকলে অবশ্য হিন্দু বা বৌদ্ধ পণ্ডিত বাস করিতেন, বোধ হয়। সমুদয় বরেন্দ্র ভূমি নগরসমূহে পূর্ণ ছিল। গোমস্তাপুর, গাজোল থানায় যে কত ভগ্ন স্তূপ, নগর ও ভগ্ন বৌদ্ধমূর্ত্তি রহিয়াছে, তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর।

এবং ব্রাহ্মণ-পত্নীর সৌন্দর্য্য-দর্শনে মোহিত হইয়া তাঁহার প্রতি বল প্রকাশে উদ্যত হন। শিবিকাবাহকগণ ভয়ে পলায়ন করে, অশরণা ব্রাহ্মণ-পত্নীর ঐকান্তিক প্রার্থনায় বেদী হইতে চণ্ডিকা দেবীর আবির্ভাব হয়। তিনি দুরাত্মগণের বিনাশ করেন। তদবধি এই অঞ্চলে ভগবতী রাইহোরাণীর মাহাত্ম্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

গঙ্গাতীরের গৌড়, পুনর্ভবা তীরের দেবকোটে এবং করতোয়া তীরের মহাস্থান—এ রাজ্যের তিনটী প্রধান নগর ছিল। বর্দ্ধন কুটী অন্য একটী নগর। পুণ্ডরী নামক কতকগুলি নগরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এখন অবধি আমরা পুনঃ পুনঃ গৌড়নগরের নাম পাইব।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চ গৌড়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়—গৌড়ী-রীতি—গৌড় নগরের উৎপত্তি—গৌড় নগরের অবস্থান—কোচজাতি—কিদার—গৌড়ে সূর্য্যপূজার প্রবর্ত্তন—ধর্ম্মাদিত্য—ভোজবংশ—বিক্রমসেন—শান্তশ্রীবজ্রাচার্য্য—কাম্বোজ বংশ—যশোবর্ম্মদেব—ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়—গৌড়ের শাসন-সংক্রান্ত গোলযোগ।

পুণ্ড্রবর্দ্ধনের তুলনায় গৌড় আধুনিক নগর। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পাঁচটী গৌড় ছিল। উক্ত পাঁচটী গৌড়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, এস্থলে আবশ্যক বলিয়া, প্রদত্ত হইতেছে।

১ম—সূর্য্যবংশীয় বংশক রাজা গৌড়দেশে শ্রাবস্তী নগর নির্ম্মাণ করেন। শ্রাবস্তীর বর্ত্তমান নাম সাহেৎ মাহেৎ। অযোধ্যা প্রদেশের বরৈচ ও গোণ্ডা জেলার সীমাপৃথককারিণী রেবতী বা রাপ্তী নদীর তীরে শ্রাবস্তী ও প্রতাপগড় জেলার মধ্যে গৌড় নগরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। গোণ্ডা জেলায় গোয়াড়িব পরগণা এবং বস্তি ও গোরক্ষপুর জেলার কিয়দংশ এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

২য়,—প্রয়াগের নিকটবর্ত্তী কোন কোন স্থানকে গৌড় বলিত। এই গৌড়ের মধ্যে কৌশাম্বী নগর বিদ্যমান ছিল।

৩য়,—মালব-রাজ্যের কিয়দংশকেও গৌড় বলিত।

৪র্থ,—এখনকার মধ্য ভারতের অন্তর্গত বৈতুল, সিন্দবড়া, সিওনি, ও মণ্ডল। এই চারিজেলা লইয়া একটী গৌড় রাজ্য ছিল।

৫ম,—বঙ্গদেশের গৌড়। এই গৌড় পূর্ব্বোক্ত চারিগৌড় অপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু সর্ব্বপ্রাচীন কিনা সন্দেহ। তৃতীয় ও চতুর্থ গৌড়

অপেক্ষা বঙ্গদেশীয় গৌড় পুরাতন বটে; পাণিনি সূত্রের পূর্ব্বদেশীয় নগরের উল্লেখে গৌড়ের নাম দৃষ্ট হয়ঃ—

"অরিষ্ট গৌড় পূর্ব্বে চ", ৬।২।১০০

কিন্তু সেই প্রাচীনকালে কোন্ স্থান হইতে পূর্ব্ব দেশ ধরা হইত, তাহা বিবেচ্য। সম্ভবতঃ পাণিনির উল্লিখিত গৌড় এই বঙ্গদেশীয় গৌড় নহে। পঞ্চনদ ব্যতীত সমুদয় আর্য্যাবর্ত্ত সাধারণতঃ গৌড় নামে উক্ত হইত। আর্য্যাবর্ত্তের ভাষা শ্রেণীকেও গৌড়ীয় ভাষা বলা হইত। পৌরাণিক যুগে এইরূপ নামকরণ হইয়াছিল। গৌড়বাসীদিগের সংস্কৃত-রচনার রীতি সংস্কৃত অলঙ্কার গ্রন্থে 'গৌড়ী-রীতি' নামে প্রসিদ্ধ। ওজঃপ্রকাশক বর্ণ দ্বারা পদ-রচনা ও সমাসের বাহুল্য হইলে গৌড়ী-রীতি হয় *। বাণভট্টের হর্ষ চরিতে গৌড়বাসীদিগের রচনা আড়ম্বরপূর্ণ বলা হইয়াছে। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা সংস্কৃত রচনার চারি প্রকার রীতির মধ্যে গৌড়ী-রীতিকে গ্রহণ করায় জানা যাইতেছে, গৌড়-রাজ্যে সংস্কৃত ভাষার বিলক্ষণ চর্চ্চা ছিল। লোক সাধারণ অর্দ্ধমাগধী ভাষা ব্যবহার করিত। ভরত নাট্য শাস্ত্রে লিখিত আছে, নাট্যাভিনয়ে গৌড়পাত্রগণ অর্দ্ধমাগধী ব্যবহার করিত। গৌড়ী, গৌড়-সারঙ্গ প্রভৃতি কয়েকটী প্রসিদ্ধ রাগ-রাগিণীর উল্লেখ সংস্কৃত শাস্ত্রে দেখা যায়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে গৌড় রাজ্যের গৌরব পূর্ব্বদিকে যূনান অর্থাৎ টঙ্কইন পর্য্যন্ত এবং পশ্চিমদিকে উদয়ন (উত্থান) অর্থাৎ কাবুলের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ পর্য্যন্ত অনুভূত হইত †।

শুনা যায়, মগধে প্রদ্যোতন-বংশীয়গণ যে সময়ে রাজত্ব করিতেন,

---

* পুরুষোত্তম বলিয়াছেন—"বহুতরসমাসযুক্তা মহাপ্রাণাক্ষরা গৌড়ীয়া রীতিরনুপ্রাসমহিমপরতন্ত্রাঽস্তোভবাক্যাচ"।

† রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের ১৯০৭ সালের ৩রা মার্চ্চের প্রদত্ত বক্তৃতা।

সেই সময়ে ভোজনামক ব্যক্তি গঙ্গা-পুলিনে গৌড় নগর স্থাপন করেন। ভোজ, অযোধ্যার অন্তর্গত গৌড়ের অধিবাসী ছিলেন। জন্মভূমির নামানুসারে নিজপ্রতিষ্ঠিত নগরের নামকরণ করেন। ইহা যদি সত্য হয়, তবে স্বীকার করিতে হইবে, খৃষ্ট-পূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দীতে গৌড় নগর নির্ম্মিত হইয়াছিল। আবার কেহ কেহ বলেন, পুণ্ড্রনগরের কোন কোন অংশে গুড়ের খুব কারবার হইত, সেইজন্য গুড়ের নাম হইতে সেই অংশের গৌড় নাম হয়। বাস্তবিক গৌড় প্রথমতঃ পুণ্ড্রবর্দ্ধনের একাংশ ছিল। গঙ্গার যে পারে পুণ্ড্রনগরের অবস্থান, আদিম গৌড়, হয়ত, গঙ্গার সেই পারেই ছিল। পরে তাহা গঙ্গার অপর পারে নির্ম্মিত হয়। * কোন সময়ে কালিন্দী দিয়া গঙ্গাস্রোত প্রবাহিত হইত। পালরাজগণের সময় এই কালিন্দীগঙ্গানদীতীরে গৌড়ের অবস্থান ছিল। পিছলী গঙ্গা-রামপুরের উচ্চ ভূখণ্ডেই গৌড় নগর বর্ত্তমান ছিল। রাজমহল হইতে মালদহ আসিবার কালে অমৃতির পরেই যে উচ্চভূখণ্ডের মধ্য দিয়া আসিতে হয়, তাহাই এই প্রাচীন গৌড়ের একাংশ। সেন-রাজগণের সময় গঙ্গার সহিত গৌড় অনেক দূর সরিয়া গিয়াছিল।

মুসলমানেরা গৌড় নগরের উৎপত্তি সম্বন্ধে এক অদ্ভুত ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। উহাঁদের বর্ণিত বিবরণ এই:—হিন্দুস্থানের রাজা ফিরোজ রায়, রোস্তম দস্তান কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া, ত্রিহুতে পলায়ন করেন। এই রোস্তম দস্তান মুসলমানদিগের আদর্শ বীর। ইনি পারস্য দেশের জাবুলিস্তানের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কয়ানীয়-বংশীয় বাহমন রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া মারা যান। যাহাহউক, পরাজিত ফিরোজ রায় ঝাড়খণ্ড ও গণ্ডওয়ার পর্ব্বতে পলাইয়া যান। সেখানে তাঁহার মৃত্যু

---

* খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত নানাগ্রন্থে পুণ্ড্ররাজ্যের নাম পাওয়া যায়, গৌড়ের নাম কচিৎ দৃষ্ট হয়।

হয়। রোস্তাম দস্তান, সূর্য্যনামক ব্যক্তিকে হিন্দুস্থানের রাজা করেন। সূর্য্য দক্ষিণ দেশ ও বাঙ্গালা অধিকার করেন। সূর্য্যের মৃত্যুর পর তৎপুত্র বাহুরাজ, পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু সোয়ালেক পর্ব্বতবাসী কেদার নামক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে পরাজিত করিয়া রাজা হন। অনন্তর কোচদেশের রাজা সাঙ্গলদেব বঙ্গদেশ ও বিহার অধিকার পূর্ব্বক কেদারকে পরাজিত করিয়া লক্ষ্ণৌতি নগরকে স্বীয় রাজধানী করেন। সাঙ্গলদেব কোচ রাজ্য হইতে চারি হাজার গজারোহী, এক লক্ষ অশ্বারোহী ও চারি লক্ষ পদাতিক সঙ্গে লইয়া আসিয়া গৌড়নগর স্থাপন করেন; তুরাণের রাজা আফ্‌রি সায়াব তাঁহার নিকট কর চান, তিনি কর দিতে অস্বীকার করায়, তুরাণরাজ তাঁহার বিরুদ্ধে পঞ্চাশ হাজার সেনা প্রেরণ করেন। ঘোড়াঘাটের নিকট সাঙ্গলদেবের সেনার সহিত তাহাদিগের ভয়ানক যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে তুরাণরাজের মোগল-সেনা পরাজিত হয়। আফ্‌রি সায়ার ইহার পর সসৈন্যে উপস্থিত হইলে, সাঙ্গলদেব ভয়ে পলায়ন করেন। তুরাণরাজকর্ত্তৃক ত্রিহুতের নিকট সাঙ্গলদেব ধৃত হন। এই বর্ণনায় বোধ হয় যেন, গৌড় নগর উত্তরাঞ্চল-বাসী কোচদিগের স্থাপিত * এবং স্থাপনের সমকালেই একবার মোগল-আক্রমণ সহ্য করিয়াছিল। মোগলজাতির সহিত কোচজাতীয়গণের সঙ্ঘর্ষ নিতান্ত ভিত্তিহীন বলিয়া বোধ হয় না। ইউরোপীয় জাতিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতে, কোচ জাতি দ্রাবিড়ীয় জাতির একটী শাখা। কোচজাতীয়গণের অবয়বগঠনে এবং আচারব্যবহারে মোগলজাতির সহিত মিশ্রণের পরিচয় পাওয়া যায়, এবং তাহা হইতে জাতিতত্ত্বা-

---

* সম্ভবতঃ কোচ জাতি, আইহোরাণী দেবীর বেদীর প্রতিষ্ঠা করে। আইহোরাণীর, পূজায় ছাগ মহিষ বলিদানে কোচ ভিন্ন অপর জাতির অধিকার নাই। অপর জাতি বলি ও পশু আনিলে, কোচ পুরুষ তাহা ছেদন করে।

নুসন্ধায়ী পণ্ডিতবর্গ অনুমান করিয়াছেন যে, অতি প্রাচীনকালে মোগল ও কোচজাতি পরস্পরের সংস্পর্শে আসিয়াছিল। তাঁহাদিগের অনু মতে, কোচজাতি দক্ষিণদেশ হইতে আসিয়া প্রথম অনুগঙ্গ প্রদেশে করিয়াছিল, এবং তৎপর এই প্রদেশে আর্য্যদিগের আগমন হইলে তাহারা উত্তর দিকে হিমালয়-পার্শ্ববর্ত্তী আরণ্যপ্রদেশে আশ্রয় লয়; তৎকালে হিমালয় পার্শ্বেই মোগল-জাতীয়গণের সহিত তাহাদিগের কতক মিশ্রণ হয়, ও তাহার চিহ্ন এখন পর্য্যন্ত তাহাদিগের অবয়ব-গঠনে পরিলক্ষিত হয়।

কিদার নামক জনৈক হূণ রাজার নাম পাওয়া যায়। প্রাচীন মুদ্রায় তিনি লক্ষ্মণ উদয়াদিত্য নামে অভিহিত হইয়া আছেন। মুসলমানদিগের কিদার ও হূণরাজ কিদার কি এক ব্যক্তি? সেই লক্ষ্মণ উদয়াদিত্যের নামানুসারে কি লক্ষ্মণাবতী নাম হইয়াছে?

দিল্লী অঞ্চলে গৌড়-ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে জনরব আছে, তাহারা জনমেজয় কর্ত্তৃক সর্পযজ্ঞের সময় আহূত হইয়া তৎপ্রদেশে গিয়া বাস করিয়াছিল। এই জনরবের ঐতিহাসিক মূল যাহাই থাকুক,—গৌড় যে নিতান্ত আধুনিক নহে, তাহা ইহা হইতে প্রতীত হইতেছে। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে অঙ্গ, বঙ্গ, উপবঙ্গ তাম্রলিপ্ত ও গৌড়ের নাম আছে এবং গৌড়ভট্ট গণের লগুড় যুদ্ধের প্রশংসা করা হইয়াছে।

যে সময়ে পদ্মপুরাণ রচিত হয়, সে সময়ে কৃপাণ নরসিংহ নামক পরাক্রান্ত রাজা রাজত্ব করিতেন। * তাঁহার পর তৎপুত্র, সিংহবল, গৌড়ে রাজা হন। ফেরিস্তা ও রিয়াজ-উস্ সালাতীন মতে গৌড়-রাজ-সভায় ঝাড়খণ্ড হইতে ব্রাহ্মণেরা আসিয়া সূর্য্য ও অন্যান্য দেবমূর্ত্তি পূজার প্রবর্ত্তন

---

* উত্তরখণ্ড—৬২ অধ্যায়।

করেন। "রাঢ়ীয় শাকলদীপিকা" নামক গ্রন্থে আছে, দশ জন ব্রাহ্মণ দেশ ত্যাগ করিয়া গৌড়মণ্ডলে আগমন করিয়াছিলেন *। ঝাড়খণ্ডের মই মধ্যদেশ।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে গৌড়ে ধর্ম্মাদিত্য নামক রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার সময় গৌড়ে শৈবধর্ম্মের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। ফরিদপুরে এই রাজার তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে †।

গৌড় কখনও কখনও পুণ্ড্রবৰ্দ্ধন ‡ হইতে স্বতন্ত্রভাবে নিজের ক্ষমতা পরিচালন করিত। শূরবংশীয় রাজগণের পূর্ব্বে ভোজবংশীয় আট জন নৃপতি ৪৫৭ বৎসর রাজত্ব করেন। শেষ রাজার নাম মাণিক্য লক্ষ্মণ। উনি রাজা বিক্রমাদিত্যের সময় বর্ত্তমান ছিলেন। বিক্রমসেন বা বিক্রমাদিত্য নামে গৌড়ের একজন রাজার নাম পাওয়া যায়। তাঁহার সভায় সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীদের ধর্ম্মসম্বন্ধে তর্ক হইয়াছিল। "কথাসরিৎসাগর" "বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী" প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে ও "তন্ত্রবিভূতি" আদি বাঙ্গালা গ্রন্থে বিক্রমসেনের নাম উল্লেখ থাকায়, নামটী কাল্পনিক বলিয়া বোধ হয় না। নেপালের ইতিহাসে আছে, কাশ্যপ ও বুদ্ধ, গৌড়েশ্বর প্রচণ্ডদেবকে স্বয়ম্ভু ও গুহেশ্বরী দেবীর পূজা করিতে আদেশ করেন। প্রচণ্ডদেব আপনার পুত্র শক্তিদেবের উপর রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, তাঁহার শান্ত শ্রীবজ্রাচার্য্য নাম হয়। এই ঘটনার কিঞ্চিৎ পরে কাম্বোজরাজগণের অভ্যুদয় হয়। দিনাজপুরের একখানি প্রস্তর লিপিতে এই শ্লোকটী উৎকীর্ণ আছে :—

---

* "দণ্ডপাণি র্মহানন্দো দশবিপ্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
মধ্যদেশং পরিত্যজ্য গৌড়দেশে সমাগতাঃ॥"

† Indian Antiquary, Vol XXI, P. 43.

‡ পুণ্ড্রবৰ্দ্ধন নাম কোন পৌরাণিক গ্রন্থে পাওয়া যায় না। বোধ হয়, শূরবংশের রাজত্বকালে পুণ্ড্র নগরের পুণ্ড্রবৰ্দ্ধন নাম হয়।

"দুর্ব্বারারি-বরূথিনী প্রমথনে দানে চ বিদ্যাধরৈঃ
সানন্দং দিবি যস্য মার্গণ-গুণগ্রামগ্রহো গীয়তে।
কাম্বোজান্বয়জেন গৌড়পতিনা তেনেন্দুমৌলেরয়ং
প্রাসাদো নিরমায়ি কুঞ্জরঘটা বর্ষেণ ভূ-ভূষণঃ॥"

এই শ্লোকোক্ত বিশাল শিবালয়-নির্ম্মাতা গৌড়-রাজ যে কাম্বোজবংশীয় ছিলেন, তাহা প্রমাণিত হয়। সম্ভবতঃ কাম্বোজ ও শূরগণ মূলতঃ অভিন্ন ছিলেন।

কনোজ-রাজ যশোবর্ম্মদেব গৌড় আক্রমণ করিয়াছিলেন। বাক্‌পতি রাজ-প্রণীত "গৌড় বহো" নামক কাব্যে লিখিত আছে, যশোবর্ম্মার আগমনে প্রথমতঃ গৌড়-রাজের সেনাগণ ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল, কিন্তু কাপুরুষবৎ এরূপ পলায়ন অযশস্কর ভাবিয়া, তাহারা কনোজসৈন্যকে আক্রমণ করে। তখন বর্ষাকাল, গৌড়-সেনার শোণিতে যুদ্ধভূমি পঙ্কিল হইয়া গিয়াছিল। গৌড়-রাজ ধৃত ও নিহত হন। এই গৌড়রাজের নাম ও বংশ এপর্য্যন্ত জানা যায় নাই। অনন্তর কনোজরাজ বঙ্গেশ্বরকেও পরাজিত করেন।

কাশ্মীর-রাজ ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়,৬৯৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ৭৩১ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী কোন সময়ে, গৌড় অধিকার করিয়া গৌড়-রাজকে কাশ্মীরে লইয়া গিয়া বধ করেন। গৌড়বাসিগণ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া কাশ্মীরে গমনপূর্ব্বক, তথাকার রামস্বামী বিগ্রহের ধ্বংস করে;—পরিহাস কেশবের মন্দির তাহাদিগের হস্ত হইতে অতি কষ্টে রক্ষা পায়। ইহারা, বোধ হয়, বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিল, নচেৎ তাহারা দেবমন্দির ধ্বংস করিত না। কহ্লণ পণ্ডিত ইহাদিগকে 'গৌড়-রাক্ষস' বলিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন, গৌড়বাসিগণ কাশ্মীর আক্রমণ কালে যাহা করিয়াছিল, তাহা বিধাতারও অসাধ্য। কহ্লণ তাহাদিগের প্রভুভক্তির প্রশংসা করিয়াছেন। তাহারা

সকলেই বহুসংখ্যক কাশ্মীরসেনাকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া "অঞ্জনাদ্রিদৃষৎ খণ্ডের ন্যায় সমরভূমিতে" শয়ন করিয়াছিল। এই বর্ণনায় গৌড়বাসিগণের বর্ণের কৃষ্ণত্ব সূচিত হইতেছে।

এই সময়ে গৌড়ে অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হয়। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা ভগদত্ত-বংশীয় হর্ষদেব এই সুযোগে কিয়ৎকাল গৌড় অধিকার করিয়া রাখেন। উক্ত দেশাধিপ দ্বিতীয় জয়দেবও কিয়ৎকালের জন্য গৌড় অধিকার করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে, কৌশাম্বীর রাজা বৎসরাজ গৌড় জয় করিয়া দুইটী মহামূল্য মণিমুক্তাখচিত ছত্রদণ্ড ও অন্যান্য দ্রব্য লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যান। কিন্তু রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব বা ধারবর্ষ তাঁহাকে পরাজিত করিয়া তাহা কাড়িয়া লয়েন। লাটাধিপতি রাষ্ট্রকূট-বংশীয় কর্ক সুবর্ণবর্ষের ৭৩৪ শাকাঙ্কিত তাম্রশাসনে আছে, তিনি গৌড়েন্দ্র ও বঙ্গপতিকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। মগধের সিংহাসন লইয়া গুপ্ত ও মৌখরী-বংশের বিবাদে উভয়বংশ হীনবল হইয়া পড়ে। সেই সুযোগে শূর-বংশ গৌড়ে স্বাধীনভাবে রাজত্বারম্ভ করেন।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত বৃহৎসংহিতাতে আছে, মৈত্র দৈবত নক্ষত্রে কেতু দ্বারা আধূমিক বা স্পৃষ্ট হইলে, পুণ্ড্রপতির এবং শ্রবণা কেতুদ্বারা ঐরূপ হইলে বঙ্গাধিপতির বিনাশ হয়। ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে, বৃহৎ সংহিতার রচনাকালে পুণ্ড্র ও বঙ্গ দুটী গণনীয় রাজ্য পৃথক্ পৃথক্ রাজার শাসনাধীন ছিল। যোগবাশিষ্ঠ রচনাকালেও পুণ্ড্র, মগধ, বঙ্গ, উপবঙ্গ প্রভৃতি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে পুণ্ড্ররাজ্যের রাজধানী ছিল। করতোয়া তীরবর্ত্তী মহাস্থান পুণ্ড্রবর্দ্ধন নহে। মালদহ জেলার পাণ্ডুয়াই প্রাচীন পুণ্ড্রবর্দ্ধন। তিনটী কারণে এইরূপ অনুমিত হয়, ১ম,—পাণ্ডুয়ার নিকটবর্ত্তী প্রদেশে পুণ্ড্র জাতির বাস। ২য়,—জৈনদের পূর্ব্বদেশে যে তিনটী প্রধান শাখা ছিল,

তাহার নাম পুণ্ড্রবর্দ্ধনীয়, কোটিবর্ষীয়, শিলদ্বীপীয়। মহাস্থান, শিল-দ্বীপ সংলগ্ন, দেবকোটের প্রাচীন নাম কোটিবর্ষ। কাজেই পুণ্ড্রবর্দ্ধন, মহাস্থান নয়। ৩য়—পুণ্ড্রবর্দ্ধন হিন্দুনগর ছিল মুসলমানেরা মস্‌জিদ নির্ম্মাণকালে মন্দিরগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। প্রসিদ্ধ আদিনা মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণকালে বহু হিন্দু ও জৈনমন্দির বিধ্বস্ত হইয়াছে। আদিনা মস-জিদের তলে অনেক জৈনতীর্থঙ্কর ও হিন্দু দেবমূর্ত্তি পাওয়া যাইতেছে। হিন্দু ও জৈন মূর্ত্তিদ্বারা গর্ত্তপূরণ করা হইয়াছিল। যদি পাণ্ডুয়া, পুণ্ড্র-বর্দ্ধন ভিন্ন অন্য নগর হইত, তবে অবশ্যই মুসলমানদের কোন গ্রন্থে পাওয়া যাইত। করতোয়া মাহাত্ম্যে "পৌণ্ড্রান্ প্লাবয়সে" এই বচনটী আছে, উহার অর্থ পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্রদেশ, পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগর নহে।

পঞ্চম অধ্যায়।

শূর-বংশ।

শূর-বংশীয়গণের গৌড়ে আগমন—শূর—আদিত্যশূর ও তদ্বংশীয়গণ—শূর-বংশীয় নৃপতিবর্গ—জয়ন্ত ও জয়াপীড়—আদিশূর—লুপ্তপ্রায় হিন্দুধর্ম্মের পুনঃপ্রবর্ত্তনের প্রচেষ্টা—পুণ্ড্রবর্দ্ধনে পঞ্চ ব্রাহ্মণানয়ন—পঞ্চ ব্রাহ্মণানয়নের সময়—পঞ্চ ব্রাহ্মণের পরিচয়—ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে পঞ্চ কায়স্থের আগমন ও তাঁহাদের বংশ পরিচয়—আদিশূরের পরবর্ত্তী শূর রাজগণ—বরেন্দ্রদেশের নামকরণ—ব্রাহ্মণদের রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রশ্রেণীভেদ—বৈদিক ব্রাহ্মণ—সপ্তশতী ব্রাহ্মণ—শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ—শঙ্করাচার্য্যকর্ত্তৃক গৌড়দেশীয় পণ্ডিতগণের পরাজয়—শূর-রাজগণের সময়ে গৌড় রাজ্যের প্রধান প্রধান স্থান—করতোয়া নামের উৎপত্তি—পেরিপ্লুস্ গ্রন্থোক্ত কিরাদিয়া প্রদেশ—টলেমীর উল্লিখিত গঙ্গার পাঁচটী শাখা ও কতিপয় স্থান—গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ—সমুদ্রপথে বাঙ্গালীর বাণিজ্য।

শূর-বংশীয়দিগের সময় হইতে গৌড় রাজ্যের বিশ্বাসযোগ্য কিছু কিছু ঐতিহাসিক তথ্য অবগত হওয়া যায়। ধ্রুবানন্দ মিশ্রের গ্রন্থে লিখিত আছে, শূর-বংশীয়গণ কাশ্মীরের নিকটবর্ত্তী দরদ দেশ (বর্ত্তমান দর্দিস্থান) হইতে গৌড়ে আগমন করেন :—যথা—

"আগমৎ ভারতং বর্ষং দারদাৎ স রবিপ্রভঃ।
জিত্বা চ বৌদ্ধরাজানং তথা গৌড়াধিপং বলান্" ॥

আদিশূর এই বংশীয় সর্ব্বপ্রধান নরপতি। কাশ্মীররাজ অবন্তী বর্ম্মার শূর নামক মন্ত্রী ছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ শূর-বংশের স্থাপনকর্ত্তা।

আইন-ই-আকবরীতে আদিত্য শূর-বংশীয় রাজগণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। আবুল ফজল আদিশূরকেই আদিত্যশূর বলিয়াছেন কি না নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন, আদিশূরের আত্মীয়

আদিত্যশূর কর্ণসুবর্ণের নিকটস্থ সিংহেশ্বরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। আদিত্য শূরের রাজ্যে যে সমস্ত বিদেশীয় কায়স্থ আসিয়া বাস করেন, তাহাদিগের হইতে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের উদ্ভব হয়। আইন-ই-আকবরীর মতানুসারে আদিত্যশূর-বংশীয়গণের নাম ও রাজত্বকাল এস্থলে প্রদত্ত হইতেছে ঃ—

রাজা			রাজত্বকাল
আদিত্যশূর	...	...	৭৫ বৎসর
যামিনীভানু	...	...	৭৩ ,,
অনিরুদ্ধ	..	...	৭৮ ,,
প্রতাপরুদ্র	...	...	৮৫ ,,
ভবদত্ত	..	...	৬৯ ,,
রেফদত্ত বা রেকদত্ত	...	...	৬২ ,,
গিরিধর	...	..	৮০ ,,
পৃথ্বীধর	...	...	৬৮ ,,
সৃষ্টিধর	...	...	৫৮ ,,
প্রভাকর	...	...	৬৩ ,,
জয়ধর	...	...	২৩ ,,
			৭১৪ বৎসর

এই এগার জন রাজা মোট ৭১৪ বৎসর রাজত্ব করেন। রাজত্বকালের দীর্ঘতায়, আইন-ই-আকবরীর বর্ণনায় আস্থাস্থাপন করা যায় না।

কুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থে শূর-বংশীয় কবিশূর, মাধবশূর, আদিশূর, ভূশূর, ক্ষিতিশূর, ধরাশূর, প্রদ্যুম্নশূর, বরেন্দ্রশূর ও অনুশূর—এই নয়জন রাজার নাম আছে। রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরীর মতে আদিশূর, ভূশূর

ক্ষিতিশূর, অবনিশূর, ধরণীশূর, ধরাশূর ও রণশূর—এই সাতজন রাজা রাজত্ব করেন। লঘুভারত-কার বলেন, আদিশূর তেজঃশেখর নামক রাজার বংশজাত *। তেজঃশেখর রাজার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই।· লঘুভারত-কার আরও বলেন, শূরবংশের শেষ রাজা জয়ধর বৌদ্ধ-দিগের কর্তৃক প্রপীড়িত হইয়া সস্ত্রীক নৌকারোহণপূর্ব্বক নৌকা জলমগ্ন করাইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

ঘটক-কারিকার মতে,. শূরবংশীয়গণ গৌড়রাজ্যে রাজত্ব করিতেন, কিন্তু পুণ্ড্রবর্দ্ধনে তাঁহাদিগের রাজধানী ছিল, ইহা উল্লিখিত আছে। তখন পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগর অপেক্ষা গৌড় নগর উন্নত হইয়া উঠিতেছিল, তজ্জন্য রাজারা 'গৌড়েশ্বর' উপাধি ধারণ করিতেন। শশাঙ্ক নরেন্দ্র 'গৌড়েশ্বর' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কর্ণসুবর্ণে তাঁহার রাজধানী ছিল। কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীতে পুণ্ড্রবর্দ্ধন নামক নগরের জয়ন্ত রাজার বিবরণ আছে। জয়ন্ত ও আদিশূর একই ব্যক্তি, ইহা আমরা "ভূশূরেণ চ রাজ্ঞাপি শ্রীজয়ন্তসুতেন চ"—ব্রাহ্মণডাঙ্গা নিবাসী ৺বংশীবদন বিদ্যারত্ন ঘটক-সংগৃহীত কুলপঞ্জিকাগ্রন্থের এই বচনে জানিতে পারি। আদিশূরকে বৈদ্যজাতীয় বলিয়া দেবীবর ঘটকের বিশ্বাস ছিল।

আদিশূর প্রথমে সামান্য রাজা ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে গৌড়-রাজ্য পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক ভাগে এক এক জন স্বাধীন রাজা রাজত্ব করিতেন। রাজতরঙ্গিণী আলোচনা করিলে জানা জায়, কাশ্মীররাজ জয়াপীড় † ৭৮৫ খৃষ্টাব্দে, পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে আসিয়াছিলেন। তিনি ছদ্মবেশে সন্ধ্যাকালে নগরে প্রবেশ করেন।

---

* কেহ কেহ বলেন, আদিশূর, শশাঙ্ক নরেন্দ্রের বংশজাত বীরসেন দেবের নামান্তর, আমরা সমস্ত মতেরই উল্লেখ করিলাম। তবে আমাদের যে মত, তাহা মূলে সন্নিবিষ্ট।

† জয়াপীড় বা জয়াদিত্যে ৭৫১ খৃঃ হইতে ৭৮২ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

তাঁহার আনুযাত্রিকগণকে গঙ্গাতীরে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। তখন গঙ্গানদী সম্ভবতঃ মালদহ জেলার অন্তর্গত পাণ্ডুয়ার অনতিদূরবর্ত্তী পীর-গঞ্জ নামক স্থানে মহানন্দার সহিত মিশিয়াছিল। জয়াপীড় নগরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কার্ত্তিকেয়-মন্দিরে আরতি হইতেছে। তখন দেবনর্ত্তকী কমলা মন্দির-প্রাঙ্গণে দেবতার সমক্ষে নৃত্য করিতেছিল। জয়াপীড় কমলার সৌন্দর্য্য ও নৃত্য দর্শনে মোহিত হন। কমলাও এই অপরিচিত যুবার সৌন্দর্য্যে অভিভূত হইয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া নিজের আবাসে প্রবেশ করে। কমলা সংস্কৃত জানিত, তাহার বাসগৃহের সাজ-সজ্জা স্বর্ণময় ছিল। সে সময় পুণ্ড্রবর্দ্ধনে সিংহভয় উপস্থিত হইয়াছিল। নগরবাসীরা তাহাকে বিনাশ করিতে পারে নাই। পূর্ব্ব ভারতে কি সে কালে সিংহ ছিল? আমাদের দেশে কামরূপে সিংহ থাকার কথা প্রচলিত আছে। জয়াপীড়, কমলার মুখে নগরবাসীদের বিপদের কথা শুনিয়া, সিংহের উদ্দেশে গমন করেন; জয়াপীড়ের হস্তে সিংহ বিনষ্ট হয়। জয়াপীড়ের অজ্ঞাতসারে তাঁহার অঙ্গদ সিংহ-মুখে সংসক্ত হইয়া থাকে। পরদিন নগরবাসিগণের মুখে সিংহের নিধন-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া জয়ন্ত সপার্ষদ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন, ও সিংহের মুখে জয়াপীড়ের নামাঙ্কিত অঙ্গদ দেখিতে পান। ইতঃপূর্ব্বে লোকমুখে জয়াপীড়ের পূর্ব্ব-দেশাভিযান-সংবাদ পাইয়াছিলেন,—অনুসন্ধানে তাঁহাকে কমলার গৃহে পাইলেন। জয়ন্ত, জয়াপীড়কে সসম্মানে আপনার আলয়ে আনিয়া আপনার কন্যা কল্যাণীদেবীকে তাহার করে সমর্পণ করিলেন। জয়ন্ত জামাতার সাহায্যে আপনার রাজ্যসীমা বিস্তার করেন। *

তখন পুণ্ড্ররাজ্য—গৌড়, দেবকোট, মহাস্থান, সন্তোষ ও রঙ্গপুর—

* "ব্যধাদ্ বিনাপি সামগ্রীং তত্র শক্তিং প্রকাশয়ন্।
পঞ্চগৌড়াধিপান্ জিত্বা শ্বশুরং তদধীশ্বরং॥"

এই পঞ্চ প্রদেশে বা রাজ্যে বিভক্ত ছিল। * জয়ন্ত এই সমুদয় রাজ্য জয় করিয়া 'পঞ্চ গৌড়েশ্বর' উপাধি ধারণ করেন। এই 'পঞ্চ গৌড়েশ্বর' উপাধি এতদূর সম্মানিত হইয়াছিল যে, পরবর্ত্তী কালে, ভূমিশূন্য রাজারাও এই উপাধি ধারণ করিয়া আত্মাভিমান চরিতার্থ করিতেন। জয়াপীড় নবপরিণীতা পত্নী কল্যাণীকে ও দেবনর্ত্তকী কমলাকে সঙ্গে লইয়া কাশ্মীরে গমন করেন। কিছুকাল পরে, কল্যাণী ভর্ত্তৃকুল হইতে পিতৃগৃহে আগমন করিলে, আদিশূর তাঁহাকে কল্যাণ-মল্ল নাম দিয়া পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। পুত্রাভাবে কন্যাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করার ব্যবস্থা বশিষ্ঠসংহিতাতে দৃষ্ট হয়। এই ঘটনার পর ভূশূরের জন্ম হয়।

আদিশূরের সময়ে পুণ্ড্ররাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। যে সময়ে এদেশে আর্য্যোপনিবেশ স্থাপিত হয়, সেই সময়ে বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের সমুদায় বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয় নাই, তজ্জন্যই এদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম লব্ধ-প্রসর হইয়াছিল। আদিশূর আপনার রাজ্যে বৈদিক-ধর্ম্ম-প্রচারার্থ অভিলাষী হইলেন। তিনি দেখিলেন, এদেশের ব্রাহ্মণেরা বেদ-বিধি জানেন না। তজ্জন্য ইনি কনোজ রাজ্যের কোলাঞ্চদেশ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। পূর্ব্বে এদেশে অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন; তাহারা বৌদ্ধ জৈন ও তান্ত্রিক মতের প্রাদুর্ভাবে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ ভুলিয়া গিয়াছিলেন। যাহাতে ভারতের সর্ব্বত্র বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃ প্রবর্ত্তন হয়, তজ্জন্য কাশ্মীর ও কনোজ-রাজগণ চেষ্টা করিতেছিলেন। কাশ্মীররাজের সহ পুণ্ড্ররাজের সম্পর্ক স্থাপিত

* এই নাম নির্দ্দেশে কিছু কল্পনার আশ্রয় লইতে হইয়াছে। তৎকালে উড়ুম্বর রাজ্য ও পুণ্ড্ররাজ্যের নিকটবর্ত্তী ছিল। ফলকথা, পঞ্চরাজ্য উত্তর বঙ্গেই ছিল, রাজ্য-গুলিও ক্ষুদ্র ছিল।

হইলে পুণ্ড্ররাজ্যে বৈদিক ধর্ম্মের প্রচলন সহজসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। প্রাচীন কুলাচার্য্য হরিমিশ্র বলেন—আদিশূর কাশীরাজ্যে সাগ্নিক ব্রাহ্মণের আধিক্য ও নিজের রাজ্যে তদভাব নিরীক্ষণ করিয়া, ঈর্ষ্যাযুক্ত হইয়া, কনোজ হইতে স্বরাজ্যে ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন! কেহ বলেন, আদিশূর পুত্রেষ্টিযজ্ঞের জন্য ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। কেহ বলেন—রাজপ্রাসাদোপরি গৃধ্রপতনদোষের শান্তির জন্য, কাশীরাজ-দুহিতা নিজপত্নী চন্দ্রমুখীর অনুরোধ অনুসারে ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। ফলকথা,—কনোজ, কাশ্মীর, কাশী প্রভৃতি রাজ্যে তখন বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃ প্রচলনের চেষ্টা হইয়াছিল। আদিশূরও সেই চেষ্টার বশবর্ত্তী হইয়া গৌড়ে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন *। পঞ্চ ব্রাহ্মণের যজ্ঞের ফলে আদিশূরের পুত্র ভূশূরের জন্ম হয়, যথাঃ—

"ভূশূর নামক পুত্র আদিনৃপতির।
মুনিপঞ্চকের যজ্ঞে জন্ম যার স্থির॥"

(রামজয়কৃত বৈদ্যকুলপঞ্জিকা)।

পঞ্চ ব্রাহ্মণ প্রথমতঃ পুণ্ড্র নগরে উপস্থিত হন। কুলজীগ্রন্থে লিখিত আছে, ব্রাহ্মণগণ সুরসরিদ্‌বিধৌত গৌড়নগরে আগমন করেন ; † কিন্তু তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস হয় না। পাণ্ডুয়ার হোমদিঘী ও ধূম দিঘীর তীরে তাঁহারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন, লোকের এইরূপ বিশ্বাস। ঘটক-কারিকা মতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ বিক্রমপুরে আসিয়াছিলেন। আদিশূর পৌণ্ড্র-নগরে রাজত্ব করিতেন। বিক্রমপুরের কোনস্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল

* তখন মগধে বৌদ্ধধর্ম্মেরই প্রাধান্য ছিল। আদিশূর, বাঙ্গলায় হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা করিলে, বোধ হয় মগধের প্রজারা পালবংশীয় গোপাল দেবের পূর্ব্বপুরুষ-গণের অধীনে দলবদ্ধ হয়, তাহারা পরে পুণ্ড্র রাজ্য অধিকার করে।

† সকলগুণসমেতাঃ সাগ্নিকা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ হুতবহসমভাসা ব্রাহ্মণাঃ কান্যকুব্জাৎ।
নিজপরিচরবর্গৈঃ পাবনং পাপমুক্তং সুরসরিদবধৌতং যান্তি গৌড়ং মনোজ্ঞম্॥

না। যে সময়ে সেন-রাজগণ গৌড় হইতে তাড়িত হইয়া বিক্রমপুরে গমন করেন, সেই সময়ের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন ঘটককারিকা নাই। পরবর্ত্তী কুলাচার্য্যগণ সেন-রাজগণের বিক্রমপুর রাজধানীকে বাড়াইবার জন্য, তথায় সেন-রাজগণের রাজধানী কল্পনা করিয়া, পঞ্চ ব্রাহ্মণকে সেই স্থানে আনিয়া প্রথম উপস্থিত করিয়াছেন।

কোন্ সময়ে পঞ্চব্রাহ্মণ প্রথম পুণ্ড্রনগরে আগমন করেন, তদ্বিষয়ে নানা মতভেদ আছে। কায়স্থ কৌস্তুভের মতে.. ......৮১৪ শাকে, দত্ত বংশমালা মতে ৮০৪ শাকে, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে ৮৮৬ শাকে, ক্ষিতীশ বংশাবলীমতে ৯৯৯ শাকে, রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যদিগের মতে ৯৫৪ শাকে * বৈদিক কুলাচার্য্যদিগের মতে ৬৫৪ শাকে বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকা মতে ৬০৪ শাকে † ব্রাহ্মণেরা গৌড়ে প্রথম আগমন করেন। অনুমিত হয় "বেদ বাণাঙ্ক শাকেতু...গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ" পাঠ ভ্রমদূষিত। "বেদবাণাঙ্গ শাকেতু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ" পাঠ হইবে। বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকার "শাকে বেদ কলঙ্ক ষট্ক বিমিতে" স্থানে "শাকে বেদ কলম্ব ষট্ক বিমিতে" পাঠ হইবে। এরূপ হইলে রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ও বৈদিক কুলাচার্য্যদিগের পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়নের সময়ের ঐকমত্য হয়। অতএব আমরা নিঃসংশয়ে নিরূপণ করিতে পারি যে, ৬৫৪ শাকে বা ৭৩২ খৃষ্টাব্দে পঞ্চব্রাহ্মণ গৌড়ে আনীত হইয়াছিলেন।

পঞ্চব্রাহ্মণের নামের সম্বন্ধেও মতভেদ দৃষ্ট হয়। একমত এই যে, ইঁহাদের নাম যথাক্রমে ক্ষিতীশ, তিথিমেধা বা মেধাতিথি, বীতরাগ, সুধানিধি, সৌভরি ; অন্যমত এই যে ইঁহাদের পুত্রগণ আগমন করেন ; রাঢ়ীয় মতে ইহাদের নাম যথাক্রমে ভট্ট নারায়ণ, শ্রীহর্ষ, দক্ষ, ছান্দড়

---

* বেদবাণাঙ্ক শাকে তু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ।

† শাকে বেদ কলঙ্ক ষট্কবিমিতে।

ও বেদগর্ভ।* ইঁহাদের মধ্যে শ্রীহর্ষ ভরদ্বাজগোত্রীয়, দক্ষ কাশ্যপ-গোত্রীয়, বেদগর্ভ সাবর্ণ-গোত্রীয়, ভট্ট নারায়ণ শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় ও ছান্দড় বাৎস্য-গোত্রীয়। আদিশূর ইঁহাদের বসতির জন্য পঞ্চ গ্রাম প্রদান করেন। "সম্বন্ধ নির্ণয়"-কার বলেন, "শ্রীহর্ষকে কঙ্ক গ্রাম প্রদান করা হয়, উহা বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত। অগ্রদ্বীপে শ্রীহর্ষের তীর্থাবাস ও চতুষ্পাঠী ছিল। দক্ষকে কামকোটি গ্রাম প্রদান করা হয়, উহা বীরভূম জেলায় অবস্থিত। তত্তিপুরে ইঁহার তীর্থাবাস ও চতুষ্পাঠী ছিল। তত্তিপুর মালদহ জেলায় অবস্থিত ছিল, ইহার প্রাচীন নাম তীর্থপুর। বেদগর্ভকে বটগ্রাম প্রদান করেন, উহা বদ্ধমান জেলায় অবস্থিত। গুপ্তপল্লীতে ইঁহার তীর্থাবাস ও চতুষ্পাঠী ছিল। গুপ্তপল্লীর বর্ত্তমান নাম গুপ্তিপাড়া। ভট্টনারায়ণ পঞ্চকোটি পাইয়াছিলেন, উহা মানভূম জেলার পঞ্চকোট, কালীঘাটে তাঁহার তীর্থাবাস ও চতুষ্পাঠী ছিল। ভট্টনারায়ণের জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম আদিগাঞি ওঝা—রাঢ়ীয় শ্রেণীর মতে আদি বরাহ বন্দ্য। আদি গাঞি ওঝা ও আদি বরাহ বন্দ্য একই ব্যক্তি। আদিশূর ছান্দড়কে হরিকোটী গ্রাম প্রদান করেন। উহা মেদিনীপুর জেলায় বিদ্যমান। উহার বর্ত্তমান নাম গোপ ব্রহ্মপুরী। ত্রিবেণীতে ইঁহার তীর্থাবাস ও চতুষ্পাঠী ছিল।"

আদিশূর যাঁহাদিগকে এত চেষ্টা করিয়া দূর দেশ হইতে আনয়ন করিলেন, তাঁহাদিগকে এত দূরে রাখিলেন কেন বুঝা যায় না। সম্বন্ধ নির্ণয়ের মত কুলপঞ্জিকা ও পাতড়ার দ্বারা সমর্থিত হইতে পারে, কিন্তু

* রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র মতে এই নাম ভেদের কারণ সম্বন্ধে বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস প্রণেতা দুর্গাচরণ সান্ন্যাল বলেন যে, প্রত্যেক ব্রাহ্মণের দুটী করিয়া নাম থাকে, একটী প্রকাশ্য নাম ও অন্যটী সঙ্কল্পের নাম। সঙ্কল্পের নাম গুলি বিশুদ্ধ সংস্কৃত। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ, প্রকাশ্য নাম ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ, সঙ্কল্পের নাম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া, এইরূপ নাম ভেদ হইয়াছে।

উহা কতদূর বিশ্বাস্য বলা যায় না। তখন গুপ্তিপাড়া ও কালীঘাট বিদ্যমান ছিল কি না সন্দেহ। বিশ্বকোষ-সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসুমহাশয় কঙ্ক গ্রাম, বটগ্রাম, কামকোটি, হরিকোটী ও পঞ্চকোটীকে মালদহ জেলায় স্থাপন করিয়াছেন। তিনি কোনই প্রমাণ দেন নাই। এ দিকে ঢাকা জেলার লোকে মুন্সীগঞ্জের নিকটবর্ত্তী পঞ্চসারগ্রামকে আদিশূরা-নীত পঞ্চব্রাহ্মণের বাসস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। আবার, বারেন্দ্র কুলগ্রন্থ মতে পঞ্চব্রাহ্মণ ও তদবংশীয়েরা প্রায় ১২৬ বৎসর ভট্ট-শালী গ্রামে একত্র বাস করেন, পরে বংশবৃদ্ধি হওয়ায় নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়েন। *

ভট্ট নারায়ণাদি পণ্ডিতেরা প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। কেহ কেহ বলেন—ভট্ট নারায়ণ বেণীসংহার নাটকের প্রণেতা। আমার তাহা বোধ হয় না। উহা ভট্ট নারায়ণ সিংহ নামক কোন ব্যক্তির রচিত। বেণী-সংহারে ভট্ট নারায়ণকে 'মৃগরাজলাঞ্ছিত, উপাধিতে বিশেষিত করা হইয়াছে। ভট্ট নারায়ণের পিতার নাম ক্ষিতীশ। "সূক্তিকর্ণামৃতে" তদ্রচিত শ্লোক পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণদের সঙ্গে মকরন্দ ঘোষ, দশরথ বসু, বিরাট গুহ, কালিদাস মিত্র, পুরুষোত্তম দত্ত এই পাঁচজন কায়স্থ আগমন করেন। কায়স্থদের কুলজী গ্রন্থে লিখিত আছে, আদিশূরের সময় সাতাইশ জন কায়স্থ

* সম্প্রতি মালদহ নগরের মস্‌জিদময় প্রদেশে একটী প্রস্তরময় ভগ্ন বাসুদেব-মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। তাহার পাদদেশে ঈষৎ রূপান্তরিত দেবনাগরাক্ষরে "বটগ্রামীয় যিগ্রহকা" এই কথাটী ক্ষোদিত আছে। এই মূর্ত্তি অতি ভারী; দূরদেশ হইতে অনীত হওয়া সম্ভব নয়। ইহাতে অনুমিত হয়, বটগ্রাম সুবৃহৎ মালদহ নগরের দক্ষিণ বা পূর্ব্বদিকে ছিল। বারেন্দ্র শ্রেণীর কোন কোন কুলজ্ঞ গ্রন্থে পুণ্ড্রবর্দ্ধনী নামে একটী সাবর্ণ-গোত্রীয় গ্রামীণ আছে। সাবর্ণ বেদগর্ভকে বটগ্রাম দান করা হইয়াছিল। ইহাতে অনুভূত হয়, বটগ্রাম পুণ্ড্রবর্দ্ধনের অর্থাৎ আধুনিক পাণ্ডুয়ার নিকটে ছিল; উহার বর্ত্তমান নাম বড়গাঁ।

গৌড়মণ্ডলে আগমন করেন। আদিশূর তাঁহাদের বাসের জন্য ২৭ খানি গ্রাম প্রদান করেন। ঘটকদিগের গ্রন্থ ক্রমশঃ পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। যে বংশের যে খুঁৎ ছিল, তাহার ক্রমশঃ পূরণ করা হইয়াছে, তজ্জন্য ব্রাহ্মণ কায়স্থদিগের সম্বন্ধে ঘটককারিকা গ্রন্থাবলীর উক্তিতে সম্যক্ বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। ব্রাহ্মণদের কুলজী গ্রন্থে আছে, আপনাদের শুশ্রূষার জন্য ব্রাহ্মণেরা কায়স্থদিগকে সঙ্গে করিয়া আনেন। আমার বোধ হয়. রাজতন্ত্রের শৃঙ্খলাস্থাপনের জন্য কায়স্থদিগকে ও বৈদিক ধর্ম্ম স্থাপনের জন্য ব্রাহ্মণদিগকে আনা হইয়াছিল। রাজার নিকট সম্মান পাওয়ার আশা না থাকিলে, বোধ হয়, কায়স্থেরা ব্রাহ্মণদিগের সঙ্গে আগমন করিতেন না। তাদৃশ আচার-পূত তেজস্বী ব্রাহ্মণগণের পরিচর্য্যা করিয়া পথ চলিতে তাঁহাদেরও আপত্তি হয় নাই।

আদিশূরের পূর্ব্বেও এ দেশে কায়স্থ জাতির আগমন হইয়াছিল। তাহারা পরে "বাহাত্তুরে কায়েত" নামে খ্যাত হয়। পূর্ব্ববঙ্গে নিকৃষ্ট কায়স্থগণ "চৌষট্টিযোগিনী" এই ঘৃণা সূচক নামে আখ্যাত হন। বঙ্গদেশে শক ও নাগদিগের আধিপত্য ছিল। তাহারা পরে কায়স্থদিগের সহিত মিলিত হয়। আদিশূরের সময় যে কয়েকজন কায়স্থ আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মকরন্দঘোষ সূর্য্যধ্বজবংশীয়, দশরথ বসু চেদি-বংশোদ্ভব, বিরাটগুহ অগ্নিকুলোদ্ভব, কালিদাসমিত্র চন্দ্র-বংশোদ্ভব, পুরুষোত্তম দত্ত শকসেন-বংশোদ্ভব *। ইহাতে অনুমান হয় আর্য্যদিগের সঙ্গে নাগ ও শকজাতির মিশ্রণে কায়স্থ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। অগ্নিকুল ও শকসেন বংশ শক জাতির অন্তর্গত ছিল।

আদিশূর দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। আদিশূরের পর ভূশূর রাজা

---

* ধ্রুবানন্দ মিশ্র।

হন। ভূশূর রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও সাতশতী ব্রাহ্মণ দিগের শ্রেণী-বিভাগ করেন। তৎপুত্র ক্ষিতিশূর রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ দিগকে ছাপ্পান্ন খানি গ্রাম দান করেন *। ইনি সাতশতী ব্রাহ্মণ দিগকে ২৮ খানি গ্রাম প্রদান করেন। ইহার পর অবনীশূর, ধরণীশূর, ধরাশূর, যথাক্রমে রাজা হন। ধরাশূর রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ দিগকে কুলাচল ও সংশ্রোত্রিয় এই দুই ভাগে বিভক্ত করেন।

বরেন্দ্রশূরের রাজত্ব-কালে পুণ্ড্রদেশের বরেন্দ্র দেশ নাম হয়। এই মত সর্ব্ববাদি-সম্মত নহে। কূর্ম্ম পূরাণের কূর্ম্মচক্রে আছে ঃ—

"প্রাচ্যাং মাগধশোণৌ চ বারেন্দ্রী গৌড়রাঢ়কাঃ।
বর্দ্ধমান তমোলিপ্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষোদয়াদ্রয়ঃ॥
আগ্নেয্যা মঙ্গ বঙ্গোপবঙ্গ-ত্রৈপুর কোশলাঃ"। †

কূর্ম্মপূরাণ নিতান্ত আধুনিক গ্রন্থ নহে। ইহা শূর-বংশের রাজত্ব-কালের অগ্রেই রচিত হয়। অতএব বারেন্দ্র, গৌড়, রাঢ়, বর্দ্ধমান, তমো-লিপ্ত, উদয়াদ্রি, বঙ্গ, উপবঙ্গ, ত্রৈপুর প্রভৃতি রাজ্য বিভাগ যে শূরগণের পূর্ব্বেই হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য।

পালবংশীয় রাজগণ পুণ্ড্রবর্দ্ধন অধিকার করিলে, শূরবংশীয়গণ দক্ষিণে গিয়া পাণ্ডুয়া নগরে বসে করেন। এই নগর হুগলী জেলার পাণ্ডুয়া। ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন, বুদ্ধদেবের খুল্লতাতপুত্র পাণ্ডুশাক্য কর্ত্তৃক এই নগর স্থাপিত হইয়াছিল। বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ শূরবংশের সহ রাঢ় দেশে গমন করেন। অনেকে বরেন্দ্র দেশেই থাকি-

---

* স্মার্ত্ত ধৃত জ্যোতিষতত্ত্বান্তর্গত কূর্ম্মচক্র।

† "ক্ষিতিশূরেণ রাজ্ঞাপি ভূশূরস্য সুতেন চ।
ক্রিয়ন্তে গাঞি সংজ্ঞানি তেষাং স্থানবিনির্ণয়াৎ

লেন ; যাঁহারা রাঢ়ে গমন করিলেন, তাঁহারা রাঢ়ীয় এবং যাঁহারা বরেন্দ্র দেশে থাকিলেন, তাঁহারা বারেন্দ্র আখ্যা পাইলেন। দেশভেদে এই নাম হইল। বাস্তবিক রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ একই মূল হইতে উৎপন্ন। সে সময়ে বোধ হয়, শূরবংশীয় রাজগণের পক্ষে ও পালবংশীয়-রাজগণের পক্ষে ব্রাহ্মণ দিগের দুইটী দল হইয়াছিল। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেরা শূরবংশীয় দিগের এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা পাল রাজগণের পক্ষে ছিলেন।

আদিশূরানীত পঞ্চব্রাহ্মণের সন্তানগণ রাঢ় ও বঙ্গে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, যে সকল ব্রাহ্মণ পশ্চিমাঞ্চল হইতে এদেশে আগমন করেন, তাঁহারা সাধারণতঃ বৈদিক নামে পরিচিত হন। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বেদচর্চ্চা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, এবং নবাগত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বেদচর্চ্চা ছিল, তজ্জন্য তাহাদিগের বৈদিক সংজ্ঞা হয়। এই বৈদিক ব্রাহ্মণগণ পাল ও সেনবংশের রাজত্বকালে ভূমিদান পান। এক এক দল এক এক সময় আসিয়া যে গ্রামে বাস করেন, সেই গ্রামের নামানুসারে তাঁহাদিগের সমাজের নাম হয়। আদিশূর পশ্চিমাঞ্চল হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, তখন এদেশে সাতশত ব্রাহ্মণের বাস ছিল এরূপ শুনা যায়। ইঁহারা সাধারণতঃ বর্দ্ধমান জেলায় বাস করিতেন। ইঁহাদের নামানুসারে সপ্তশতিকা বা সাত সইকা পরগণার নাম হয়। এই সপ্তসতী ব্রাহ্মণগণ অনেকে বারেন্দ্র ও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন।

পুণ্ড্র বর্দ্ধনের নিকট পুণ্ড্রার্ক নামক স্থানে বহুসংখ্যক শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহারা চিকিৎসা বিদ্যায়, বিশেষতঃ অস্ত্র চিকিৎসায় নিপুণ ছিলেন। কেহ কেহ বলেন—শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ প্রথমতঃ পারসীক আক্রমণকারীগণের সঙ্গে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। পুরাণের মতে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ কৃষ্ণপুত্র শাম্বকর্তৃক ভারতে আনীত হন। যাহা হউক, তাঁহারা প্রাচীনকাল হইতে ভারতে বসতি স্থাপন

করিয়াছিলেন, ও বিস্তৃত হইয়াছিলেন। পুণ্ড্রার্ক সমাজের শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ এখন বারেন্দ্র গ্রহবিপ্র নামে পরিচিত।

মাধবাচার্য্যের শঙ্কর-দিগ্বিজয়ের মতে শঙ্করাচার্য্য অঙ্গ বঙ্গ ও গৌড়-দেশীয় পণ্ডিতদিগকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করেন। সম্ভবতঃ শূরবংশের রাজত্বকালে এই ঘটনা হয়। পাল-বংশীয়গণ গৌড় অধিকার করিলেও শূরবংশীয়গণ বহুদিন দক্ষিণরাঢ়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ক্ষিতি-শূর প্রথমতঃ পুণ্ড্ররাজ্য হারাইয়া দক্ষিণ-রাঢ়ে গিয়া বাস করেন। রণশূরের রাজত্বকালে, ১০১৫ খৃষ্টাব্দে, রাজেন্দ্রচোল দক্ষিণ রাঢ় আক্রমণ করেন। রণশূর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। উড়িষ্যায় রণপুর নামক রাজ্য ও রাজধানী রণশূরের স্থাপিত।

শূরবংশীয়দিগের রাজত্বকালে বেল আমলা একটী প্রকাণ্ড নগর ছিল। ইহা ও ইহার নিকটবর্ত্তী উত্তর বঙ্গের যোগী গোফা * পাহাড়পুর † প্রভৃতি দেখিলে বোধ হয়, এসকল একটী সমৃদ্ধিসম্পন্ন রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ঘাটনগর, ক্ষেতলাল, দেবতলা শূরবংশীয় দিগের সময়ে বড় নগর ছিল। দিনাজপুর হইতে বগুড়া যাইবার পথে ক্ষেতলাল অবস্থিত। এখন ইহাতে অনেক হিন্দু ও বৌদ্ধমূর্ত্তি দৃষ্ট হয় ‡ শূরবংশীয়দিগের সময়ে পুণ্ড্ররাজ্যের আয়তন বিস্তারিত হয়। ইহার উত্তরপশ্চিমস্থ কৌশিকীকচ্ছ ইহার অন্তর্গত হইয়া যায়। উত্তরবঙ্গের নদীগুলির জল স্বাস্থ্যকর ছিলনা। স্বাস্থ্যকর জললাভার্থ বৃহৎ বৃহৎ সরোবর খনিত হইত। সরোবরের তীরে প্রায়ই দেবালয় থাকিত।

---

* এখানকার বুদ্ধমূর্ত্তি, চতুর্ভুজ নারায়ণমূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখানে মায়াদেবীর মূর্ত্তিও আছে। (অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়)

† এখানে একশত ফুট উচ্চ একটী বৌদ্ধস্তূপ বর্ত্তমান আছে। ঐ

‡ খেতলালথানার নিকট মায়াদেবীর মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। ঐ

উত্তরবঙ্গ বহুবার উত্তরাঞ্চলবাসীদের কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল ; দেশ রক্ষার্থ তজ্জন্য বহু দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। দুর্গমূলরক্ষা ও জলপ্লাবন হইতে দেশরক্ষার জন্য বহুবিস্তৃত মৃৎ প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছিল। লোকে উহাকে জাঙ্গাল বলিয়া থাকে। মহাস্থান গড়ে একটী দুর্গ ছিল। পুনর্ভবাতীরস্থ দেবকোট প্রসিদ্ধ নগর ছিল। * দেবহূতি নামক রাজা এই নগর স্থাপন করেন। এখানে এক জন সামন্ত রাজা রাজত্ব করিতেন। সম্ভবতঃ শূরবংশ কায়স্থ জাতির সহিত মিশিয়া গিয়াছেন।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কোন অজ্ঞাতনামা গ্রীকবণিক্ আরব্যসমুদ্র-বহির্বাণিজ্য-বিবরণ নামক গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই বিবরণ ইংরাজীতে পেরিপ্লুস অবদি ইরিথ্রিয়ান নামে অনুবাদিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে টলেমী তাঁহার ভূবৃত্তান্ত লেখেন। উক্ত গ্রীক বণিকের বিবরণে ও টলেমীর গ্রন্থে কিরাদিয়া নামক প্রদেশের ও গাঙ্গি নামক সামুদ্রিক বন্দরের উল্লেখ আছে। কিরাদিয়া বোধহয়, করতোয়ার নিকট-বর্ত্তী রঙ্গপুর † ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান। কিরাত জাতির কি করতোয়া নদীর নামানুসারে কিরাদিয়া নাম হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় করা কঠিন। করতোয়া নাম সম্ভবতঃ কিরাত জাতির নাম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। পুরাণে আছে, গৌরী-বিবাহ-কালে হরকরবিগলিত-তোয় হইতে করতোয়া জন্মিয়াছে, উহা যে কাল্পনিক গল্পমাত্র, তাহা বলা বাহুল্য।

উক্ত পেরিপ্লুস্ গ্রন্থে লিখিত আছে—কিরাদিয়া প্রদেশে প্রচুর তেজপত্র উৎপন্ন হয়। উহা গঙ্গা বাহিয়া তাম্রলিপ্তিতে ও তাম্রলিপ্ত হইতে ইউরোপে প্রেরিত হয়। এই প্রদেশের সীমান্ত ভাগে প্রতি

---

* দেবকোটের প্রাচীন নাম কোটিবর্ষ ও উমাবন (ত্রিকাণ্ড শেষ ও গরুড়পুরাণ)।

† লেপ্‌চা জাতির ভাষায় রঙ্‌শব্দের অর্থ বিস্তৃত। ইহার সঙ্গে বাঙ্গালাভাষার পুর শব্দ যুক্ত হইয়া রঙ্গপুর নাম হইয়াছে।

বৎসর একটী মেলা হয়। তথায় চীন দেশের লোক আসিয়া স্বদেশজ দ্রব্যের বিনিময়ে তেজপত্র লইয়া যায়। উহারা দেখিতে খর্ব্ব, বর্ত্তুলাকার, চেপ্টামুখো ও আকার প্রকারে বন্যজন্তুসদৃশ। স্ত্রী পুত্রাদি সহ মেলায় আসে। পাটীতে জড়াইয়া রেসমী কাপড় ও রেসম আনে। পাটী গুলি অতি সুন্দর ও দেখিতে নবীন দ্রাক্ষালতার পত্রসদৃশ। টলেমী গঙ্গার যে পাঁচটী শাখার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বোধ হয়, যমুনা, ইচ্ছামতী, মধুমতী, মেঘনাদ (মেঘনা—টলেমীর ভাষায় ম্যাগনম্) ও অন্য একটী। টলেমীর গঙ্গা রেজিয়া (বোধ হয় সপ্তগ্রাম) তিলগ্রাম, সাতবদী, রঢ়মর্কটা (বোধ হয় রক্তমৃত্তিকা বা রাঙ্গামাটী) ত্রিগলিপ্তন (বোধ হয় ত্রিপুরা), অজমথ প্রভৃতি স্থান নিঃসংশয়ে নিরূপিত হওয়া কঠিন।

শূরবংশীয়দিগের রাজ্যারম্ভের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে পশ্চিম ভারতে আরবীয়দিগের আক্রমণ ঘটে। সুলেমান নামক পর্য্যাটক সে সময়ে বঙ্গ দেশে আগমন করেন। তিনি গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠে জানা যায়—তৎকালে ব-দ্বীপ উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহাতে অনেক সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। তথাকার অধিবাসিগণ আরাকানবাসীদিগের সহিত বাণিজ্য করিত। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে যবদ্বীপের লোক দক্ষিণ বঙ্গ আক্রমণ করিয়া বিস্তর লুটপাট করিয়াছিল।

হিন্দু ও বৌদ্ধ সময়ে বাঙ্গালী জাতি সমুদ্রপথে নানাদেশে বাণিজ্যার্থ গমন করিত। ফাহিয়ান নামক জনৈক চৈনিক পর্য্যাটক খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে প্রথম ভারতবর্ষে আইসেন। তিনি দেশে ফিরিয়া যাইবার সময় বাঙ্গালীদিগের জাহাজে যাইতেছিলেন। যবদ্বীপ ছাড়াইলে বিষম ঝড় উঠে। ফাহিয়ানের সঙ্গে একটী বুদ্ধমূর্ত্তি ছিল। নাবিকেরা এই শ্রমণ জাহাজে আছে বলিয়া বিপদ ঘটিতেছে মনে করিয়া, তাহাকে সমুদ্রে ফেলিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হয় নাই।

শূরবংশের রাজত্বকালে ভাস্কর শিল্পের বিস্তর উন্নতি হয়। মালদহ জেলার ভোলাহাট ও ভবানীপুর নামক স্থানে ৩½ হাতদীর্ঘ ও ১¾ হাত প্রস্থ দুইখানি প্রস্তর প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে। ভোলাহাটের মূর্ত্তি শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী মূর্ত্তি, বীণাপাণি ও লক্ষ্মী দেবীকে দুই পার্শ্বে রাখিয়া দণ্ডায়মান আছেন। চালে হস্তী ও অশ্বারোহী মূর্ত্তি রহিয়াছে। দেবমূর্ত্তি বস্ত্রালঙ্কারে শোভিত, উপবীতধারিণী। পুংমূর্ত্তির পরিহিত বস্ত্র হাটুর উপর ও স্ত্রীমূর্ত্তির পরিহিত বস্ত্র হাটুর নিম্নদেশ স্পর্শ করিয়াছে। বস্ত্রগুলিতে ফুল তোলা। গলায় হার, হাঁসুলি ও হাতে বাউটি আছে। শুনা যায়, এই মূর্ত্তি নিকটবর্ত্তী নদীতে পাওয়া গিয়াছিল। বোধ হয়, নদী তীরবর্ত্তী মন্দির ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় মূর্ত্তিটী জলে পড়িয়া গিয়াছে।

ভবানীপুরের মূর্ত্তি দেবীর মূর্ত্তি। পার্শ্বদ্বয়ে গণেশ ও অপর একটী মূর্ত্তি। শেষোক্ত মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় কার্ত্তিকেয়ের মূর্ত্তি কিনা জানা যায় না। দেবীমূর্ত্তির নাসিকা ভগ্ন ও স্তনদ্বয়ছেদিত। স্থানীয় হিন্দুরা ইহাকে ঠাকুরাণঝি ও মুসলমানেরা নাককাটী বলে। প্রতিমাখানিকে একটা বেলের গাছে ঠেস্ দিয়া রাখা হইয়াছে। পূর্ব্বে বোধ হয়, এখানে একটি মন্দির ছিল। কারণ একটি উচ্চভূমিতে প্রতিমাখানি রহিয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পাল-রাজগণ।

পৌরাণিক যুগে অঙ্গ, বঙ্গ, প্রবঙ্গ, উপবঙ্গ, ভার্গব, অন্তগিরি, বহির্গিরি, তঙ্গন, বরেন্দ্র, রাঢ, সুহ্ম, প্রসুহ্ম, ভল্লুক, প্রবিজয়, কৌশিকী-কচ্ছ বঙ্গোত্তর * কর্ব্বট, উদয়গিরি, ভদ, গৌড়ক জ্যোতিষ, কান্তার প্রভৃতি বহুরাজ্যে আধুনিক বঙ্গদেশ বিভক্ত ছিল। তখন গৌড় অতি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। গৌড়ক শব্দের দ্বারা গৌড়রাজ্য যে অতি ক্ষুদ্র ছিল, তাহা প্রমাণিত হইতেছে। পাল-রাজগণের সময় এই সমুদয় রাজ্য গৌড়ের অধীন হয়।

কোথা হইতে পাল-রাজগণ বঙ্গদেশে আগমন করেন, তাহা নিশ্চয় করা যায় না। কেহ কেহ বলেন, ভড়দিগের সহিত ইহাদিগের কোন রূপ সংস্রব ছিল। ভড়েরা অনার্য্যজাতি। কোন সময়ে ইহারা অযোধ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। + অযোধ্যায় সূর্য্য-বংশীয়দিগের প্রভাব ক্ষীণ-প্রভ হইলে, ইহারা পার্ব্বতীয় প্রদেশ হইতে অবতীর্ণ হইয়া আপনাদিগের প্রভাব বিস্তার করে। কনোজ রাজগণ কর্তৃক ইহাঁদের প্রভাব প্রতিহত হয় (৬০০ খৃঃ অঃ)।

* (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ৫৩শ অধ্যায়) গঙ্গানদী এই দেশ দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে।

+ যোগিনীশিষ্টে বনিল নামক রাজ্যের নাম আছে; উহা মগধের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হয়, সম্ভবতঃ উহা ভড়দের রাজ্য। বানল বোধ হয়, বর্ত্তমান বমেলির প্রাচীন নাম।

আজিম গড়, বালিয়া ও বস্তি জেলায় ইহাদিগের নির্ম্মিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। প্রবাদ যে, অযোধ্যার এক রাজা বর্ত্তমান গোরক্ষপুর জেলায় কাশীর ন্যায় একটী নগর নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করেন। নগরটীর নির্ম্মাণ প্রায় সমাপ্ত হইয়াছিল, এমন সময়ে ভড় ও থারু নামক জাতি আসিয়া তাহার ধ্বংসসাধন করে। যাহাদিগকে পার্ব্বতীয়দেশে তাড়াইয়া আর্য্যেরা কোশল রাজ্য স্থাপন করেন, ভড় ও থারু তাহাদিগেরই বংশজাত। ভড়েরা আর্য্যদিগের আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়া সভ্য হইয়াছিল। পরে ইহারা বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করে। মগধ সাম্রাজ্যের প্রাবল্যের সময় ইহারা তাহার সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করিত—বৈদ্যদেবের তাম্র শাসনে লিখিত আছে, পাল-রাজগণ মিহির বা সূর্য্যবংশীয়। পাল-রাজবংশ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল, এবং চেদি হৈহয় প্রভৃতি ক্ষত্রিয় জাতির সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিল। পাল-রাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন; কিন্তু ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর দ্বারা রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ইঁহারা হিন্দু ও বৌদ্ধে কোন ইতর বিশেষ করিতেন না। এই বংশের শেষ রাজগণ একেবারে হিন্দু হইয়া যান।" আইন-ই-আকবরীতে দশ জন পাল রাজার নাম লিখিত আছে। যথা :—

ভূপাল	...	...	৫৫ বৎসর
ধীরপাল	...	...	৯৫ ,,
দেবপাল	...	...	৮৩ ,,
ভূপতিপাল	...	...	৭০ ,,
ধনপতিপাল	...	...	৪৫ ,,
ভিখনপাল	...		৭৫ ,,
জয়পাল	...	...	৩৮ ,,

রাজপাল	...	...	৯৮ বৎসর
ভোজপাল	...	...	৫ ,,
জগৎপাল	...	...	৭৪ ,,

দশ জনে মোট ৬৯৮ বৎসর আইন আকবরিমতে রাজত্ব করেন। উপরি উক্ত তালিকার ঐতিহাসিক মূল্য অতি সামান্য। এই তালিকায় ধর্ম্মপাল ও নারায়ণ পালের নাম নাই। রাজগণের রাজত্বকালও অসম্ভব দীর্ঘ।

তিব্বতদেশীয় পর্য্যাটক তারানাথ * পাল-বংশীয়দিগের এই তালিকা দিয়াছেন :—

গোপাল	মহীপাল	নয়পাল
দেবপাল	মহাপাল	অমরপাল
রাজপাল	শামুপাল	হস্তিপাল
ধর্ম্মপাল	শ্রেষ্ঠপাল	ক্ষান্তিপাল
মসুরক্ষিত	চণকপাল †	রামপাল
বাণপাল	বৈরপাল	যক্ষপাল

তারানাথ বর্ণিত পাল-রাজগণের মধ্যে অনেকেই প্রতাপশালী সামন্ত রাজা ছিলেন। বাণপাল পুনর্ভবা নদীতীরে দেবকোটে রাজত্ব করিতেন! দেবকোটের দুর্গবদ্ধ অংশে হিন্দু-রাজত্বকালের জীব ও অমৃত নামক দুইটী কুপ দৃষ্ট হয়। দুর্গাংশ বর্গক্ষেত্রাকৃতি। প্রত্যেক দিকের

---

* তারানাথের গ্রন্থের নাম "কাবাবতুন্দন"। তারানাথ আকবরসাহের সমসাময়িক।

† চণকপাল ৯৫০খৃ—৯৮৩ খৃ পর্য্যন্ত বিক্রমশিলা-বিহার যে প্রদেশে অবস্থিত,তথায় রাজত্ব করিতেন। তাঁহার সময়ে রত্নাকর শান্তি, বাগীশ্বর কীর্ত্তি, নুরোপ প্রজ্ঞাকরমতি, রত্নাকর বজ্র ও গৌড়বাসী জ্ঞানশ্রীমিত্র. বিক্রমশিলা বিহারের. ছয়দ্বারের দ্বারপণ্ডিত ছিলেন।

দৈর্ঘ্য ২০০ ফুট এবং ইহার উত্তরে বর্গক্ষেত্রাকৃতি প্রাচীর বেষ্টিত একটী স্থান আছে। এই স্থানের প্রত্যেক দিক ১০০০ ফুট দীর্ঘ। তাহারও উত্তরে আর একটী দুর্গবদ্ধ স্থান আছে; ইহার মধ্যে উত্তর পশ্চিমাংশে সাহ বোখারির যে সমাধি-স্থান দৃষ্ট হয়, তাহা কোন হিন্দু মন্দির ভাঙ্গিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। দেবকোটের নিকটে বাণপালের স্ত্রী কালারাণীর নামে পরিচিত একটী দীর্ঘিকা পরিদৃষ্ট হয়। তাহার দৈর্ঘ্য ৪০০০ ফুট ও প্রস্থ ৮০০ ফুট। দেবকোটের দুর্গ প্রাচীর রক্ত-বর্ণ মৃত্তিকার দ্বারা নির্ম্মিত ছিল বলিয়া, দেবকোটকে লোকে শোণিত-পুরও বলিত। এ কালের লোকে অনিরুদ্ধের শ্বশুর ও ঊষার পিতা বাণের সঙ্গে বাণপালকে মিশাইয়া সহস্র বাহু বাণের সমস্ত বিবরণ বাণপালের উপর আরোপিত করিয়াছে। বাস্তবিক ঊষার পিতা বাণ মধ্যভারতের কোন স্থানের লোক ছিলেন। কিন্তু দেবকোটকে বাণ রাজার পুরী বলিয়া যে প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহা নিতান্ত আধুনিক নহে। এমন কি, লক্ষ্মণ সেনের সময়ে রচিত ত্রিকাণ্ডশেষ নামক সংস্কৃত কোষেও দেবীকোট বা দেবকোটকে শোণিতপুর ও বাণাসুরের পুরী বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে।

দিনাজপুরে তপনদীঘী নামে একটী দীঘী দেখা যায়। লোকে বলে—উহার প্রকৃত নাম তর্পণ দীঘী; বাণপালের তর্পণের জন্য দীঘী কাটা হয়। দীঘীটী প্রাচীন বটে। বুলবুল চণ্ডীর নিকট বাণপুর নামক নগর (এখন গ্রাম) বাণপালের স্থাপিত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

দিনাজপুর হইতে কান্তনগরের পথে উত্তর-গোগৃহ নামক দুর্গের মৃৎপ্রাচীর দৃষ্ট হয়। লোকে মহাভারতোক্ত মৎস্যরাজ্যের উত্তর গো-গৃহসহ ইহাকে অভিন্ন মনে করে। ইহা যে সম্পূর্ণ ভ্রম, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেন যে এই স্থানের উত্তর-গোগৃহ নাম হইল, তাহা বুঝা যায়

না। আমার বোধ হয়, এপ্রদেশে প্রথমোপনিবিষ্ট আর্য্যগণ কুরুপঞ্চালাদি দেশ হইতে আগমন করেন। তাঁহারা হয়ত, মূলস্থানের নামানুসারে এ প্রদেশের মৎস্য দেশ নাম রাখিয়া, দুর্গাদির নামও মহাভারতোক্ত নামানুসারে রাখিয়াছিলেন। মহাভারতের আদিপর্ব্বের ১৭৫ অধ্যায়ে পৌণ্ড্র-মাৎস্যক নামক রাজার নাম আছে। তিনি পুণ্ড্র-মৎস্যদেশের রাজা ছিলেন। ইহাতে বোধ হয়, পুণ্ড্রদেশের নিকট মৎস্যদেশ নামক একটী ক্ষুদ্র দেশ ছিল। ভীম এই পূর্ব্বমৎস্যদেশ জয় করিয়াছিলেন। ইহার সহ বিরাটের মৎস্যদেশের কোন সম্পর্কই নাই। বিরাটের মৎস্যদেশ, ব্রহ্মর্ষি দেশান্তর্গত,—আধুনিক আলোয়ার ও জয়পুরের অধিকাংশ এই মৎস্য-দেশের অন্তর্গত ছিল।

তাম্রশাসন হইতে আমরা সতর জন পাল-রাজার নাম জানিতে পারিয়াছি, এবং আইন-ই-আকবরীর বর্ণনা যে প্রকৃত নয়, তাহাও জানিয়াছি। পালবংশীয় দ্বিতীয় রাজা ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে গৌড়ের নিকটবর্ত্তী খালিমপুর গ্রামে * পাওয়া যায়। এই তাম্রশাসন খানি দ্বারা পাল-রাজগণের সম্বন্ধে অনেক অজ্ঞাত বিষয় আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার পর দিনাজপুরে মহীপালদেবের ও মদনপাল-দেবের দুইখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই তিনখানির পূর্ব্বে, নারায়ণপালদেবের তাম্রশাসন ভাগলপুরে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই তাম্রশাসন গুলি দ্বারা পাল-রাজগণ সম্বন্ধে অনেক বৃত্তান্ত জানা গিয়াছে। পাল-রাজগণ প্রথমে বিহারে রাজত্ব করেন। পরে গৌড় অধিকার করিয়া গৌড়েশ্বর উপাধি ধারণ করেন। কালিন্দী-গঙ্গাতীরে, পিছলি গঙ্গারাম-

* খালিমপুর গৌড়ের পূর্ব্বদিকস্থ ভাতিয়ার বিলের ধারে অবস্থিত। একটী উচ্চ ভূ-খণ্ডে এই তাম্র শাসন পাওয়া গিয়াছিল।

পুরে, উচ্চভূখণ্ডে পাল-রাজগণের সময়ে গৌড় নগরের অবস্থান ছিল।
এস্থলে পাল রাজগণের বিশুদ্ধ বংশ-তালিকা প্রদত্ত হইতেছে ঃ—
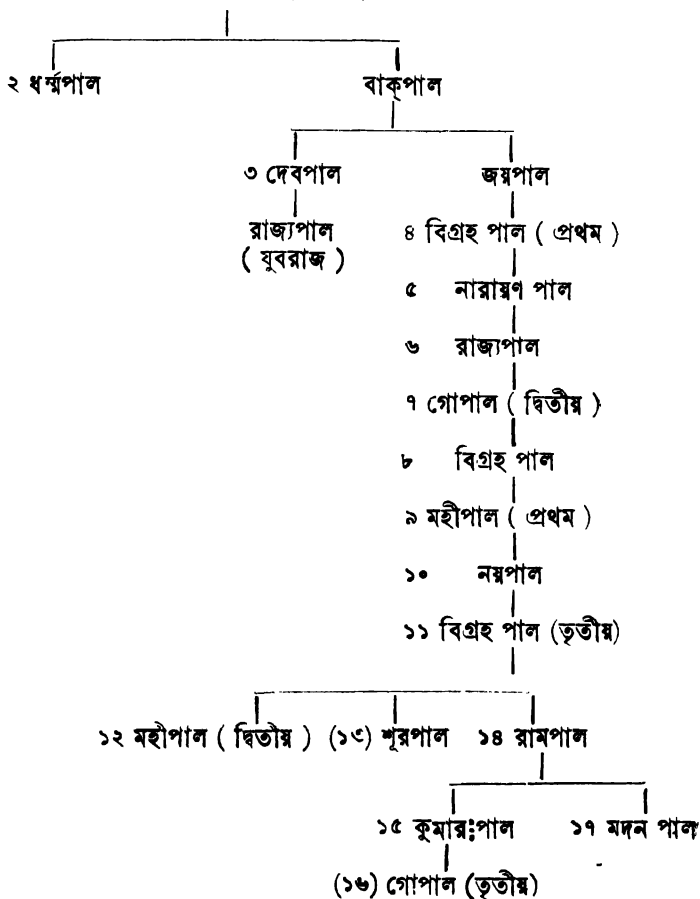
পালবংশীয় রাজগণের তাম্রশাসনের মধ্যে প্রথমতঃ ধর্ম্মপালের তাম্র-শাসনোক্ত বৃত্তান্তের উল্লেখ করা যাইতেছে।—

বুদ্ধদেবের দশবলকে নমস্কার করিয়া এই তাম্রশাসনের আরম্ভ হইয়াছে। বুদ্ধদেবের দলবল এই :—

"দান-শীল-ক্ষমা-বীর্য্য-ধ্যান প্রজ্ঞা বলানি চ।
উপায়ঃ প্রণিধির্জ্ঞানং দশবুদ্ধবলানি বৈ॥"

তাম্রশাসনের প্রথম শ্লোক এই :—

"সর্ব্বজ্ঞতাং শ্রিয়মিব স্থিরমাস্থিতস্য বজ্রাসনস্য বহুমার-কুলোপলম্ভাঃ।
দেব্যা মহাকরুণয়া পরিপালিতানি রক্ষন্তু বো দশবলানি দিশো জয়ন্তি;"

দ্বিতীয় শ্লোক দ্বারা জানিতে পারা যায় যে,—

দয়িতবিষ্ণু এই বংশের প্রবর্ত্তক। তাঁহার রাজা বা মহারাজ কোন উপাধি ছিল না। তাঁহাকে কেবল 'সর্ব্ববিদ্যাবদাত' এই বিশেষণে বিশেষিত দেখিতে পাই।

দ্বিতীয় শ্লোক এই :—

"শ্রিয়ইব শুভগায়াঃ সম্ভবো বারিরাশিঃ
শশধরইব ভাসো বিশ্বমাহ্লাদয়ন্ত্যাঃ।
প্রকৃতিরবনিপানাং সন্ততেরুত্তমায়া
অজনি দয়িত-বিষ্ণুঃ সর্ব্ববিদ্যাবদাতঃ॥"

দয়িত-বিষ্ণু হইতে বপ্যাট জন্মগ্রহণ করেন। বপ্যাটের কীর্ত্তিমালা সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি অনেক শত্রু দমন করেন। ইঁহারও রাজা বা মহারাজ বিশেষণ দেখিতে পাই না। তবে তিনি রাজা ছিলেন, বুঝা যায়,—নতুবা তাঁহাকে অরাতি-খণ্ডন করিতে হইবে কেন? রাজ্যস্থাপনকালে বিরোধিগণের সহিত যুদ্ধ অনিবার্য্য।

তৃতীয় শ্লোক এই ঃ—

"আসীদাসাগরাদূর্ব্বীং গুর্ব্বীভিঃ কৃতীভিঃ কৃতী।
মণ্ডয়ন্ খণ্ডিতারাতিঃ শ্লাঘ্যঃ শ্রীবপ্যটস্ততঃ।"

প্রথম রাজা—গোপালদেব, ১ম।

৭৭৫খৃঃ—৭৮৫খৃঃ।

বপ্যটের পুত্রের নাম গোপালদেব। গোপালদেবকে পালবংশের প্রথম রাজা বলা যাইতে পারে। পরিব্রাজক তারানাথের মতে গোপালদেব বঙ্গ, মগধ জয় করেন। ইহাতে বোধ হয়, মগধও পাল-রাজবংশের আদি নিবাস নহে। গোপালদেবের পূর্ব্বে গৌড় সাম্রাজ্য কতকগুলি খণ্ড-রাজ্যে বিভক্ত ছিল। শূরবংশের রাজত্বকালের শেষভাগে দেশে নিতান্ত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। রাজগণ পরস্পর বিবাদ করিয়া প্রজাদের দুর্দ্দশার একশেষ ঘটাইতেন। গোপালদেব তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের অত্যাচার দমন করেন। এক রাজার অধীন হওয়ায় প্রজাগণের লক্ষ্মীশ্রী বর্দ্ধিত হয়।

চতুর্থ শ্লোক এই ঃ—

"মাৎস্যন্যায়মপোহিতুং প্রকৃতিভির্লক্ষ্ম্যাঃ করো গ্রাহিতঃ।
শ্রীগোপাল ইতি ক্ষিতীশশিরসাং চূড়ামণিস্তৎসুতঃ॥
যস্যানুক্রিয়তে সনাতনযশোরাশির্দিশামাশয়ে
শ্বেতিম্না যদি পৌর্ণমাসী-রজনী জ্যোৎস্নাতিভারশ্রিয়াঃ॥"

গোপালদেবের ভূপাল ও লোকপাল এই দুইটী নামও ছিল। আইন-ই-আকবরী'তে প্রথম ও দিনাজপুরের আমগাছির তাম্রশাসনে দ্বিতীয় নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। নালন্দায় গোপালদেবের যে শাসনলিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায়, গোপালদেব মগধ জয় করেন। তারানাথ

বলেন,—গোপাল প্রথমে গৌড়ে রাজত্ব আরম্ভ করিয়া পরে মগধ জয় করেন। এই উক্তির পরিপোষক কোন প্রমাণ এ যাবৎ পাওয়া যায় নাই।

পাল রাজগণের রাজ্যারম্ভের কিঞ্চিৎপূর্ব্বে শান্তি রক্ষিত নালন্দার বৌদ্ধ মঠের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। ইনি বঙ্গদেশের অন্তর্গত জাহর প্রদেশের রাজপুত্র ছিলেন। পরে বৌদ্ধ-যতি-শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। ইনি তিব্বতরাজ থিসরং দেৎসাং কর্ত্তৃক আহূত হইয়া, তিব্বতে গমনপূর্ব্বক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। গুরু পদ্মসম্ভব শান্তি রক্ষিতের ভগিনী মন্দারবাকে বিবাহ করেন। পদ্মসম্ভব উদ্যান দেশবাসী ছিলেন। ইনি নালন্দামঠের তান্ত্রিক যোগাচার্য্য ছিলেন। ইনিও থিসরং দেৎসাংএর আহ্বানে নেপাল দিয়া তিব্বতে গমন করেন (৭৪৭ খৃষ্টাব্দে)। প্রবাদ যে, ইনি তিব্বতের সাম্পূনদীকে এক পর্ব্বতের ফাটলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত করিয়া ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিশাইয়া দেন। ইনি পথিমধ্যস্থ পার্ব্বতীয় জাতিগণের দেবদেবীগণকে বৌদ্ধদেবশ্রেণীতে আনিয়া যে উপাসনা-প্রণালী সৃষ্টি করেন, তাহা তাঁহাদের উপযোগী হইয়াছিল। পদ্মসম্ভব ও দন্তপুর বিহারের আদর্শে সম্‌যাস্ নগরে যে মঠের প্রতিষ্ঠা করেন, শান্তি রক্ষিত ত্রয়োদশবর্ষ তাহাতে আচার্য্যের কার্য্য করেন। লাসানগরে ইঁহার প্রতিমূর্ত্তি আছে। মিঃ ওয়াডেল সাহেব অনুমান করেন যে, ইনিই লামাপদের সৃষ্টিকর্ত্তা। তিব্বত্‌রাজ সদ্‌ন লেহাসের আহ্বানে শান্তিরক্ষিতের শিষ্য কমলশীল তিব্বতে গমন করেন।

পাল রাজগণের দ্বারা নালন্দা বিহারের বিস্তর উন্নতি সাধিত হয়। এই প্রসিদ্ধ বিহার মহারাজ অশোক কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার প্রকৃত নাম নরেন্দ্রবিহার। এই মঠে মাধ্যমিক মঠের প্রতিষ্ঠাতা নাগার্জ্জুন প্রধান অধ্যাপকের কার্য্য করিয়াছিলেন। নাগসেন, গুণমতি-বোধিসত্ত্ব, প্রভামিত্র, জিনমিত্র, চন্দ্রপাল, স্থিরমতি, জ্ঞানচন্দ্র, শীঘ্রবুদ্ধ প্রভৃতি ভুবনবিখ্যাত

অধ্যাপকগণ এখানে অধ্যাপকতা করিয়াছিলেন। হোয়েন্থ সাংএর গুরু ষড়ুত্তর শতবর্ষদেশীয় শীলভদ্র এই বিদ্যালয়ে অধ্যাপক ছিলেন। এই বিদ্যা-লয়ে ১৫১০ জন অধ্যাপকের নিকট দশ সহস্র বিদ্যার্থী অধ্যয়ন করিত।

রাজসাহী জেলার মান্দার নিকট এক শৈব-মন্দিরের প্রস্তরফলকে গোপালের নাম পাওয়া গিয়াছে।

সেই ফলকের প্রথম শ্লোক এই :—

"সুরসরিদুরুবীচিশিকরৈঃ কুন্দগৌরৈ
বিরচিতপরভাগো বালচন্দ্রাবতংসঃ।
দিশতু শিবমজস্রং শম্ভুকোটীরভারঃ

গোপাল দেবের মহিষীর নাম শ্রীদেদ্দদেবী।—দেদ্দদেবী রাজার প্রণয়-পাত্রী ছিলেন। দেদ্দদেবীর গর্ভে ধর্ম্মপালের জন্ম হয়।

দ্বিতীয় রাজা—ধর্ম্মপাল দেব।

৭৮৫খৃঃ—৮১০খৃঃ।

ধর্ম্মপাল অতি পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। তাঁহার গজসেনার পরাক্রম সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তাম্রশাসনে ধর্ম্মপালের যে প্রশংসা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সারমর্ম্ম এই—ধর্ম্মপাল যখন দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিতেন, তখন সৈন্যগণের পদভরে মেদিনী কম্পিত হইত; শেষদেব অতিকষ্টে পৃথিবী ধারণ করিতেন; বিধাতা পৃথু, রাম ও নলকে একত্র দেখিবার জন্য ধর্ম্মপালকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম পাল সসৈন্য যাত্রা করিলে মহেন্দ্রের মনে হইত—মান্ধাতাই যাইতেছেন। গোপেরা গোষ্ঠে, বনচরেরা বনে, শুকেরা পঞ্জরোদরে ধর্ম্মপালের মহিমা কীর্ত্তন করিত; তাহা শুনিয়া ব্রীড়ায় ধর্ম্মপালের মুখ অবনত হইত।

ধর্ম্মপাল প্রায় সমুদয় আর্য্যাবর্ত্ত জয় করিয়াছিলেন। এতদূর পরাক্রমশালী ছিলেন যে, গুর্জ্জরপতি, গৌড়েন্দ্র ও বঙ্গপতি ধর্ম্মপাল হইতে আত্মরক্ষার্থ মালবরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন *। ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, অবন্তী, যবন, গান্ধার, কীর † পর্য্যন্ত তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। কান্যকুব্জের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ স্বর্ণময় উদকুম্ভে তাঁহার অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন :—

"ভোজৈর্ম্মৎস্যৈঃ সমদ্রৈঃ কুরুযদুযবনাবন্তিগান্ধারকীরৈ-
র্ভূপৈর্ব্যালোলমৌলি প্রণতপরিণতঃ সাধুসংগীর্য্যমাণঃ॥
হৃষ্যৎপাঞ্চালবৃদ্ধোদ্ধৃতকনকময়স্বাভিষেকোদকুম্ভো
দত্তঃ শ্রীকান্যকুব্জঃ সললিতচলিতোভ্রূলতা লক্ষ্যযেন॥"

ধর্ম্মপালের সময় আমরাজ কান্যকুব্জে রাজত্ব করিতে ছিলেন। আমরাজের অপর নাম চক্রায়ুধ। আমরাজের সহিত ধর্ম্মপালের চিরশত্রুতা ছিল, পরে উভয়ে সৌহৃদ্য-সূত্রে আবদ্ধ হন। আমরাজ আপন দুর্দ্দান্ত পুত্র ইন্দ্ররাজ কর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হন (৭০৫ শকে)। ‡ ধর্ম্মপাল ইন্দ্ররাজকে পরাজিত করিয়া আমরাজকে কান্যকুব্জ-সিংহাসনে পুনঃস্থাপিত করেন। ইহাতে কনোজ-বৃদ্ধগণ সন্তোষলাভ করেন। তাম্রশাসনে লিখিত আছে :—

"জিত্বেন্দ্ররাজপ্রভৃতীনরাতীমুপার্জ্জিতা যেন মহোদয়শ্রীঃ।
দত্তা পুনঃ সা বলিনার্থপিত্রে চক্রায়ুধায়ানতিবামনায়॥"

কান্যকুব্জের অপর নাম মহোদয়। পাটলীপুত্র-নিবাসী প্রসিদ্ধ জৈন

---

* কর্ক সুবর্ণ-বর্ষের বরদার তাম্র-শাসন।

† স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল, কীর শব্দের কাশ্মীর অর্থ করিয়াছেন, কিন্তু বৃহৎ সংহিতায় কীর ও কাশ্মীরের স্বতন্ত্র নাম আছে।

‡ সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা—একাদশ ভাগ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা।

পণ্ডিত শূরপাল আমরাজের সভা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মপালের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। শূরপালের অপর নাম বপ্যভট্টি। বপ্যভট্টসূরির সরস্বতী স্তোত্রপাঠে জানা যায়, তিনি বীর নির্ব্বাণের তের শত বর্ষ পরে উক্ত গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। ৮২৫ সম্বতে বপ্যভট্টের মৃত্যু হয়। বর্দ্ধন কুঞ্জর নামক একজন বৌদ্ধ পণ্ডিতও ধর্ম্মপালের সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। প্রাকৃত ভাষায় "গৌড়বহো" নামক কাব্য-প্রণেতা কবিবর বাক্‌পতি প্রথমতঃ যশোবর্ম্মদেবের সভায়, অনন্তর কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যের সভায় থাকিয়া, শেষ সময়ে ধর্ম্মপালের সভার শোভা বর্দ্ধন করেন।

ধর্ম্মপাল গঙ্গার বামতীরে একটী পর্ব্বতের উপর বিক্রমশীলা নামক বিহার স্থাপন করিয়া তাহার ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য বিস্তর ভূমি দান করেন।* বিক্রমশীলা বিহারের অপর নাম বিক্রমশীল দেব মহাবিহার। এই বিহারের নিকট একশত সাতটী দেব-মন্দির প্রাকার বেষ্টিত ছিল। রাজা এখানে ছয়টী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের জন্য এক শত আটজন পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন +। রাজা ভয়পালের সময় এই বিদ্যালয়গুলি ছয়টী দ্বারপণ্ডিতের তত্ত্বাবধানে অর্পিত হয়। দ্বারপণ্ডিতগণ, মহা পণ্ডিত ছিলেন। কোন দ্বারপণ্ডিতকে বিচারে পরাজিত করিতে না পারিলে, কেহ ভিতরে প্রবেশাধিকার পাইতেন না। জেতারিমুনি বিক্রমশিলায় সত্র (Hostel) স্থাপন করেন। সত্রে ছাত্রগণ বিনাব্যয়ে আহার্য্য পাইত। জেতারি বরেন্দ্রভূমির সনাতন নামক রাজার পুত্র ছিলেন; পরে বৌদ্ধভিক্ষু শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন, অনুমান ৯৪০ খৃঃ অব্দে বিক্রমশীলা হইতে রাজা মহীপালের স্বাক্ষরিত প্রশংসাপত্র ও পণ্ডিত উপাধি পান। বিক্রমশিলার সঙ্ঘারামের ভিতর ঐরূপ আরও চারিটী সত্র ছিল।

---

* বর্ত্তমান ভাগলপুরের নিকট সুলতান্ গঞ্জনামক স্থানে বিক্রমশিলা বিহার ছিল।

\+ ধর্ম্ম-পালের সময় শ্রীবুদ্ধজ্ঞান পাদ, বিক্রম শিলা বিহারের অধিনায়ক ছিলেন।

প্রায় সাড়েচারি শত বৎসর রাজকীয় সাহায্যে বিক্রমশিলার বিশ্ব-বিদ্যালয় সুন্দররূপে চলিয়াছিল। প্রধান পুরোহিত লইয়া ছয়জন দ্বারপণ্ডিত যে মীমাংসা করিতেন, সঙ্ঘারামের অধ্যক্ষকে তাহা মানিয়া চলিতে হইত। অধ্যক্ষ শিক্ষার্থিগণের নৈতিক চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জিন রক্ষিত বিক্রমশিলা বিহারে রাজগুরুর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

মুঙ্গেরের তাম্রশাসনে লিখিত আছে,—ধর্ম্মপাল হিমালয় প্রদেশে বিধর্ম্মীদিগের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। এই বিধর্ম্মিশব্দে কাহাদিগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, বলা যায় না। মুঙ্গের হইতে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে আছে—ধর্ম্মপাল রাষ্ট্রকূটরাজ পরবলের (শ্রীবল্লভের) কন্যা রণ্ণাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। * ধর্ম্মপালের অনুজের নাম বাক্‌পাল। বাক্‌পাল, গুণে জ্যেষ্ঠভ্রাতার অনুরূপ ও সৌমিত্রির ন্যায় জ্যেষ্ঠভ্রাতার অনুগত ছিলেন। মদনপালদেবের তাম্রশাসনের তৃতীয় শ্লোকে আছে ঃ—

"রামস্যেব গৃহীতসত্যতপসস্তস্যানুরূপো গুণৈঃ
সৌমিত্রেরুদপাদি তুল্যমহিমা বাক্‌পালনামানুজঃ ॥
যঃ শ্রীমান্ নয়বিক্রমৈকবসতির্ভ্রাতুঃ স্থিতঃ শাসনে
শূন্যাঃ শত্রুপতাকিনীভিরকরোদেকাতপত্রা দিশঃ ॥"

---

* অধ্যাপক কীলহোর্ণ এই তাম্রশাসনের পুনঃসম্পাদনকালে পরবল-স্থলে "শ্রীবল্লভ" এইরূপ পাঠ সংশোধন করিয়াছেন। জিন সেন-কৃত অরিষ্টনেমি পুরাণ-সংগ্রহে হরিবংশে (৬৬ সর্গে) আছে—"শাকেষ্বব্দশতেষু সপ্তসু দিশং পঞ্চোত্তরেষূত্তরাং।
পাতীন্দ্রায়ুধনাম্নি কৃষ্ণনৃপজে শ্রীবল্লভে দক্ষিণাম্।"

এই বর্ণনায় জানা যাইতেছে, কৃষ্ণরাজ-পুত্র শ্রীবল্লব ৭০৫ শাকে অর্থাৎ গৌড়াধিপ ধর্ম্মপালের সমসময়েই, রাষ্ট্রকূট-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ডাক্তার রামগোপাল ভাণ্ডারকর, বহু গবেষণার পর, রাষ্ট্রকূটাধিপতি কৃষ্ণরাজের পুত্র দ্বিতীয় গোবিন্দকেই উক্ত শ্রীবল্লভ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কাবী ও পৈঠন হইতে প্রাপ্ত তাম্রশাসনেও রাষ্ট্রকূট-রাজ ২য় গোবিন্দ শ্রীবল্লভ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। অতএব আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, ধর্ম্মপাল, রাষ্ট্রকূট-পতি ২য় গোবিন্দের কন্যা রণ্ণা দেবীকে ববাহ করেন।

বাক্‌পালের রাজ্যলাভ হয় নাই। তিনি ভ্রাতার রাজ্য-বিস্তারে বিস্তর সহায়তা করেন। ত্রিভুবনপাল যুবরাজ ছিলেন। তিনিও রাজা হইতে পারেন নাই। বোধ হয়, পিতার জীবদ্দশাতেই তাঁহার পরলোক হয়। সুভট নামক কবি ত্রিভুবনপালের আশ্রয়ে এবং উৎসাহে 'দূতাঙ্গদ নামক ছায়ানাটক সংস্কৃতে রচনা করেন। *

তাম্রশাসনে ধর্ম্মপালের পরমসৌগত পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ বিশেষণ দেখিতে পাই। ধর্ম্মপাল গৌড়েশ্বর উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মপাল পরমসৌগত হইলেও পরধর্ম্মদ্বেষ্টা ছিলেন না। মহাসামন্তাধিপতি নারায়ণ বর্ম্মা নারায়ণবিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। বিগ্রহ-সেবার ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ যুবরাজ ত্রিভুবন পালের দ্বারা ধর্ম্মপালকে অনুরোধ করেন। ধর্ম্মপাল তাঁহার অনুরোধে নারায়ণভট্টারকের উদ্দেশে যে ভূমি দান করেন, সেই ভূমিদানের বিষয় তাম্রশাসনে উল্লিখিত হইয়াছে। ভূমিদানের সময় রাজা পাটলীপুত্রের জয়স্কন্ধাবারে ছিলেন। সেখানে তাঁহার সেবার জন্য রাজগণ সমবেত হইয়াছিলেন। গঙ্গার উপর নৌ-সেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল। উত্তরদেশীয় সামন্তগণ ধর্ম্মপালকে অনেক অর্থ উপঢৌকন দিয়াছিলেন। বৌদ্ধেরা জম্বুদ্বীপ শব্দটী কি অর্থে ব্যবহার করিতেন, জানা যায় না। সম্ভবতঃ এই শব্দটী দ্বারা বর্ত্তমান ভারতবর্ষ অপেক্ষা বৃহত্তর ভারতবর্ষকে বুঝাইত। রাজা কোন প্রয়োজনবশতঃ পাটলীপুত্রে জয়স্কন্ধাবার স্থাপন করেন। অশোকের সময়ের পাটলীপুত্র শোণের ভাঙ্গনে নষ্ট হইয়াছিল। উহার নিকটেই এই সময়ে নব পাটলীপুত্র নির্ম্মিত হয়। ধর্ম্মপাল বর্দ্ধনকোটের ৭০ মাইল উত্তরে একটী

* বিশ্বকোষ—পালবংশ।

দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। কামরূপের আক্রমণ প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যেই এই দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

এই সময় গৌড়রাজ্য কতিপয় ভুক্তিতে বিভক্ত ছিল। পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তি, তীরভুক্তি ও শ্রীনগরভুক্তি—এই তিনটী ভুক্তির নাম পাওয়া গিয়াছে। পাটলীপুত্র প্রদেশ তীরভুক্তির অন্তর্গত ছিল। উড়িষ্যার হিন্দুরাজ্যে ভুক্তিকে দণ্ডপথ বলিত। ভুক্তিগুলি কতিপয় মণ্ডলে এবং মণ্ডলগুলি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে বিভক্ত ছিল। মুসলমান আমলে ভুক্তিগুলি সরকার, মণ্ডলগুলি পরগণায় পরিণত হইয়াছিল। কয়েকটী গ্রাম লইয়া এক একটী বিষয় হইত। ধর্ম্মপাল নারায়ণসেবার উদ্দেশে পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তঃপাতী ব্যাঘ্রতটী মণ্ডলান্তর্গত মহন্তাপ্রকাশ বিষয়ের মধ্যবর্ত্তী ক্রৌঞ্চশ্বভ্র গ্রাম, গোপিপ্পালী গ্রাম, মাঠাশাম্মলী ও পলিতক গ্রাম দান করেন। এ সকল স্থান কোথায় এখন তাহা নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য। বোধ হয়, এ সকল গ্রাম গৌড়ের নিকটবর্ত্তী ছিল, কারণ গৌড়ের নিকটেই এই তাম্রশাসন খানি পাওয়া গিয়াছে। তাম্রশাসনে শ্বভ্র, গঙ্গিনিকা, যানিকা, যানক, সীমাবীটী, অর্দ্ধস্রোতিকা, দ্বীপিকা, খাটিকা, জোলক ও গোমার্গ শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। শ্বভ্র শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ গর্ত্ত, দ্বীপিকা শব্দের অর্থ ক্ষুদ্রদ্বীপ বা চর, খাটিকা অর্থে খাড়ী, জোলক অর্থে জোলা। মালদহ জেলায় গঙ্গা নদীর যত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ভারতবর্ষে এরূপ আর কুত্রাপি হয় নাই। গঙ্গা হইতে নির্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোত এই জেলার পশ্চিমাংশে প্রবাহিত হইত। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতকে পূর্ব্বে গঙ্গিনিকা বলিত। যানিকা, যানক ও অর্দ্ধস্রোতিকা শব্দের অর্থ নির্ণয় করা কঠিন। জৈন ন্যায়িকা পরকর্ম্মকৃৎ ও দেবকুলিকা শব্দে বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত স্থান বুঝাইত।

ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনে প্রদত্ত গ্রামের চতুঃসীমা প্রদত্ত হইয়াছে।

স্থালীকট বিষয় আম্রষণ্ডিকা মণ্ডল ও উড্রমণ্ডল প্রভৃতি কয়েকটী বিষয় ও মণ্ডলের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। মণ্ডলগুলি খুব বড় ছিল। হিন্দু-রাজত্ব-কালে দশখানি গ্রাম লইয়া বিভাগ হইত ও দশ গ্রামের রাজস্ব, আদায়কারীকে দশ গ্রামিক বলা হইত। কয়েকটী দশগ্রাম লইয়া একটী বিষয় হইত। বলা বাহুল্য যে, রাজস্ব-আদায়ের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই সমুদয় বিভাগ সৃষ্ট হইয়াছিল। নিম্নলিখিত পদস্থ লোকদিগকে জানাইয়া ও তাহাদিগের সম্মতি লইয়া ভূমিদান করা হইয়াছে :—

১। রাজা
২। রাজনক
৩। রাজপুত্র
৪। রাজামাত্য
৫। বিষয়পতি
৬। ষষ্ঠাধিকৃত
৭। সেনাপতি
৮। দণ্ডশক্তিক
৯। দণ্ডপাশিক
১০। চৌরোদ্ধরণিক
১১। দোঃ সাধ-সাধনিক বা দৌঃসাধিক
১২। দূত
১৩। গমাগমিক
১৪। অভিত্বরমাণ
১৫। নাকাধ্যক্ষ
১৬। বলাধ্যক্ষ
১৭। তরিক
১৮। শৌল্কিক
১৯। গৌল্মিক
২০। তদাযুক্তক
২১। বিনিযুক্তক
২২। ভোগপতি
২৩। মহামহত্তর
২৪। মহত্তর
২৫। দশ গ্রামিকাদি বিষয় ব্যবহারিক
২৬। জ্যেষ্ঠ কায়স্থ
২৭। মহাসামন্তাধিপতি *

---

* প্রাচীনকালে, এমন কি রামায়ণের যুগে, অষ্টাদশজন প্রধান, রাজতন্ত্রে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। (১) মন্ত্রী (২) পুরোহিত (৩) যুবরাজ (৪) সেনাপতি (৫) দৌবারিক

উপরি-উক্ত পদ সমূহের বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা ও রাজতন্ত্রের প্রতি বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্য ছিল। সমুদয় পদের অধিকার স্পষ্ট বুঝা যায় না। রাজপুত্র ভবিষ্যতে রাজা হইবেন, সুতরাং তাঁহাকে সমুদয় বিষয় জানান হইত ও প্রয়োজনীয় স্থলে তাঁহার সম্মতি লওয়া হইত। রাজগণের নিম্নে রাজনকের সম্মান ছিল। এখনকার জমিদারদিগের ন্যায় ক্ষমতাপন্ন ভূস্বামীদিগকে রাজনক বলা হইত। দণ্ড-শক্তিক দণ্ড প্রদান করিতেন। দণ্ড-পাশিক দণ্ড দানের যন্ত্রাদির অর্থাৎ শূল-খড়্গাদির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। দোঃসাধসাধনিক বা দৌঃসাধিক নিয়োজিত শ্রমজীবীদিগের পরিদর্শক ছিলেন। "ত্রিকাণ্ডশেষ" নামক সংস্কৃত অভিধানের মতে দৌঃ-সাধিক শব্দের অর্থ দ্বারপাল। গমাগমিক ও অভিত্বরমাণ কিংবা গমা-গমিকাভিত্বরমাণ দ্রুতগামী বার্ত্তাবহদিগের অধ্যক্ষ ছিলেন। পূর্ব্ব দেশে নৌ-বিভাগের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ছিল। পাল-রাজগণ নদী প্রধান দেশের অধীশ্বর ছিলেন; তজ্জন্য তাঁহারা নৌ-বিভাগের বিশেষ আদর করিতেন। তরিক নৌ-সেনা-বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। কথিত আছে, মহারাজ মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের সময় পূর্ব্ব দেশের নিমিত্ত নৌ-সেনা-বিভাগের সৃষ্টি হয়। নাকাধ্যক্ষ ও গৌল্মিক শান্তি রক্ষার্থ রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশে স্থাপিত সেনাদলের অধ্যক্ষ ছিলেন। অদ্যাপি মালদহ জেলায় নাকা শব্দটী প্রচলিত আছে। বিনিযুক্তক কর্ম্মচারি-নিয়োগের অধ্যক্ষ ছিলেন। খাদ্যাদির সরবরাহ ভোগপতির কার্য্য ছিল। প্রত্যেক "বিষয়ের" হিসাব

(৬) অন্তঃপুরাধিকৃত (৭) বন্ধনাগারাধিকৃত (৮) ধর্ম্মসেনাধিকৃত (৯) ধনাধ্যক্ষ (১০) রাজাজ্ঞায় আজ্ঞাপ্যদের প্রতিবক্তা (১১) প্রাড়বিবাকসংজ্ঞক ব্যবহার দ্রষ্টা (১২) ব্যবহার নির্ণেতা সভ্য (১৩) সেনাদের জীবিতভৃতিদানাধ্যক্ষ (১৪) কর্ম্মান্তে বেতনগ্রাহী (১৫) নগরাধ্যক্ষ (১৬) রাষ্ট্রান্ত পাল ইনিই আটবিক (১৭) দুষ্টদের দণ্ডনাধিকারী (১৮) জলগিরিবনস্থলদুর্গপাল। বৌদ্ধযুগে পুরোহিত-প্রাধান্য লুপ্ত হইয়াছিল।

রাখার জন্য যে কার্য্যালয় ছিল, বিষয়পতি তাহার অধ্যক্ষ ছিলেন। বিষয় কার্য্যালয়ে জমীর পরিমাণ ও রাজস্বের হিসাব থাকিত। হিন্দু-রাজত্ব-কালে উড়িষ্যাদেশে বিষয়ী ও বিষয়পতি রাজার নিকট রাজস্ব-আদায়ের জন্য দায়ী ছিলেন। নিকটবর্ত্তী গৌড় রাজ্যেও যে ঐরূপ বন্দোবস্ত ছিল, তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। দক্ষিণ ভারতে বিষয়ীকে দেশ-মুখ বলিত। মুসলমান আমলে বিষয়পতিদিগের চৌধুরী নাম হইয়াছে। ষষ্ঠাধিকৃত রাজস্ব-সংগ্রাহক ছিলেন, ইঁান মুসলমান আমলের মজুমদার। উড়িষ্যায় সামন্তেরা, রাজ্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের সেনাপতিও ছিলেন। গৌড়রাজ্যেও সেইরূপ ব্যবস্থা ছিল। মহাসামন্তাধিপতি সামন্তদিগের ও সৈন্যের তত্ত্বাবধায়কছিলেন। কায়স্থেরা তৎকালে গোমস্তার কার্য্য করিত। জ্যেষ্ঠকায়স্থ "বিষয়" কার্য্যালয়ে থাকিয়া তাহাদিগের কার্য্য-প্রণালীর তত্ত্বাবধারণ করিতেন। মহত্তর কর্ম্মচারীর কি কর্ত্তব্য ছিল বুঝা যায় না। "কথাসরিৎ সাগরে" এই পদাধিষ্ঠিত কর্ম্মচারীর উল্লেখ আছে। তাঁহারা রাজার অন্তরঙ্গ স্বরূপ ছিলেন। মহামহত্তরের অধীন অবশ্য বহু মহত্তর কর্ম্মচারী থাকিতেন। দশগ্রামের রাজস্ব-সংগ্রহের জন্য দশগ্রামিক নিযুক্ত হইত, তাহারা জ্যেষ্ঠকায়স্থের অধীন ছিল। প্রত্যেক বিষয়ে যে সকল গোমস্তা বা পাটওয়ারি নিযুক্ত হইত, তাহারা জ্যেষ্ঠকায়স্থের অধীন ছিল। উড়িষ্যায় হিন্দু আমলে করণ জাতীয়েরা এইরূপ কার্য্য করিত।

যে রাজতন্ত্র এতগুলি ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্রে বিভক্ত ছিল, তাহার রাজকার্য্য যে সুন্দররূপে পরিচালিত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। ধর্ম্মপালের মহাসামন্তের নাম নারায়ণ বর্ম্মা। ইনি জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। তাম্র-শাসনে রাজপুত্র দেবটকৃত আলির উল্লেখ আছে। তিনি কোন্ রাজার পুত্র জানা যায় না। এই তাম্রশাসন খানি, ধর্ম্মপালের রাজত্বের দ্বাত্রিংশ বর্ষে প্রদত্ত হয়। ইহা কোন ব্যক্তি বিশেষকে দেওয়া হয় নাই। সুন্ন-

নারায়ণ দেবের সেবা নির্ব্বাহার্থ প্রদত্ত হয়। লাট দেশীয় দ্বিজগণ সেবা চালাইতেন। কোন শাস্ত্রে নুন্ননারায়ণের নাম নাই। নুন্ন (নুদ্‌ধাতু ক্ত) শব্দের অর্থ প্রেরিত। বোধ হয় লাট দেশীয় দ্বিজগণ, নারায়ণের একটী মূর্ত্তি সঙ্গে লইয়া বেড়াইত, তাঁহারই নাম নুন্ননারায়ণ হইয়াছিল।

রাষ্ট্রকূট রাজগণের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়াতে, ধর্ম্মপাল, লাট দেশীয় দ্বিজগণকে স্বরাজ্যে আনিয়াছিলেন, এরূপ অনুমিত হয়। তাম্রশাসনে অকিঞ্চিৎ প্রগ্রাহ্য ও পরিহৃত সর্ব্বপীড় এই দুটী শব্দ আছে। উহার অর্থ এই যে জমির কোন কর ও পীড়া অর্থাৎ আবওয়াব লওয়া হইবে না।

রঙ্গপুর ও জলপাইগুড়ি অঞ্চলে এক ধর্ম্মপালের নাম শুনা যায় ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নগরাদির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইনি গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপাল কিনা জানা যায় না। ধর্ম্মপালের সময় ময়নাগড়ের রাজা লাউসেনের উদয় হয়। লাউসেন ধর্ম্মপালের সেনাপতি ছিলেন। লাউসেনের মাতা রঞ্জাবতী, রামাই পণ্ডিতের উপদেশে ধর্ম্মপূজা করিয়া লাউসেনকে পুত্র-রূপে লাভ করেন, লোকের এইরূপ বিশ্বাস ছিল। রামাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণ বা ধর্ম্মপুরাণ পাওয়া গিয়াছে। লাউসেন ময়নাগড়ের রঙ্কিণী নাম্নী কালী ও লোকেশ্বর নামক শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। লাউসেনের সঙ্গে গৌড়ের রাজমন্ত্রীর সদ্ভাব ছিল না। তিনি লাউসেনের বিনাশ সাধনের চেষ্টা করিতেন। কথিত আছে, এক সময়ে লাউসেন ময়নাগড়ের নিকটবর্ত্তী হাকন্দে তপস্যার্থে গমন করেন। এই অবসরে গৌড়-রাজমন্ত্রী ময়নাগড় আক্রমণ করেন। লাউসেনের পত্নী কানাড়া মন্ত্রীকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল মতে লাউসেন ৭০৩ শকে বর্ত্তমান ছিলেন। অজয় নদীর তীরে ঢেকুর বা ত্রিষষ্টিগড় নামক স্থানে ইছাই ঘোষ নামক এক ব্যক্তি স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। লাউসেন তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করেন। ইছাই

ঘোষের পিতার নাম সোমঘোষ। ইছাই ঘোষ শাক্ত ছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্যামরূপার গড়ই এখন সেনপাহাড়ীগড় নামে পরিচিত। এই গড় অতি প্রাচীন। পূর্ব্বকাল হইতে পশ্চিম রাঢ়ে গোপ জাতির রাজ্য ছিল। এই গোপেরা সদ্‌গোপ নামে প্রসিদ্ধ। পশ্চিম রাঢ়ে উগ্র বা উগ্রক্ষত্রিয়-দিগেরও একটী রাজ্য ছিল। এই সকল রাজ্য পাল-রাজাদিগের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। লাউসেন, গৌড়েশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হইয়া, কাম-রূপাধিপতি কর্পূর ধবল বা কর্পূর ধলকে পরাজিত করেন। ইঁহার মন্ত্রি-কর্তৃক ধর্ম্মপালের মন্ত্রী কয়েকবার কামরূপ হইতে পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আইসেন।

খালিমপুরের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্ব্বে বুদ্ধগয়ায় ধর্ম্মপালের রাজত্বের ষড়বিংশ বর্ষের একখানি অতি ক্ষুদ্র তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। ধর্ম্মপাল, গয়ার মহাবোধি তরুর নিকট মহাদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, তৎকালে বুদ্ধ ও শিব অভিন্ন বলিয়া বিবেচিত হইতেছিলেন।

ধর্ম্মপাল আদিগাঞি ওঝাকে ধামসার নামক গ্রাম দান করেন। আদিগাঞি ওঝা ভট্টনারায়ণের পুত্র। লাহেড়ী বংশাবলীতে আছে :—

"রাজা শ্রীধর্ম্মপালঃ সুখ-সুরধুনীতীরদেশে বিধাতুং
নাম্নাদিগাঞী বিপ্রং গুণযুততনয়ং ভট্টনারায়ণস্য।
যজ্ঞান্তে দক্ষিণার্থং সকনক-রজতৈর্ধামসারাভিধানং
গ্রামং তস্মৈ বিচিত্রং সুরপুরসদৃশং প্রাদদৎ পুণ্যকামঃ॥"

তিব্বত দেশীয় পাগ্‌—সাম্‌—জোন্‌—জাঙ্‌ নামক গ্রন্থে টঙ্গদাস নামক কায়স্থ বৃদ্ধের নাম আছে। ইনি ধর্ম্মপালের লেখক ছিলেন।*

মহীপাল নামক এক রাজা ধর্ম্মপালের সময়ে বা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে উত্তর

* সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা, ত্রয়োদশ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা।

রাঢ়ে রাজত্ব করিতেন। * তাঁহার সময়ে জনশ্রুতি মতে মুর্শিদাবাদ জেলায় সাগরদীঘী খনিত হয়। সাগরদীঘির তটে একটী প্রস্তরে এই শ্লোকটী খোদিত আছে। যথা :—

"শাকে সপ্তদশাব্দকে স্থিতা সাগরদীর্ঘিকা।
পালবংশকৃতং খাতং ব্রহ্মহমুক্তিহেতবে ॥"

অর্থাৎ ৭১০ শাকে ব্রহ্মহত্যা পাপের মুক্তির জন্য সাগরদীঘি খনিত হয়। কথিত আছে রাজস্কন্ধাবার স্থাপনের সময় বৃক্ষারূঢ় এক ব্রাহ্মণ বালকের বৃক্ষ হইতে পতন জন্য মৃত্যু হওয়ায় রাজা তাহার প্রায়শ্চিত্তার্থ এই দীর্ঘিকা খনন করান।

ধর্ম্মপালই প্রথম পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অধিকার করেন। তৎকালে ভূশূর পুণ্ড্রবর্দ্ধনে রাজত্ব করিতেছিলেন। ভূশূর পুণ্ড্রবর্দ্ধন হারাইয়া রাঢ়দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই সময়ে উত্তররাঢ়ের সিংহেশ্বর গ্রামে আদিত্য শূর নামক শূরবংশীয় একজন রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন। ভূশূর তজ্জন্য উত্তররাঢ়ে না থাকিয়া দক্ষিণরাঢ়ে গমন করেন।

১ম ধর্ম্মপালের প্রায় দুই শত বৎসর পরে আর একজন ধর্ম্মপালের নাম পাওয়া যায়; কিন্তু তাঁহার উল্লেখ কোন তাম্রশাসনে পাওয়া যায় না। ইহাতে বোধ হয়, তিনি প্রাদেশিক রাজা ছিলেন। প্রবাদ যে রঙ্গপুর জেলায় ডিমলা থানার অন্তর্গত ধরমপুর নামক গ্রামে ধর্ম্মপাল রাজত্ব করিতেন। ইনি বঙ্গরাজ্যের রাজা মাণিকচন্দ্রের স্ত্রী ময়নামতীর ভগিনী বনমালাকে (নামান্তর সাফুল্লাকে) বিবাহ করেন। মাণিক চন্দ্রের মৃত্যুর পর ধর্ম্মপাল তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন, কিন্তু রাণী ময়নামতী, সৈন্যসংগ্রহ পূর্ব্বক

---

* কাপ্তেন লেয়ার্ডের পত্রপাঠে জানা যায়,—বহরমপুরের নিকটে একটী লুপ্ত নগর আছে। রাজা মহীপাল ঐ নগর নির্ম্মাণ করেন, এইরূপ জনপ্রবাদ।
(Proceedings. A. S. B. 8853, p. 578).

তিস্তানদীর তীরে ঘোরতর যুদ্ধে ধর্ম্মপালকে পরাজিত করিয়া স্বীয় পুত্র গোবিন্দচন্দ্রকে রাজা করেন। এই সকল ঘটনার সঙ্গে বঙ্গাধিরাজ ১ম ধর্ম্মপালের কোন সংস্রব নাই। যখন এই সকল ঘটনা হয়, তখন বোধ হয় ২য় মহীপাল দেব গৌড়ের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

তৃতীয় রাজা—দেবপাল। ৮৩০ খৃঃ—৮৬৫ খৃঃ।

ধর্ম্মপালের অনুজ বাক্‌পালের দুই পুত্র, দেবপাল ও জয়পাল। কেহ কেহ বলেন, জয়পাল দেবপালের খুল্লতাত পুত্র ছিলেন। দেবপাল রাজ-সিংহাসন প্রাপ্ত হন। জয়পাল ভ্রাতার শাসনে থাকিয়া ভ্রাতার রাজ্য-বিস্তারের সহায়তা করেন। প্রায় সমস্ত উত্তর ভারত জয়পালের বীরত্বে দেবপালের অধীন হয়। জয়পাল বহু চেষ্টায় উত্তররাঢ় উদ্ধার করেন, ও অর্থ বলে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে হস্তগত করেন। ছান্দোগ-পরিশিষ্ট প্রকাশে নারায়ণ লিখিয়াছেন,—তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ পরিতোষের বংশধর উমাপতি, মহারাজ জয়পাল হইতে প্রভূত দান গ্রহণ করিয়াছিলেন। উমাপতি পণ্ডিতাগ্রণী ও বহু শিষ্যের অধ্যাপক ছিলেন। তারানাথ বলেন,—দেবপাল উড়িষ্যা অধিকার করেন। ১০৩৫ খৃষ্টাব্দে কাষ্ঠ-ফলকে মুদ্রিত কোন তিব্বতীয় ইতিহাসে লিখিত আছে, গৌড়েশ্বর দেব-পাল বঙ্গদেশ হইতে সংগৃহীত সেনাবলের সাহায্যে মগধ ও বরেন্দ্রভূমি স্বরাজ্যভুক্ত করেন।

মহীপালের তাম্রশাসনে আছে :—

"তস্মাদুপেন্দ্র চরিতৈর্জগতীং পুনানঃ
পুত্রো বভূব বিজয়ী জয়পালনামা।
ধর্ম্মদ্বিষাং শময়িতা যুধি দেবপালে
যঃ পূর্ব্বজে ভুবন-রাজ্যসুখান্যনৈষীৎ॥

দেবপাল বৌদ্ধ ছিলেন। এখানে "ধর্ম্মদ্বিষাং" কাহাদিগকে বলা হইয়াছে, বুঝা গেল না।

নারায়ণ পালের তাম্রশাসনে আছে—জয়পাল জ্যেষ্ঠের আদেশে উৎকল ও প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর অধিকার করেন। জলপাল যুদ্ধ যাত্রা করিলে উৎকল-রাজ নিজ রাজধানী ত্যাগ করিয়া পলাইলেন। প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর তাঁহার আজ্ঞা মস্তকে ধারণ করিতেন। যথা :—

"যস্মিন্ ভ্রাতুর্নিদেশাৎ বলবতি পরিতঃ প্রেষিতে জেতুমানাঃ
সীদন্নাম্নৈব দূরান্নিজপুরমজহাদুৎকলানামধীশঃ।
আসাঞ্চক্রে চিরায় প্রণয়ি-পরিবৃতো বিভ্রদুচ্চেন মূর্দ্ধা
রাজা প্রাগ্‌জ্যোতিষাণামুপশমিতসমিৎ শঙ্কয়া যস্য চাজ্ঞাম্॥"

দর্ভপাণি মিশ্র, দেবপালের মন্ত্রী ছিলেন। দিনাজপুরের মঙ্গল বাড়ী বোদাল নামক স্থানের গরুড়-স্তম্ভ-লিপিতে আছে, দর্ভপাণির মন্ত্রণাগুণে দেবপালের রাজ্য রেবার উৎপত্তি স্থান হইতে উত্তরে হিমালয় ও পূর্ব্ব-পশ্চিমে সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, যথা :—

"আরেবা-জনকান্মতঙ্গজমদস্তিম্যচ্ছিলাভৃৎপতে
রাগৌরী পিতুরীশ্বরেন্দুকিরণৈঃ পুষ্যৎসিতিম্নো গিরেঃ।
মার্ত্তণ্ডাস্তময়োদয়ারুণজলাদাবারিরাশিদ্বয়া
ন্নীত্যারাজ্যভুবং চকার করদাং শ্রীদেবপালো নৃপঃ॥"

বিহারের মুঙ্গেরে তাম্রশাসনে লিখিত আছে, দেবপালের রাজ্য গঙ্গার উৎপত্তি স্থান হইতে সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত ও পূর্ব্বদেশীয় লক্ষ্মীকূল হইতে পশ্চিমে সাগরের তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। লক্ষ্মীকূল, বোধ হয়, লাক্ষানদীর কূল হইবে। বিন্ধ্য, কাম্বোজ তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, ইহা, বোধ হয় অত্যুক্তি। তারানাথ বলেন—দেবপাল বিন্ধ্য ও হিমালয়ের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত ভূভাগ অধিকার করেন। দেবপাল নিজ রাজত্বের

ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষের একবিংশ মার্গশীর্ষ দিনে শ্রীনগর ভুক্তির অর্থাৎ বর্ত্তমান পাটনার নিকটবর্ত্তী ক্রমিলের অন্তর্গত মিষিক নগর বৌদ্ধ ভিক্ষু রাত মিশ্রকে দান করেন।

অশোক হইতে কণিষ্কের সময় পর্য্যন্ত যত দান পত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহার প্রায় তিন চতুর্থাংশ বৌদ্ধদিগকে ও অবশিষ্ট জৈনদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার পর যে সকল দান-পত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহার তিন-চতুর্থাংশ ব্রাহ্মণদিগকে ও অবশিষ্ট বৌদ্ধ ও জৈনদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত যত দান-পত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার সমস্তই ব্রাহ্মণদিগকে প্রদত্ত,—কদাচিৎ দুই-এক খানি বৌদ্ধ ও জৈন-দিগকে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে নিসংশয়ে প্রমাণিত হইতেছে যে, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের উপর সম্পূর্ণ প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল।

বোধ হয়, মুঙ্গেরে দেবপালের একটী রাজধানী ছিল। কুলাচার্য্য হরি-মিশ্র দেবপালের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। দেবপাল বৌদ্ধ হইলেও, ব্রাহ্মণদিগকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। দেবপাল-সম্বন্ধে হরিমিশ্র বলিতেছেন :—

"ক্ষ্মাপালঃ প্রতিভুর্ভুবঃ পতিরভূৎ গৌড়ে চ রাষ্ট্রে ততঃ
রাজাভূৎ প্রবলঃ সদৈব শরণঃ শ্রীদেবপালস্ততঃ।
প্রজ্ঞাবাক্যবিবেকশীলবিনয়ৈঃ শুদ্ধাশয়ঃ শ্রীযুতো
ধর্ম্মে চাস্য মতিঃ সদৈব রমতে স স্বীয়বংশোদ্ভবে॥"

বিমলাদেবী নাম্নী দেবপালের এক কন্যার নাম পাওয়া যায়। মহা-স্থানের ৯ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে একটী উচ্চ বাঁধ দৃষ্ট হয়। তাহার উপরে একটী মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। স্থানীয় লোকে উহাকে "দেবপাল কা ছত্রি" বলে। এখানে দেবপালের মৃত্যু হয়। তাঁহার

ভস্মাবশেষের উপর এই মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার নিকট যোগি-গুফা নামক স্থান আছে। প্রবাদ যে, যোগি-গুফা হইতে মহাস্থানের কালীবাড়ী যাওয়ার জন্য যে একটী ভূমধ্যপথ ছিল, তাহা দেবপালের কৃতি।

দেবপাল অনেক দিন রাজত্ব করেন। "ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ড" বলেন—দেবপাল কলির চারি হাজার বর্ষ অতীত হইলে, রাজা হইয়া অঙ্গরাজ্যে আট খানি গ্রাম স্থাপন করিবেন। বিহারের নিকট হইতে ঘোষরাঁবা * নামক স্থান হইতে আবিষ্কৃত ক্ষোদিত লিপি পাঠে জানা যায় যে, বীরদেব নামক এক জন বৌদ্ধ পরিব্রাজক বিহারের যশোবর্ম্মপুরে দেবপালের অনুগ্রহে অনেক দিন অতিবাহিত করেন। উত্তরাপথের নগরহার নামক স্থান হইতে বীরদেব আসিয়াছিলেন। বীরদেব সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। "ব্রহ্মখণ্ডে"র মতে দেবপালের পুত্রের নাম শরণ পাল।

৪র্থ রাজা—বিগ্রহপাল দেব। ৮৬৫ খৃঃ—৯০০ খৃঃ।

দেবপালের পর, তদীয় ভ্রাতা জয়পালের পুত্র বিগ্রহপাল দেব সিংহাসনে আরোহণ করেন। তৎ-সম্বন্ধে মদনপাল দেবের তাম্রশাসনে আছে ;—

"শ্রীমদ্‌বিগ্রহপালস্তৎসূনুরজাত শত্রু ইব জাতঃ।
শত্রুবনিতা-প্রসাধন-বিলোপী বিমলাসিজলধারঃ॥"

নারায়ণ পালের তাম্রশাসনে আছে ;—

"রিপবো যেন গুর্ব্বীণাং বিপদামাস্পদীকৃতাঃ
পুরুষায়ুষদীর্ঘাণাং সুহৃদঃ সম্পদামপি।

---

* ঘোষরাঁবার অন্যনাম যশোবর্ম্মপুর। ইহা বিহার নগরের ৭ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার বিহারের নাম বজ্রাসন বিহার। এই নগরে কনোজ-রাজ কমলাযুধ যশোবর্ম্ম-দেব গৌড়পতিকে পরাজিত ও নিহত করেন। তখন মগধ রাজ্যও, বোধ হয়, গৌড়-পতির অধীন ছিল।

লজ্জেতি তস্য জলধেরিব জহ্নুকন্যা
পত্নী বভুব কৃতহৈহয়বংশভূষা ॥"

বিগ্রহপাল অজাতশত্রুর ন্যায় ছিলেন। তাঁহার প্রতাপে অনেক শত্রু নষ্ট হয়। তিনি রিপুগণের বিপদ ও সুহৃদ্‌গণের দীর্ঘ সম্পদ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। হৈহয়-বংশ-জাতা লজ্জাদেবী, বিগ্রহপালের মহিষী ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে নারায়ণ পালের তাম্রশাসনে আছে ;—

"যস্যাঃ শুচীনি চরিতানি পিতুশ্চ বংশে
পত্যুশ্চ পাবনবিধৌ পরমো বভূব।"

লজ্জাদেবীর সুচরিত্রে তাঁহার পিতৃ ও পতিকুল পবিত্র হইয়াছিল।

মঙ্গলবাড়ীর স্তম্ভে লিখিত আছে—কেদারমিশ্র সুরপালের মন্ত্রী ছিলেন। সুরপাল উড়িষ্যা গুর্জ্জর ও দ্রাবিড় জয় করেন, যথা ঃ—

"উৎকীলিতোৎকলকুলং হৃতহূণগর্ব্বং
খর্ব্বীকৃত দ্রবিড়গুর্জ্জরনাথ-দর্পং।
ভূপৃষ্ঠমব্ধিরশনাভরণম্বুভোজ
গৌড়েশ্বরশ্চিরমুপাস্যধিয়ং যদীয়াং ॥"

পাল-রাজগণের বংশ-তালিকায় সুরপাল নামক কোন রাজার নাম নাই। ইহাতে অনুমিত হয়, প্রথম বিগ্রহপালের নামই সুরপাল।

ঘোষ রাঁবার বজ্রাসন-বিহারের ধ্বংসাবশেষ হইতে বিগ্রহপালের ৯১০ খৃষ্টীয়াব্দের বহু রৌপ্য মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মুদ্রা পারস্যের অগ্ন্যুপাসকদিগের মুদ্রার অনুরূপ। মুদ্রার সম্মুখ ভাগে অস্পষ্ট রাজমুণ্ড ও 'শ্রীবিগ্রহ' এই কয়েকটী কথা আছে। সুরপালের রাজত্বের দ্বাদশবর্ষের একখানি শাসন-লিপিও পাওয়া গিয়াছে।

৫ম রাজা নারায়ণ পাল দেব।

৯০০ খৃঃ—৯২৫ খৃঃ।

নারায়ণ পাল, বিগ্রহপালদেবের ঔরসে ও লজ্জাদেবীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ভাগলপুরে নারায়ণপালের রাজত্বকালের সপ্তদশ বর্ষের তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। তাহা হইতে নারায়ণপালদেবের সময়ের নানাকথা জানিতে পাই। তাম্রশাসনের প্রথম শ্লোক এইঃ—

"স্বস্তি।

মৈত্রীং কারুণ্যরত্নপ্রমুদিত হৃদয়ঃ প্রেয়সাং সন্দধানঃ
সম্যক্‌সম্বোধিবিদ্যাসরিদমলজলক্ষালিতা জ্ঞানপঙ্কঃ।
জিত্বা যঃ কামকারি প্রভবমভিভবংশাশ্বতীং বা যশোঽন্ধিং
স শ্রীমান্ লোকনাথো জয়তি দশবলোঽন্যশ্চ গোপালদেবঃ॥"

কারুণ্যরত্ন-প্রমুদিত-হৃদয়, মারজয়ী দশবল বুদ্ধকে নমস্কার করিয়া এই তাম্রশাসনের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। নারায়ণপাল বৌদ্ধ ছিলেন। এই শ্লোকে বংশপ্রবর্ত্তক গোপাল দেবেরও নাম আছে। বুদ্ধদেবের যে সকল বিশেষণ আছে, গোপালদেবকেও, সেই সকল বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। তাহার পর ধর্ম্মপালের সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে ঃ—

"লক্ষ্মীজন্মনিকেতবংশ মকরোদ্ বোঢ়ুং ক্ষমক্ষ্মাভরং
পক্ষচ্ছেদভয়াদুপস্থিতবতাং একাশ্রয়োভূভৃতাম্।
মর্য্যাদা পরিপালনৈকনিরতঃ শৌর্য্যালয়োঽস্মাদভূদ্
দুগ্ধাম্ভোধিবিলাসিহাসিমহিমা শ্রীধর্ম্মপালো নৃপঃ॥"

জানা যাইতেছে, ধর্ম্মপালের সময় বংশের অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। রাজ্যনাশের ভয়ে অনেক রাজা তাঁহার রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, ধর্ম্মপাল তাঁহাদের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেন। একাধারে বীরত্ব ও বাৎসল্যের

অধিষ্ঠানে তাঁহার নির্ম্মলযশঃ বিস্তৃত হইয়াছিল। ইহার পর বাক্‌পাল, দেবপাল, জয়পাল, ও বিগ্রহপালের কিছু কিছু প্রশংসা করিয়া, নারায়ণ পালের বিষয় বলা হইয়াছে, যথা :—

"দিক্‌পালৈঃ ক্ষিতিপালনায় দধতং দেহে বিভক্তাধিয়ঃ
শ্রীনারায়ণপালদেবমসৃজত্তস্যাং স পুণ্যোত্তরম্।
যঃ ক্ষৌণীপতিভিঃ শিরোমণিরুচাশ্লিষ্টাঙ্ঘ্রি পীঠোপলং
ন্যায়োপাত্তমলঞ্চকার চরিতৈঃ স্বৈরেব ধর্ম্মাসনম্॥"

নারায়ণপালের সিংহাসন রাজগণের শিরোমণি-দীপ্তিতে উজ্জ্বল ছিল। তিনি নিজের চরিত্রে ন্যায়োপাত্ত ধর্ম্মাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ন্যায়োপাত্ত শব্দ থাকায় বোধ হইতেছে, সিংহাসনের আরও কেহ প্রার্থী ছিল।

তাম্রশাসনের পশ্চাদুক্ত শ্লোকটীর অর্থ ঐতিহাসিকগণের অনুসন্ধেয়। শ্লোকটী এই :—

"যতঃ পুরাণলিঙ্গানি চতুর্ব্বর্গবিধানী চ।
অরিপ্সন্তে যতঃস্থানি চরিতানি মহীভৃতঃ॥"

শ্লোকটীর যে প্রকৃত পাঠোদ্ধার হইয়াছে, এমন বোধ হয় না। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইহার অর্থ করিয়াছেন,—রাজগণ চতুর্ব্বর্গ-বিধি-বিশিষ্ট লিঙ্গপুরাণের ব্যবস্থা ত্যাগ করিয়া, নারায়ণপালের চরিত্র অনুকরণ করেন।

যদি রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অর্থ প্রকৃত হয়, তবে লিঙ্গপুরাণকে যত আধুনিক মনে করা হয়, প্রকৃতপ্রস্তাবে তত আধুনিক নহে। লিঙ্গপুরাণখানি পাঠ করিলে বোধ হয়, উহা বাঙ্গলার উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলে প্রণীত হইয়াছিল।

নারায়ণ পাল অত্যন্ত দাতা ছিলেন। প্রজ্ঞা ও শাস্ত্রবলে জগৎ বশীভূত করিয়াছিলেন। যথা :—

"যঃ প্রজ্ঞয়া চ ধনুষা চ জগদ্বিনীয়
নিত্যং ন্যবীবিশদনাকুল আত্মধর্ম্মেঃ।
যস্যার্থিনঃ সবিধমেত্য ভৃশং কৃতার্থা
নৈবার্থিতাং প্রতি পুনর্বিদধুর্মনীষাং॥"

এসময়ে রাজগণ কি ধনুঃ ধারণ করিয়া যুদ্ধ করিতেন? বোধ হয়, সেনাদলের অধিকাংশ সেনা ধনুঃ ব্যবহার করিত। নারায়ণ পাল, বিগ্রহপালের জীবদ্দশায় সিংহাসনারোহণ করেন। বিগ্রহপাল, শেষ বয়সে, তপস্যাচরণে প্রবৃত্ত হন; নিম্নলিখিত শ্লোকে এইরূপ অনুমান হয়:—

"তপো মমাস্তু রাজ্যন্তে দ্বাভ্যামুক্তমিদং দ্বয়োঃ।
যস্মিন্ বিগ্রহপালেন সগরেণ ভগীরথে॥"

এই দান-পত্র-প্রদানের সময়, মুদ্গগিরিতে—অর্থাৎ—মুঙ্গেরে নারায়ণ পাল দেবের জয়স্কন্ধাবার স্থাপিত ছিল। মুঙ্গেরের প্রান্তবাহিনী গঙ্গায় নৌ-সেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল; দূর হইতে দেখিলে, সেই সেতুকে শৈল-শিখরশ্রেণী বলিয়া ভ্রম হইত। রাজার হস্তিশ্রেণী দেখিলে, দূর হইতে জলদমালা বলিয়া বোধ হইত। উত্তর দিগ্‌বর্ত্তী সামন্তরাজগণের অশ্ব-ক্ষুরোত্থিত ধূলিপটলে দিগন্তরাল সমাচ্ছন্ন হইত। সমাগত অশেষ রাজপুরুষ, 'রাজা', 'রাণক', 'রাজপুত্র', 'রাজামাত্য', 'মহাসান্ধিবিগ্রহিক', 'মহাক্ষপটলিক', 'মহাসামন্ত', 'মহাসেনাপতি', 'মহাপ্রতিহার', 'মহাকর্ত্তাকৃতিক', 'মহাদোঃসাধসাধনিক', 'মহাদণ্ডনায়ক', 'মহাকুমারামাত্য', 'রাজস্থানীয়োপরিক', 'দাশাপরাধিক', 'চৌরোদ্ধরণিক', 'দাণ্ডিক', 'দাণ্ডপাশিক', 'শৌল্কিক', 'গৌল্মিক', 'ক্ষেত্রপ', 'প্রান্তপাল', 'কোষপাল', 'খণ্ডরক্ষ', 'তদাযুক্তক', বিনিযুক্তক', 'হস্ত্যশ্বোষ্ট্রনৌবলব্যাপৃতক', 'কিশোরবড়বাগোমহিষ্যজাবিকাধ্যক্ষ', 'দূতপ্রেষণিক', 'গমাগমিক', 'অভিত্বরমাণ', 'বিষয়পতি', 'গ্রামপতি', 'তরিক', 'গোদ' 'মালব', 'খশ',

'হূণ', 'কল্লাট', 'লাট' 'চাটভাট' সেবকাদি ও মহাপূজনীয় ব্রাহ্মণ হইতে গোমেদ, অন্ধ্র চাণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলকে জানাইয়া কলশপোত নামক গ্রামে সংস্থাপিত সহস্রায়তনে প্রতিষ্ঠাপিত শিবভট্টারকের উদ্দেশে,পাশুপত আচার্য্য পরিষদকে গঙ্গাতীরবর্ত্তী তীরভূক্তি কক্ষবিষয়ের অন্তর্গত মুকুতিকা গ্রাম মহারাজ নারায়ণ পাল প্রদান করিতেছেন। দানের উদ্দেশ্য এই যে—পাশুপত আচার্য্য পরিষদ, দেবতার সেবা করিবেন ; পীড়িত ব্যক্তিদিগকে আশ্রয় দিবেন ; গ্রামের চতুঃপার্শ্বস্থ গোচারণস্থানে, গ্রামস্থ আম্রমধূক-বৃক্ষে, সগর্ত্তোষর অর্থাৎ নিম্ন ও পতিত অনুর্ব্বর জমিতে, গ্রামে যে শুল্ক, জরিমানা ও রাজস্ব আদায় হইত, তাহাতে পাশুপত আচার্য্যের অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। গ্রামের শান্তিরক্ষার ভারও তাঁহার প্রতি অর্পিত হইয়াছে। চাটভাট প্রভৃতিকে গ্রামে প্রবেশ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। এই চট্টভট্ট, চাটভাট অথবা চাটভট শব্দে কাহাদিগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা বিচার্য্য। ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনেও ইহাদিগের উল্লেখ আছে। স্বর্গীয় উমেশ চন্দ্র বটব্যাল মনে করিতেন,—'চট্টশব্দে চাটগাঁ অঞ্চলের ও ভট্টশব্দে ভুটান অঞ্চলের লোকদিগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, চাটিগাঁ ও ভুটান অঞ্চলের লোক রাজ্যে প্রবেশ করিয়া উৎপাত করিত। আমাদিগের এই অনুমান সঙ্গত বোধ হয় না। সীমান্তবাসী জাতিগণ ভিন্ন রাজার আজ্ঞাপালন করিবে কেন? এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, পাল-রাজগণের রাজ্য চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল এবং চট্টগ্রামবাসীরা যে মুঙ্গের পর্য্যন্ত যাতায়াত করিত, তাহাও বোধ হয় না। হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্যের পশ্চিম প্রদেশীয় তাম্রশাসনেও চাটভাট কথা আছে। অতএব চাটভাট যে চট্টগ্রাম ও ভুটানের লোক নহে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

রাজ-সেনা ও রাজপ্রিয় চাটুকারেরা প্রায়ই দৌরাত্ম্যকারী হইয়া

থাকে। চট্টভট্ট বা চাটভাট শব্দে কি তাহাদিগকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে? বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ভাষ্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণের শেষ অংশের আনন্দগিরি-কৃত টীকায় আছে ঃ—

"তস্মাৎ তার্কিক চাটভাট রাজা প্রবেশ্যং দুর্গমিদম্
অল্পবুদ্ধ্যাগম্যং শাস্ত্রগুরুপ্রসাদরহিতৈশ্চ।"

আনন্দগিরি বলেন,—"আর্য্যমর্য্যাদাং ভিন্দানাশ্চাটা বিবক্ষ্যন্তে * ভাটাস্তু সেবকা মিথ্যাভাষিণঃ তেষাং সর্ব্বেষাং রাজানস্তার্কিকাস্তৈরপ্রবেশ্য মনাক্রমণীয়মিদং ব্রহ্মাত্মৈকত্বম্ ইতি যাবৎ।"

আনন্দগিরির উক্তিতে বোধ হইতেছে, চাট বা চট্ট কোন অনার্য্য দুর্দান্ত বন্যজাতির নাম; ইহারা আর্য্য-মর্য্যাদা ভেদ অর্থাৎ উল্লঙ্ঘন করিত এবং ভাট শব্দে মিথ্যাভাষী রাজসেবকদিগকে বুঝাইত। আমাদের অনুমান ভড় ও চোড় জাতির সংস্কৃত আকার চট্ট ভট্ট। †

এই চাট ভাটগণ যেন পাশুপত আচার্য্যের শাসনে প্রবেশ করিয়া উৎপাত না করে, এই তাম্রশাসনে নারায়ণ পাল সেই আদেশ দিয়াছেন। চাট ভাটেরা রাজার সেনাদলে ছিল। ভূমি কর্ষণও করিত। প্রয়োজন উপস্থিত হইলে রাজসরকার হইতে তাহাদের তলব হইত।

---

* বহ্নি পুরাণে পাশুপতদানাধ্যায়ে আছে,—
চাটচারণচোরেভ্যো বধবন্ধভয়াদিভিঃ।
পীড্যমানাঃ প্রজা রক্ষেৎ কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ॥
চাটাঃ প্রতারকা বিশ্বাস্য যে পরধনং অপহরন্তি।
(মিতাক্ষরায়ামাচারাধ্যায়ঃ)

† হেমচন্দ্রের অভিধানে আছে,—
"পুলিন্দা নাহলা নিষ্ট্যাঃ শবরা বরুটা ভটাঃ।
মালা ভিল্লাঃ কিরাতাশ্চ সর্ব্বেঽপি ম্লেচ্ছজাতয়ঃ॥"
শ্লোকোক্ত ভট, ভড়, ও ভট্টের সহ অভিন্ন বলিয়া বোধ হয়।

নারায়ণ পালদেবের পরমেশ্বর, পরম ভট্টারক ও পরম সৌগত বিশেষণ দৃষ্ট হয়। তিনি দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া পাশুপতআচার্য্যকে দেবসেবা নির্ব্বাহার্থ ভূমিদান করেন। ইহাতে জানা যাইতেছে—ধর্ম্মসম্বন্ধে তিনি পরম উদার ছিলেন। এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ধীরে ধীরে অস্তমিত হইতেছিল। হিন্দুধর্ম্ম শনৈঃ শনৈঃ পূর্ব্ব প্রাধান্য লাভ করিতেছিল। রাজগণ প্রজাগণের সন্তোষ-বিধানার্থ হিন্দুদেবালয়ের প্রতিষ্ঠা ও তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ভূমি দান করিতেছিলেন। এখন কোন দেবমন্দিরে পীড়িত ব্যক্তিগণের আশ্রয়দান বা চিকিৎসাবিধান দৃষ্ট হয় না; কিন্তু পাশুপত আচার্য্য যাহাতে তদ্বিষয়ে মনোযোগী হন, রাজা এইরূপ আদেশ করিয়াছিলেন। পীড়িত ব্যক্তিদিগকে আশ্রয়দান ও তাহাদিগের চিকিৎসার ব্যবস্থা বৌদ্ধযুগের প্রধান বিশেষত্ব।

ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনে 'মহাসান্ধিবিগ্রহিক' 'মহাক্ষপটলিক', মহাপ্রতীহার', 'মহাকর্ত্তাকৃতিক', 'মহাকুমারামাত্য', 'রাজস্থানীয়োপরিক', 'দাশাপরাধিক', 'ক্ষেত্রপাল', 'প্রান্তপাল', 'কোষপাল' ও 'দূতপ্রেষণিক' এই সকল কর্ম্মচারীর নাম নাই। নারায়ণ পালের সময় রাজ্যবৃদ্ধি ও শাসন-পদ্ধতির উন্নতির সহিত নূতন নূতন রাজপদ সৃষ্টির আবশ্যক হইয়াছিল। ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনে 'খোল' নামক কর্ম্মচারীর উল্লেখ আছে, নারায়ণ পালের তাম্রশাসনে নাই। 'মহাক্ষপটলিক' শব্দে দ্যূতাগার সমূহের কার্য্য পরিদর্শককে বুঝায়। 'মহাসান্ধিবিগ্রহিক' অর্থে সন্ধিবিগ্রহের প্রধান মন্ত্রী, 'মহাপ্রতীহার'—প্রধান দ্বারপাল, 'মহাকর্ত্তাকৃতিক'—সমুদয় প্রধান কার্য্যের তত্ত্বাবধারক, 'মহাকুমারামাত্য' শব্দে যুবরাজের প্রধান অমাত্য, 'রাজস্থানীয়োপরিক' শব্দে—রাজস্থানীয় প্রধান শাসনকর্ত্তা বুঝাইত। বৈশালীর ভগ্নাবশেষের মধ্যে "তীরভুক্ত্যুপরিকাধিকরণস্য" এই শব্দাঙ্কিত একটী শীল পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে বোধ হয়,

উপরিকদিগের এক একটী অধিকরণ অর্থাৎ বিচারালয় ছিল, এবং তাঁহারা শীলমোহর ব্যবহার করিতেন। রাজ্যের স্থানে স্থানে সুবিচার-বিতরণের এবং শান্তিরক্ষার জন্য উপরিকগণ নিযুক্ত হইতেন। তাঁহাদের কার্য্যাবলী পরিদর্শন জন্য রাজধানীতে বৃহদুপরিকের কার্য্যালয় ছিল।

নারায়ণ পালের তাম্রশাসনে গোদ, মাল, খস, হূণ, কুলিক, কল্লাট, মেদ, অন্ধ ও চণ্ডালদিগের নাম আছে। ইহারা রাজ্য মধ্যে উপদ্রব করিয়া বেড়াইত। পূর্ব্ব হইতেই হূণেরা এদেশে আসিয়া পড়িয়াছিল। গুপ্তসাম্রাজ্য হূণদিগের আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়। হূণেরা ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়ে। একজন হূণ রাজা বগুড়া জেলার মহাস্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। যশোধর্ম্ম বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক করুর যুদ্ধে,পরাজিত হওয়ার পর, হূণেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া নানাস্থানে উৎপাত করিয়া বেড়াইত। মঙ্গল বাড়ীর গরুড়স্তম্ভে পাল রাজগণের মন্ত্রিগণের প্রশংসাবাদ বর্ণিত হইয়াছে। উক্তস্তম্ভের উৎকীর্ণ লিপিতে আছে, গৌড়েশ্বরগণ মিশ্র বংশীয় মন্ত্রি-গণের সাহায্যে হূণদিগের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছিলেন। পাল রাজগণ, ভ্রমণ-কারী দলবদ্ধ হূণদিগের দর্পনাশ করিয়া, তাহাদিগের উৎপাত হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

গোদ, মালব, খস, কুলিক, কল্লাট, মেদ ও অন্ধ্রের বিষয় আমরা বিশেষরূপ অবগত নহি। বাঙ্গলায় উত্তর দিগ্‌বর্ত্তী পাহাড়িয়াদিগকে বোধ হয় খস বলা হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে অঙ্গ বঙ্গ প্রভৃতির সঙ্গে গোদ নামক একটী দেশ উল্লিখিত হইয়াছে। গোদেরা সেই দেশের লোক * অন্ধ ও অন্ধ্র একই জাতি। যে অন্ধ্রেরা মগধে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিল, ইহারা বোধ হয়, তাহাদিগের হইতে পৃথক্। চণ্ডালেরা দক্ষিণ ও পূর্ব্ব-

* গোদজাতির নামানুসারে গোদাগড়ীর (গোদাগাড়ীর) নাম হইয়াছে। গোদা-গাড়ীর নিকটবর্ত্তী প্রদেশে গোদ জাতির বাস ছিল বোধ হয়।

বঙ্গের লোক। এখনকার বেদিয়াগণের ন্যায় পূর্ব্বোক্ত জাতিগণ দেশে দেশে ভ্রমণ করিত। সুযোগ পাইলে, চুরি ডাকাতিও করিত। পাশুপত আচার্য্য তাহাদিগের কর্ত্তৃক যাহাতে উপদ্রুত না হন, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে প্রাগুক্ত রাজামাত্য ও রাজকর্ম্মচারিবর্গ আদিষ্ট হইয়াছেন। রাজত্বের সপ্তদশবর্ষে ৯ই বৈশাখে এই তাম্রশাসন প্রদত্ত হইয়াছে। অতএব নারায়ণ পাল যে অন্ততঃ সপ্তদশ বর্ষ রাজত্ব করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

নারায়ণ পালের সময় উমাপতির পৌত্র গোণের পুত্র নারায়ণ "ছন্দোগ পরিশিষ্ট" রচনা করেন। রাজমন্ত্রী ভট্টগুরব মিশ্র নারায়ণ পালের তাম্রশাসনের শ্লোকমালা রচনা করেন। তাহার সম্বন্ধে তাম্রশাসনে আছে ;—

"বেদান্তৈরসুগতমং (?) বেদিতা ব্রহ্মতত্ত্বং
যঃ সর্ব্বাসু শ্রুতিষু পরমঃ সার্দ্ধমঙ্গৈরপীতী।
যো যজ্ঞানাং সমুদিতমহাভূক্ষিণানাং (?) প্রণেতা
ভট্টঃ শ্রীমান্ স এব গুরবো দূতকঃ পুণ্যকীর্ত্তিঃ ॥"

গুরব মিশ্র পণ্ডিত ও কবি ছিলেন। কবিত্ব-শক্তির জন্য তিনি দ্বিতীয় বাল্মীকি বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। "মাতঃ শৈলসুতা-সপত্নি বসুধাশৃঙ্গারহারাবলী" ইত্যাদি যে গঙ্গাস্তব আছে, তাহা গুরব মিশ্রের রচিত।

এস্থলে মিশ্র-বংশের পরিচয় দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। দিনাজ পুর জেলার বুদেলার নিকটবর্ত্তী মঙ্গলবাড়ীর প্রস্তর-স্তম্ভ-লিপি-পাঠে মিশ্র-বংশের পশ্চাদুক্ত পরিচয় পাওয়া যায় ঃ—

১। শাণ্ডিল্য মিশ্র (গোত্রের প্রথম পুরুষ)

২। বীরদেব মিশ্র

৩। পাঞ্চাল মিশ্র

৪। গর্গ মিশ্র (স্ত্রীর নাম ইরাবতী)

৫। দর্ভপাণি মিশ্র (দেবপালের মন্ত্রী, স্ত্রী শর্করাদেবী)

৬। সোমেশ্বর মিশ্র (স্ত্রী রণাদেবী বা তরলা)

৭। কেদার মিশ্র (সুরপালের সমসাময়িক, স্ত্রীর নাম বধ্বদেবী)

৮। গুরব মিশ্র (নারায়ণ পালের মন্ত্রী)।

শুভদাসের পুত্র সমতটজন্মা মদ্য দাস কর্ত্তৃক নারায়ণ পালের তাম্র-শাসন উৎকীর্ণ হয়। এখন যেমন মুদ্রাযন্ত্রের কর্ম্মচারীদিগের দোষে মুদ্রণের ভ্রম-প্রমাদ ঘটে, তখনও সেইরূপ ক্ষোদকদিগের অজ্ঞতাবশতঃ উৎকীর্ণ তাম্র-শাসনে অশুদ্ধি ঘটিত। এখন প্রুফ্‌সীট সংশোধন করা হয়, কিন্তু কোন তাম্রশাসন একবার ক্ষোদিত হইলে, তাহার সংশোধনের আর উপায় ছিল না। এই জন্য তাম্রশাসনে বর্ণিত বিষয়ের অর্থ স্থানে স্থানে সহজবোধ্য নহে।

ষষ্ঠ নরপতি—রাজ্যপাল

৯২৫ খৃঃ—৯৪০ খৃঃ।

নারায়ণ পালের পর, তৎপুত্র রাজ্যপাল গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজ্যপাল গভীর জলাশয় ও পর্ব্বতপ্রায় দেবালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। রাজ্যপালকে মধ্যম লোকপাল বলা হইয়াছে। প্রথম মহীপাল দেবের তাম্রশাসনে আছে ঃ—

"তোয়াশয়ৈর্জ্জলধিমূলগভীরগর্ভৈর্দেবালয়ৈশ্চ কুলভূধরতুল্যকক্ষৈঃ।
বিখ্যাতকীর্ত্তিরভবৎ তনয়শ্চ তস্য শ্রীরাজ্যপাল ইতি মধ্যমলোকপালঃ॥"

রাজ্যপাল রাষ্ট্রকূটরাজ তুঙ্গের কন্যা ভাগ্যদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। সোমেশ্বর মিশ্র রাজ্যপালের মন্ত্রী ছিলেন। সোমেশ্বর মিশ্র দর্ভপাণির পুত্র। তারানাথ রাজ্যপালের রাসপাল নাম লিখিয়াছেন।

সপ্তম রাজা—গোপাল দেব (দ্বিতীয়)

৯৪০ খৃঃ—৯৭০ খৃঃ।

রাজ্যপাল দেবের ঔরসে ভাগ্যদেবীর গর্ভে দ্বিতীয় গোপাল দেবের জন্ম হয়। পিতার পর ইনি রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন। মদনপাল ও মহীপালের তাম্রশাসনে আছে :—

"তস্মাৎ পূর্ব্বক্ষিতীন্দ্রান্নিধিরিবমহসাং রাষ্ট্রকূটান্বয়েন্দোঃ
তুঙ্গস্যোত্তুঙ্গমৌলে র্দুহিতরিতনয়োভাগ্যদেব্যাং প্রসূতঃ।
শ্রীমান্ গোপালদেবশ্চিরতরমবনেরেকপত্ন্যাইবৈকো
ভর্ত্তা ভূন্নৈকরত্নদ্যুতিখচিত চতুঃসিন্ধুচিত্রাঙ্গিকায়াঃ॥"

মহীপাল ও মদন পালের তাম্রশাসন হইতে জানা যায়, দ্বিতীয় গোপাল দেব বহুদিন রাজত্ব করেন। "চিরতরমবনেরেকপত্ন্যাইবৈকো ভর্ত্তাভূৎ" এই বাক্যই তাহার প্রমাণ।

অষ্টম রাজা—বিগ্রহপাল। (দ্বিতীয়)

৯৭০ খৃঃ—৯৮০ খৃঃ।

দ্বিতীয় গোপাল দেবের পর, দ্বিতীয় বিগ্রহপাল দেব সিংহাসনে আরোহণ করেন। মদনপাল ও মহীপালের তাম্রশাসন হইতে জানা যায়, ইনি অত্যন্ত দাতা ও পিতার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। ইহাঁর জন্মে পৃথিবীর তাপ দূর হইয়াছিল। যথা :—

"তস্মাৎ বভুব সবিতুর্বস্সুকোটিবর্ষী
কালেন চন্দ্র ইব বিগ্রহপালো দেবঃ।
পিতুঃ প্রিয়েণ বিমলেন কলাময়েন
যেনোদিতেন দলিতো ভুবনস্য তাপঃ॥"

ইহাঁর রাজত্বের দ্বাদশবর্ষের একখানি নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

নবম রাজা—মহীপাল দেব।

৯৮০ খৃঃ—১০৩৬ খৃঃ।

দ্বিতীয় বিগ্রহপাল দেবের পর, তৎপুত্র মহীপাল দেব রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হন। ইনি পালবংশীয় একজন বিখ্যাত রাজা। ইহাঁর প্রদত্ত তাম্রশাসনে আছে—ইনি যুদ্ধে সকল বিপক্ষকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। পিতার অনধিকৃত ও বিলুপ্তরাজ্যগুলি উদ্ধার করিয়াছিলেন। যথা—

"হত সকল বিপক্ষঃ সঙ্গরে বাহুদর্পা—
দনধিকৃত বিলুপ্তং রাজ্যমাসাদ্য পিত্র্যং।
নিহিত চরণ-পদ্মোভূভৃতাং মূর্দ্ধ্নি তস্মা-
দভবদবনিপালঃ শ্রীমহীপাল দেবঃ॥"

ইহাঁর পিতা, বোধ হয় বিশেষ পরাক্রমশালী ছিলেন না। খজুরাহুর শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, চন্দ্রাত্রেয়-বংশীয় * যশোবর্ম্মদেব গৌড়-বাসীদিগকে রণে পরাজিত করেন। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে এই ঘটনা ঘটে। তখন গৌড়-সিংহাসনে কে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহা জানা যায় না। আমাদের বিশ্বাস, মহীপালদেবের পিতা দ্বিতীয় বিগ্রহপাল দেবের সময় এই ঘটনা ঘটে। মহীপাল রাজা হইয়া, পিতার সময়ের বিলুপ্ত রাজ্যগুলির উদ্ধার করেন। লিখিত আছে, মহীপালের সেনা-গজেন্দ্র সকল প্রচুর জলযুক্ত পূর্ব্বদিকে স্বেচ্ছানুসারে স্বচ্ছবারি পান করিয়া, মলয় পর্ব্বতের উপত্যকাভূমির চন্দন-তরুতলে মৃদুমন্দগতিতে ভ্রমণ করিয়া ও ঘনীভূত শীকর সমূহ দ্বারা বৃক্ষসমূহের জড়ত্ব বিধান করিয়া, হিমালয়ের কটকদেশ আশ্রয় করিয়াছিল, অর্থাৎ মহীপাল সেনাগণের সাহায্যে পূর্ব্ব-

---

* বুন্দেল খণ্ডের একটী প্রাচীন রাজবংশ এই বংশ খৃ ৮০০অব্দ হইতে ১৪৪৫ খৃঃ পর্য্যন্ত মহা প্রতাপের সঙ্গে রাজত্ব করেন।

দিক্, মলয় পর্ব্বত পর্য্যন্ত ভূভাগ ও হিমালয়ের কটক প্রদেশ পর্য্যন্ত প্রভুত্ব স্থাপন করেন। মূল শ্লোক এই :—

"দেশে প্রাচি প্রচুরপয়সি স্বচ্ছমাপীয় তোয়ং
স্বৈরং ভ্রান্ত্বা তদনু মলয়োপত্যকাচন্দনেষু।
কৃত্বা সান্দ্রৈস্তরুষু জড়তাং শীকরৈরভ্রতুল্যাঃ
প্রালেয়াদ্রেঃ কটকমভজন্ যস্য সেনা-গজেন্দ্রাঃ॥"

এই বর্ণনায় কোন কোন অংশ কবির অত্যুক্তি মনে করা যাইতে পারে। বাস্তবিক, পালরাজবংশের রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল, তাহার আলোচনা আবশ্যক। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন, পশ্চিম দিকে সমস্ত মগধ সাম্রাজ্য পালরাজগণের শাসনাধীন হইয়াছিল। রাজসাহী, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি, বগুড়া ও ত্রিহুত পাল রাজাদিগের রাজ্যান্তর্গত ছিল। আমরা অনুমান করি, পুরাতন মগধ, বিদেহ পুণ্ড্র-রাজ্য পাল-রাজগণের প্রকৃত রাজ্য ছিল। ধর্ম্মপাল, দেবপাল, মহীপাল দেব প্রভৃতি পালবংশীয় পরাক্রান্ত রাজগণ এই সীমার বাহিরেও রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ইঁহারা স্বরাজ্য ছাড়িয়া মধ্যে মধ্যে দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিতেন। বিজিত রাজ্য যে অধিক দিন তাঁহাদের অধীন থাকিত, এমন বোধ হয় না, বিজয়ের ফল তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া আসিত। কনোজ ও গুর্জ্জর রাজগণ পাল-রাজগণের প্রভাব অনুভব করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রকূট, হৈহয় ও লিচ্ছিবি রাজবংশের সহিত তাঁহাদের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল।

মহীপালের রাজত্বের দশম, একাদশ ও অষ্টচত্বারিংশ বর্ষের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। তারানাথ বলেন—মহীপালদেব ৫২ বৎসর রাজত্ব করেন। মহীপাল দেব যে ১০৮৩ সংবতে ১১ই পৌষ রাজা ছিলেন, তাহা সায়নাথের শিলা লিপি হইতে জানা যায়। মহীপাল, তাঁহার স্থির-

পাল ও অনুজ বসন্তপাল নামক আত্মীয় দ্বারা কাশীধামের সায়নাথে ধর্ম্মচক্র পুনর্ভব, শৈলরাজ কুট্টিম ও ধর্ম্ম রঞ্জিক সঙ্ঘ স্থাপন করেন, এবং কয়েকটী প্রাচীন স্তম্ভের জীর্ণ সংস্কার করেন। মহীপাল আটটী মহাস্থানের ধ্বংসাবশেষ হইতে প্রস্তর সংগ্রহ করিয়া একটী গন্ধকুটী নির্ম্মাণ করেন। ক্ষুদ্র উপল খণ্ডে চূণ ও সুরকী মিশাইয়া তদ্দ্বারা ইহার প্রাঙ্গণ নির্ম্মিত হইয়াছিল। শিলা লিপিতে ক্ষোদিত আছে,—গৌড়াধিপতি মহীপাল কাশী নগরীতে একশত ঈশান অর্থাৎ দীপস্তম্ভ * এবং চিত্রঘণ্টা অর্থাৎ কারুকার্য্যময় ঘণ্টা স্থাপন করিয়াছিলেন। স্থিরপাল ও মহীপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বসন্তপাল একটী প্রকোষ্ঠ এবং আটটী বৃহৎ কুলুঙ্গি বিশিষ্ট একটী স্তূপ নির্ম্মাণ করেন।

দিনাজপুরের বাণরাজার গড়ে মহীপাল দেবের একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। ইহার সন ও তারিখ কে চাঁচিয়া ফেলিয়াছে। বিলাস-পুর সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার হইতে ভগবান্ বুদ্ধভট্টারকের উদ্দেশে পরাশরগোত্রীয় শক্তি-বশিষ্ঠ পরাশর-সপ্রবর যজুর্ব্বেদসব্রহ্মচারী বাজস শাখাধ্যায়ী মীমাংসা-ব্যাকরণ তত্ত্ব-বিদ্যাবিদ্ ভট্ট কৃষ্ণাদিত্য শর্ম্মাকে কুরট পল্লিকা (চুটপল্লিকাদি) গ্রাম প্রদত্ত হইয়াছে। ভট্ট কৃষ্ণাদিত্য শর্ম্মা ভট্ট হৃষীকেশের পৌত্র ও ভট্ট মধুসূদনের পুত্র। কুরটপল্লিকাগ্রাম পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তর্গত, কোটিবর্ষ বিষয়ের অন্তঃপাতী গোকলিকা মণ্ডলের অন্তর্গত ছিল। যাহা এখন দেবকোট পরগণা নামে খ্যাত ও যাহা মুসলমান সময়ে খুব প্রসিদ্ধ ছিল. তাহার প্রাচীন নাম কোটিবর্ষ + ।

* মালদহ জেলার গোমস্তাপুর থানার অন্তর্গত নগরপাড়া নামক গ্রামে একটী প্রস্তরময় ঈশান আছে। এই দীপস্তম্ভ বৌদ্ধযুগে স্থাপিত হইয়াছে।

+ খৃষ্টীয় ষষ্ঠশতাব্দীতে রচিত বৃহৎ সংহিতাতে কোটিবর্ষ রাজ্যের নাম আছে। পাল রাজগণের অভ্যুদয় হইলে এই রাজ্য, তাঁহাদের রাজ্যের অন্তর্গত হয়। হেমচন্দ্রের অভিধান চিন্তামণি ও পুরুষোত্তমদেবের ত্রিকাণ্ডশেষে কোটিবর্ষের উমাবন নাম দৃষ্ট হয়।

পাল-রাজগণের সময় কোটিবর্ষ একটী বৃহৎ বিভাগ ছিল। বিশ্বকোষ মতে গোকলিকা মণ্ডল নীতপুর ডাকঘর হইতে সাড়েতিন ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত, বর্ত্তমানা গো অলা। গো অলা, গোকলিকা মণ্ডলের অংশ মাত্র। গো অলা গ্রামের একক্রোশ দক্ষিণস্থ কুরণ্ড গ্রামের প্রাচীন নাম কুরট পল্লী। চুটপল্লীর বর্ত্তমান নাম চুহাড়া ; ইহা কুরণ্ড গ্রামের কিঞ্চিদধিক একক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। বিলাসপুর কোথায় ছিল, জানা যায় নাই। ইহা গঙ্গার তীরবর্ত্তী ছিল। সমস্ত তাম্রশাসনই কোন না কোন জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। রাজধানী গৌড়ে থাকিয়া কেহ যে তাম্রশাসন প্রদান করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। রাজগণ অলসভাবে রাজধানীতে বসিয়া থাকিতেন না। রাজ্য মধ্যে ভ্রমণ করিয়া প্রকৃতি পুঞ্জের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইতেন। নদীতীরে জয়স্কন্ধাবার স্থাপিত হইলে, লোকজনের যাতায়াতের সুবিধার জন্য নৌ-সেতু নির্ম্মিত হইত, নৌ-সেতু গুলি খুব উচ্চ হইত। গঙ্গার ন্যায় প্রবল স্রোতস্বিনীর উপর নৌ-সেতু-নির্ম্মাণ সামান্য কৌশলের কার্য্য নহে।

পরম সৌগত পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ গৌড়েশ্বর মহীপাল দেব নিজে বুদ্ধদেবের একজন প্রধান ভক্ত ছিলেন ; কিন্তু বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম্মে কোন তারতম্য করিতেন না। তখন বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্মে মিশিয়া যাইতেছিল। রাজা এদিকে পরম সৌগত ছিলেন ; কিন্তু আবার বিষুব-সংক্রান্তিতে বিধিবৎ গঙ্গাস্নান করিয়া ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। রাজা বুদ্ধ ভট্টারকের উদ্দেশে ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিলেন, এবং হিন্দু-ব্রাহ্মণ বুদ্ধ ভট্টারকের উদ্দেশে সেই দান গ্রহণ করিলেন। বুদ্ধ সন্তুষ্ট হইবেন,—যদি এই উদ্দেশ্য হয়, তবে ধর্ম্মপালের নারায়ণভট্টারকের উদ্দেশে ও নারায়ণ পালের শিব ভট্টারকের উদ্দেশে ভূমিদানেরও সেই উদ্দেশ্য হইতে পারে। কিন্তু কার্য্য না থাকিলে, কেবল ভূমিদান করা

হইত না। অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে, বৌদ্ধ দেবালয়ের ভার ব্রাহ্মণের প্রতি অর্পিত হইয়াছিল। বুদ্ধ, নারায়ণের অবতার ভাবে গৃহীত হইয়া, হিন্দুর উপাস্য হইয়া উঠিয়াছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য লোকে ভুলিয়া যাইতেছিল, অথবা তখন ভুলিয়াই গিয়াছিল।

কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণদিগকে ভূমিদান করা হয় নাই। সম্ভবতঃ তাঁহারা বিধর্ম্মী রাজার নিকট দান গ্রহণ দূষণীয় ভাবিয়াছিলেন। মহী-পালের তাম্রশাসনোক্ত ভূমি দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত। পূর্ব্বে ঐ অঞ্চলে বিস্তর ব্রাহ্মণ সজ্জনের বাস ছিল। তৎকালে উহা এখনকার মত অস্বাস্থ্য-কর ছিল না।

নারায়ণপালের তাম্রশাসনে যে যে কর্ম্মচারীর উল্লেখ আছে, মহীপালের তাম্রশাসনেও সেই সেই কর্ম্মচারীর নাম উল্লেখ আছে,—কেবল 'অঙ্গরক্ষ' পদটী নূতন দেখিতেছি। এই অঙ্গরক্ষ শব্দের অর্থ শরীররক্ষী। এই শাসন পত্রেও গৌড়, মালব, খস, হূণ, কুলিক, কর্ণাট, চাটভাট ও সেবকদিগকে এবং ব্রাহ্মণ হইতে মেদ চণ্ডাল সকল জাতিকে জানাইয়া ভূমিদান করা হইয়াছে। 'চাটভাট যেন তোমাদিগের অধিকারে প্রবেশ না করে', শাসনে এইরূপ উল্লেখ আছে। মেদদিগের বর্ত্তমান পরিচয় বিলুপ্ত। কুলিক কাহারা তাহাও জানা যায় না। কর্ণাটেরা এদেশে আসিল কেন? বঙ্গের সেনবংশীয় রাজগণ কর্ণাট হইতে আগমন করেন, বলিয়া জানা যায়। ইহারা কি সেই সেনরাজগণের দেশের লোক? সেনরাজগণ কি ইহাদিগের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়ছিলেন? মালবেরা এদেশে আসিত কেন? গৌড়দিগকে জানাইয়া ভূমিদান করা হইল কেন? নারায়ণপালের তাম্রশাসনে যে গোদ জাতির উল্লেখ আছে; তাহারাই কি গৌড় হইয়া উঠিয়াছিল? গৌড় নগর স্থাপনের মূল কি এই গোদ জাতি? এই সকল তত্ত্বের মীমাংসা

হইলে বাঙ্গালার ইতিহাস রচনার পথ অনেকটা পরিষ্কৃত হইয়া যায়।

ভট্ট শ্রীবামন অর্থাৎ শ্রীবামন ভট্ট মহীপাল দেবের মন্ত্রী ছিলেন। বামন ভট্ট সম্ভবতঃ গুরব মিশ্রের পুত্র বা পৌত্র হইবেন।

পোষলী গ্রাম নিবাসী বিজয়াদিত্যপুত্র মহীধর শিল্পি কর্ত্তৃক এই তাম্রশাসন উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এই সকল শিল্পী কোন্ জাতীয় ছিল, তাহা জানা যায় না।

মুর্শীদাবাদ জেলায় ও বাঙ্গালার উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলে মহীপালের নামীয় অনেক স্থান দৃষ্ট হয়। এই সকল নামের সহিত রাজাধিরাজ মহীপাল দেব কতদূর সংশ্লিষ্ট জানা যায় না। লিখিত আছে, উৎকলরাজ রেবাচার্য্য মহীপালের করদ ছিলেন। এই নামের কোন রাজা উৎকলের মুখ্য রাজা ছিলেন না। ইনি সম্ভবতঃ কোন ক্ষুদ্র সামন্ত রাজা হইবেন। বরাহকেশরী, মহীপালের সময় উৎকলে রাজত্ব করিতেন।

দ্বিতীয় রাজেন্দ্রচোলের শিলালিপি পাঠে জানা যায়, তিনি সঙ্ঘকোটে রাজা মহীপালকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া রণদুর্ম্মদ হস্তিসমূহ লাভ করিয়াছিলেন (১০১২ খৃঃ)। * এত মহীপালের নাম পাওয়া যায় যে, তাঁহাদের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে গিয়া ঐতিহাসিককে দিশাহারা হইতে হয়। আমাদের বর্ণিত মহীপালের সহিত রাজেন্দ্রচোলের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল কি না, এই বিষয়ের এযাবৎ স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু এই মহীপালকে রাজেন্দ্রচোল পরাজিত মহীপাল বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।

---

* এই সময়ে উত্তর রাঢ়ে মহীপাল, গৌড়মণ্ডলে ধর্ম্মপাল, দক্ষিণ রাঢ়ে রণশূর, বঙ্গে গোবিন্দচন্দ্র রাজত্ব করিতেছিলেন। ধর্ম্মপাল, বোধ হয়, রঙ্গপুর অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। ইনিই বরেন্দ্র-কশ্যপ-গোত্রীয় স্বর্ণরেখকে করঞ্জ গ্রাম প্রদান করেন।

মহীপালের সময় ওদন্তপুর বিহারে হীনযান মতের এক হাজার ও মহাযান মতের পাঁচ হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করিত। পাল-রাজগণ ওদন্তপুর বিহারে প্রকাণ্ড পুস্তকালয় স্থাপন করেন। এই বিহারে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধগণের বহুসংখ্যক পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছিল।

বিক্রমশীলার সুপ্রসিদ্ধ রাজকীয় বৌদ্ধমঠে বৌদ্ধসন্ন্যাসিগণের মহাসভা রাজা মহীপাল দেবের সময়ের একটী প্রসিদ্ধ স্মরণীয় ঘটনা। ১০৩০ খৃষ্টাব্দে এই মহাসভা আহূত হয় এবং এই সভায় তিব্বতীয় রাজদূত নাগটাহোলচড়া উপস্থিত ছিলেন। এই রাজদূত তৎকালে মগধের প্রধান বৌদ্ধ পুরোহিত স্থবির রত্নাকরের নিকট সংস্কৃত শিক্ষার্থে মগধে অবস্থান করিয়াছিলেন।

তিব্বতীয় বৌদ্ধ ঐতিহাসিকগণের মতে গৌড়াধিপ মহীপাল ভোটরাজ লালামার সমসাময়িক। তিব্বতীয় গ্রন্থে আছে, বঙ্গদেশ কিয়ৎকাল তিব্বতের অধীন ছিল। ইহা অসম্ভব না হইতে পারে।

আর্য্য ক্ষেমীশ্বর, মহীপাল দেবের আদেশে 'চণ্ডকৌশিক' নাটক রচনা করেন। কবি লিখিয়াছেন, মহীপাল চন্দ্রগুপ্তের অবতার, ও দুষ্ট অমাত্যগণের বুদ্ধির অলঙ্ঘ্য ছিলেন। কবি কার্ত্তিকেয় রাজার সভাসদ্ ছিলেন। কবির প্রপিতামহ সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। এইজন্য কবি আপনাকে আর্য্য প্রকোষ্ঠের প্রপৌত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

দশম রাজা—নয়পাল দেব।

১০৩৬ খৃঃ—১০৫৩ খৃঃ।

প্রথম মহীপালের পর তৎপুত্র নয়পাল গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। নয়পাল জিতেন্দ্রিয় পুরুষ ছিলেন। প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহার অনুগত ছিল। মদন পালের তাম্রশাসনে আছে :—

"ত্যজন্ যোষাসঙ্গং শিরসি কৃত পাদঃ ক্ষিতিভৃতাং
বিতন্বন্ সর্ব্বাশাঃ প্রসভমুদয়াদ্রেরিব রবিঃ।
গুণগ্রাম্যাস্নিগ্ধপ্রকৃতিরনুরাগৈক বসতিঃ
সুতো ধন্যঃ পুণ্যৈরজনি নয়পালো নরপতিঃ॥

নয়পালের মহানসাধ্যক্ষ নারায়ণ দেবের পুত্র চক্রপাণি দত্ত ১০৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সুবিখ্যাত 'চক্রদত্ত' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। দ্রব্যগুণ, সর্ব্বসার সংগ্রহ, চরকটীকা প্রভৃতি ইঁহার রচিত। এতদ্ব্যতীত 'শব্দরত্নাবলী' নামক অভিধান ও মাঘ কাদম্বরী এবং ন্যায়শাস্ত্রের টীকা রচনা করেন। ময়ূরেশ্বর গ্রামে তাঁহার বসতি ছিল। চক্রপাণি দত্ত লোধ্রবলী নামক বংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। চক্রপাণি দত্তের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভানুদত্ত নয়পালের অন্তরঙ্গ অর্থাৎ বিদ্যাকুলসম্পন্ন ভিষক্ ছিলেন। নয়পালের সময় অতীশ বিক্রমশিলা বিহারের প্রধান অধ্যাপক হন। অতীশের নামান্তর দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। অতীশ বিক্রমপুরের * রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম কমলশ্রী বা কল্যাণশ্রী, মাতার নাম প্রভাবতী, গুরুর নাম নারোপা বা অমিতায়ুঃ। নারোপা তিব্বতদেশীয় একজন সাধুপুরুষ। অতীশ ওদন্তপুর বিহারে বৌদ্ধ যতিধর্ম্মে দীক্ষিত হন। অতীশের 'বিমলরত্নালোক' গ্রন্থ নয়পালের উদ্দেশ্যে লিখিত। নয়পাল অতীশকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। অনেক সময় বিক্রমশিলায় গমন পূর্ব্বক তাঁহার পদতলে বসিয়া শিক্ষালাভ করিতেন। নয়পালের সহিত কার্ণ্যরাজ্যের ভয়ানক যুদ্ধ হয়, তাহাতে মগধ-সৈন্য প্রথম পরাজিত হয়, তৎপর জয়লাভ করে। অতীশের যত্নে উভয় রাজায় সন্ধি হয়। অতীশ ১০১৮ খৃষ্টাব্দে তিব্বতে গিয়া মহাযান মত প্রকাশ করেন। ৭৩ বৎসর বয়সে ১০৫৩ খৃষ্টাব্দে লাসা নগরের নিকটবর্ত্তী

---

* মূলগ্রন্থে "বিক্রমনিপুর বাঙ্গালা" নাম আছে।

স্ক্রেঠাং সংঘারামে অতীশের মৃত্যু হয়। তিব্বতে অতীশের যে মূর্ত্তি আছে, তাহার মস্তকে রক্তবর্ণ উষ্ণীষ দৃষ্ট হয়। গয়ার কৃষ্ণদ্বারিকা মন্দিরের প্রস্তরস্তম্ভে নয়পালের রাজত্বের পঞ্চদশ বর্ষে উৎকীর্ণ শাসন-লিপি আছে।

এই সময়ে চট্টগ্রাম অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হয়। এই প্রদেশে পণ্ডিত বিহার নামে একটী প্রসিদ্ধ বৌদ্ধমঠ ছিল। সেখানে অতীশের পরমগুরু অর্থাৎ নারোপার গুরু তিলোপা প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। নালন্দায় বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি ঘটে। রম্মদেশ বৌদ্ধধর্ম্মের একটী প্রধান স্থান হইয়া উঠে। ত্রিপুরার দক্ষিণ ও আরাকানের উত্তরবর্ত্তী প্রদেশের নাম রম্ম দেশ। চট্টগ্রামের নামই রম্ম (রম্য) দেশ হইতেছে।

একাদশ রাজা—বিগ্রহপাল দেব। (তৃতীয়)

১০৫৩ খৃঃ—১০৬৮ খৃঃ।

নয়পালের পর, তাঁহার পুত্র বিগ্রহপাল দেব (তৃতীয়), গৌড়ের রাজা হন। বিগ্রহপাল শৈব ছিলেন। তিনি চাতুর্ব্বর্ণ্যের সমাশ্রয় ছিলেন। মদনপালের তাম্রশাসনে আছে :—

"পীতঃ সজ্জনলোচনৈঃ স্মররিপোঃ পূজানুরক্তঃ সদা
সংগ্রামৈকবলোঽধিকো গ্রহকৃতাং কালঃ কুলে বিদ্বিষাম।
চাতুর্ব্বর্ণ্যসমাশ্রয়ঃ সিতযশঃপূরৈর্জগল্লম্ভয়ন্
তস্মাদ্ বিগ্রহপালদেবনৃপতিঃ পুণ্যৈর্জনানামভূৎ॥"

এ পর্য্যন্ত পাল-রাজগণকে সৌগত দেখিতেছিলাম, তৃতীয় বিগ্রহ-পালকে শৈব দেখিলাম। ইঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণ বৌদ্ধশ্রমণের ন্যায় ব্রাহ্মণদেরও সম্মান করিতেন বটে, কিন্তু আপনাদিগকে বৌদ্ধই বলিতেন। স্মররিপু শব্দের অর্থ মারজয়ী বুদ্ধও হইতে পারে, কিন্তু রাজা যখন

"চাতুর্ব্বর্ণ্যের সমাশ্রয়" ছিলেন, তখন তাঁহাকে প্রকৃত বৌদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। পূর্ব্ব হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি হইতেছিল। বৌদ্ধমন্দির-গুলি হিন্দুমন্দিরে পরিণত হইতেছিল এবং ভগবান্ বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিগুলি ভৈরবমূর্ত্তি বলিয়া বিবেচিত হইতেছিল। অশোক সমগ্র ভারতে যে ৮৪০০০ বৌদ্ধস্তূপ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশ হিন্দুমন্দিরে পরিণত হইয়াছিল। এইরূপ একটা জনরব আছে, বুদ্ধদেব শকদের হইতে নিজেরদের ধর্ম্মরক্ষার ভার প্রথম শিবকে দেন। শিব অপারক হইলে, চামুণ্ডাকে ঐ ভার দেন। ইহাতে বোধ হয়, শৈবধর্ম্মে ও চামুণ্ডার উপাসনার মধ্যেও বৌদ্ধমত প্রচ্ছন্নভাবে আছে। শিব ও বুদ্ধ উভয়েই মহাযোগী। বৌদ্ধ ও শৈব উভয় মতেই প্রাণিবধ মহাপাপ। এইজন্য সহজেই বৌদ্ধমতের স্থলে শৈব মত পরিগৃহীত হইয়াছিল। শঙ্করাচার্য্য অসাধারণ প্রতিভাবলে ইহা জানিতে পারিয়া, বৌদ্ধধর্ম্ম নিরসনের জন্য শৈবমত প্রচার করিয়াছিলেন।

দিনাজপুর জেলায় আমগাছি হইতে তৃতীয় বিগ্রহপালের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে।

দ্বাদশ রাজা—মহীপাল দেব। (দ্বিতীয়)

১০৬৮ খৃঃ—১০৭৮ খৃঃ।

তৃতীয় বিগ্রহপালের তিনপুত্র—মহীপাল, শূরপাল ও রামপাল। মহী-পাল পিতার মৃত্যুর পর পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন। তাঁহার সম্বন্ধে মদন পালের তাম্রশাসনে আছে, বিগ্রহপাল হইতে চন্দ্রশেখর শিবের ন্যায় শ্রীমান্ মহীপাল জন্মগ্রহণ করেন. তিনি মলয়জশীতল শুভ্র যশোরাশি দ্বারা জগৎকে আনন্দিত করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। যথা ঃ—

"তন্নন্দনশ্চন্দন-বারিহারি-কীর্ত্তি-প্রজানন্দিত-বিশ্বগীতঃ।
শ্রীমান্ মহীপাল ইতি দ্বিতীয়ো দ্বিজেশমৌলিঃ শিববদ্বভূব॥"

দিনাজপুরের মহীপাল দীঘি ইনি খনন করান। দিনাজপুরের ও রঙ্গপুরের বহুসংখ্যক গ্রাম ও সরোবর মহীপাল কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। রঙ্গপুর অঞ্চলে অল্পকাল রাজত্বের পর মহীপালের সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণের প্রবাদ প্রচলিত আছে।

ত্রয়োদশ রাজা—শূরপাল দেব।

১০৭৮খৃঃ—১০৯১খৃঃ।

দ্বিতীয় মহীপালের পর, তাঁহার ভ্রাতা শূরপাল দেব সিংহাসনে আরোহণ করেন। শূরপাল অত্যন্ত সাহসী ছিলেন। যদিও বিলাসী ছিলেন, তথাপি তাঁহার প্রতাপে শত্রুগণ ভীত ছিলেন। মদনপালের তাম্রশাসনে আছে :—

"তস্যাভূদনুজো মহেন্দ্রপ্রতিমাকন্দঃ প্রতাপশ্রিয়া
নেকঃ সাহসসারথির্গুণময়ঃ শ্রীশূরপালো নৃপঃ।
যঃ স্বচ্ছন্দনিসর্গবিভ্রমভরান্ বিভ্রৎস্বসর্ব্বায়ুধ-
প্রাগল্‌ভ্যেন মনঃসু বিস্ময়ভয়ং সদ্যঃসুতান দ্বিষাং॥"

ইঁহার রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষে উৎকীর্ণ শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে।

চতুর্দ্দশ রাজা—রামপাল দেব।

১০৯১খৃঃ—১১০৩ খৃঃ।

শূরপালের পর তাঁহার সহোদর রামপাল দেব রাজা হন। বোধ হয়, রামপাল সকল ভ্রাতার অপেক্ষা পিতার বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। রামপালের সম্বন্ধে মদনপালের তাম্রশাসনে আছে :—

"তস্যাপি সহোদরো নরপতির্দিব্য প্রজা নির্ভর-
ক্ষোভাহৃত বিব্রত বাসব বৃতিঃ শ্রীরামপালোঽভবৎ।
শাসত্যেব চিরং জগন্তিজনকে যঃ শৈশবে বিস্ফুরৎ
তেজোভিঃ পরচক্র চেতসি চমৎকারং চকার স্থিরং॥"

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় পাণ্ডুয়ায় "সেখ শুভোদয়া" নামক গ্রন্থ প্রাপ্ত হন। এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য অতি সামান্য। যখন মোগলেরা বাঙ্গলা জয় করিয়া নিষ্কর ভূমির অনুসন্ধান আরম্ভ করেন, তৎকালে পাণ্ডুয়ার প্রচুর নিষ্কর ভূমি কে কাহাকে দান করিয়াছিল, এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। পাঠান-রাজগণ এই সকল ভূমি মকতুম সাহ জালাল ও নুরকুতব আলমকে নিষ্কর প্রদান করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে সেন-রাজগণের বিষয় কিছু বর্ণিত হইয়াছে, গ্রন্থের ভাষা অশুদ্ধ সংস্কৃত। পণ্ডিত হলায়ুধ মিশ্রকে এই গ্রন্থের রচয়িতা বলা হইয়াছে। উহাতে লিখিত আছে ;—রামপাল দেব যখন সুরধুনীতীরে দেহ বিসর্জ্জন করেন, তখন মন্ত্রিগণ মহাদেবের স্বপ্নাদেশে কাঠুরিয়া বিজয় সেনকে রাজা করেন। অবশ্য বিজয়সেন কাঠুরিয়া ছিলেন না এবং রামপাল হইতে পাল-রাজত্ব শেষ হয় নাই। তবে এরূপ হইতে পারে যে, রামপালের সময় হইতেই বিজয়সেনের প্রতাপ পালরাজ্যে অনুভূত হইতেছিল। বিজয় সেন গৌড় অধিকার করিলে, গৌড়রাজ্যের উত্তর ভাগ কিছুদিন পাল-রাজগণের অধীন ছিল। "সেখ শুভোদয়া"য় আছে—রামপাল পরম বৈষ্ণব ছিলেন। এই গ্রন্থে আছে :—

"শাকে যুগ্মবেণুরন্ধ্রগতে কন্যাং গতে ভাস্করে
কৃষ্ণে গীষ্পতিবাসরে যমতিথৌ যামদ্বয়ে বাসরে।
জাহ্নব্যাং জলমধ্যতস্তনশনৈর্ধ্যাত্বাপদং চক্রিণো
হা পালান্বয়মৌলিমণ্ডনমণিঃ শ্রীরামপালো মৃতঃ॥"

এই শ্লোকের মতে রামপাল ৯৭৭ শাকে (১০৫৫ খৃষ্টাব্দে) পরলোক গমন করেন। *

ঢাকা জেলায় রাজা রামপালের একটী প্রকাণ্ড দীঘি আছে। উহা উত্তর-দক্ষিণে ১২০০ হস্ত এবং পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৫৩৪ হস্ত বিস্তৃত। রামপাল রামাবতী ও রামপাল নগর স্থাপন করেন। কেহ কেহ বলেন, রামাবতী সমতট রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী ছিল। রামপাল তাহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া স্বনামে তাহার নাম রামপাল রাখেন। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস —রামাবতী পূর্ণিয়া জেলার গঙ্গাতীরস্থ কোন স্থান হইবে। সুন্দরবনের সমীপে রামপাল নামক একটী স্থান আছে।

বিহারে রামপালের রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষের ও চণ্ডীমাউতে তাঁহার রাজত্বের দ্বাদশবর্ষের একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। "রামপাল-চরিত" নামক একখানি কাব্যে রামপালের চরিতমালা গ্রথিত হইয়াছে। উহা নেপালে পাওয়া গিয়াছে।

রামপাল মিথিলার রাজা ভীমকে যুদ্ধে বিনষ্ট করেন। † রামপালের মন্ত্রীর নাম যোগদেব। রামপালের রাজত্বকালে বৌদ্ধতান্ত্রিক কাল-বিরূপ ত্রিপুরায় গমন করিয়া তথাকার রাজাকে, তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। কালবিরূপ বৌদ্ধযতি ধর্ম্মপালের শিষ্য ছিলেন।

রামপাল পরম ধার্ম্মিক ও সুবিচারক ছিলেন। তাঁহার পুত্র যক্ষপাল

* একরূপও শুনা যায়, মালদহ জেলার গঙ্গাতীরবর্ত্তী বর্ত্তমান কানসাটে (কাংস্যহট্টে) গঙ্গাতীরে রামপাল দেহত্যাগ করেন। বিজয়সেনের কুটীর সেখানে ছিল।

কেহ কেহ অনুমান করেন, এই শ্লোকের প্রথম চরণের প্রকৃত পাঠ—শাকে যুগ্ম করেণুরন্ধ্র গণিতে কল্পাং গতে ভাস্করে হইবে। এই পাঠ প্রকৃত হইলে, রামপাল ৯৮৮ শাকে পরলোকে গমন করেন।

† কামরূপাধিপতি বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন।

একটী রমণীকে আক্রমণ করায়, তিনি তাহাকে শূলে দিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী ও পুত্রবধূ শোকে ব্রহ্মপুত্রনদে প্রাণত্যাগ করেন।

পঞ্চদশ রাজা—কুমারপাল দেব।

১১০৩ খৃঃ—১১১০ খৃঃ।

রামপাল দেবের পর, তাঁহার পুত্র কুমারপাল দেব, রাজা হন। কুমারপাল নিজ আয়ত ভুজবীর্য্যের দ্বারা বলবান শত্রুগণের যশঃ-সাগর পান করিয়াছিলেন। মদনপালের তাম্রশাসনে আছে, কুমারপাল নরেন্দ্রবধূর কপোলে কর্প্পূরের পত্র ও মকরীর চিত্রণ বিষয়ে বিপুল কীর্ত্তিলাভ করিয়াছিলেন। যথা ঃ—

"তস্মাদজায়ত নিজায়ত বাহুবীর্য্য-
নিষ্পীতপীবরবিরোধিযশঃপয়োধিঃ।
নেদিষ্ঠকীর্ত্তিশ্চ নরেন্দ্রবধূকপোল-
কর্পূরপত্রমকরীষু কুমারপালঃ ॥"

রাজা নিতান্ত বিলাসী ছিলেন। কোন রাজবংশের পতনকালে সেই বংশে বিলাসিগণের জন্ম হইয়া থাকে। সকল রাজারই রণ-নৈপুণ্য বর্ণিত হইয়াছে, উহা প্রশংসা-বাক্যমাত্র। কুমারপালের মন্ত্রীর নাম বোধিদেব। কুমারপাল বোধিদেবের পুত্র বৈদ্যদেবকে প্রাগ্‌জ্যোতিষ-পুরের রাজা করেন।* এই বোধিদেব রামপালের মন্ত্রী যোগদেবের পুত্র। বৈদ্যদেবের পূর্ব্বে তিগ্মদেব প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কুমারপাল কোন কারণে তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া বৈদ্যদেবকে তাঁহার পদে নিযুক্ত করেন।

---

* বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন।—বৈদ্যদেব মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করিয়া বরেন্দ্রী দেশের ভাবগ্রামে লব্ধজন্মা কৌশিক গোত্রজ ভরতের পৌত্র শ্রীধরকে দুইখানি গ্রাম প্রদান করেন।

দেবপাড়ার শিলাফলকে আছে—বিজয়সেন গৌড়াধিপতিকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছিলেন এবং কামরূপের রাজাকে বিদূরিত করিয়াছিলেন। যথা :—

"গৌড়েন্দ্রমদ্রবদপাকৃত-কামরূপ-
ভূপং কলিঙ্গমপি যস্তরসা জিগায়।"

ষোড়শ রাজা—গোপালদেব (তৃতীয়)।

১১১০ খৃঃ—১১১৫ খৃঃ।

কুমারপালের পর, তৎপুত্র গোপালদেব গৌড়-রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ইঁহার সম্বন্ধে মদনপালের তাম্রশাসনে আছে, গোপালদেব শৈশবকালেই কীর্ত্তিলাভ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ বিলাসী পিতার রাজ্য পুত্রকর্ত্তৃক পরিচালিত হইত। মূল শ্লোক এই :—

"প্রত্যর্থিপ্রমদাকদম্বকশিরঃ সিন্দূরলোপক্রম
ক্রীড়াপাটলপাণিরেষ সুষুবে গোপালমুর্ব্বীভুজঃ।
ধাত্রী-পালন জৃম্ভমাণমহিমাকর্পূরপাংশুৎকরৈ-
র্দ্দেবঃ কীর্ত্তিময়ৈর্নিজৈর্বিতনুতে যঃ শৈশবে ক্রীড়িতঃ॥

গোপালদেব শত্রু-প্রমদাগণের সিন্দুরবিন্দু লোপ করিয়া পাটলপাণি হইয়াছিলেন।

সপ্তদশ রাজা—মদনপাল দেব।

১১১৫ খৃঃ—১১৩০ খৃঃ।

গোপালদেবের পর তাঁহার পিতৃব্য, মদনপাল দেব রাজা হন। মদনপাল রামপালের পুত্র ছিলেন। গোপালের পুত্রসন্তান হওয়ার কোন উল্লেখ নাই। দিনাজপুর প্রদেশে মদনপালদেবের তাম্রশাসন পাওয়া

গিয়াছে। তাঁহার মাতার নাম মদনদেবী। মদনপাল জ্যোৎস্নাধবল কীর্ত্তিপূর দ্বারা জগৎ পূর্ণ করিয়া সপ্তসাগরমেখলা পৃথিবীকে পালন করিয়াছিলেন। যথা :—

"তদনু মদনদেবী-নন্দনশ্চন্দ্রগৌরৈ-
শ্চরিতভুবনগর্ভৈঃ প্রাংশুভিঃ কীর্ত্তিপূরৈঃ।
ক্ষিতিমনবমতাতস্তস্য সপ্তাব্ধিকাঞ্চী
মভূত মদনপালো রামপালাত্মজন্মা ॥"

এই তাম্রশাসন হইতে আমরা সপ্তদশজন রাজার পরিচয় পাইতেছি। মদনপালের রাজত্বের অষ্টমবর্ষে তাম্রশাসন উৎকীর্ণ হয়। রাজমহিষী চিত্রমতিকা দেবী বটেশ্বর স্বামি-নামক ব্রাহ্মণকে মহাভারত-পাঠে নিযুক্ত করেন। মহাভারতপাঠের দক্ষিণাস্বরূপ ইহা প্রদত্ত হয়। ভগবন্তং বুদ্ধ-ভট্টারকমুদ্দিশ্য অর্থাৎ ভগবান বুদ্ধ ভট্টারক প্রীত হইবেন মনে করিয়া রাজা মহাভারতপাঠের দক্ষিণাদান করেন। ইহা হইতে প্রতীত হইতেছে যে, সেই সময় রাজসংসার হইতে হিন্দু ও বৌদ্ধের পার্থক্য সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছিল। সাধারণতঃ শৈবপন্থ বৌদ্ধমতকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল।

ভাগীরথী-তীরবর্ত্তী রামাবতী সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার হইতে এই তাম্রশাসন প্রদত্ত হইয়াছে। ভাগীরথীতে নৌ-সেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল। সুপণ্ডিত নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন, রামাবতী বর্ত্তমান রামপাল। উহা মহীপাল দীঘি হইতে দুই ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। আমাদের ইহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না; এরূপ হইলে রামাবতী ভাগীরথী-তীরবর্ত্তী হয় না। প্রাচীন ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে রামাবতী রমতী নামে উক্ত হইয়াছে, উহা যে গৌড় হইতে বেশী দূরবর্ত্তী ছিল না, তাহার সন্দেহ নাই।

পরমসৌগত, পরমেশ্বর, পরম ভট্টারক ও মহারাজাধিরাজ এই বিশেষণ চতুষ্টয়ে মদনপালকে বিশেষিত দেখিতে পাই। পুণ্ড্রবর্দ্ধন

ভুক্ত্যন্তঃপাতী কোটিবর্ষবিষয়ে হলাবর্ত্ত মণ্ডলের অন্তঃপাতী কোষ্ঠগিরি গ্রাম, তাম্রশাসনোল্লিখিত ভূমি। এই কোষ্ঠগিরি কোটিবর্ষ বিষয়ে অর্থাৎ দেবকোট পরগণার একটী গণনীয় গ্রাম ছিল। মহীপালের তাম্রশাসনে যে যে কর্ম্মচারীর উল্লেখ আছে, এই তাম্রশাসনেও সেই সেই কর্ম্মচারীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়;—কেবল 'শৌনিক' নামক কর্ম্মচারীর নাম নূতন পাওয়া গেল। সৌনিক বা শৌনিক শীকার জন্য কুক্কুর সমূহের তত্ত্বাবধায়ক অথবা কসাইখানার অধ্যক্ষ, তাহা নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য। "ভোগভাগ-কর হিরণ্যাদি রাজস্বসমেত রত্নত্রয় বর্জ্জিত" তাম্রশাসনে এই একটী দুর্ব্বোধ পাঠ আছে। গ্রামের চতুঃপার্শ্বস্থ গোচারণ-ভূমিও দেবভূমির অন্তর্গত হইয়াছিল। দানগ্রহীতার প্রতি গ্রামের শান্তি-রক্ষার ভার অর্পিত হইয়াছিল। যাহাতে চটভট্ট, গৌড়, মালব, চোড়, খস, হূণ, কুলিক, কর্ণাট ও লাটেরা প্রদত্ত ভূমিতে প্রবেশ করিয়া অশান্তি না জন্মাইতে পারে, তাহার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। চোড়ের নাম নূতন দেখিলাম। রাজেন্দ্র চোলের আক্রমণের পর হইতে কি চোলদিগের কতকগুলি লোক বাঙ্গলায় থাকিয়া লোক-সাধারণের অশান্তির কারণ হইয়াছিল? এই 'চোড়' শব্দ হইতে সম্ভবতঃ বাঙ্গলা ভাষায় 'চুয়াড়' শব্দ আসিয়াছে।

দানগ্রহীতা বটেশ্বর স্বামীর পিতার নাম শৌনক স্বামী, পিতামহের নাম প্রজাপতি স্বামী; গোত্র কৌৎস, প্রবর শাণ্ডিল্য—অসিত—দেবল; সামবেদান্তর্গত কৌথুমী শাখাধ্যায়ী বটেশ্বর স্বামী চম্পাহিট্টি গ্রাম নিবাসী ছিলেন। চম্পাহিট্টি গ্রাম পরে চম্পটি নামে পরিচিত হইয়াছিল। চম্পটি গ্রামের নাম হইতে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের চম্পটি গাঁই হইয়াছে।

মহাসান্ধিবিগ্রহিক ভীমদেব এই তাম্রশাসনের দূতক অর্থাৎ কার্য্য-নির্ব্বাহক ছিলেন। ভীমদেবের বিষয়ে আছে,—

"কৃতসকলনীতিজ্ঞো ধৈর্য্যস্থৈর্য্য মহোদধিঃ।
সান্ধিবিগ্রহিকঃ শ্রীমান্ ভীমদেবোঽত্র দূতকঃ॥"

শিল্পী তথাগতসর এই তাম্রশাসন খনন করিয়াছিলেন (অখনৎ)। তথাগতসর বোধ হয় বৌদ্ধ ছিলেন।

মদনপালের পর, মহেন্দ্রপাল নামক গৌড়ের এক রাজার নাম পাওয়া যায়। * তিনি মদনপালের অব্যবহিত পরবর্ত্তী রাজা কি না, তাহা নিশ্চয় জানা যায় নাই। সম্ভবতঃ এই সময়ে পাল বংশীয় রাজগণ সেন-রাজগণ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া বিহারের কিয়দংশে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন। মহেন্দ্রপাল ব্যতীত আর একজন পাল-বংশীয় রাজার নাম পাওয়া যায়—তিনি গোবিন্দপাল দেব।

গোবিন্দপাল দেব।

ইনি পাল-বংশীয় শেষ রাজা। ইঁহার নামাঙ্কিত ১২৩২ এবং ১২৩৫ সংবতের দুইখানি শাসন-লিপি পাওয়া গিয়াছে। ১২৩৫ সংবতের শাসন-লিপিখানি গোবিন্দপালের রাজত্বের পঞ্চদশ বর্ষের। অতএব গোবিন্দ পাল ১২৩৫—১৫ = ১২২০সংবতে অর্থাৎ ১১৬৪ খৃষ্টীয়াব্দে রাজত্ব আরম্ভ করেন। ১১৯৭ খৃষ্টীয়াব্দে গোবিন্দপালের রাজ্য মহম্মদ বিন্ বখ্তিয়ার অধিকার করেন। অতএব ১১৯৭—১১৬৪ = ৩৭ বৎসর গোবিন্দপাল রাজত্ব করেন। ওদন্তপুরে গোবিন্দপালের রাজধানী ছিল। ইহার প্রায় ৮২ বৎসর পূর্ব্বে সেন-রাজগণ গৌড় অধিকার করিয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয়, পাল-বংশীয় শেষ ৩।৪ জন রাজার রাজধানী গৌড়ে ছিল না।

* এরূপ জনশ্রুতি আছে, দুষ্ট মন্ত্রীর প্ররোচনায় মদনপালের মহিষী স্বামীকে বিষ খাওয়াইয়া মারে। সেনাপতি শূরসেন, দুষ্টমন্ত্রী ও রাণীকে অগ্নিতে পোড়াইয়া মারেন।

গোবিন্দপাল বৌদ্ধ ছিলেন বোধহয় না। কারণ তাঁহার একখানি তাম্র-শাসনে "নমো ভগবতে বাসুদেবায়" আছে। তখন হিন্দু ও বৌদ্ধ এক হইয়া গিয়াছে। গোবিন্দপালের রাজত্বের প্রথমভাগে ১১৬৮ খৃষ্টাব্দে কনোজরাজ করুষদেশ অর্থাৎ বর্ত্তমান সাহাবাদ জেলা অধিকার করেন। পূর্ব্বদিক হইতে সেন-রাজগণের এবং পশ্চিমদিক হইতে কনোজ-রাজগণের পরাক্রমে পাল-রাজগণ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহারা মুসলমানদিগের আক্রমণে সম্যক্ বাধা দিতে পারেন নাই। মহম্মদ বিন্ বখ্‌তিয়ার ওদন্তপুর অধিকার করিলে, তাঁহার সেনাপতি মহম্মদ বিন্ সিমের আদেশে ওদন্তপুরের সুবৃহৎ গ্রন্থাগার ভস্মীভূত হইয়াছিল। বহুসংখ্যক বৌদ্ধ-পুরোহিত অস্ত্রমুখে নিপাতিত হইলেন।* শ্রীগয়াকর নামক পণ্ডিত বাঙ্গলা অক্ষরে ১১৯৮, ১১৯৯ ও ১২০০ খৃষ্টীয়াব্দে কতকগুলি তন্ত্রগ্রন্থ রচনা করেন। তাহার একখানিতে বখ্‌তিয়ার কর্ত্তৃক গোবিন্দপালের পরাজয় বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। তবক-ই নসিরি মতে বখ্‌তিয়ার দুইশত সেনা লইয়া বিহার অধিকার করেন। রাজা গোবিন্দ পাল যুদ্ধে নিহত হন। উক্ত গ্রন্থের রচয়িতা বলিতেছেন, নিজাম-উদ্দীন ও সামস-উদ্দীন নামক ভ্রাতৃদ্বয় বিহার ও বাঙ্গলা জয় করিবার সময় বখ্‌তিয়ারের সেনা দলে ছিল। তাহাদের মুখে ৬৪১ হিজরীতে তিনি দুইশত সেনার দ্বারা বিহার এবং ১৮ জন সেনা দ্বারা নবদ্বীপ জয়ের কথা শুনিয়াছিলেন। দুই জন সামান্য সিপাহীর মুখে

---

* মহম্মদ বিন বখ্‌তিয়ার বিক্রমশিলা বিহার আক্রমণ করিয়া উহার ধ্বংস করেন। প্রায় ৪৫০ বর্ষকাল জ্ঞানের বিমল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া বিক্রমশিলা অস্তিত্ব বিসর্জ্জন করে। তখন শাক্যশ্রী, বিক্রমশিলা বিহারের অধিনায়ক ছিলেন। নালন্দার পর বিক্রমশিলার বিশ্ববিদ্যালয় লুপ্ত হইলে, মিথিলা জ্ঞানচর্চ্চার জন্য বিখ্যাত হইয়া উঠে।

শুনিয়া সংগৃহীত বিবরণের কোন ঐতিহাসিক মূল্য আছে, তাহা কেহই মনে করিবেন না।

তাম্রশাসন দ্বারা জানা যায় যে, ধর্ম্মপাল ৩২ বৎসরের কম রাজত্ব করেন নাই। প্রথম বিগ্রহপাল অন্ততঃ ১৩বৎসর, নারায়ণ পাল অন্ততঃ ১৭ বৎসর, রামপাল অন্ততঃ ১২বৎসর, মদনপাল অন্ততঃ ৮বৎসর রাজত্ব করেন। কোন নিদর্শন দ্বারা জানা গিয়াছে যে, দ্বিতীয় বিগ্রহপাল অন্ততঃ ১২বৎসর ও প্রথম মহীপালদেব অন্ততঃ ৪৮ বৎসর রাজত্ব করেন। ১০২৭ খৃষ্টাব্দে মহীপাল যে রাজা ছিলেন, তাহা সারনাথের শিলালিপি হইতে জানা যায়। মুঙ্গের হইতে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে জানা গিয়াছে, দেবপাল অন্ততঃ .৩৩ বৎসর রাজত্ব করেন। গুণরিয়া ও রামগয়া হইতে মহেন্দ্রপাল দেবের অষ্টম ও নবম বর্ষের উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, মহেন্দ্রপাল অন্ততঃ ৯ বৎসর রাজত্ব করেন। গয়ার কৃষ্ণ-দ্বারিকা মন্দিরে প্রাপ্ত শিলালিপি হইতে জানা যায়, মদনপাল অন্ততঃ পঞ্চদশ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন

পাল-বংশীয় রাজগণের গৌড়ের রাজত্ব কাল অন্ততঃ তিন শত বৎসর। ইঁহাদের পরাক্রম সামান্য ছিল না। বাঙ্গলার নানাস্থানে এই বংশীয় রাজগণ শাসন পরিচালনা করিতেন। হুগলী জেলার হরিপালের সঙ্গে পালরাজগণের সংস্রব থাকিতে পারে। হরিপাল, হরিপাল-নগর স্থাপন করেন। হরিপালের পিতার নাম কুলপাল। দেশপাল, ভাগীরথীর পশ্চিম-প্রদেশের রাজা ছিলেন। ভাওয়াল অঞ্চলের কাপাসিয়ায় শিশুপাল নামক রাজা রাজত্ব করিতেন। তালিপাবাদ পরগণায় যশোপাল নামক রাজার নাম পাওয়া যায়। হরিশ্চন্দ্র সাভাড়ের রাজা ছিলেন *। হরিশ্চন্দ্র, শিশুপাল ও যশোপাল রাজার রাজ্য, বুড়ি-

* পূর্ব্ব অধ্যায়ে বঙ্গদেশের বিবরণে দ্রষ্টব্য।

গঙ্গার উত্তর তীর হইতে ধলেশ্বরী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মধুপুরে ভগদত্ত নামক রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার বংশ বা জাতি-পরিচয় অজ্ঞাত। ভগদত্তের প্রতিষ্ঠিত বারতীর্থে এখনও মেলা হইয়া থাকে। পাল-রাজগণের অধীন রাজাদিগকে ভৌমিক রাজা বলিত। তাহাদের অধিকৃত স্থানের নাম 'ভূম' ছিল। পাল-রাজগণের অধীনে দ্বাদশ জন প্রসিদ্ধ ভৌমিক ছিলেন, তদবধি "বারভূঞা" নাম বাঙ্গলায় চলিয়া আসিতেছে। বাঙ্গলায় ভূম শব্দান্ত নিম্নলিখিত স্থানের নাম পাওয়া যায় ;—

১। মল্লভূমি। (বিষ্ণুপুর অঞ্চল)

২। বীরভূম।

৩। সেনভূম (রাঢ়ের অন্তর্গত ইলিমবাজার অঞ্চল)

৪। গোপভূম (রাঢ়ের অন্তর্গত আউস গ্রাম অঞ্চল)।

৫। শিখরভূম। (রাণীগঞ্জের সমীপবর্ত্তী)

৬। ধলভূম। (মেদিনীপুরের ঘাটশিলা অঞ্চল)

৭। বরাহভূম। (মানভূমের দক্ষিণ-প্রদেশ)

৮। সিংহভূম।

৯। বরদাভূম। (মেদিনীপুরের বরদা পরগণা)

১০। ব্রাহ্মণভূম। (চন্দ্রকোণার দক্ষিণ অঞ্চল)

১১। বঙ্গভূম।

সম্ভবতঃ এই সকল ভূখণ্ডে পাল-বংশীয় রাজগণের অধীনতায় প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে পাণ্ডুদাস নামক রাজা দক্ষিণরাঢ়ে ভূরসুট নামক স্থানে রাজত্ব করিতেন। এই রাজ্যকে ভূরিশ্রেষ্ঠী অথবা ভূরিসৃষ্টি বলিত। বর্ত্তমান হুগলী জেলার আমতা গ্রামের নিকট পেঁড়ো-বসন্তপুর হইতে হুগলী জেলার পেঁড়ো পর্য্যন্ত ভূরিশ্রেষ্ঠী রাজ্য বিস্তৃত ছিল। এই

রাজ্য বৌদ্ধরাজত্বকালে স্থাপিত হয়। সম্ভবতঃ এই রাজ্য পালদিগের রাজ্যান্তর্গত ছিল। প্রথমতঃ ইহাতে বৌদ্ধরাজগণ রাজত্ব করিতেন, পরে ইহা হিন্দুদিগের অধিকৃত হয়। এখানকার কতিপয় ব্রাহ্মণ রাজার নাম পাওয়া যায়। এই রাজ্যে অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বাস করিতেন। প্রসিদ্ধ শ্রীধর ভট্ট কায়স্থ রাজা পাণ্ডুদাসের প্রার্থনায় ৯১৩ শাকে "ন্যায় কন্দলী" নামক ন্যায় গ্রন্থ রচনা করেন *। শ্রীধরের পিতার নাম বলরাম, মাতার নাম অব্বোকা। ভূরিশ্রেষ্ঠীতে শ্রীধরের নিবাস ছিল। ত্রিবেণী ও সপ্তগ্রাম ভূরিশ্রেষ্ঠী রাজ্যের অন্তর্গত ও বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। অনেক ধনশালী বণিক্ এই রাজ্যে বাস করিত বলিয়া এই রাজ্যের নাম ভূরিশ্রেষ্ঠী হয়।

লালাজী শিলালিপিতে আছে—ধঙ্গদেব, অঙ্গ ও রাঢ়ের রাজ-মহিষী দিগকে কারাবন্দিনী করিয়াছিলেন। সপ্তম চন্দেল-রাজ বঙ্গদেব ৯৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৯৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। অতএব ধঙ্গদেবের আক্রমণ সম্ভবতঃ দ্বিতীয় গোপালদেব বা দ্বিতীয় বিগ্রহপাল দেব বা প্রথম মহীপালদেবের রাজত্বকালে ঘটিয়াছিল।

পাল-রাজগণ আসাম অধিকারপূর্ব্বক তথায় অনেক হিন্দু উপনিবেশ স্থাপন করেন। পূর্ব্বে আসামে হিন্দুর সংখ্যা অতি কম ছিল। পাল-রাজগণের প্রতাপ যখন মন্দীভূত হইতেছিল, তখন ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় বিগ্রহপালের সময় বীর বিক্রমসিংহ নামক চন্দ্র-বংশীয় এক রাজপুত মুঙ্গের জেলার অন্তর্গত গিধোড়-নগরে গিধোড় রাজ্য স্থাপন করেন।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে "প্রবোধ চন্দ্রোদয়" নাটক রচিত হয়। তাহাতে লিখিত আছে,—

* বিক্রমশিলা বিহারের অধিনায়ক এক শ্রীধর আচার্য্য ছিলেন। বোধ হয় তিনিই ন্যায়কন্দলীকার শ্রীধর।

"গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়াপুরী" এই রাঢ়াপুরী বলিতে রাঢ়ের কোন্ স্থান বুঝাইতেছে জানা যায় না। গ্রন্থকার দক্ষিণ রাঢ়াবাসীদিগকে দম্ভ ও অহঙ্কারের বসতিস্থান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কবি গৌড়বাসীদিগকে নানা স্থানে বিদ্রূপ করিয়াছেন। এই নাটকের চতুর্থাংশে লিখিত আছে ;—গৌড় রাজ্যান্তর্গত ভাগীরথী তীরস্থ রাঢ়া-রাজ্যে চক্রতীর্থে মীমাংসানুগত মতি কর্ত্তৃক ধার্য্যমাণ প্রাণ বিবেক উপনিষদ্ সঙ্গমার্থ তপস্যা করিতেছেন। এই বর্ণনায় বোধ হয়, ভাগীরথী-তীরস্থ কোন স্থানে মীমাংসা দর্শনের সুন্দর আলোচনা হইত।

বুকানন হ্যামিলটন বলেন, পাল-রাজগণ ভূমিহার-জাতীয় ছিলেন। ভূমিহার-জাতীয়দিগকে বাভন বলে। উহা ব্রাহ্মণশব্দের পালীরূপ। বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করায়, সমাজে ব্রাহ্মণদিগের মত সম্মানভাজন ছিলেন না। বাভনেরা আপনাদিগকে মূর্দ্ধাভিষিক্ত বলেন। পাল-রাজগণের ক্রিয়া-কলাপ ক্ষত্রিয়গণের সহিত হইত। এই জন্য বুকাননের মত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। পাল-বংশীয়দিগের আত্মীয়-স্বজন পরে কায়স্থ-জাতির অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

প্রাচীন বাঙ্গলা গ্রন্থপাঠে জানা যায়, গৌড়েশ্বরকে বরেন্দ্র "অধিপতি", "কোচের রাজা", "সল্লিপুরের রাজা", "কেউঝড়ার রাজা, শিমুল্যার রাজা", ময়নাগড় ও দলুইপুরের রাজা করপ্রদান করিতেন। রাজসৈন্যের মধ্যে চাঁড়াল ও বাগ্দী জাতীয় বিস্তর লোক ছিল।

বর্ম্ম-বংশ।

পালবংশীয়গণের রাজত্বকালের শেষভাগে তাঁহাদিগের অধীন যে সকল রাজবংশ সামন্তরাজস্বরূপ বাঙ্গলার ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেন, তন্মধ্যে বর্ম্ম-বংশ বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। রাজেন্দ্রচোল

কর্ত্তৃক পূর্ব্ববঙ্গে পাল-বংশীয় গোবিন্দচন্দ্র পরাজিত হইলে, বঙ্গদেশে গোলযোগ উপস্থিত হয়। সেই সুযোগে বর্ম্মবংশীয় ভূপালগণ বিক্রমপুর অধিকার করেন। বর্ম্ম-বংশ শূর-বংশের এক শাখা। ইহারা পূর্ব্বে স্বর্ণরেখা নদীর তীরবর্ত্তী কাশীপুরীর রাজা ছিলেন। ঐ স্থান সুহ্মের অন্তর্গত ছিল। ইহার বর্ত্তমান নাম কাশীয়াড়ি। বর্ম্মবংশীয় রাজগণ যখন বিক্রমপুর অধিকার করেন, তখন বিক্রমপুরের এক পার্শ্বদিয়া পদ্মা প্রবাহিত ছিল। এখন উহার মধ্য দিয়া পদ্মা প্রবাহিত হওয়ায় বিক্রমপুর দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে।

হরিবর্ম্মা।

এই বংশে হরিবর্ম্মা, জ্যোতির্ব্বর্ম্মা ও শ্যামলবর্ম্মার নাম পাওয়া যায়। ইহারা পাল ও সেন বংশের করদরূপে বিক্রমপুর শাসন করিতেন।* দ্বিতীয় ভবদেব ভট্ট, হরিবর্ম্ম-দেবের সচিব ছিলেন। ভবদেব ভট্টের নামান্তর বালভট্ট বা বালবলভীভুজঙ্গ, ইহাঁর পিতার নাম গোবর্দ্ধন। ইনি খৃষ্টীয় দশমশতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সাবর্ণ গোত্রীয় সিদ্ধলগ্রামীণ ছিলেন। কুলাচার্য্য বাচস্পতি মিশ্র, ভবদেবের বন্ধু ছিলেন। ভবদেব দক্ষিণরাঢ়ে আগমনপূর্ব্বক, সম্ভবতঃ রণশূর কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া, তথায় কিয়ৎকাল বাস করেন। রাজেন্দ্রচোল কর্ত্তৃক রণশূর রাজ্যভ্রষ্ট হইলে, ভবদেব তীর্থবাসের জন্য উৎকলে যাত্রা করেন। হরিবর্ম্ম দেব তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রিত্ব প্রদান করেন। ভবদেব ভট্ট পথ, পুষ্করিণী ও পান্থনিবাসের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পিতামহ গৌড়াধিপতির মন্ত্রী ছিলেন। ভবদেবের সিদ্ধল গ্রাম একটি রাজ্যের মত ছিল। শতসংখ্যক গ্রাম ঐ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

* জ্যোতির্ব্বর্ম্মা হরিবর্ম্মার পিতা ছিলেন। তাঁহার বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় ভবদেব ভট্টের ঊর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ প্রথম ভবদেব ভট্ট গৌড়াধিপের নিকট হস্তিনী নামক গ্রাম লাভ করেন। কুলচন্দ্র ঘটক বলেন, ইনি ধর্ম্মপালের মহামাত্য ছিলেন। রাজার নিকট হইতে বহু মণি-রত্ন লাভ করিয়া, শেষ বয়সে কাশীপুরীতে গমন করেন। দ্বিতীয় ভবদেব ভট্ট ভুবনেশ্বরে অনন্ত বাসুদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তদুপলক্ষে বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার কুল-প্রশস্তি রচনা করেন।

রাজা হরিবর্ম্মদেবের ৪২ বর্ষাঙ্কিত একখানি তাম্রশাসন অসম্পূর্ণাবস্থায় ফরিদপুর জেলার সামন্তসার গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। তাহা হইতে জানা যায়ঃ—

(ক) হরিবর্ম্মার পিতা জ্যোতির্বর্ম্মা।

(খ) বালবল্লভী ভুজঙ্গ ভবদেব ভট্টের পিতা। গোবর্দ্ধন ইঁহার সভাপণ্ডিত ছিলেন।

(গ) হরিবর্ম্মা বিক্রমপুর সমাবাসিত শ্রীমজ্জয় স্কন্ধাবার হইতে এই তাম্রশাসন প্রদান করেন।

(ঘ) পরম বৈষ্ণব পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ বিশেষণে হরিবর্ম্মা বিশেষিত হইয়াছেন।

(ঙ) প্রদত্ত ভূমি পৌণ্ড্রবদ্ধন ভুক্ত্যন্তঃপাতী পঞ্চকুসুম্ব শৈলঃউপরি নিচক্র বিষয়ের বড়পর্ব্বত গ্রামে ছিল।

(চ) স্বশ্রী ত্রিষষ্ট্যধিকষড়্দ্রোণ্যুপেতহলভূমৌ শব্দে বোধ হয় প্রদত্ত ভূমির পরিমাণ প্রকাশিত হইয়াছে।

(ছ) বাৎস্য-গোত্রীয় ভার্গব-চ্যবন আপ্নুবৎ ঔর্ব্ব জামদগ্ন্য-প্রবর ঋগ্বেদ আশ্বলায়ন শাখাধ্যায়ী ভট্টপুত্র জয়বাচি শ্রীদেবের প্রপৌত্র, ভট্টপুত্র বেদগর্ভ শর্ম্মার পৌত্র, ভট্টপুত্র পদ্মনাভের পুত্র ভট্টপুত্র বেদার্থবাচিক শ্রীকৃষ্ণধর মিশ্রকে তাম্রশাসনলিখিত ভূমি প্রদত্ত হইয়াছিল।

(জ) হরিবর্ম্মদেব নিজ রাজত্বের ৪২ বৎসরে এই তাম্রশাসন প্রদান করেন।

স্নাণক, রাজপুত্র, রাজামাত্য, মহাব্যূহপতি, মণ্ডলপতি, মহাসান্ধি-বিগ্রহিক, মহাসেনাপতি, মহাকূট, পাশিক, মহাপ্রতীহার, কোট্টপাল, দোঃসাধসাধনিক, চৌরোদ্ধরণিক, নৌবলহস্ত্যশ্বগোমহিষজাবিকাধক্ষা, গৌল্মিক, দণ্ডপাশিক, দণ্ডনায়ক, বিষয়কার এই সকল পদস্থ ব্যক্তিকে জানাইয়া ভূমিদান করা হইয়াছে।

(ঝ) এই তাম্রশাসনেও চট্টভট্ট জাতির উল্লেখ আছে।

রাঘবেন্দ্র কবিশেখর রচিত ভবভূমিবার্ত্তা পাঠে জানা যায়;—

(ক) হরিবর্ম্মা দাক্ষিণাত্য নরপতি ছিলেন, পরে বিক্রমপুরে রাজ্য স্থাপন করেন।

(খ) বালভট্ট, গর্গ ভট্টাচার্য্য, বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত সাত জন পণ্ডিত হরিবর্ম্মার সভা সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

(গ) হরিবর্ম্মা একাম্রকাননে অর্থাৎ ভুবনেশ্বরে হরিহর ব্রহ্মা সীতা রাম লক্ষ্মণ হনুমান প্রভৃতি অষ্টোত্তর শত বিগ্রহ, বহুসংখ্যক মন্দির ও সরোবর প্রতিষ্ঠা করেন।

(ঘ) অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশে হরিবর্ম্মার ধর্ম্মকাহিনী বিস্তারিত হইয়াছিল।

সে সময়ে গজনীপতি সুলতান মামুদ কর্ত্তৃক পশ্চিম ভারত আক্রান্ত হইয়াছিল। সুলতান মামুদ কনোজ রাজ্য আক্রমণ করিলে, সেখানকার অনেক ব্রাহ্মণ পলায়ন করিয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন। হরিবর্ম্মদেব তাহাদিগকে আশ্রয় দান করেন। এই সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে গঙ্গাগতি বৈষ্ণব মিশ্র একজন প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। ইনি কান্যকুব্জের কর্ণাবতী সমাজে বাস করিতেন। নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া কোটালিপাড়া নামক

স্থানে আপন বাসস্থান মনোনীত করেন (৯৪০ শাক)। কনোজরাজ্য হইতে সমাগত ব্রাহ্মণেরা পাশ্চাত্য বৈদিক নামে খ্যাত। হরিবর্ম্মা হিন্দুধর্ম্মের উৎসাহদাতা এবং জৈন ও বৌদ্ধদিগের "শর্ম্মসংমর্দ্দনকারী" ছিলেন। ভবভূমি বার্ত্তায় লিখিত আছে যে, হরিবর্ম্মা নাগেন্দ্রপত্তনাদি জয় করিয়াছিলেন, এবং জননীর বারাণসী গমন পূর্ব্বক, বিশ্বেশ্বর পাদ-পদ্ম দর্শনেচ্ছা শ্রবণ করিয়া, তাঁহার স্বচ্ছন্দ গমনের জন্য একটি সুপ্রশস্ত বর্ত্ম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কোথা হইতে কতদূর পর্য্যন্ত এই বর্ত্ম নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার কোন উল্লেখ নাই। হরিবর্ম্মদেব ১০৫৬. খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

হরিবর্ম্ম দেব অসাধারণ পরাক্রমশালী ছিলেন। দক্ষিণাপথাধীশ্বর দিগ্‌বিজয়ী জৈন রাজা রাজেন্দ্র চোল গৌড় বঙ্গ রাঢ় ও দণ্ডভূক্তিকা জয় করিতে এই সময়ে আগমন করেন। তিনি পূর্ব্ববঙ্গে গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজিত করিলেও, হরিবর্ম্মদেবকে পরাজিত করিতে পারেন নাই।

শ্যামলবর্ম্মা।

বিক্রমপুরে শ্যামলবর্ম্মা নামে অন্য এক রাজার নাম পাওয়া যায়। তাঁহার সময়েও বহু ব্রাহ্মণ কনোজ ত্যাগ করিয়া বঙ্গে আগমন করেন (১০০১ শকাব্দ)। তাঁহারা পূর্ব্বাগত ব্রাহ্মণগণের আত্মীয় স্বজন ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে যশোধর মিশ্র প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। কথিত আছে, রাজ-প্রাসাদোপরি এক গৃধ্র পতিত হয়। গৃধ্র-পতন-দোষের শান্তি জন্য যশোধর মিশ্র শ্যামল বর্ম্ম-কর্ত্তৃক বিক্রমপুরে আহূত হন। শ্যামল বর্ম্মার পিতামহের নাম ত্রিবিক্রম, পিতার নাম বিজয় সেন, মাতার নাম মালতী ও জ্যেষ্ঠভ্রাতার নাম মল্লবর্ম্মা। রাজা ত্রিবিক্রম স্বর্ণরেখা নদীর তীরবর্ত্তী কাশীপুরীর রাজা ছিলেন। বিজয়সেনের মৃত্যুর পর

মল্লবর্ম্মা কাশীপুরীর রাজা হন। শ্যামলবর্ম্মা পিতৃরাজ্য পান নাই। তিনি বিক্রমপুরে আসিয়া অতি উদ্ধত শূরবংশীয়দিগকে পরাজিত করিয়া ৯৯৪ শাকে রাজা হন। যথা :—

বেদগ্রহ গ্রহমিতে স বভুব রাজা
গৌড়ে স্বয়ং নিজবলৈঃ পরিভূয় শত্রূন্।
শূরান্বয়ানতিমদান্ বিজিতান্তরাত্মা
শাকে পুনঃ শুভতিথৌ বিজয়স্য সূনুঃ॥

(বিক্রমপুরের বৈদিক কুলপঞ্জিকা।)

শ্যামলবর্ম্মা বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের আনয়ন-কর্ত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন। প্রকৃত পক্ষে পাশ্চাত্য বৈদিকেরা হরিবর্ম্মার সময় হইতে বঙ্গে আসিতেছিলেন। শ্যামলবর্ম্মা কাশীরাজ্যের অন্তর্গত সীয়দোনীর রাজা হরিহরের পুত্র নীলকণ্ঠের দুহিতার পাণিগ্রহণ করেন। কোন কোন কুলগ্রন্থ মতে তিনি কাশীরাজ জয়চন্দ্রের দুহিতা সুশীলাকে বিবাহ করেন। শ্যামলবর্ম্মার তাম্র শাসনের কিয়দংশ পাওয়া গিয়াছে। এই তাম্র শাসন হইতে নিম্নলিখিত বিবরণগুলি অবগত হওয়া যায় :—

(ক) বিক্রমপুর নিবাসী কুটকপতি শ্রীশ্রীমানের জয়স্কন্ধাবার হইতে এই তাম্রশাসন প্রদত্ত হইয়াছে।

(খ) শ্যামলবর্ম্মা সোমবংশের অন্তর্গত বর্ম্ম-বংশজাত ছিলেন।

(গ) শ্যামলবর্ম্মার বৃষভশঙ্কর গৌড়েশ্বর উপাধি ছিল।

(ঘ) রাজ্ঞী-রাণক-রাজপুত্র-রাজামাত্য-মহাধার্ম্মিক-মহাসান্ধিবিগ্রহিক-পৌরপতিক-দণ্ডনায়ক-বিষয়ী-প্রভৃতিকে জানাইয়া তাম্র শাসন প্রদত্ত হইয়াছে।

(ঙ) অশ্বপতি-গজপতি-নরপতি-রাজ্যত্রয়াধিপতি-বর্ম্মবংশকুল-কমল প্রকাশ-ভাস্কর-সোমবংশ প্রদীপ-প্রতিপন্ন কর্ণগাঙ্গেয় শরণাগত বজ্র-

পঞ্চরপরমেশ্বর-পরমভট্টারক-পরমসৌর-মহারাজাধিরাজ-অরিরাজ বৃষভশঙ্কর প্রভৃতি বিশেষণে শ্যামলবর্ম্মা বিশেষিত হইয়াছেন।

(চ) চট্টভট্ট জাতীয় ক্ষেত্রকরদিগকেও ভূমি দানের বিষয় জানান হইয়াছে। ইহাতে বোধ হইতেছে, তৎকালে চট্টভট্ট জাতীয়েরা লুণ্ঠন বৃত্তি ত্যাগ করিয়া কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিতেছিল।

(ছ) প্রদত্ত ভূমি বঙ্গবিষয়পাঠে বিক্রমপুর ভুক্ত্যন্তঃপাতী ছিল।

(জ) পূর্ব্বে নাগরকুণ্ডা, দক্ষিণে ধূলীপুর, পূর্ব্বে লঙ্কাচুম্বা, উত্তরে কুলকুষ্ঠি প্রদত্ত ভূমির এই চতুঃসীমা ছিল।

(ঝ) পাঠকত্রয়া ভূমি বোধ হয় কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণবিশিষ্ট ভূমি।

(ঞ) ঋগ্বেদীয় আশ্বলায়ন শাখৈকদেশাধ্যায়ী শ্রীযশোধর দেবশর্ম্মাকে প্রাসাদোপরি শকুনপ্রপতিত যজ্ঞবিধিতে এই ভূমি প্রদত্ত হইয়াছিল।

রামদেবের বৈদিক কুলমঞ্জরীতে লিখিত আছে, শ্যামলবর্ম্মা পদ্মানদীর দক্ষিণদিকস্থ সমস্ত প্রদেশ অধিকার করেন এবং গৌড়ের অন্তর্গত বিক্রমপুরের উপান্তে রাজধানী নির্ম্মাণ করেন, যথা :—

"গৌড়ান্তর্গত বিক্রমপুরোপান্তে পুরীং নির্ম্মমে।"

সামন্তসারের বৈদিক-কুলার্ণবমতে শ্যামলবর্ম্মা ভাগীরথীর পূর্ব্বে মেঘনার পশ্চিম লবণসমুদ্রের উত্তর ও বরেন্দ্রের দক্ষিণপ্রদেশে সেনবংশীয় নৃপতির করদরূপে শাসন করিতেন। যথা :—

গঙ্গায়াঃ পৃষ্ঠভাগঞ্চ মেঘনত্যাশ্চ পশ্চিমম্।
উত্তরাল্লবণাব্ধেশ্চ বারেন্দ্রাচ্চৈব দক্ষিণম্।
করদং রাজ্যমাসাদ্য শ্যামলাখ্যোপ্যশাসয়ৎ
সেনবংশীয় ভূপানামাশ্রয়েণ স্বধর্ম্মভাক্॥

বায়ু পুরাণীয় রাজগৃহ মাহাত্ম্যে লিখিত আছে, বসুরাজ নামক এক

ব্রাহ্মণ রাজগৃহ বনে এক অশ্বমেধযজ্ঞ করেন। তিনি দক্ষিণাপথ হইতে বৎস, উপমন্যু, কৌণ্ডিন্য, গর্গ, হারিত, গৌতম, শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ, কৌশিক, কাশ্যপ, বশিষ্ঠ, বাৎস্য, সাবর্ণি ও পরাশর এই চৌদ্দগোত্রীয় ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন ও তাঁহাদিগকে নানাস্থান দান করেন। পরবর্ত্তী কালে তাঁহাদিগের বংশীয়গণ বঙ্গদেশের নানাস্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়েন। এই বৈদিক ব্রাহ্মণেরা দাক্ষিণাত্য বৈদিক নামে প্রখ্যাত হন।

রাজা আদিশূর যেমন রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষকে কান্যকুব্জ হইতে গৌড়ে আনয়ন করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছেন, রাজা হরিবর্ম্মা ও শ্যামলবর্ম্মাও সেইরূপ বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের প্রতিপালক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। তৎকালে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহ সাগ্নিক ছিলেন না, বেদচর্চ্চাও তাঁহাদিগের মধ্য হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল। পশ্চিমাঞ্চলে তখনও বেদচর্চ্চা ছিল। যে সকল ব্রাহ্মণ পশ্চিমাঞ্চল হইতে এদেশে আগমন করিতেছিলেন, তাঁহারাই বৈদিক নামে পরিচিত হইতে লাগিলেন।

দেশের অবস্থা।

এই যুগে যে সকল ভাষাগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে সংস্কৃতের তত প্রভাব নাই। স্ত্রীপুরুষের নামগুলি প্রায় সংস্কৃতের সম্পর্কশূন্য। ডাকের বচনগুলি খৃষ্টীয় অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী মধ্যে রচিত। ইহাতে পুষ্করিণী-খনন, পথ-ঘাট-নির্ম্মাণ, বৃক্ষরোপণ, মণ্ডপদান ইত্যাদি সৎকর্ম্ম করিবার উপদেশ আছে। ডাকের বচনগুলির আদিম ভাষা ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। লোকসাধারণকে ধর্ম্মকার্য্যে প্রবৃত্ত করিবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে যে সকল উপদেশ প্রচার করা হইত, তাহাই ডাকের বচন

নামে পরিচিত আছে। কৃষি ও জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় বচনগুলি "খনারবচন" বলিয়া আখ্যাত। এইগুলি বৌদ্ধযুগের রচনা।

এইকালে প্রজাগণ কড়িতে রাজস্ব প্রদান করিত। * প্রজাসাধারণ যেরূপ ঘরে বাস করিত, তাহা বাঙ্গলাঘর নামে পরিচিত আছে। এই সময়ে লোকে বিলাসী ছিল না। কিন্তু দেশে ঐশ্বর্য্যেরও সীমা ছিল না। রাজারা সোণার খাটে বসিয়া রূপার খাটে পদস্থাপন করিতেন—এরূপও বর্ণিত আছে। ইন্দ্রকম্বল, পাটের পাছড়া, দণ্ডপাখা বিলাসের সামগ্রী ছিল। ইন্দ্রমিঠা নামক মিষ্টদ্রব্যের নাম পাওয়া যায়। বড়লোকে বংশ-হরির গুয়া দিয়া মুখ শুদ্ধি করিতেন। ব্রাহ্মণভদ্রগণও কৃষিকার্য্য করি-তেন। সন্তান জন্মিলে সাতদিন পরে সাদিনা, দশদিন পরে দিশা, ও ত্রিশ দিন পরে ত্রিশা নামক উৎসব করা হইত। বাঙ্গলার বণিগ্‌গণ পূর্ব্ব-দিকে ভারতসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত এবং কখনও কখনও চীনদেশ পর্য্যন্ত বাণিজ্য করিতে যাইতেন। বণিগ্‌দিগের সঙ্গে যে নৌকাশ্রেণী চলিত, তাহার শ্রেষ্ঠ নৌকাকে মধুকর বলিত। প্রধান বণিক্ তাহাতে আরো-হণ করিতেন। নৌকাশ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন অংশের ভিন্ন ভিন্ন নাম ছিল।

গৌড়রাজ্যে বিশুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্ম কখনও প্রচারিত হয় নাই। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রগাঢ় চিন্তাপ্রসূত ধর্ম্ম, তাহা সাধারণের অবলম্বনীয় নহে। বৌদ্ধ-প্রচারকেরা ইহা বুঝিতে পারিয়া নূতন প্রণালী অবলম্বন করেন। বড় বড় মন্দির নির্ম্মাণ ও তন্মধ্যে নানা প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিতেন। সেই সকল দেব-প্রতিমার মধ্যে কতকগুলি বিদেশীর আমদানি। বৌদ্ধ আচার্য্যেরা সাধা-রণের মনোরঞ্জনার্থ নানা উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই কারণে

* সোণার কড়ি ও রূপার কড়িরও প্রচলন ছিল। গোবিন্দচন্দ্রের গীতে আছে, হাড়িপা যোগমার্গে প্রবিষ্ট স্বীয় শিষ্য গোবিন্দচন্দ্রকে চারি কড়া সোণার কড়িতে হীরাদারি নাম্নী বেশ্যার নিকট বন্ধক রাখিয়াছিলেন।

আর্য্যগণের নিজ নিজ গৃহে প্রতিষ্ঠিত হোমার্থ অগ্নিস্থান সমূহ বিদায় লইতেছিল। হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানকালে হিন্দুপণ্ডিতেরা বৌদ্ধদেবালয়-গুলিকে নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন। বৌদ্ধপ্রতিমাগুলি অবিকৃতভাবে বা ঈষৎ পরিবর্ত্তিত আকারে আপনাদের উপাস্য দেবতাশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। বৌদ্ধোৎসবগুলি হিন্দু-উৎসবে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। রথযাত্রা, দীপালী ও ভ্রাতৃদ্বিতীয়া পূর্ব্বে বৌদ্ধোৎসব ছিল, উহা এই সময়ে হিন্দু-উৎসব হইয়া যায়। চৈত্রমাসে চড়কপূজার সঙ্গে যে নীলপূজা আছে, এ দেশের স্ত্রীলোকেরা যে নীলাবতীর ব্রত করে, তাহা বৌদ্ধা-নুষ্ঠান। নীলপূজার দ্রব্য সামগ্রী অনেক সময়ে ডোমেরা পায়। ব্রত-কথায় নীলাবতীকে সুলুক মুলুকের নন্দা পাটনের গঙ্গাধর ও কলাবতীর কন্যা বলা হইয়াছে। ব্রতপুস্তকের রচনা অতি প্রাচীন। জেমোকান্দির কালাগ্নি রুদ্রমূর্ত্তি ও উদ্ধারণপুরের রুদ্র ভৈরবের মূর্ত্তি বুদ্ধমূর্ত্তির নূতন সংস্করণ। উত্তররাঢ়ে গ্রামে গ্রামে যে ধর্ম্মপূজা হইয়া থাকে, তাহা বুদ্ধ-দেবের প্রচ্ছন্ন উৎসব। বুদ্ধদেব পশ্চিমবাঙ্গলায় ধর্ম্ম নামে পূজা পাইতে-ছেন। উসৎপুর, চাপাই ও হাকন্দ নগরে বুদ্ধদেব প্রথম ধর্ম্মনামে পূজিত হন। বৌদ্ধদের শূন্যবাদের উপর ধর্ম্মদেবের উৎপত্তির পৌরাণিক আখ্যান প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম্মদেবের পূজা-পদ্ধতি সর্ব্বত্র সমান নহে। এই সময়ে চীন, হূণ ও ব্রহ্মদেশের অনেক অনেক দেবতাও এদেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন। হাড়ি ও ডোম জাতীয় আচার্য্যগণ প্রথম ধর্ম্মের পূজক ছিলেন; পরে ব্রাহ্মণেরা দেবতার পূজাপদ্ধতি ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া নিজেরা পুরোহিত হইয়াছেন। মালদহ জেলার অন্তর্গত গাজোলের কালী এখনও হাড়ি পুরোহিতের পূজা গ্রহণ করেন। এ কালী পূর্ব্বে বৌদ্ধ-দেবী ছিলেন। সে সময়ে হাড়ি, বাউরি ও ডোম জাতির অবস্থা এখন-কার মত হীন ছিল না। উড়িষ্যার বাউরি জাতি ব্রাহ্মণদিগের সহিত

স্পর্দ্ধা করিত। উড়িয়া ভাষার সিদ্ধান্ত উড়ুম্বরগ্রন্থে আছে, রাজা প্রতাপাদিত্যের সময় হইতে তাহাদিগের অবস্থা হীন হইতেছে। সম্ভবতঃ হাড়ি, ডোম ও বাউরি জাতি এই যুগে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিল।

পালরাজগণ বৌদ্ধধর্ম্মের মহাযান-মতাবলম্বী ছিলেন। তবে, সকলেই বজ্রবারাহী, বজ্রতারা, বজ্রভৈরবী প্রভৃতি শক্তিদেবীর উপাসনাও করিতেন। এই সময়ে মহাকালের উপাসনা তান্ত্রিক-বৌদ্ধসমাজে প্রবেশ করে। মহাকাল ধর্ম্মের দ্বারপাল ছিলেন।

মুর্শিদাবাদ জেলায় কিরীটেশ্বরীর স্থান পূর্ব্বে বৌদ্ধদেবালয় ছিল বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। তথাকার ভৈরবমূর্ত্তি ধ্যানী বুদ্ধের মূর্ত্তি বলিয়া অনুমিত হয়। পালবংশের রাজত্বকালে রাঢ়দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য ছিল। রাঢ়দেশের বৌদ্ধমূর্ত্তি সকল ঈষৎ পরিবর্ত্তিত আকারে বাঁকুড়ারায়, শ্যামরায় ও ভৈরব নামে হিন্দুদেবশ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়াছে। নেপালের বৌদ্ধ হারীতী দেবী বঙ্গদেশে শীতলা হইয়াছেন।

এই বংশের রাজত্বকালের শেষভাগে বৌদ্ধমত ও পার্ব্বতীয় অসভ্যদিগের ধর্ম্মমতের মিশ্রণে উৎপন্ন তান্ত্রিকমত প্রাধান্য লাভ করে। সমুদয় বৌদ্ধ বিহারে তান্ত্রিক বৌদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। বৌদ্ধবিহারের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোকে বিস্মৃত হইতে আরম্ভ করে।

পালরাজগণ বিদ্যার উৎসাহ দাতা ছিলেন। যদিও উদন্তপুর বিহার, পালরাজগণের পূর্ব্বে স্থাপিত হয়, তথাপি সেই বিহার ও বিক্রমশীলা বিহার, ইঁহাদের ব্যয়ে ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইত। এই রাজত্বকালে বাঙ্গালী জাতি কর্ত্তৃক তিব্বত চীন প্রভৃতি দেশে ভারতীয় জ্ঞানের বিমল জ্যোতি, বিকীর্ণ হয়। চিকিৎসা শাস্ত্রের অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি হয়।

সপ্তম অধ্যায়।

সেন রাজবংশ।

পাল-রাজবংশের পর, সেন-বংশ গৌড় অধিকার করে। কোন্ সময়ে কে গৌড় অধিকার করেন—তখন কে গৌড়ে রাজত্ব করিতেন, তাহা জানা যায় নাই। কেহ কেহ বলেন, বিজয়সেন গৌড় অধিকার করেন। বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত দেওপাড়া হইতে প্রাপ্ত প্রশস্তির বিংশ শ্লোকে আছে,—

> "ত্বং নান্যবীরবিজয়ীতি গিরঃ কবীনাং
> শ্রুত্বান্যথা—মননরূঢ়নিগূঢ়রোষঃ।
> গৌড়েন্দ্রমদ্রবদপাকৃতকামরূপ-
> ভূপং কলিঙ্গমপি যস্তরসা জিগায়॥"

নান্যবীর ও নেপাল রাজ নান্যদেবকে কেহ কেহ অভিন্ন মনে করেন। নান্যদেব ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে নেপালে রাজত্ব করিতেন।* ভোগদেবের পর নান্যদেব ১০৮৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মিথিলায় রাজত্ব করেন। দেওপাড়ার প্রশস্তি লিপিতে এই নান্যবীর বা নান্যদেবের কথা আছে। সেই সময়ে রামপাল গৌড়ের রাজা ছিলেন। বিজয় সেন সে সময়ে সমস্ত গৌড়-রাজ্য অধিকার করিতে পারেন নাই, কারণ মদনপালদেব, কোন ব্রাহ্মণকে পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্ত্যন্তঃপাতী কোটীবর্ষ-বিষয়ের অন্তর্গত হলাবর্ত্তমণ্ডলে ভূমিদান করিয়াছিলেন; গৌড় রাজ্য

---

* নান্যদেব মিথিলা রাজত্ব করিয়া পরে নেপালে গমন করেন। বিদ্যাপতির পুরুষপরীক্ষায় আছে, "নান্যদেব কর্ণাটক্ষত্রিয় ছিলেন।" সিম্‌রৌন্ গড়ে একটি কীর্ত্তি শিলায় লিখিত আছে, নান্যদেব তথায় ১০.৯ শাকে একটি বাস্তু প্রতিষ্ঠা করেন।

হস্তান্তরিত হইলে, মদনপাল কখন পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তঃপাতী ভূমি দান করিতে পারিতেন না। বিজয়সেন গৌড়েন্দ্রকে পরাজিত করিয়াছিলেন মাত্র; যুদ্ধে জয়লাভ ও রাজ্যাধিকার এক কথা নহে। বিজয়সেন কামরূপ ও কলিঙ্গ-পতিকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। সেন-রাজবংশের উন্নতির মধ্যাহ্নকালেও কামরূপ ও কলিঙ্গ তাহার অধীন হয় নাই।*

বিজয়সেন, পদ্মাবতী-নদীতীরস্থ বিজয়পুরে প্রত্যুম্নেশ্বরনামক মহাদেবের মন্দির স্থাপন করেন। এই মন্দিরে বিজয়সেনের যে প্রশস্তি লিপি ছিল, তাহা পাওয়া গিয়াছে। বিজয়পুরকে এখন দেওপাড়া বলে। তত্রস্থ শিব মন্দির এখন বর্ত্তমান নাই। এই স্থানের অবস্থা দেখিলে ও উহার পার্শ্বস্থ 'ভিখুরপাড়া' অর্থাৎ ভিক্ষু-পল্লীর নাম শুনিলে বোধ হয়, ইহা পূর্ব্বে একটি বৌদ্ধস্থান ছিল। বিজয়সেন, বৌদ্ধ মন্দিরের উপকরণ পাইয়া তদ্দ্বারা হিন্দুমন্দির-নির্ম্মাণ করেন। শিব-মন্দিরে যে শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে. তাহার শ্লোক গুলি উমাপতিধর-কর্ত্তৃক রচিত। জয়দেবের "গীতগোবিন্দে" আছে—"বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ"; এই বাক্য যে কতদূর সত্য, তাহা আমরা প্রশস্তি লিপির রচনা দেখিলে বুঝিতে পারি। উমাপতিধর বিজয়সেনকে রাম ও পার্থের অপেক্ষা বড় দেখিয়াছেন। তাঁহার লেখা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, এই সেন-বংশের প্রবর্ত্তকের নাম বীরসেন। বীরসেন, দাক্ষিণাত্য-ক্ষৌণীন্দ্র ছিলেন, এবং চন্দ্র বংশে জন্মগ্রহণ করেন। যথা,—

"বংশে তস্যামরস্ত্রী-বিততরতকলা সাক্ষিণো দাক্ষিণাত্য
ক্ষৌণীন্দ্রৈর্বীরসেন প্রভৃতিভিরভিতঃ কীর্ত্তিমদ্ভির্বভূবে।

---

* কোচবেহারের উত্তরস্থ একটি স্থানের নামও কলিঙ্গ ছিল, হয়ত বিজয়সেন, তাহার রাজাকে পরাজিত করেন। Broucke র ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত মানচিত্রে এই স্থান কলিঙ্গবং নামে অঙ্কিত হইয়াছে।

যচ্চারিত্রানুচিন্তাপরিচয়শুচয়ঃ সূক্তিমাধ্বীকধারাঃ
পারাশর্য্যেণ বিশ্বশ্রবণপরিসরপ্রীণনায় প্রণীতাঃ ॥"

উমাপতি ধরের এই বাক্যে জানা যাইতেছে—সেন-বংশ, কৌরব বা পাণ্ডব-বংশ হইতে উৎপন্ন।

স্কন্দপুরাণের সহ্যাদ্রিখণ্ডে বীরসেন নামক এক দাক্ষিণাত্যবীরের নাম আছে ; যথা—

"সৌমিনীদেবতাভক্তঃ শাণ্ডিল্যাখ্য-ঋষেঃ কুলে।
মহারাজ ইতি খ্যাতস্ততোঽভূদ্বশঙ্করঃ ॥
তদন্বয়ে চক্রবর্ত্তী হ্যমৎসেন ইতীরিতঃ।
তদন্বয়ে বীরসেনঃ কান্তিমালী ততোঽপি চ ॥"
সহ্যাদ্রিখণ্ডে পূর্ব্বার্দ্ধে ৩৪।২৫-২৬ শ্লোঃ।

হণ্টার সাহেব মনে করেন, বীরসেন অযোধ্যা হইতে বাঙ্গলায় আগমন করেন। দেবীপুরাণে অযোধ্যার বীরসেন নামক রাজার নাম আছে। আনন্দভট্টের "বল্লাল চরিতে" আছে—বীরসেন কর্ণের বংশে জন্মপরিগ্রহ করেন, এবং অঙ্গদেশ হইতে গৌড়ে আগমন করেন।* ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বীরসেন নামক অনেক রাজা রাজত্ব করিয়াছেন। "হর্ষ-চরিতে" আছে—রাজ-গজাধ্যক্ষ স্কন্দগুপ্ত হর্ষবর্দ্ধনকে বলিতেছেন, মহাদেবীর গৃহের গূঢ়ভিত্তিতে লুক্কায়িত থাকিয়া মহাদেবীর ভ্রাতা বীরসেন স্ত্রী-বিশ্বাসী কলিঙ্গ-রাজের মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল। "হর্ষচরিতেই"

---

* বোধ হয়, বীরসেনের পূর্ব্বপুরুষ অঙ্গদেশ হইতে দক্ষিণাপথে উপনিবিষ্ট হন। "বিপ্রকুলকল্পলতিকা" গ্রন্থের মতে, দাক্ষিণাত্য-বৈদ্যরাজ অশ্বপতিসেনের বংশে চন্দ্রকেতু সেন জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার বংশে বীরসেন উৎপন্ন হন ; বীরসেনের বংশজাত বিক্রমসেন বিক্রমপুর নগর স্থাপন করেন। "বিপ্রকুলকল্পলতিকা"র মত কতদূর প্রামাণিক, তাহা বলা যায় না।

সৌবীরপতি অন্য এক বীরসেনের নাম পাওয়া যায়। এই সকল বীরসেন সেনবংশের পূর্ব্বপুরুষ নহেন; উমাপতি ধর স্পষ্টই লিখিয়াছেন,—বীরসেন দাক্ষিণাত্য ক্ষৌণীন্দ্র ছিলেন। সেন-রাজবংশীয় অনেক রাজা শঙ্করগৌড়েশ্বর' উপাধি ধারণ করিতেন; ইহাতে বোধ হয়, সহ্যাদ্রিখণ্ডে যে বীরসেনের নাম আছে, তিনিই সেনবংশের পূর্ব্বপুরুষ।

সামন্ত সেন।

বীরসেনের বংশজাত সামন্তসেন, কর্ণাটের রাজা ছিলেন। তিনি কর্ণাটলুণ্ঠনকারীদিগের মহৎকদন করিয়াছিলেন, যথা—

"দুর্ব্বৃত্তানাময়মরিকুলাকীর্ণকর্ণাটলক্ষ্মী-
লুণ্ঠকানাং কদনমতনোত্তাদৃগেকাঙ্গবীরঃ।
যস্মাদদ্যাপ্যবিহিতবসামাংসমেদঃ সুভিক্ষাং
হৃষ্যৎ পৌরস্ত্যজতি ন দিশং দক্ষিণাং প্রেতভর্ত্তা॥"

সামন্তসেনের সময় কর্ণাটলক্ষ্মী অরিকুলাকীর্ণ ছিল। তিনি অন্তর্বিদ্রোহে উত্যক্ত হইয়া কর্ণাট ত্যাগ করেন। এদেশে কিম্বদন্তী আছে, সেনরাজগণ অম্বষ্ঠজাতীয় ছিলেন। বাঙ্গলার বৈদ্যজাতি, সেন-রাজগণকে বৈদ্য বলেন; এদেশের আপামরসাধারণেরও সেইরূপ বিশ্বাস। বাস্তবিক সেন-রাজগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন। গরুড়পুরাণে দৃষ্ট হয়, অম্বষ্ঠদেশ ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে অবস্থিত। দেশের নামানুসারে জাতির নাম হওয়া বিচিত্র নহে; অম্বষ্ঠদেশের ক্ষত্রিয়দের অম্বষ্ঠ নাম হইয়াছিল। গরুড়পুরাণের শ্লোকটি এই;—

"কর্ণাটাঃ কাম্বোজঘণ্টা দক্ষিণাপথবাসিনঃ।
অম্বষ্ঠা দ্রবিড়া লাটাঃ কাম্বোজাঃ স্ত্রীমুখাঃ শকাঃ
আনর্ত্তবাসিনশ্চৈব জ্ঞেয়া দক্ষিণ-পশ্চিমে।" ৫৫।১৫

এই পুরাণ-রচনার সময়, অম্বষ্ঠ, কাম্বোজ ও শকেরা বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়া দক্ষিণপশ্চিম ভারতে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। বাঙ্গলার সেন-রাজবংশ এই অম্বষ্ঠ জাতীয় ক্ষত্রিয় হইতে পারে। "আইনে আকবরী" সেন-রাজগণকে কায়স্থ বলিয়াছেন। ১৬০৫ শাকে বর্ত্তমান প্রসিদ্ধ বৈদ্য পণ্ডিত ভরতমল্লিক তাঁহার "চন্দ্রপ্রভা" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, সেন ভূমির রাজা বিমলসেনের বংশে বিজয়সেন জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার দুই পুত্র জন্মে—চন্দ্রসেন ও বুধসেন। চন্দ্রসেনের অষ্টাদশ পুত্র সদ্বৈদ্য ও অষ্টপুত্র কায়স্থ হয়। কবিকণ্ঠহারের "সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা" ও ভরত-মল্লিকের "চন্দ্রপ্রভা" পাঠে জানা যায়, রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ সমাজের বৈদ্যগণের পূর্ব্বপুরুষের অনেকে নাগ, গুহ, পাল, ধর প্রভৃতি উপাধিক কায়স্থের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সন্তানগণ এখনও শ্রেষ্ঠকুলীন বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন।

বীরসেনের বংশে সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করেন। উমাপতি ধরের রচিত প্রশস্তিতে আছে,—

"তস্মিন্ সেনান্ববায়ে প্রতিসুভটশতোৎসাদনো ব্রহ্মবাদী।
স ব্রহ্মক্ষত্রিয়ানামজনি কুলশিরোদামসামন্তসেনঃ॥"

সামন্তসেন শেষবয়সে গঙ্গা-পুলিনে আসিয়া বাস করেন, যথা ঃ—

"উদ্গন্ধীন্যাজ্যধূমৈর্ম্মৃগ শিশুরপীতখিন্নবৈখানসস্ত্রী
স্তন্যক্ষীরাণি কীরপ্রকরপরিচিত ব্রহ্মপারায়ণানি।
যেনাসেব্যন্তে শেষে বয়সি ভবভয়াস্কন্দিভির্ম্মস্করীন্দ্রৈঃ
পূর্ণোৎসঙ্গানি গঙ্গাপুলিনপরিসরারণ্যপুণ্যাশ্রমাণি॥"

সামন্তসেনের ব্রহ্মবাদী এই বিশেষণ দেখিতে পাই। সম্ভবতঃ তিনি কর্ণাট হইতে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া আসিয়া, গঙ্গাতীরে বাসপূর্ব্বক শেষবয়স

ধর্ম্মচিন্তায় অতিবাহিত করেন। প্রথম ভবদেবভট্ট সামন্তসেনের মন্ত্রী ছিলেন।

অনেকে অনুমান করেন, সামন্তসেন হইতে নবদ্বীপের পত্তন হয়।

হেমন্ত সেন। (১০৪৫ খৃঃ—১০৭৯ খৃঃ)।

সামন্তসেন হইতে হেমন্তসেনের জন্ম হয়, যথা—

"অচরমপরমাত্মজ্ঞানভীষ্মাদমুষ্মা-
ন্নিজভুজমদমত্তা রাতিমারাঙ্কবীরঃ।
অভবদনবসানোদ্ভিন্ননির্ণীক্তত্তদ্
গুণনিবহমহিম্নাং বেশ্ম হেমন্তসেনঃ॥"

কুলজী-গ্রন্থে লিখিত আছে,হেমন্তসেন, সুবর্ণরেখা তীরে কাশীপুরীতে রাজত্ব করিতেন; তথা হইতে দক্ষিণবঙ্গ দিয়া আসিয়া পূর্ব্ববঙ্গাধিকার করেন। মেদিনীপুর জেলার কাশীয়াড়ির প্রাচীন নাম কাশীপুরী।

ঈশ্বরের বৈদিক কুলপঞ্জী হইতে জানা যায়, হেমন্তসেনের নামান্তর ত্রিবিক্রম। রামদেবের বৈদিক কুলমঞ্জরীতে হেমন্তসেন, ত্রিবিক্রমনামে উক্ত হইয়াছেন;—

"বিধোঃ কুলেঽজনি নৃপতিস্ত্রিবিক্রমঃ
স্ববিক্রম প্রতিহত বৈরিবিক্রমঃ।
ত্রিবিক্রমঃ স্ববনিতয়েব লোলয়া-
ন্নুরূপয়া স পরিভবৌ তয়া শ্রিয়া॥
নাম্না বিজয়সেনং স জনয়ামাস নন্দনম্।
স্ফুরন্নয়াগুণোপেতং তেজোব্যাপ্তদিগন্তরম্॥"

হেমন্তসেন ৯৬৭ শাকে রাজা হন।

শূরবংশীয়গণ পালরাজগণকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া দক্ষিণারাঢ়ে রাজত্ব

করিতেছিলেন; দেখিতেছি সেনবংশ দক্ষিণদেশ হইতে আসিয়া, দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ়ে প্রথমতঃ রাজ্যস্থাপন করেন, শূরবংশের সহ ইঁহাদের কোন সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া অসম্ভব নহে। রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকায় আছে, শূরবংশীয় শেষ নরপতি, নিজ বংশ সংহার করিয়া, স্বর্গগত হইলে, তাঁহার রাজ্য অরাজক হয়; সেনবংশীয় হেমন্তসেন গৌড়রাজশ্রীধারণপূর্ব্বক শ্রীধর নামে খ্যাত হন; যথা—

"সংহারয়িত্বা স্বং বংশং ততঃ সোঽপি দিবং গতঃ।
তস্মিন্নরাজকে রাজ্যে হেমন্তঃ সেনসন্ততিঃ।
বিধৃত্বা গৌড়রাজশ্রীং নাম্না স শ্রীধরোঽভবৎ॥"

সেনবংশ, আদিশূরের দৌহিত্র-সন্তান হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে—ঘটকদের মধ্যে এইরূপ একটি প্রবাদ আছে; এই প্রবাদ, বোধ হয়, অমূলক নয়।

হেমন্তসেন শৈব ছিলেন। লিখিত আছে,—

"মূর্দ্ধন্যর্দ্ধেন্দুচূড়ামণিচরণরজঃ সত্যবাক্ কণ্ঠভিত্তৌ।"

অর্থাৎ, তাঁহার ললাটদেশ শিব-চরণরজে ভূষিত হইত, এবং তিনি সত্যবাদী ছিলেন। সামন্তসেন বৃদ্ধবয়সে যাগযজ্ঞে এবং জ্ঞানিগণেরসহ ধর্ম্মালোচনায় কালক্ষেপণ করিতেন। হেমন্তসেন নিজ ভুজবলে রাজ্য-স্থাপন করেন। কুলজীগ্রন্থের মতে হেমন্তসেন চৌত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন,—

"শ্রীধরোঽপালয়ৎ অব্দং চতুস্ত্রিংশৎ সমাঃ ক্ষমাং।"

—রাঢ়ীয়কুলমঞ্জরী।

বৈদিক কুলজী গ্রন্থের মতে, হেমন্তসেনের মহারাজ্ঞীর নাম যশোদেবী। হেমন্তসেনের ঔরসে যশোদেবীর গর্ভে বিজয়সেনের জন্ম হয় (৯৫১ শাক) ঈশ্বরের কুলপঞ্জীতে লিখিত আছে,—বিজয়সেনের মাতার নাম মালতী

"অসৌ তত্র মহীপালো মালত্যাং নামতঃ স্ত্রিয়াম্।
আত্মজং জনয়ামাস নাম্না বিজয়সেনকম্॥

আবার রামদেবের কুলমঞ্জরীতে মালতী, বিজয়সেনের স্ত্রী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

বিজয়সেন, পরমমাহেশ্বর বৃষভ শঙ্কর গৌড়েশ্বর।

(১০৭৯ খৃঃ—১১১৯ খৃঃ।)

বিজয়সেন হইতে রাজ্যের বিস্তৃতি হয়। অনেক রাজা সেনবংশের অধীনতা স্বীকার করেন। বল্লালসেন স্বকৃত "দানসাগর গ্রন্থে" লিখিয়াছেনঃ—

"তদনু বিজয়সেনঃ প্রাদুরাসীন্নরেন্দ্রো
দিশি বিদিশি ভজন্তে যস্য বীরধ্বজত্বম্।
শিখরবিনিহিতাজ্ঞাবৈজয়ন্তীং বহন্তঃ
প্রণতিপরিগৃহীতাঃ প্রাংশবো রাজবংশাঃ॥"

বিক্রমপুর হইতে প্রাপ্ত অতি প্রাচীন কুলগ্রন্থোক্ত রাঢ়ীয়-বারেন্দ্র দোষনামক কারিকায় আছে,—অনেক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছিলেন; বিজয়সেনের গৌড়াধিকারের পর, বৈদিক ব্রাহ্মণদের চেষ্টায় তাঁহারা আবার হিন্দুসমাজে প্রবিষ্ট হন।

উমাপতিধর লিখিয়াছেন;—বিজয়সেনের কীর্ত্তিমালা প্রাচেতস্ অর্থাৎ বাল্মীকি কিংবা পরাশরনন্দন বর্ণনা করিতে পারেন,—আমি কেবল বাক্য পবিত্র করিবার জন্য কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিলাম। উমাপতিধরকৃত এই প্রশস্তি-পত্র বারেন্দ্র-শিল্পিকুলচূড়ামণি রাণক শূলপাণি খনন করিয়াছিলেন (চখান)। শূলপাণি, ধর্ম্মোপনপ্তা মদন দাসের নপ্তা ও বৃহস্পতির পুত্র ছিলেন। এখন যেমন দলিলে লেখকের নাম থাকে, তখনও সেইরূপ তাম্রশাসনে খনকের নাম থাকিত।

বিজয়সেনের রাজত্বকালে মহাপ্রতাপশালী চোড় গঙ্গদেব কলিঙ্গাধীশ

ছিলেন। চোড় গঙ্গদেব ৯৯৯ শব্দে কলিঙ্গের রাজা হন। বিজয়সেনের প্রশস্তিতে লিখিত আছে,—বিজয়সেন কলিঙ্গ-রাজকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। বিজয়সেনের সহ চোড় গঙ্গের বন্ধুত্ব ছিল। বিজয়সেন কলিঙ্গ-রাজ্য জয় করিয়া বন্ধু চোড় গঙ্গকে প্রদান করেন, ইহাই সম্ভব। ৯৯৯ শাকে বিজয়সেনের বয়স ৪৮ বৎসর। নীলকণ্ঠ-রচিত "যশোধরবংশমালা" নামক বৈদিক কুলগ্রন্থমতে বিজয়সেন ৯৯৪ শাকে গৌড়ে রাজা হন,—

"বেদগ্রহগ্রহমিতে স বভুব রাজা
গৌড়ে স্বয়ং নিজবলৈঃ পরিভূয় শত্রূন্"।

"সম্বন্ধতত্ত্বার্ণবে" লিখিত আছে—৯৫১ শাকে বিজয়সেনের জন্ম হয়;—

"অপূর্ব্বভক্তির্ভবদেবদেবেঙ্কব্দে শশাঙ্কস্মরন্ধ্রশাকে।
জাতো বিজয়সেনো গুণিগণগণিতস্তস্য দৌহিত্র-বংশে॥"

কুলজীগ্রন্থের মতে বিজয়সেন চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন, যথা:—

"সোঽপি চত্বারিংশবর্ষং প্রকৃত্য স্বনুমুত্তমম্।
ব্রহ্মসূনোঃ প্রসাদেন প্রাপ্য নাকং সমাযযৌ॥"

বিজয়সেনের নামান্তর ধীসেন, যথা:—

"ধিয়া ধীসেনসংজ্ঞোঽসৌ বিজিতারাতিসংহতিঃ।
বিজয়নামকশ্চাসীৎ সর্ব্বভূমিভুজাং বরঃ॥"—সাতকড়ি
ঘটককৃত কুলপঞ্জী।

বিজয়সেনের বৃষভশঙ্করগৌড়েশ্বর উপাধি ছিল; উপাধি দেখিলে বোধ হয়, তিনি শৈব ছিলেন। "সেখ শুভোদয়ায়" লিখিত আছে, তিনি শিবপূজা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না।

বিজয়সেনের সময় কান্যকুব্জ, হরিদ্বার, অযোধ্যা, কাশী, কাঞ্চীপুর হইতে যে সকল কায়স্থ এদেশে আগমন করেন, তাঁহাদের অনেকে বারেন্দ্র কায়স্থদের বীজপুরুষ।

১০৪১ শাকে ৯০ বৎসর বয়সে বিজয়সেনের মৃত্যু হয়। দায়ভাগকার জীমূতবাহন, বিষ্বক্সেনের অমাত্য ও প্রাড়্‌বিবাক ছিলেন,—

"পঞ্চগৌড়ে তদা সম্রাট্‌ বিষ্বক্সেনো মহাব্রতঃ।
জীমূতোঽপি নৃপামাত্যঃ স প্রাড়্‌বিবাক ঈরিতঃ॥"

—এড়ুমিশ্রের কারিকা।

এড়ুমিশ্র জীমূতবাহনকে চতুরস্রধী বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। জীমূতবাহনের পিতার নাম চতুর্ভুজ। ইনি সাবর্ণি গোত্রীয় পারিভদ্র (প্যারি) কুলোদ্ভূত ছিলেন; পারিগ্রাম অজয়নদের তীরবর্ত্তী ছিল। ১০১৩-১৪ শাকে জীমূতবাহন বর্ত্তমান ছিলেন; তখন বিজয়সেনের রাজ্য কাল; ইহাতে অনুমান হয়, বিজয়সেনেরই নামান্তর বিষ্বক্সেন। *

বিজয়সেন, ভুবশুটে বিজয়পুর নামক একটী নগর প্রতিষ্ঠা করেন।

উমাপতিধরের প্রশস্তিতে আছে,—"স্পর্দ্ধাংবর্দ্ধন! মুঞ্চ, বীর

---

* এড়ুমিশ্র তাঁহার কারিকায় জীমূতবাহনের নিম্নলিখিতরূপ বংশ-পরিচয় দিয়াছেন:—

"শাণ্ডিল্যগোত্রজঃ শ্রেষ্ঠো ভট্টনারায়ণঃ কবিঃ।
তস্যাত্মজো বটুর্নাম পারিগ্রামী বহুশ্রুতঃ॥
বটুকস্য ত্রয়ঃ পুত্রা মণিভদ্রস্তু শেষকঃ।
পারিগ্রামে তৎসূনূনাং মণিভদ্রো জগদ্‌গুরুঃ॥
ভদ্রমুনেঃ সুতো জাতো ধনঞ্জয়ঃ মহাকবিঃ।
তৎপুত্রকঃ শুদ্ধবুদ্ধির্লোকে বিখ্যাতপৌরুষঃ॥
তস্যান্বয়ে বিধুর্জাতঃ কবীনাঞ্চ শিরোমণিঃ।
তস্য পুত্রো হলোনাম বঙ্গরাজ্যে প্রতিষ্ঠিতঃ॥
পারিকুলে মুনিশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বত্র বুধপূজিতঃ।
তস্য পুত্রঃ সুধীঃ শ্রীমান্‌ চতুর্ভুজ সদাশুচিঃ।
বিল্বমঙ্গলজীমূতৌ চতুর্ভুজ সুতাবুভৌ।
গৌড়ভূমৌ তদাখ্যাতো জীমূতশ্চতুরস্রধীঃ॥
পঞ্চগৌড়ে তদাসম্রাট্‌ বিষ্বকসেনোমহাব্রতঃ।
জীমূতোঽপি নৃপামাত্যঃ সপ্রাড়্‌বিবাগমীরিতঃ

বিরতো নাদ্যাপি দর্পস্তব" ; ইহার অর্থ এই যে—হে বর্দ্ধন তুমি স্পর্দ্ধা-ত্যাগ কর ; হে বীর, অদ্যাপি তোমার দর্প বিরত হইল না। এই বাক্যে-বোধ হয়, বিজয়সেনের সহ বর্দ্ধন বা পুণ্ড্রবর্দ্ধন রাজের দীর্ঘকাল ব্যাপী বিবাদ চলিয়াছিল ; বর্দ্ধনরাজ সহজে অবনত হন নাই। পূর্ব্ববঙ্গ, গৌড়প্রদেশ ও দক্ষিণবঙ্গ বিজয়সেনের রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল।

বল্লালসেন।

(১১১৯খৃঃ—১১৬৯খৃঃ)।

বল্লালসেন, সেনবংশের সর্ব্বপ্রধান রাজা। বাঙ্গালায় কোন হিন্দুরাজ বল্লালসেনের ন্যায় প্রসিদ্ধ হন নাই। ইঁহার কার্য্য বাঙ্গলা দেশের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যদিগের ঘরে ঘরে অনুভূত হইয়া থাকে। আবুল ফজল লিখিয়াছেন, গৌড়দুর্গ-নির্ম্মাতা বল্লালসেন পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করেন। বল্লালসেন মদনপালের হস্ত হইতে গৌড়রাজ্যের উত্তরাংশ অধিকার করেন।

বল্লালসেন রাজা হইয়া, আপনার রাজ্য রাঢ়, বারেন্দ্র, বঙ্গ, বাগড়ি ও মিথিলা—এই পাঁচভাগে বিভক্ত করেন, এবং প্রত্যেক ভাগে এক একজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। লক্ষ্মণসেন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পূর্ব্ববঙ্গের ভার পান। পূর্ব্ব হইতে গৌড়রাজ্য রাঢ়, বঙ্গ, পুণ্ড্র ও উপবঙ্গ এই কয়টী ভাগে বিভক্ত ছিল। শূরবংশের রাজত্বকালে পুণ্ড্রদেশের বারেন্দ্র নাম হয়, পরবর্ত্তীকালে উপবঙ্গের বগড়ি নাম হয় (১) "দিগ্বিজয় প্রকাশ" নামক সংস্কৃত গ্রন্থে আছে ;—

---

(১) কেহ কেহ অনুমান করেন, উহার প্রকৃতনাম বকদ্বীপ। বকদ্বীপ শব্দ হইতে বগদি নাম হয়। বগদির লোকের বাগদি নাম হয়, কিন্তু বাগদিরা পশ্চিমবঙ্গের আদিম অধিবাসী। বকদ্বীপনামও কোন প্রাচীন গ্রন্থে পাই নাই।

ভাগীরথ্যাঃ পূর্ব্বভাগে দ্বিযোজনতঃ পরে
পঞ্চযোজন পরিমিতো হ্যুপবঙ্গোহি ভূমিপ।
উপবঙ্গে যশোরাদিদেশাঃ কাননসংযুতাঃ
জ্ঞাতব্যা নৃপ-শার্দ্দূলবহুলাসু নদীষু চ ॥”

এই উপবঙ্গ নদীও জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন ছিল। বোধ হয়, বাগুরি বা বাউরিজাতির নামানুসারে বাগড়ি নাম হইয়াছে। উপবঙ্গের গঠন-কালে বারংবার আগ্নেয়-উৎপাত ঘটিয়াছিল। কলিকাতা অঞ্চল খনন করিয়া দেখা গিয়াছে, সে প্রদেশের অরণ্য, আরণ্য-জন্তুসহ বারংবার বসিয়া গিয়াছিল। বঙ্গ ও উপবঙ্গ, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনাদ (মেঘনা) ও গঙ্গার বদ্বীপে গঠিত। রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ ও মিথিলা পূর্ব্ব হইতেই ধন-জন-পরিপূর্ণ ছিল; কিন্তু বাগড়িতে মনুষ্যের বাস ছিল না; এই স্থান সমুদ্র-গর্ভ হইতে মস্তক উত্তোলন করিতেছিল। আকবরনামায় ইহার ভাটিনাম দেখা যায়। বাগড়ির দৈর্ঘ্য ৫৫০ মাইল ও বিস্তার ৩১২ মাইল। পূর্ব্বে বিক্রমপুর পদ্মার দক্ষিণে ছিল; তখন ধলেশ্বরী দিয়া পদ্মা প্রবাহিত হইত; অতএব বিক্রমপুর, পূর্ব্বে বাগড়ির অন্তর্গত ছিল। এখন উহা বঙ্গের অন্তর্গত হইয়াছে। বাগড়ির এই অংশই প্রাচীন ‘সমতট।

. সেন-রাজবংশের সময়ে বাগড়ি যে যে ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত ছিল, তাহা লিখিত হইতেছে;—

(১) অন্দ্বীপ—বনগ্রাম, গৌরীপোতা, যাদবপুর, আন্ধারকোটা প্রভৃতি।

(২) সূর্য্যদ্বীপ—ইচ্ছামতী হইতে মধুমতী পর্য্যন্ত ভৈরব নদের উত্তর তীরবর্ত্তী সমুদয় বিভাগের নাম সূর্য্যদ্বীপ। এই সূর্য্যদ্বীপ, লাট, কঙ্ক ও যোগীন্দ্রনামে তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। চিত্রানদীর সমীপবর্ত্তী স্থানকে কঙ্কদ্বীপ বলিত; ইহা হইতে কাকদি-পরগণার নাম হইয়াছে। চুয়াডাঙ্গা

ও তৎ সমীপস্থ স্থানের নাম লাটদ্বীপ। চেঙ্গুটিয়া পরগণা সূর্য্যদ্বীপের অন্তর্গত ছিল।

(৩) মধ্যদ্বীপ—জলিঙ্গী, চূর্ণী ও ইচ্ছামতীর মধ্যবর্ত্তী স্থান। হাঁসখালি মামজোয়ান, শান্তিপুর, উলা প্রভৃতি মধ্যদ্বীপের অন্তর্গত।

(৪) জয়দ্বীপ—দুর্গাপুর পোড়াদহ, জগতী প্রভৃতি জয়দ্বীপের অন্তর্গত।

(৫)। চক্রদ্বীপ—বর্ত্তমান চাকদহ প্রদেশ। কেশরী নামক রাজা চক্রদ্বীপান্তর্গত দেবগ্রামে রাজত্ব করিতেন। এই দ্বীপের দক্ষিণাংশে কুমারহট্ট, স্বর্ণপল্লী সমেত রায়িদেশ নামে কথিত হইত।

(৬) কুশদ্বীপ—গোবরডাঙ্গা, গয়ঘাটা, বাদুড়িয়া প্রভৃতি অঞ্চল এই দ্বীপের অন্তর্গত ছিল। এই দ্বীপ মহাদীর্ঘ।

(৭) এড়ুদ্বীপ—পূর্ব্বে যমুনা ও পশ্চিমে গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী স্থান। ইহার নাম হইতে এড়েদহ নাম হইয়াছে।

(৮) প্রবালদ্বীপ—রাজপুর হইতে মথুরাপুর পর্য্যন্ত স্থান ইহার অন্তর্গত ছিল। জয় নগর পলাবাড়ী এই দ্বীপের অন্তর্গত।

(৯) বৃদ্ধদ্বীপ—সাতক্ষীরা. হইতে বাগেরহাট পর্য্যন্ত। ইহার নাম হইতে বুড়ন পরগণার নাম হইয়াছে।

(১০) চন্দ্রদ্বীপ—মধুমতীর পূর্ব্বাংশ বর্ত্তমান বরিশাল জেলা। লিখিত আছে,—

"চন্দ্রদ্বীপস্য সীমায়াং রত্নাকরো বিরাজতে।
চন্দ্রবৎ ক্ষীয়তে তস্য চন্দ্রবৎ বর্দ্ধতে বপুঃ॥"

এই বর্ণনায় জানা যাইতেছে চন্দ্রদ্বীপ তখন সমুদ্রের উৎপাত সহ্য করিতেছিল।

উপবঙ্গ সমুদ্র-গর্ভ হইতে উত্থিত হইলে, চণ্ডাল, কৈবর্ত্ত, চামার

প্রভৃতি ইহাতে বাস করিতে আরম্ভ করে। পরে আর্য্যজাতির বসতি হয়। আর্য্যেরা এখানে বাস করিয়া, অনার্য্যদিগের দেবদেবীগণকে গ্রাম্যদেবতা শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। গ্রাম্য-দেবতার নাম সংস্কৃতে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে, তবে এখনও দুই একস্থানে প্রাচীন অনার্য্যনাম শুনা যায়। ভূত-প্রেতগুলি শিবের সঙ্গে ও স্ত্রী-দেবীগণ ভগবতীর মূর্ত্তিবিশেষে মিশিয়া গিয়াছে। উত্তর ভারতে বহু পূর্ব্বে গ্রাম্য-দেবদেবীগুলি কুমারদেবের অনুচর ও অনুচরীরূপে গৃহীত হইয়াছিল।

পশ্চিমে মহানন্দা, পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র, উত্তরে কামরূপ রাজ্য, দক্ষিণে গঙ্গানদী—বরেন্দ্র এই চতুঃসীমার অন্তর্গত। গৌড়, দেবীকোট, মহাস্থান ও পুণ্ড্রবর্দ্ধন বরেন্দ্র-বিভাগের প্রধান নগর ছিল, রুক্মণপুর (রুক্মিণীপুর) বরেন্দ্রের অন্য একটী নগর। প্রবাদ মুখে শুনা যায়, এখন যেখানে ভাতি-য়ার বিল, তথায় একটী নগর ছিল। জলপ্লাবনে তাহা নষ্ট হইয়া যায়।

পূর্ব্বে মেঘনা, পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র, দক্ষিণে গঙ্গা, উত্তরে খসপাহাড় —বঙ্গবিভাগ এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন ছিল। যে সকল নদীদ্বারা মেঘনা গঠিত হইয়াছে, পাহাড় ও শিলাচরের পূর্ব্বাংশ তৎসমুদয়ের দ্বারা গঠিত। সুবর্ণগ্রাম, বঙ্গের প্রাচীন নগর ছিল।

পূর্ব্বে জলিঙ্গী (জলাঙ্গী), পশ্চিমে রাজমহলপর্ব্বত, উত্তরে গঙ্গা, দক্ষিণে দামোদর নদ—এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন স্থান রাঢ়ের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছিল। কর্ণসুবর্ণের নাম তখন বিলুপ্ত হইয়াছিল।* পূর্ব্বকালে কখন কখন চিতাভূমি (নামান্তর ঝাড় খণ্ড)—বর্ত্তমান সাঁওতালপরগণা

* রাঢ়ের অনেক কথা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। মেগাস্থিনিস্ বর্ণিত গঙ্গা রাঢ় ও গণকর অদ্যাপি মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর উপবিভাগে বর্ত্তমান আছে। গ্যাঙ্গরড়ার বর্ত্তমান নাম গঙ্গারড়া। মেগাস্থিনিস্ লিখিয়াছেন, গ্যাঙ্গারিডাইর রাজার এরূপ প্রতাপ ছিল যে, তাঁহার হস্তিসৈন্যের ভয়ে কেহ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিতে সাহস পাইত না। এখানকার রাজা অনন্তবর্ম্মা বা কোলাহল কলিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন।

—উত্তর রাঢ়ের অন্তর্গত হইত। অজয়নদ দ্বারা রাঢ়দেশ, উত্তর ও দক্ষিণ ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। বর্ত্তমান ময়ূরভঞ্জ হইতে চুটিয়া নাগপুরের জঙ্গলমহল পর্য্যন্ত স্থানকে ঝাড়খণ্ড বলিত; এখন ময়ূরভঞ্জের রাজাকে "ঝাড়খণ্ডকা রাজা" বলা হয়। এই প্রদেশ, উৎকল ও রাঢ়ের মধ্যবর্ত্তী হওয়ায়, ইহাকে মধ্যদেশও বলিত। এখান হইতে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণেরা পুণ্ড্ররাজ্যে আগমন করেন। স্থানীয় কিম্বদন্তী হইতে জানা যায়, রাঢ়ে আর্য্যোপনিবেশ স্থাপন কালে কৃষ্ণবর্ণ অনার্য্যজাতিগণ বড় বাধা দিয়াছিল। বৈজুনামক অনার্য্য দম্পতি ব্রাহ্মণদের দেবমূর্ত্তিকে প্রহার করিত। সম্ভবতঃ অনার্য্যদের দেবতাকে বৈজুনাথ নাম দিয়া আর্য্যগণ পূজা করিতে সম্মত হইলে, বিবাদ নিষ্পত্তি হয়। বৈজুনাথ ক্রমে বৈদ্য নাথ হইয়াছেন। পদ্মপুরাণ ও দেবীভাগবতে বৈদ্যনাথের নাম আছে। বৈদ্যনাথের নিকটবর্ত্তী স্থানে বৌদ্ধস্তূপের চিহ্ন দেখিয়া বোধ হয়, বৌদ্ধেরাও এখানে বিহার ও স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

উত্তর রাঢ়ে, কোন সময়ে,তান্ত্রিকমত বিশেষরূপে প্রচলিত হইয়াছিল। তন্ত্রোক্ত একান্ন পীঠের মধ্যে ৭টী উত্তর রাঢ়ের অন্তর্গত, সেই সাতটী এই—অট্টহাসে দেবী ফুল্লরা, কিরীটে দেবী বিমলা, নলহাটীতে দেবী কালিকা, কেতুগ্রামে দেবী বহুলা, ক্ষীরোদগ্রামে দেবী যুগাদ্যা, বক্রেশ্বরে মহিষমর্দ্দিনী ও নন্দিপুরে দেবী নন্দিনী। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দেবী পুরাণে যে ১০৮টী পীঠের নাম আছে, তন্মধ্যে অট্টহাস ব্যতীত একটীরও নাম নাই। দেবীপুরাণ খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত বলিয়া বোধ হয়, তখন এই সকল স্থান তীর্থরূপে কল্পিত হয় নাই।

শৈবমত, শাক্তমত, সৌরমত, বৌদ্ধমত ও পরিশেষে বৈষ্ণবমত সময় বিশেষে রাঢ়ে আধিপত্য করিয়াছিল।

মহানন্দার পশ্চিমদিকবর্ত্তী ভূভাগকে মিথিলা বলা হইত। বল্লালসেন

মিথিলা অধিকার করেন। যে বৎসর মিথিলা অধিকৃত হয়, সেই বৎসর লক্ষ্মণসেনের জন্ম হয় ;—

"মিথিলে যুদ্ধযাত্রায়াং বল্লালেহভূন্মৃতধ্বনিঃ।
তদানীং বিক্রমপুরে লক্ষ্মণো জাতবানসৌ॥"

লঘু ভারত।

রাজকুমারের জন্মাব্দ চিরস্মরণীয় করিবার জন্য বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন সংবতের প্রচলন করেন। ১১১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে লক্ষ্মণাব্দ গণিত হইয়াছিল। লক্ষ্মণাব্দের সংক্ষিপ্ত আকার লসং।

বল্লালসেনের সময় রাঢ় ও বরেন্দ্রে কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণ প্রাধান্য লাভ করেন, বল্লালসেন ইঁহাদিগকে রাজ সংসারের সহ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সংবদ্ধ করিবার জন্য ইঁহাদের সংখ্যা গ্রহণ করেন, ও গুণানুসারে ইঁহাদের মধ্যে পদমর্য্যাদার প্রতিষ্ঠা করেন। মর্য্যাদা প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ কুলীন নামে খ্যাত হন। এই কার্য্যের জন্য বল্লালসেনের নাম বঙ্গদেশে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। বল্লালসেন যে সম্মান দান করেন, তাহা বংশগত নয়—ব্যক্তিগত ; এখন কৌলীন্য বংশগত হওয়ায়, বিবিধ বিষময় ফল উৎপন্ন হইয়াছে* বিজয়সেন বৈদিকমার্গানুগত ছিলেন, বল্লালসেন তান্ত্রিক মতের সমাদর করিতেন। যাঁহারা বল্লালসেনের তান্ত্রিক কুলাচারের সমর্থন করিয়াছিলেন, বল্লালসেন তাঁহাদেরই সম্মান বাড়াইয়া তাঁহাদিগকে কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রদান করেন। তন্ত্রের যে নববিধ আচার আছে, বল্লালসেন সেই আচার লক্ষ্য করিয়া কুলীনত্ব দেওয়ার নিয়ম করেন।

* বল্লাল সেন নিয়ম করেন যে, প্রতি ছত্রিশ বৎসর অন্তর, কুলীনদের নির্ব্বাচন হইবে। এই সময়ে কৌলীন্যপদপ্রাপ্ত দুঃশীল ব্যক্তিগণ কৌলীন্যভ্রষ্ট এবং অকুলীন সদাচার ব্যক্তিও কৌলীন্য পাইতে পারিবেন। কিন্তু লক্ষ্মণ সেনের সময় ইহার নির্ব্বাচনের সময় অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায়, তিনি নির্ব্বাচন প্রথা উঠাইয়া দেন, এবং নিয়ম করেন যে, কৌলীন্য-মর্য্যাদা বংশানুগত হইবে।

বারেন্দ্র কুলপঞ্জীমতে বল্লাল সেন বরেন্দ্রভূমিতে সাড়ে তিন শত ও রাঢ়ভূমিতে সাড়ে চারিশত ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হন। মতান্তরে বল্লালের সময়ে রাঢ়দেশে সাড়ে সাতশত ও বরেন্দ্রে সাড়ে তিন শত ব্রাহ্মণ ছিলেন। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র-কুলগ্রন্থের প্রত্যেকেই আপনাদিগের সংখ্যাধিক্য দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বল্লালসেন বরেন্দ্রবাসী একশত ব্রাহ্মণ পরিবারকে এ দেশে রাখিয়া, অন্য সকলকে ভোট, দরঙ্গ, উৎকল, মগধ ও মোরঙ্গে পাঠান অথবা নির্ব্বাসিত করেন :—

"ভোটে যায় ষষ্টিজন মগধেতে তাই।
উৎকলে পঞ্চাশৎ দরঙ্গে তত পাই॥
মধ্যী মোরঙ্গ দেশে ত্রিশ মাত্র যায়।
নির্ব্বাসনের এই রীতি ভাটে কয়॥"

আমাদের এই কাহিনী সত্যমূলক বলিয়া বোধ হয় না। হলায়ুধের "ব্রাহ্মণ-স্বর্ব্বস্ব" পাঠে বোধ হয়, রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বেদ-চর্চ্চা প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছিল।

যথাঃ—"অত্র চ কলৌ আয়ুঃপ্রজ্ঞোৎসাহশ্রদ্ধাদীনামল্পত্বাৎ তৎ কেবলং পাশ্চাত্যাদিভিঃ বেদাধ্যয়ন মাত্রং ক্রিয়তে। রাঢ়ীয়বারেন্দ্রৈস্তু অধ্যয়নং বিনা কিয়দেকদেশবেদার্থস্য কর্ম্মমীমাংসাদ্বারেণ যজ্ঞেতি কর্ত্তব্যতাবিচারঃ ক্রিয়তে। ন চৈতেনাপি মন্ত্রকর্ম্মবেদার্থজ্ঞানম্ যতস্তৎ পরিজ্ঞান এব শুভফলম্। তদজ্ঞানে চ দোষঃ শ্রূয়তে।"

উঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা বৌদ্ধাচার অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারা অনেক দিন পর্য্যন্ত সে আচার রক্ষা করেন। এই কারণে বরেন্দ্র-ভূমির উত্তর ভাগের ব্রাহ্মণগণ "উত্তর বারেন্দ্র" নামে এক স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত হইয়া আছেন। বল্লালসেন ইঁহাদিগকে কৌলীন্য মর্য্যাদা দান করেন নাই।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ একশত ব্যক্তির মধ্যে আট জন কুলীন, আটজন

সংশ্রোত্রিয়, ৮৪ জন কষ্ট শ্রোত্রিয় হন। পূর্ব্বে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে শ্রোত্রিয় বলিত। বল্লালসেনের কৌলীন্য-মর্য্যাদা-সংস্থাপনের সময় হইতে শ্রোত্রিয় শব্দটীর গৌরব অন্তর্হিত হইল।

পূর্ব্বোল্লিখিত কুলীনগণের নাম এই :—

১। ভট্টনারায়ণবংশীয় জয়সাগর।
২। ,, সাধু বাগচী।
৩। ,, রুদ্র বাগচী।
৪। ,, লোকনাথ লাহিড়ী।
৫। কাশ্যপ গোত্রীয় ক্রতুভাদুড়ী।
৬। ,, মধুমৈত্রেয়।
৭। বাৎস্য গোত্রীয় লক্ষ্মীধর সান্যাল।
৮। ,, জয়মান মিশ্র।
৯। ভরদ্বাজ গোত্রীয় সায়নাচার্য্য ভাদড়।

এই নয় জনের মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তি পরবর্ত্তী কালে কৌলীন্য প্রাপ্ত হন বলিয়া "ভাদড়াঃ পংক্তিপূরকাঃ" এই শ্লোক শুনা যায়।

ভট্টনারায়ণ শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ছিলেন। শাণ্ডীল্যগোত্রীয় পীতাম্বর বল্লালের সময় বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার পুত্র লোকনাথ লাহিড়ী গ্রামে বাস করেন, তজ্জন্য তাঁহার লাহিড়ী গাঁই হয়।

রাঢ়বাসী উনিশ জন কৌলীন্য প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের নাম এই :—

১। শাণ্ডিল্যগোত্রীয় জাহ্লন।
২। ,, মহেশ্বর।
৩। ,, দেবল।
৪। ,, বামন।
৫। ,, মকরন্দ।

৬। ,, ঈশান।

৭। কাশ্যপ গোত্রীয় বহুরূপ।

৮। ,, শূচ।

৯। ,, অরবিন্দ।

১০। ,, হলায়ুধ।

১১। ,, বাঙ্গাল।

১২। বাৎস গোত্রীয় গোবর্দ্ধন পূতিতুণ্ড।

১৩। ,, শিরঃ ঘোষাল।

১৪। ,, কানু।

১৫। ,, কুতূহল কাঞ্জিলাল।

১৬। ভরদ্বাজ গোত্রীয় উৎসাহ।

১৭। ,, গরুড় মুখো।

১৮। সাবর্ণ গোত্রীয় শিশু গাঙ্গুলী।

১৯। ,, রোষাকর কুন্দলাল।

ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেই ৯+১৯=২৮ জন সুবিদ্বান্ সদাচারী ব্যক্তি বল্লালসেনের রাজ্য সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা যাহাতে স্বচ্ছন্দে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারেন, তৎপ্রতি রাজার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি অনেককে ভূমিদান করেন। হরিমিশ্রের কারিকায় জানিতে পারি ;—

"উত্তমেভ্যো দদৌ পূর্ব্বং মধ্যমেভ্যস্ততোনৃপঃ।
অধমেভ্যো ভয়াৎ পশ্চাৎ শাসনং বিধিবৎ দদৌ॥
তাম্রপাত্রে কুলং লেখ্যাশাসনানি বহূনি চ।
চতেভ্যো দত্তবান্ পূর্ব্বং কলৌ বল্লালসেনকঃ॥"

বল্লালসেন দত্ত কোন তাম্র শাসন এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

সুতরাং হরিমিশ্রের কথা কতদূর সত্য বলা যায় না। সকল ব্রাহ্মণ-গণকে ভূমিদান করিতে হইলে রাজ্যখানি ব্রাহ্মণদিগকে ছাড়িয়া দিতে হয়। যিনি যে গ্রাম পাইয়াছিলেন, তিনি আপনাকে সেই গ্রামীণ বলিয়া পরিচিত করেন। এই গ্রামীণ শব্দ হইতে গাঁই শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। গ্রামীণদিগের গ্রামগুলি সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ প্রধান ছিল। কোন্ গ্রাম কোথায় অবস্থিত, তাহা জানিতে পারিলে, বাঙ্গালা দেশের তৎকালের অবস্থা অনেকটা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের একশত গাঞী।

শাণ্ডিল্য গোত্রে।

১। রুদ্রবাগচি।
২। লাহিড়ী
৩। সাধু বাগছি
৪। চম্পটী
৫। নন্দনাবাসী
৬। কামেন্দ্র
৭। শিহরি
৮। তাড়োয়াল
৯। বিশি
১০। মৎস্যাশী
১১। চম্প
১২। সুবর্ণ তোটক
১৩। পূষাণ
১৪। বেলুড়ি

বাৎস গোত্রে।

১। সঙ্গামিনী
২। ভীমকালী
৩। ভট্টশালী
৪। কামকালী
৫। কুড়মুড়ি—বলিহারের নাম।
৬। ভাড়িয়াল
৭। লক্ষ
৮। যামরুখী—টাঙ্গাইলের নিকট
৯। শিমলি—রাজসাহী জেলার অধীন শিমলা গ্রাম।
১০। ধোশালি
১১। তানুরী—রাজসাহী জেলার তানোর গ্রাম।
১২। বৎসগ্রামী

বাৎসগোত্রে।

১৩। দেউলি—বগুড়া জেলার অন্তর্গত করতোয়া নদীর পূর্ব্ব পারে।

১৪। নিদ্রালি

১৫। [illegible]

১৬। বোঢ়গ্রাম

১৭। শ্রোতবটী

১৮। অক্ষগ্রামী

কাশ্যপগোত্রে

১। মৈত্র

২। ভাদুড়ী—বোধ হয় ভাদুরিয়া পরগণার নাম হইতে ভাদুড়ী নাম হইয়াছে।

৩। করঞ্জ—পাবনার নিকট, চতুর্ভুজ রচিত হরিচরিত কাব্যে আছে, আদিশূরের সমকালবর্ত্তী সুষেণের দশম পুরুষ স্বর্ণরেথ, দ্বিতীয় ধর্ম্মপালের নিকট হইতে প্রায় ১০১২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বহু ব্রাহ্মণপণ্ডিতপূর্ণ করঞ্জগ্রাম লাভ করেন।

৪। বালযষ্টি

৫। মোধা

৬। বলিহারী

৭। সোয়ালী

৮। [illegible]

৯। বীজকঞ্জ

১০। সরগ্রামী

১১। সহগ্রামী

১২। কোটিগ্রামী

১৩। মধ্যগ্রামী

১৪। মঠগ্রামী

১৫। গঙ্গাগ্রামী

১৬। বেলগ্রামী

১৭। চমগ্রামী

১৮। অশ্রুকোটি

১৯। সাহরী

২০। কালী

২১। ভীমকালী

২২। পৌণ্ড্রকালী

২৩। কালিন্দী

২৪। চতুরাবন্দী

সাবর্ণগোত্রে

১। সিংদিয়াড়
২। পাকড়ি
৩। দধি
৪। শৃঙ্গী
৫। মেদড়ি
৬। উন্দুড়ি
৭। ধুন্দুড়ি
৮। তাডোয়াড়
৯। সেতু
১০। নৈগ্রামী
১১। নেধুড়ি
১২। কপালী
১৩। টুটুরী
১৪। পঞ্চবটী
১৫। খণ্ডবটী
১৬। নিকড়ি
১৭। সমুদ্র
১৮। কেতুগ্রামী
১৯। যশোগ্রামী
২০। শীতলী

ভরদ্বাজগোত্রে।

১। ভাদড়—মৈমনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত।
২। লাড়ুলি
৩। ঝম্পটী (ঝামাল)
৪। আতুর্থী
৫। রাই
৬। রত্নাবলী
৭। উচ্ছরথী
৮। গোচ্ছাসি
৯। বালু
১০। শাকটি
১১। শিম্বি
১২। বহাল
১৩। সরিয়াল
১৪। ক্ষেত্রগ্রামী
১৫। দধিয়াল
১৬। পূতি
১৭। কাছটি
১৮। নন্দিগ্রামী
১৯। গোগ্রামী
২০। নিয়মটি (নিখটি)
২১। পিপ্পলি

২২। শৃঙ্গ

২৩। খেজেরি

২৪। গোষ্ঠালম্বী

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের ছাপ্পান্ন গাঞী—

শাণ্ডিল্যগোত্রে।

১। বন্দ্য—হুগলী জেলার সেয়াখালা বন্দিপুর।

২। কুলভী—বৰ্দ্ধমান জেলার ইন্দেশ থানার অন্তর্গত।

৩। কুলীকুসুম বা কুসুমকুলী—গুপ্তিপাড়ার দক্ষিণাংশে এই নামের একটী গ্রাম ছিল।

৪। গড়গড়ি

৫। ঘোষলী—মানভূম জেলার—পাণ্ড্রা গ্রামের নিকটবর্ত্তী।

৬। সেউ—জঙ্গীপুর হইতে সাড়ে চারক্রোশ দক্ষিণ.পশ্চিমে অবস্থিত।

৭। দীর্ঘ-কড়া।

৮। মাস—বৰ্দ্ধমান জেলার মন্ত্রেশ্বর থানার মাসডাঙ্গা গ্রাম।

৯। বড়াল—বৰ্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত

১০। কেশর—বৰ্দ্ধমান জেলার সাকৃটিগড়ের উত্তর-পূর্ব্ব বৰ্ত্তমান কেশেরা গ্রাম।

১১। পারী—বৰ্দ্ধমান জেলার ঘুস-করার তিন ক্রোশ পূর্ব্বে।

১২। বসু

১৩। কুশী—বৰ্দ্ধমান জেলার অম্বিকা-কালনার এক ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে বৰ্ত্তমান কুশডাঙ্গা।

১৪। ঝিকো—বহরমপুর হইতে আট ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত।

১৫। বোকট্টাল—কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে ইহার ভূরিষ্ঠাল নাম আছে।

ভরদ্বাজগোত্রে।

১। ডিণ্ডী (ডিংসাই)

২। রায়ী—বৰ্দ্ধমানের নাদন ঘাটের নিকটবর্ত্তী।

২। মুখুটী

৪। সাহুড়ী

কাশ্যপগোত্রে।

১। চট্ট বা চাটুতি

২। গুড়ী—মুর্শিদাবাদ হইতে ছয় ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত বৰ্ত্তমান গুড়গ্রাম।

৩। সিমলাই

৪। পালধী

৫। হর—বর্দ্ধমান জেলার সাতগেছে থানার হরোগা-পল্‌সা।

৬ দগ্ধপোষ বা পুষোলী

৭ তৈলবাটী—বাঁকুড়া জেলার তৈলবাটী বা তিলাড়ি।

৮। অম্বুলী—কাটোয়া মহকুমার আমরুলির্ক

৯। ভট্টশালী (ভূরী)—বর্দ্ধমান জেলার ভাটাকুলী

১০। পলশায়ী—বর্দ্ধমান জেলার পলসাঞী গ্রাম।

১১। পর্কটী—সাঁওতাল পরগণার পাকুড়।

১২। মূলী—বর্দ্ধমান জেলার মণ্ডল গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী।

১৩। পীতমুণ্ডী—বীরভূম জেলার পিঠমোড়া গ্রাম।

বাৎস্য গোত্রে।

১। পিপ্পলী—বর্দ্ধমান জেলার মন্ত্রেশ্বর থানার পিপ্পল ও পিলুন গ্রাম।

২। ঘোষপূর্ব্ব—মুর্শিদাবাদ হইতে সাড়ে তিন ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত পূর্ব্ব গ্রাম।

৩। পূতীতুণ্ড—জেমোকাঁদি হইতে চারি ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বে বর্ত্তমান পাতুণ্ডাগ্রাম।

৪। বাপুলী

৫। হিজ্জল—মেদিনীপুর জেলার হিজলী কাঁথি।

৬। কাঞ্জিলাল

৭। কাঞ্জড়ী

৮। চতুর্থক

৯। মহন্তি (মহিন্তা)

১০। শিমলাল

১১। ঘোষাল

সাবর্ণগোত্রে।

১। গাঙ্গুলী—বর্দ্ধমান জেলার সাতগেছে থানার গাঙ্গুর গ্রাম।

২। ঘণ্টা (ঘণ্টাল)—মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল।

৩। পালী (পরিহাল)—ঘুস্‌করার নিকটবর্ত্তী।

৪। বালী—বর্ত্তমান বালীগ্রাম

৫। কুন্দ

৬। নন্দী—মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত।

৭। সিদ্ধল—কাটোয়া মহকুমার সিধল গ্রামে।

৮। সাণ্ডে (সাটো—মুর্শিদাবাদ জেলার সাটুই গ্রাম।

৯। দারি।

১০। শেয়ারি—বীরভূম জেলার প্রধান নগর শিউড়ি

১১। নায়ি

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগকে যে সকল গ্রাম প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা বর্ত্তমান চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, খুল্‌না, যশোর, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি প্রভৃতি কোন জেলায় অবস্থিত নহে। ইহাতে বোধ হয়, তৎকালে এই সকল জেলা শিষ্টনিবাসের যোগ্য হয় নাই।

আদিশূরের সময় ব্রাহ্মণদের সঙ্গে যে পাঁচজন কায়স্থ আসিয়াছিলেন, বল্লাল সেন তাঁহাদের বংশীয়দের মধ্যে গুণবান্‌দিগকে কৌলীন্য-মর্য্যাদা দান করেন। এ সম্বন্ধে কুলজীগ্রন্থে নানা কথা আছে। কুলজীগ্রন্থ ক্রমশঃ পূর্ণতালাভ করিয়াছে; যাহার বংশের যে খুঁত ছিল, কুলজীগ্রন্থ দ্বারা তাহার পূরণ হইয়াছে। বিরাট গুহের বংশধর নারায়ণের পুত্র দশরথ, বল্লালের নিকট কৌলীন্য পান। কাশীনাথ বসুর দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলজীগ্রন্থে আছে, দত্তদের বীজ-পুরুষ পুরুষোত্তম দত্ত, কাঞ্চীপুর হইতে বিজয় মহারাজের (বোধ হয় বিজয়সেনের) রাজ্যে আসিয়াছিলেন। অতএব পাঁচজন কায়স্থ যে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন, এ বিষয়ে সকলে একমত নন।

বল্লালের সময় এদেশে একটা সামাজিক যুগান্তর উপস্থিত হয়। তখন শৈব, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক মত লইয়া দেশ তোলপাড় হইতেছিল। শক্তিসক্ষম তন্ত্রপাঠে বোধ হয় এই সকল মতের সামঞ্জস্য সম্পাদনের জন্য তন্ত্র মতের সৃষ্টি হয়। বাঙ্গালার যে সকল জাতি জাতি-মর্য্যাদায় হীন,

তাহারা বলে, বল্লাল সেনের দৌরাত্ম্যে তাহাদের জাতি ছোট হইয়া গিয়াছে। সুবর্ণবণিকেরা বলেন, বল্লালসেন অত্যন্ত অর্থলোভী ছিলেন,—অর্থ লইয়া সহজে দিতেন না। এই অর্থের জন্য সুবর্ণবণিগ্‌দিগের পূর্ব্ব পুরুষের সঙ্গে তাঁহার বিবাদ হয়। বল্লালের ক্রোধে সুবর্ণ বণিগ্‌দের জল অনাচরণীয় হইয়া গিয়াছে, ও তাঁহাদের উপবীত ধারণ নিষিদ্ধ হইয়াছে; সুবর্ণবণিকেরা বলেন, ৮৪৭ শাকে তাঁহারা বাঙ্গালায় আগমন করেন। গন্ধবণিকেরা তাহার পূর্ব্বেই বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। বল্লালসেনের সময়, সুবর্ণবণিক্ ও গন্ধবণিকেরা বাঙ্গালার প্রধান বণিগ্‌জাতি ছিলেন। গোবর্দ্ধন মিশ্রের কুলজীগ্রন্থে আছে; ধনপতি সওদাগর গৌড় হইতে সুবর্ণবণিগ্‌দের পাঁচজনকে উজানীনগরে সঙ্গে করিয়া আনয়ন করেন। এই পাঁচজন অযোধ্যা হইতে ব্যবসায়ের জন্য গৌড়ে আসিয়াছিলেন।

আনন্দভট্টের "বল্লাল-চরিত" ১৪১২ শাকে লিখিত হয়। আনন্দভট্ট বল্লালের সমসাময়িক অনন্তভট্টের বংশজাত; এই জন্য আনন্দভট্ট, "বল্লাল-চরিত" লিখিবার প্রচুর উপকরণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি বুদ্ধিমন্ত খান নামক কায়স্থ জমিদারের প্রবর্ত্তনায় "বল্লাল-চরিত" রচনা করেন। আনন্দভট্টের লেখা হইতে জানা যায়, বল্লালের চরিত্র ভাল ছিল না। তিনি প্রথমে শৈব ছিলেন, পরে সিংহগিরি নামক ব্যক্তির প্রবর্ত্তনায় ঘোর তান্ত্রিক হইয়া পড়েন। বল্লাল, ডোমজাতীয় একটী স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হন এবং সেই ডোম কন্যাকে সমাজে চালাইবার চেষ্টা করেন; তজ্জন্য অনেকেই বিরক্ত হইয়া বল্লালের নিকট হইতে দূরে চলিয়া যায়। ময়মনসিংহের অষ্টগ্রাম প্রভৃতির দত্তদিগের কুষ্ঠীনামায় আছে;—

চন্দ্রর্ত্তু-শূন্যাবনি-সংখ্যশাকে বল্লালভীতঃ খলু দত্তরাজঃ।
শ্রীকণ্ঠনাম্না গুরুণা দ্বিজেন শ্রীমাননন্তস্তু জগাম বঙ্গম্॥"

সুবর্ণ বণিকেরাও রাজার আচরণে তৎপ্রতি বীতশ্রদ্ধ হন। বল্লাল

ওদন্তপুর আক্রমণ করিতে গিয়া মণিপুরনামক স্থানে কয়েকবার পরাজিত হন। সুবর্ণ বণিক্ জাতীয় বল্লভানন্দের নিকট পূর্ব্বে এক কোটি মুদ্রা ঋণ গ্রহণ করেন * তাহা পরিশোধ করিতে চেষ্টা না করিয়া, ওদন্তপুর পুনরাক্রমণের উদ্যোগ করিবার জন্য পুনরায় বল্লভানন্দের নিকট দেড় কোটি স্বর্ণমুদ্রা ঋণ চান। বল্লভানন্দ ঋণদানে অস্বীকৃত হন, এবং রাজার অপব্যয়ের জন্য অনুযোগ করেন। রাজা পুনরায় তাঁহাকে অর্থ দিতে বলায়, তিনি বলেন, ঋণপরিশোধযাবৎ হরিকেলী-বিষয় তাঁহার অধিকারে রাখিতে হইবে, তাহা হইলে তিনি ঋণ দিতে পারেন। হরিকেলী, বোধ হয়, বঙ্গ প্রদেশের অন্তর্গত হইবে। হেমচন্দ্র বঙ্গদেশকেই হরিকেলী বলিয়াছেন; হরিকেলী একটী বড় পরগণা না হইলে এইরূপ বলিতেন না। বল্লাল, বল্লভানন্দের প্রস্তাবে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। কথিত আছে, বল্লাল, সুবর্ণ-বণিক্দিগকে অবমানিত করার জন্য. একটী যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞে সমুদয় জাতি নিমন্ত্রিত হয়। এই যজ্ঞীয় সভায় সুবর্ণবণিক্দিগের জন্য শূদ্রাসন প্রদত্ত হইলে, তাঁহারা নিতান্ত বিরক্ত হইয়া সেইস্থান ত্যাগ করেন। এই সংবাদ শুনিয়া, বল্লাল, সুবর্ণবণিক্দিগকে শূদ্র বলিয়া প্রচার করেন। বল্লাল, সুবর্ণবণিক্দিগকে পালরাজগণের পক্ষাবলম্বী বলিয়া মনে করিতেন। এই কাহিনী কতদূর সত্য বলিতে পারি না। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের কোন স্থানে সুবর্ণবণিক্দিগের তাদৃশ ঐশ্বর্য্যবত্তার কথা পাওয়া যায় নাই,—বরং গন্ধবণিক্দিগের ঐশ্বর্য্যের কথা অনেক স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে।

আবার যুগীরা বলেন, তাঁহারা যোগিগণের বংশজাত, বল্লালের জন্যই তাঁহাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা হইয়াছে। এখন যেমন সর্ব্ববর্ণের লোক

* বল্লভানন্দের ষোলকোটি টাকার বিষয় ছিল।

বৈষ্ণব হইতে পারে, বৌদ্ধযুগে তেমনই সর্ব্ববর্ণের লোকে যোগী হইতে পারিত। নওয়াখালি অঞ্চলে বিস্তর যুগীর বাস। তাহারা বলে, বল্লাল সেনের দৌরাত্ম্যে, উপায়ান্তরাভাবে, তাহারা তন্তুবায় বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে।* এইরূপে অনেক জাতি আপনাদের হীনতার কারণ বল্লালসেনে আরোপিত করিয়া থাকে, এবং স্ব-স্ব-মত-পোষক গ্রন্থ প্রদর্শন করিয়া থাকে।

বল্লালসেন বৌদ্ধ বিদ্বেষী ছিলেন,—বৌদ্ধেরাও তাঁহাকে ভাল বাসিত না। বঙ্গদেশে সেন-বংশীয় রাজগণ বৈদ্যজাতীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেন-রাজগণের তাম্রশাসনে লিখিত আছে, তাঁহারা ওষধিনাথ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এই ওষধিনাথ শব্দের অর্থ চন্দ্র; বৈদ্যেরা ওষধিনাথ শব্দের ধন্বন্তরি বা তদনুরূপ অর্থ করেন; † "ক্ষত্রচারিত্রচর্য্যা" এই শব্দটী দেখিয়া বৈদ্যেরা বলেন, সেনেরা ক্ষত্রিয় ছিলেন না—রাজ্যশাসনরূপ ক্ষত্রিয়াচার অবলম্বন করিয়াছিলেন মাত্র। ভট্টিকাব্যে রাম মারীচের নিকট আপনার পরিচয় স্থলে বলিয়াছেন"—"রাজন্যবৃত্তির্ধৃতকার্ম্মুকেষুঃ"; রাজন্যবৃত্তি শব্দ দেখিয়া কি বলিব, রাম ক্ষত্রিয় ছিলেন না?—তাঁহার কেবল ক্ষত্রিয়াচার ছিল। সেন-রাজগণের তাম্রশাসনে তাঁহাদিগকে ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে। সেনেরা যে ক্ষত্রিয় ছিলেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব সময়ে অনেক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বৌদ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন; পুনরায় হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুদয় কালে সেই ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ

---

* ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে যুঙ্গীনামক জাতির নাম আছে। যুগীদের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ চিন্তনীয়।

† বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস" প্রণেতা বলেন, ওষধিনাথ ব্যক্তি বিশেষের নাম—চন্দ্রের নাম নহে। এমত ঠিক্ নহে।

কাজেই বৌদ্ধদের অনেকে হিন্দু হইতে থাকেন। যাঁহারা প্রথমে হিন্দু আচার অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে গুণবান্ ব্যক্তিগণ পূর্ব্বজাতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; সুচতুর ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের অনাদর করেন নাই। যাঁহারা পরে হিন্দু হইয়াছিলেন, তাঁহারা আপনাদের পূর্ব্বজাতি অপেক্ষা নীচভাবে সমাজে পরিগৃহীত হইলেন। বৌদ্ধরাজত্ব-কালে ইঁহাদের অনেক চিকিৎসা-ব্যবসায় ছিল,—পুনরায় হিন্দু হইয়া সেই ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন নাই। ইঁহাদের মধ্যে সংস্কৃত ভাষার বিশেষ চর্চ্চা ছিল, সে চর্চ্চা অব্যাহত থাকিল। আমার বিশ্বাস ইঁহারাই বর্ত্তমান কালের বৈদ্যজাতি।

বল্লালসেন নিজে বিদ্বান্ ও বিদ্যার উৎসাহদাতা ছিলেন। তাঁহার রচিত "দানসাগর" ও "অদ্ভুতসাগর" অতি বিখ্যাত গ্রন্থ। "দানসাগর" গ্রন্থে বংশের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন;—

"ছন্দোভিশ্চৈকবন্ধশ্রুতিনিয়মগুরুক্ষত্রচারিত্রচর্য্যা
মর্য্যাদাগোত্রশৈলঃ কলিচকিতসদাচারসঞ্চারসীমা।
সদ্বৃত্তস্বচ্ছবর্ণোজ্জ্বলপুরুষগুণাচ্ছিন্ন সন্তান ধারা
বন্দৈর্মুক্তামমরস্ত্রী নিরগমদবনেভূর্ষণং সেনবংশঃ॥"

এই অবনিভূষণ সেন-বংশে জঙ্গল কল্পদ্রুমহেমন্তসেন জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পর বিজয়সেনের জন্ম হয়। অনিরুদ্ধ ভট্ট বল্লালের গুরু ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে "দানসাগরের" শ্লোক এই:—

"বেদার্থস্মৃতি সঙ্কলাদিপুরুষঃ শ্লাঘ্যো বরেন্দ্রীতলে
নিস্তন্দ্রোজ্জ্বলধীবিলাস নয়নঃ সারস্বতত্র্যম্বকঃ।
ষট্কর্ম্মার্থবদার্য্যশীলমলয়ঃ প্রখ্যাতসত্যব্রতো
(জম্ভারে) বৃত্রাবেরিব গীষ্পতির্নরপতেরস্যানি রুদ্ধো গুরুঃ॥"

ইন্দ্রের বৃহস্পতির ন্যায় প্রখ্যাতসত্যব্রত অনিরুদ্ধ, রাজার গুরু

ছিলেন। অনিরুদ্ধ বরেন্দ্রীবাসী ছিলেন। "লঘুভারত" কারের মতে করতোয়া তটে এই বরেন্দ্রীনগর ছিল।* কেহ কেহ বলেন, অনিরুদ্ধ ভট্টই "দানসাগর" রচনা করেন,—বল্লাল উহার রচয়িতা নহেন। এরূপ সন্দেহের কারণ কি, জানি না।

"সময় প্রকাশ" গ্রন্থকার ও স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য "দানসাগর" হইতে প্রভূত প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই মহাগ্রহ ৭০ অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে ১৩৭৫ প্রকার দানের প্রকার, সময় ও পাত্রাদির বিষয় আলোচিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত পুরাণ ও সংহিতাদি হইতে প্রমাণ গ্রহণ করা হইয়াছে।

পুরাণ-সমূহ	উপপুরাণ-সমূহ।
ব্রহ্ম	আদ্য
বরাহ	সাম্ব
অগ্নি	কালিকা
ভবিষ্য	নন্দী
মৎস্য	আদিত্য
কূর্ম্ম	নরসিংহ
আদ্য	মার্কণ্ডেয়
	বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর

শাস্ত্র-সমূহ।

বিষ্ণুধর্ম্ম	কাত্যায়ন
গোপথ-ব্রাহ্মণ	জাবাল
রামায়ণ	সনন্দন
মহাভারত	বৃহস্পতি

* ত্রিকাণ্ড শেষ অভিধানের মতে গৌড় দেশের নাম বরেন্দ্রী।

মনু	বৃহদ্‌বশিষ্ঠ
বশিষ্ঠ	হারীত
সংবর্ত্ত	পুলস্ত্য
যাজ্ঞবল্‌ক্য	বিষ্ণু
গৌতম	শাতাতপ
যম	লিখিত
যোগিযাজ্ঞবল্‌ক্য	আপস্তম্ব
দেবল	শাট্যায়ন
বৌধায়ন	মহাব্যাস
আঙ্গিরস	লঘুব্যাস
দানব্যাস	লঘুহারীত
বৃহস্পতি (?)	ছান্দোগ্যপরিশিষ্ট
শঙ্খ	

১০৯১ শাকে "দানসাগর" গ্রন্থ রচিত হয় ;—"নিখিলনৃপ-চক্রতিলক শ্রীমদ্‌বল্লালসেনেন পূর্ণেশশিনবদশমিতে শকবর্ষে "দানসাগরো রচিতঃ।" রচনায় তুই বৎসর সময় লাগিয়াছিল। বল্লালসেন "অদ্ভুতসাগর" গ্রন্থের আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। ১০৯০ শাকে গ্রন্থের আরম্ভ হয়, কিন্তু স্ব-পুত্র লক্ষ্মণসেনের রাজ্যাভিষেকে ব্যস্ত থাকায়. বল্লাল গ্রন্থ সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। লক্ষ্মণসেনকে নিজকৃতি নিষ্পত্তির জন্য আজ্ঞা দিয়া যান, লক্ষ্মণসেন পিতৃকৃত্য সমাপ্ত করেন ;—

"শাকে খে নব খে দ্বন্দ্বে আরেভেঽদ্ভুতসাগরং
গৌড়েন্দ্রকুঞ্জরালান স্তম্ভবাহুর্ম্মহীপতিঃ।
গ্রন্থেঽস্মিন্নসমাপ্ত এব তনয়ং সাম্রাজ্যরক্ষামহা-
দীক্ষাপর্ব্বণি দীক্ষণান্নিজকৃতের্নিষ্পত্তিমভ্যর্চ্চ্য সঃ॥"

নানাদানচিতাম্বুসঙ্কলনতঃ সূর্য্যাত্মজাসঙ্গমং
গঙ্গায়াং বিরচয্য নির্জ্জরপুরং ভার্য্যানুযাতোগতঃ।
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনভূপতিরতিশ্লাঘ্যো মহোত্মো গতঃ
নিষ্পন্নোঽদ্ভুতসাগরঃ কৃতিরসৌ বল্লালভূমীভুজঃ॥

ইহাতে জানা যাইতেছে, বল্লালসেন শেষ বয়সে লক্ষ্মণসেনকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া ভার্য্যাসহ নির্জ্জরপুর গমন করিয়াছিলেন। স্ত্রীপুরুষে এককালে স্বর্গে গেলেন কিরূপে?—বোধ হয়, লক্ষ্মণসেনের রাজ্যাভিষেকের অল্পদিনপরেই বল্লালসেনের মৃত্যু হয়, এবং বল্লালসেনের ভার্য্যাও স্বামীর চিতানলে আরোহণ করেন। আনন্দভট্টের "বল্লালচরিতে" আছে,—

"রাজ্যাভিষেকমারভ্য চত্বারিংশৎ সমা যদা।
মাসদ্বয়ং ব্যতীতঞ্চ স পঞ্চষষ্টিহায়নঃ।
সহস্রেঽষ্টে বিংশযুতে শকাব্দে পৃথিবীপতিঃ
স্ত্রীভিঃ সার্দ্ধং মহাভাগ উৎপপাত দিবং প্রতি॥"

বল্লালসেন সস্ত্রীক স্বর্গে যান,—ইহা মিলিতেছে, শকাব্দা মিলিতেছে না। আনন্দভট্টের মতে বল্লাল চল্লিশ বৎসর দুই মাস রাজত্ব করেন, এবং পঁয়ষট্টি বৎসরে প্রাণত্যাগ করেন; ইহা সত্য বলিয়া বোধ হয় না।

দেবীবর ঘটক, বাচস্পতি মিশ্র ও ধ্রুবানন্দ মিশ্রের মতে বল্লালসেন অম্বষ্ঠকুলজাত মিত্র সেনের পুত্র। কেহ বলেন,—বিষ্কক্সেনের ক্ষেত্রজপুত্র; কেহ বলেন, তিনি ব্রহ্মপুত্র নদের পুত্র ছিলেন। আবার কেহ বল্লালসেনকে আদিশূরের দৌহিত্র অথবা দৌহিত্র-বংশজাত বলেন,—

আদিশূরের বংশধ্বংস সেন বংশ তাজা।
বিষ্কক্সেনের ক্ষেত্রজপুত্র বল্লালসেন রাজা॥
——রামজয়কৃত বৈদ্যকুলপঞ্জী।

"আদিশূর মহারাজ জগতে বিখ্যাত,
তাঁর দৌহিত্র বল্লাল শ্রীধরের সুত।"
——রামজীবনের কুলপঞ্জিকা।

"আসীৎ গৌড়ে মহারাজ আদিশূরঃ প্রতাপবান্।
তদাত্মজাকুলে জাতো বল্লালাখ্যো মহীপতিঃ॥"

এরূপ শুনা যায়, রাজা বিজয়সেন, বল্লালের মাতাকে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে নির্ব্বাসিত করেন। বল্লালের মাতা বিজয়ের জ্যেষ্ঠা মহিষী ছিলেন। তাঁহার সহিত সপত্নীর বনিবনাও হইত না; তজ্জন্য তিনি নির্ব্বাসিত হন। ব্রহ্মপুত্র নদের তটে বল্লালসেনের জন্ম হয়, তজ্জন্য তিনি ব্রহ্মপুত্র নদের পুত্র বলিয়া প্রথিত হইয়াছিলেন। আরণ্য-প্রদেশে জন্ম হওয়াতে, রাজ-কুমারের বল্লাল নাম হয়।

বল্লালসেন, "দানসাগর" গ্রন্থে, "নিঃশঙ্কশঙ্কর গৌড়েশ্বর" বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন।

কথিত আছে, বল্লালসেনের চরিত্র ভাল ছিল না। একদা তিনি মৃগয়া করিতে গিয়া একটী ডোমজাতীয়া স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন *; তজ্জন্য লক্ষ্মণসেনের সহ

* "একদিন রাজা গেলা মৃগয়া করিতে।
ঝড় বৃষ্টি দুর্য্যোগ হইল আচম্বিতে॥
ত্যজিয়া বিপিন, রাজা গেলা লোকালয়ে।
তথায় বসতি করে ডোমের আশ্রয়ে॥
সেই রাত্রি তথায় রহিল উপবাসী।
মিলিলেক ডোমকন্যা প্রাতঃকালে আসি॥
বিবাহ করিব বলি লৈয়া আইল ঘরে।
যেবা শুনে যেবা জানে শত নিন্দা করে॥"
—ঢাকুর, ২২ পৃ।

তাঁহার মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। * তখন লক্ষ্মণসেন পিতার নিকট হইতে দূরবর্ত্তী বিক্রমপুরে গিয়া অবস্থিতি করেন। স্বামীর দীর্ঘপ্রবাস-নিবন্ধন লক্ষ্মণসেনের স্ত্রী দুঃখিত ছিলেন,—এমন কি, প্রাণপর্য্যন্ত পরিত্যাগের সংকল্প করিয়াছিলেন। সে সময়ে রাজান্তঃপুরের অনেক স্ত্রীলোক সংস্কৃত জানিতেন। লক্ষ্মণসেনের স্ত্রী আপনার মনোভাব প্রকাশ করিয়া একটী শ্লোক রচনা করেন, বল্লালসেন দৈবাৎ সেই শ্লোকটী দেখিতে পাইয়া উদ্বিগ্ন হন। শ্লোকটী এই—

"পতত্যবিরতং বারি নৃত্যন্তি শিখিনো মুদা।
অদ্য কান্তঃ কৃতান্তো বা দুঃখশান্তিং করোতু মে॥"

বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেনকে বিক্রমপুর হইতে শীঘ্র আনিবার জন্য কৈবর্ত্তদের প্রতি আদেশ করেন। কৈবর্ত্তেরা লক্ষ্মণসেনকে শীঘ্র বিক্রমপুর হইতে গৌড়ে আনয়ন করে। বল্লালসেন সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে জলাচরণীয় করেন। তদবধি কৈবর্ত্তদের হালিকশাখা জলাচরণীয় হইয়াছে। ইহা আনন্দভট্টের কথা। কৈবর্ত্তেরা রাজকীয় নৌবিভাগে কার্য্য করিত। তাহারা রাজাজ্ঞায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে লক্ষ্মণসেনকে বিক্রমপুর হইতে গৌড়ে আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। শুনা যায়, ভৈরব ও ভাগীরথীর মধ্যবর্ত্তী বিভাগে কৈবর্ত্তগণ আধিপত্য করিত। এই ভূভাগের কিয়দংশকে লাটদ্বীপ ও কিয়দংশকে কঙ্কদ্বীপ বলিত। সূর্য্য নামক একজন প্রবল কৈবর্ত্তরাজের নাম পাওয়া যায়। বল্লালসেন, মহেশ নামক কৈবর্ত্তকে 'মহামাণ্ডলিক' উপাধি দিয়া দক্ষিণ-ঘাটে প্রেরণ করেন।

---

* ভীম ওঝা, বল্লালসেনের পুরোহিত ছিলেন। গৌড় নগরের নিকট কালিয়া গ্রামে তাঁহার বাস ছিল। বল্লালের চরিত্র-দোষ ঘটিলে তিনি কালিয়া গ্রাম ত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান পাবনা জেলার পূর্ব্ব দক্ষিণভাগে স্থিত ছাতক গ্রামে গিয়া বাস করেন।

বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের রচিত কতকগুলি উদ্ভট শ্লোক পাওয়া যায়। বিক্রমপুরে রামপাল দীঘির তীরে বল্লালসেনের বাটীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই ভগ্নাবশেষের নাম 'বল্লালবাড়ী।' ইহা কোন্ বল্লালসেনের বাড়ী—তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। গৌড়প্রদেশাধিকারের পূর্ব্বে সেন-রাজগণ বঙ্গে প্রাধান্য লাভ করেন। মহারাজ বল্লালসেনেব অনেক পরে বৈদ্য-জাতীয় এক বল্লালসেন পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন, এইরূপ জনশ্রুতি আছে। বল্লাল-বাড়ী তাঁহারই বাড়ী হওয়ার সম্ভব। ইহা একটী দুর্গবদ্ধ স্থান। ইহার পরিমাণ ৭০০ বর্গফুট; ইহা ২০০ ফুট আয়ত পরিখাদ্বারা পরিবেষ্টিত। বল্লাল বাড়ীর অর্দ্ধমাইল দূরে 'অগ্নিকুণ্ড' নামে একটী পুষ্করিণী আছে। আনন্দভট্ট বলেন, করতোয়া তীরবর্ত্তী মহাস্থানে উগ্রনামক একটী প্রাচীন শিবলিঙ্গ ছিল। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ সকলেই সেই মন্দিরে শিব পূজা করিতে যাইত। একদিন বল্লাল-মহিষী বহুমূল্য উপকরণ দ্বারা শিব পূজা করেন। পূজার দ্রব্যের ভাগ লইয়া মন্দিরের মহন্ত ও রাজ-পুরোহিতের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়,—মহন্ত, পুরোহিতকে মন্দির হইতে তাড়াইয়া দেয়, পুরোহিত, রাজার নিকট মহন্তের ঈদৃশ আচরণ জ্ঞাপন করিলে, রাজা, মহন্তকে স্বরাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করেন। মহন্ত, বৈর-নির্য্যাতন সাধনোদ্দেশে, বায়াদুম্ব বা বাবা আদম নামক মুসলমান ফকিরের শরণাগত হয়; ফকির বল্লালসেনের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হয়। যুদ্ধযাত্রার সময় বল্লাল একটী পারাবত সঙ্গে করিয়া লইয়া যান, এবং অন্তঃপুরিকাগণকে বলিয়া যান যে, "যদি যুদ্ধে পরাজয় হয়, তবে আমি এই পারাবত ছাড়িয়া দিব, এই পারা-বত উড়িয়া আসিলে, তোমরা বুঝিতে পারিবে—যুদ্ধে আমার পরাজয় ঘটি-য়াছে। তখন তোমরা জাতিধর্ম্মরক্ষার জন্য অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জ্জন করিবে। আবদুল্লাপুর নামক স্থানে এই যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সে যুদ্ধে বল্লালসেনের

জয়লাভ হয়, কিন্তু, দৈবপ্রতিকূলতা বশতঃ, পারাবত বস্ত্রভ্যন্তর হইতে উড়িয়া রাজপুরে চলিয়া আইসে। অন্তঃপুরিকাগণ রাজার মৃত্যুসম্ভাবনা করিয়া অনলকুণ্ডে প্রাণত্যাগ করেন। রাজা ফিরিয়া আসিয়া এই অসম্ভাবিত বিপদে মুহ্যমান হইয়া অগ্নিকুণ্ডে জীবন বিসর্জ্জন করেন। সেই অগ্নিকুণ্ডের স্থানে এই অগ্নিকুণ্ড পুষ্করিণী হইয়াছে। বাবা আদম, বল্লালের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। কাজিকস্‌বা নামক স্থানে তাঁহার কবর প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

এই গল্পে এইটুকু মাত্র সত্য থাকিতে পারে যে,—পাঠান-রাজত্ব কালে বাবা আদম নামক কোন ধর্ম্মোন্মত্ত দরবেশ, বল্লালসেন নামক কোন প্রাদেশিক রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

এই বল্লালসেনের শিক্ষক গোপাল ভট্ট ১৩০০ শাকে "বল্লাল-চরিত" নামক গ্রন্থ রচনা করেন ঃ—

বৈদ্যবংশাবতংসোঽয়ং বল্লালো নৃপপুঙ্গবঃ।
তদাজ্ঞয়া কৃতমিদং বল্লাল-চরিতং শুভম্॥
গোপাল-ভট্টনাম্না চ তদ্রাজ-শিক্ষকেন চ।
অব্দরাজজমানে বসুভির্বাণৈরধিকশাকেযু।
রুদ্রৈশ্চ দর্শিতে মাসে রাশিভির্মাসসম্মিতৈঃ॥"

বল্লালসেনের সময়ে পশ্চিমাঞ্চল হইতে কতিপয় ব্রাহ্মণপরিবার বঙ্গদেশে বাসের জন্য আগমন করেন। বল্লাল তাঁহাদের বাসের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। তাঁহারা বৈদিক ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইলেন। ১০৬৭ শাকে সামবেদী বশিষ্ঠ গোবিন্দ উপাধ্যায় বঙ্গে আগমন করেন।

বল্লালসেনের খুল্লতাত সুখসেন বিক্রমপুরের শাসনকর্ত্তা হইয়া যান। তাঁহার পর কিয়ৎকাল লক্ষ্মণসেন বিক্রমপুরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সুখসেনের পুত্রের নাম ধ্রুবসেন। আনন্দ ভট্ট বলেন, ভবসেন নামক

বল্লালসেনের এক পুত্র ছিলেন। ইঁহাদের কোন বিবরণ জানা যায় নাই।

বাঁশবেড়িয়া-রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ দত্তবাটীনিবাসী দেবাদিত্য দত্ত, বল্লালসেনের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন।

১১৩৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আরাকাণে গলয়নামক পরাক্রান্ত রাজা রাজত্ব করেন। মগেরা বলে, বঙ্গেশ্বর তাঁহাকে পূজা করিতেন। সীমান্ত প্রদেশের পরাক্রান্ত নরপতির সঙ্গে সদ্ভাব রাখা রাজনীতিজ্ঞেরই কার্য্য, ইহাতে বল্লালসেনের দৌর্ব্বল্য সূচিত হয় না। আরাকাণীরা মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা আক্রমণ করিত। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে একবার আক্রমণ করে। সেন-রাজগণের সময় এই উৎপাত অনেক প্রশমিত হয়। এ সময়ে চট্টগ্রাম আরাকাণ রাজ্যের অধীন ছিল।

দ্বিজবাচস্পতির "বঙ্গজ-কুলজী-সার-সংগ্রহের" মতে, বল্লাল সেনের রাজ্যে ৯৪৪ শাকে পাঁচজন ব্রাহ্মণ পাঁচ জন দক্ষিণরাঢ়ীয় ও পাঁচজন বঙ্গীয় কায়স্থদের বীজপুরুষ আগমন করেন। বঙ্গজ কায়স্থদের কুলগ্রন্থ ঢাকুরেরও এই মত। এই মত অপ্রামাণিক; তবে ইহা সত্য যে, আদিশূরের সময় হইতে ক্রমাগত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ বঙ্গে উপনিবিষ্ট হইতেছিলেন। সেই উপনিবেশ স্রোত বল্লাল সেনের সময় পর্য্যন্ত প্রবাহিত ছিল।

বল্লালসেনের রাজত্ব-কালে মিথিলায় গঙ্গেশোপাধ্যায় প্রাদুর্ভূত হন। ইনি ১১৫২ খৃষ্টাব্দের কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাতে বিদ্যমান ছিলেন। গঙ্গেশ, "তত্ত্বচিন্তামণি"নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন। গঙ্গেশের পুত্র বর্দ্ধমানও নানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থের রচয়িতা। গোবিন্দপুরের মান-রাজবংশের শিলালিপি হইতে জানা যায়, জয়পাণি, বল্লালসেনের ধর্ম্মাধিকারী ও রুদ্রমান অমাত্য ছিলেন।

বল্লালসেনের রাজত্বকালে সাদুল্লাপুরের নিকটবর্ত্তী সাগরদীঘী খনিত

হয়। এই দীঘীর দৈর্ঘ্য প্রায় এক মাইল, প্রস্থ প্রায় অর্দ্ধ মাইল। ইহার ১৬০০ গজ × ৮০০ গজ স্থানের মধ্যে জল থাকে। এই দীঘীতে ছয়টী বাঁধা ঘাট ছিল, পূর্ব্ব-পশ্চিমদিকে সোজাসুজী দুইটী করিয়া চারিটী এবং উত্তর-দক্ষিণদিকে দুইটী। এখন লোকে ঘাটগুলি ভাঙ্গিয়া প্রায় সমস্ত ইট লইয়া গিয়াছে,—কেবল যাহা সরান কঠিন, এমন ইট ও পাথর পড়িয়া আছে। র‍্যাভেন্‌শা বলেন, ৫২০ হিজিরীতে (১১২৬ খৃষ্টাব্দে) লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব-কালে ইহা খনিত হয়। কিন্তু ১১২৬ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেন রাজত্বারম্ভ করেন নাই। বল্লালসেন যখন ফুলবাড়ী নামক স্থানে গৌড়দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, তখন এই দীঘীর মৃত্তিকা কাজে লাগিয়াছিল। গৌড়নগরের মৃৎপ্রাচীর বা বাঁধের কিয়দংশ সাগরদীঘী হইতে উত্তোলিত মৃত্তিকাদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

ইংরেজবাজারের তিন মাইল পশ্চিমে বাগবাড়ী নামক স্থানে বল্লালের একটী উদ্যানবাটিকা ছিল। শুনা যায়, উহার দরজায় অর্দ্ধনারীশ্বর শিবমন্দির ছিল; এখন ঐ মন্দির বৃহৎ মৃৎস্তূপে পরিণত হইয়াছে। বল্লালসেন, গঙ্গার উভয়পার্শ্বে বাঁধ নির্ম্মাণ করেন। তখন গঙ্গা গৌধরাইল বিল দিয়া প্রবাহিত ছিল। পূর্ব্বদিকের বান্ধের কিয়দংশকে গিয়াসুদ্দিনে রাস্তা বলে। গিয়াস্ উদ্দিন ঐ বান্ধের সংস্কারক হইতে পারেন।

নবদ্বীপের উত্তরে বল্লালদীঘীনামক একটী দীঘী আছে। প্রবাদ যে, উহা বল্লালসেন খনন করান। কেহ কেহ বলেন, লক্ষ্মণসেন পিতার নাম চিরস্থায়ী করার জন্য এই দীর্ঘিকা খনন করান। বল্লাল বৃদ্ধবয়সে গঙ্গাবাসের জন্য নবদ্বীপের উত্তরে একটী রাজবাটী নির্ম্মাণ করেন,—*

---

* এদেশের প্রাচীন লোকে বলিয়া থাকেন, গৌড়ে অবস্থানকালে, বল্লালসেন

"মুক্তিহেতু বল্লাল আসিল গঙ্গাস্নান,
জহ্নুনগরোত্তরে করে সে বাসস্থান।"

স্থানান্তরে আছে—

"নিজের প্রিয়নিবাস বল্লালনগর,—
দেখ যা'র পূর্ব্বতট নবদ্বীপোত্তর।"

বল্লালসেনের পূর্ব্বে হইতেই বঙ্গদেশে, হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা হইতেছিল। বৌদ্ধাচার্য্যেরা সাধারণ লোককে আকর্ষণ করার জন্য বঙ্গে তান্ত্রিক মত প্রচলিত করিয়াছিলেন।* তান্ত্রিক-উপাসনায় মদ ও স্ত্রীলোকের স্থান আছে। দলে দলে ইতরলোক তান্ত্রিকমতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। হিন্দু আচার্য্যেরাও তান্ত্রিকমত গ্রহণ করিয়া উহার বক্তা ও শ্রোতাকে শিব ও ভগবতী কল্পনা করিয়া লইলেন। তখন ইতরলোকেরা হিন্দু হইয়া গেল। এই সকল লোককে হিন্দু করিতে বেশী আয়াস স্বীকার করিতে হয় নাই। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, বল্লালসেন ঘোর তান্ত্রিক ছিলেন। অনেকে, কিন্তু, বল্লালের তান্ত্রিকাচার, বৈদিকাচার সঙ্গত নহে বলিয়া,

---

অমৃতিতে গঙ্গাস্নান করিতেন। তখন অমৃতির নিকট গঙ্গা হইতে ভাগীরথী পৃথক্ হইয়াছিল। কাজল দীঘী বাগবাড়ীর বহির্দ্দিকে। উহাও বল্লাল সেনের কীর্ত্তি বলিয়া বিখ্যাত। এদেশে জনপ্রবাদ যে, এই দীঘীর নিকট গিয়া প্রার্থনা করিলে দীঘী হইতে ক্রিয়া কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ বাসন কোসন উঠিত। কাজ কর্ম্ম শেষ হইলে উহা ফেরত দিতে হইত। এক ব্যক্তি ফেরত দেয় নাই বলিয়া দীঘী আর বাসন দেয় না। এ দেশের লোকে বলে, এই সরোবরে পাঁচ ডুব দিয়া স্নান করিয়া তীরে চিড়া দই খাইলে খোস পাঁচড়া ভাল হইয়া যায়।

* তন্ত্রের কোন কোন দেবদেবী, ভারতের বাহির হইতে ভারতে আগমন করিয়াছেন। স্বতন্ত্র তন্ত্র মতে একজটা বা নীলসরস্বতী, মেরুর পশ্চিমতীরে চোলন হ্রদের তীরে জন্মগ্রহণ করেন। কুব্জিকাতন্ত্র মতে তারাদেবীর পূজা, ভারতের বাহির হইতে ভারতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। রুদ্র যামলের মতে, বশিষ্ঠদেব চীনে গিয়া বুদ্ধদেবের উপদেশে তারাদেবীকে এদেশে আনয়ন করেন। তারাদেবীরই এক সংস্করণ কালী দেবী। শক্তিসঙ্গম তন্ত্র বলেন, গৌড়দেশে তারাদেবীর পূজার বিশেষ প্রচার ছিল

কৌলীন্য তোমাদের নাই কেন”—এই জিজ্ঞাসার একটী সুন্দর উত্তর দেওয়ার জন্য নানাবিধ উপাখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে। তবে বল্লালের দৌরাত্ম্যমূলক যতগুলি উপাখ্যান প্রচলিত আছে, তাহা একেবারে ভিত্তিহীন নাও হইতে পারে।

বল্লালসেনের আয় এককোটি কুড়িলক্ষ টাকা ছিল। তৎকালে দ্রব্যাদির মূল্য অতি অল্প ছিল, অতএব এই আয়কে সামান্য নয় মনে করিতে হইবে, কিন্তু অপব্যয়ী—বল্লালসেনের ইহাতেও কুলাইত না, মধ্যে মধ্যে ঋণ করিতে হইত। ঋণ-পরিশোধে নিয়মী ছিলেন না, সুতরাং বণিক্-সম্প্রদায়ের প্রিয় ছিলেন না।

সম্ভবতঃ বল্লাল সেনই, একডালা দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। দুর্গ-নির্ম্মাণার্থ যে প্রভূত মৃত্তিকার প্রয়োজন হইয়াছিল, বোধ হয় তাহা সাগর দীঘী খননের দ্বারা পাওয়া গিয়াছিল। সাগর দীঘীর পশ্চিমদিকে একটী প্রশস্ত রাজপথ ছিল, উহা পাণ্ডুয়া হইতে বল্লালের গৌড় পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। এইপথ; কালিন্দীতে নির্ম্মিত একটী সেতুর উপরদিয়া গিয়াছিল। এখনও এই সেতুর উপকরণ প্রস্তর-স্তম্ভাদির কিছু কিছু দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই পথ দিয়া পরবর্ত্তী সময়ে সম্রাট্ ফেরোজ তোগলক, একডালা দুর্গ-আক্রমণার্থ সেনা পরিচালন করিয়াছিলেন।

বল্লালসেন, বাগবাড়ীর মধ্যে যে দুটী পুষ্করিণী খনন করান, তাহার নাম টাম্না দীঘী ও ভাতশালা দীঘী। টাম্না দীঘী অতি বৃহৎ। উহাতে চারিটী ঘাট ছিল। উত্তরে ১টী ও দক্ষিণে ১টী, পশ্চিমদিকে দুটী। ঘাটের ইট্ লোকে ভাঙ্গিয়া লইয়া গিয়াছে। ঐ ঘাট গুলি রঙ্গিণ ইটে বান্ধান হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল চৌধুরী জমিদার মহাশয়, একটী ঘাটে একখানি দৃঢ় প্রোথিত রঙ্গিণ ইট্ পাইয়াছেন। মুসলমানদের আগমনের পূর্ব্বেও যে হিন্দুরা রঙ্গিণ ইটের ব্যবহার করিতেন, তাহা জানা

যাইতেছে। দীঘিকার তীরস্থ মৃৎপুঞ্জ ভেদ করিয়া চারিটী জলনালা দীর্ঘিকায় নামিয়াছে; চৌধুরী মহাশয় অনুমান করেন, উহা পুষ্করিণীর ঘাটে যাইবার পথ ছিল। ভাতশালা টাম্না দীঘী হইতে ক্ষুদ্র পুষ্করিণী। উহাতে বাগবাড়ীর লোকে পূর্ব্বে মড়া ফেলাইত, শুনাযায়। কেন, এরূপ করিত বোঝা যায় না। হয়ত বাগবাড়ী প্রস্তুত করার পূর্ব্বে সেখানে গঙ্গা ছিল। লোকে, পূর্ব্বরীতি অনুসারে তথায় মৃতদেহ নিক্ষেপ করিত।

লক্ষ্মণসেন

(১১৬৯ খৃঃ—১২০৬ খৃঃ)।

১১৬৯ খৃষ্টাব্দে, বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন সিংহাসনে আরোহণ করেন। লক্ষ্মণ সেনের মহাসামন্ত বটুদাসের পুত্র মহামাণ্ডলিক শ্রীধর দাসের "সূক্তিকর্ণামৃতে" আছে;—

"শাকে সপ্তবিংশত্যধিকশতোপেতদশশতে শরদাম্
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবক্ষিতিপস্য রসৈকত্রিংশে।
সবিতুর্গত্যা ফাল্‌গুনবিংশেষু পরার্থহেতাবকুতুকাৎ।
শ্রীধরদাসেনেদং "সুক্তিকর্ণামৃতং" চক্রে॥"

অর্থাৎ, শ্রীধরদাস ১১২৭ শাকের ২০ শে ফাল্গুন "সূক্তিকর্ণামৃত" রচনা করেন। তখন লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের ৩২ বৎসর অতীত হইয়াছিল। সে সময় লক্ষ্মণসেন পূর্ব্ববঙ্গে অবস্থান করিতেছিলেন। সমগ্র গৌড় রাজ্যের কিয়দংশ হস্তবহির্ভূত হইলেও, তিনি তাহার দাবী পরিত্যাগ করেন নাই। ১১২৭—৩০=১১৯০ শাকে লক্ষ্মণসেন সিংহাসনাধিরোহণ করেন। সচরাচর ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে গৌড়নগর মুসলমানদের অধিকৃত হয়, এইরূপ

বলা হয়। মুসলমানেরা ঐ অব্দে গৌড়রাজ্য আক্রমণ করে। লক্ষ্মণসেনের কোন পুত্র গৌড়ে অবস্থান করিয়া দীর্ঘকাল মুসলমানদের আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছিলেন। ১২০৩ খৃষ্টাব্দে (৬০২।৩ হিজিরায়) গৌড়নগর সম্পূর্ণ রূপে মুসলমানদিগের অধিকৃত হয়।

হলায়ুধ লক্ষ্মণসেনের ধর্ম্মাধিকারী ছিলেন। তিনি স্বকৃত "ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্বে" লিখিয়াছেন,—লক্ষ্মণসেন, তাঁহাকে বাল্যে রাজপণ্ডিতের পদ, যৌবনারম্ভে মন্ত্রীর পদ ও প্রৌঢ়াবস্থায় ধর্ম্মাধিকারীর পদ প্রদান করেন, যথাঃ—

"বাল্যে খ্যাপিতরাজপণ্ডিতপদঃ শ্বেতাংশুবিম্বোজ্জ্বল-
চ্ছত্রোৎসিক্ত-মহামহত্ত্বনুপদং দত্ত্বা নবে যৌবনে।
যস্মৈ যৌবন শেষযোগ্যমখিল-ক্ষ্মাপাল-নারায়ণঃ
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবনৃপতি র্ধর্ম্মাধিকারং দদৌ॥

একপ হইলে লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব অতি দীর্ঘ হইয়া পড়ে। বোধ হয়, লক্ষ্মণসেনের যৌবরাজ্যসহ রাজত্বের উল্লেখ করা হইয়াছে। লক্ষ্মণসেন, গৌড় ও নবদ্বীপ হইতে তাড়িত হইয়া, পূর্ব্ববঙ্গে আশ্রয়গ্রহণ করেন। বহু ব্রাহ্মণ-পরিবার গৌড় ও নবদ্বীপের সন্নিহিত স্থান ত্যাগ করিয়া রাজার সঙ্গী হন। এই জন্য বিক্রমপুর অঞ্চলে সদ্ ব্রাহ্মণ-সংখ্যা এত বেশী। লক্ষ্মণসেন পূর্ব্ববঙ্গে কতদিন রাজত্ব করেন, তাহা জানা যায় না। সে সময়ে লক্ষ্মণসেনের যতটুকু রাজ্য ছিল, হলায়ুধকে তাহার ধর্ম্মাধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। হলায়ুধ আপনাকে 'গৌড়েন্দ্র-ধর্ম্মাগারাধিকারী' বলিয়াছেন। গৌড় হইতে তাড়িত হইলেও, সেন-বংশ গৌড়েন্দ্র পদবী হইতে শীঘ্র বঞ্চিত হন নাই।

হলায়ুধ মহাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ধনঞ্জয় ও মাতার নাম উজ্জ্বলা। তিনি বাৎস্যগোত্রীয় ছিলেন। মহাপণ্ডিত হলায়ুধ, শ্রুতি.

স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রের সারসংগ্রহ করিয়া “মৎস্যসূক্ত” রচনা করেন। সে সময় গৌড়-বঙ্গ তান্ত্রিকতায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। যাহাতে হিন্দু-সমাজের সদাচার রক্ষা হয়,—তান্ত্রিকতারও প্রতিকূল না হয়, ইহার ব্যবস্থা করিবার অভিপ্রায়েই “মৎস্যসূক্ত” রচিত হইয়াছিল। “মীমাংসা-সর্ব্বস্ব”, “বৈষ্ণবসর্ব্বস্ব”, “শৈবসর্ব্বস্ব”, “পুরাণসর্ব্বস্ব” ও “পণ্ডিতসর্ব্বস্ব” হলায়ুধের রচিত (ক)। হলায়ুধের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম পশুপতি। ইনি লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন। পশুপতির “পশুপতি-পদ্ধতি” বা “সংস্কার-পদ্ধতি” নামক স্মৃতিগ্রন্থ বিখ্যাত। হলায়ুধের অপর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ঈশান, স্মৃতি ও মীমাংসা শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত ছিলেন। তৎকৃত “আহ্নিক-পদ্ধতি” প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

শূলপাণি এই সময়ের একজন প্রধান পণ্ডিত। তাঁহার ‘দীপকলিকা’ নাম্নী যাজ্ঞবল্‌ক্য সংহিতার টীকায় ও হলায়ুধের পুরাণসর্ব্বস্বে কায়স্থ জাতিকে ক্ষত্রিয় বর্ণের অন্তর্গত ধরা হইয়াছে।

নারায়ণ দত্ত, লক্ষ্মণসেনের মহাসান্ধিবিগ্রহিক, বটুদাস মহাসামন্ত ও শ্রীধর দাস মহামাণ্ডলিক ছিলেন।

পুরুষোত্তমদেব, লক্ষ্মণসেনের আদেশে “ত্রিকাণ্ড শেষ” নামক অভিধান রচনা করেন। লক্ষ্মণসেন, বৌদ্ধ পুরুষোত্তমকে পাণিনি ব্যাকরণের বৈদিক প্রয়োগাংশ বাদ দিয়া ভাষাবৃত্তি রচনা করিতে আদেশ করেন। পূর্ব্বে বরেন্দ্রভূমিতে পাণিনি-ব্যাকরণের বিশেষ চর্চ্চা ছিল; এই সময়ে

(ক) ‘হলায়ুধমিশ্র একটী শ্লোকে মুসলমানদিগের আগমনকাল লিখিয়া গিয়াছেন,—চতুর্বিংশোত্তরে শাকে সহস্রৈক শতাব্দিকে। বেহার পাটনাৎ পূর্ব্বং তুরুষ্কঃ সমুপাগতঃ অর্থাৎ ১১২৪ শাকে তুরুষ্কদের গৌড়রাজ্যে আগমন হয়। প্রথমতঃ মুসলমান দিগকে তুরুষ্ক বলিতে।

(৺ উমেশচন্দ্র বটব্যাল-সাহিত্য পত্রিকা ১৩১০। ফাল্গুন)

সে চর্চ্চালোপ হইয়াছিল। এখন অবধি পুরুষোত্তমের "লঘু বৃত্তি"র প্রচলন হইতে লাগিল।

জয়দেব, শরণ, গোবর্দ্ধনাচার্য্য, উমাপতিধর ও ধোয়ী কবিরাজ,—লক্ষ্মণসেনের সভায় বিরাজ করিতেন। রূপ ও সনাতন লক্ষ্মণসেনের সভামণ্ডপদ্বারে—"গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।

কবিরাজশ্চ রত্নানি পঞ্চৈতে লক্ষ্মণস্য চ॥"

এইরূপ লিখিত আছে দেখিয়াছিলেন।

উমাপতিধর দাক্ষিণাত্য-বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বিজয়সেন-প্রতিষ্ঠিত প্রদ্যুম্নেশ্বরমন্দিরস্থিত যে প্রশস্তি রচনা করেন, তাহার বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। জয়দেবের গীতগোবিন্দের তৃতীয় শ্লোকে আছে,—

বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরয়াং
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরুহদ্রুতে।
শৃঙ্গারোত্তরসৎপ্রমেয়রচনৈরাচার্য্যগোবর্দ্ধন-
স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবি ক্ষ্মাপতিঃ॥" *

উমাপতির বাক্য পল্লবিত করেন—জয়দেবের এই উক্তি যথার্থ। শ্রীধর দাসের "সূক্তিকর্ণামৃত" গ্রন্থে তৎসময়ের প্রসিদ্ধ কবিগণের রচিত পাঁচটী করিয়া শ্লোক আছে, কিন্তু উমাপতিধর রচিত কোন শ্লোক নাই; ইহাতে অনুমিত হয়, তিনি কোন কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন নাই। "সূক্তি-কর্ণামৃত" রচনাকালে, ১২০৫ খৃষ্টাব্দে, তিনি জীবিত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। উমাপতির মৃত্যু ও জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" রচনা লক্ষ্মণ-সেনের রাজত্বের প্রথমভাগে হইয়াছিল বোধ হয়।

* এই শ্লোকটী টীকাকার নারায়ণ ভট্টের মতে লক্ষ্মণসেনের রচিত।

শরণ, দুরূহ কবিতা দ্রুত রচনা করিতে পারিতেন। "সূক্তিকর্ণামৃতে" তদ্রচিত পাঁচটী শ্লোক দৃষ্ট হয়। ইঁহার কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না। ইনি কাশ্যপগোত্রীয় গুড়গ্রামীণ কষ্টশ্রোত্রিয় ছিলেন।

গোবর্দ্ধনাচার্য্য "আর্য্যাসপ্তশতী" নামক শৃঙ্গার-রস-প্রধান কাব্যরচনা করেন। জয়দেব লিখিয়াছেন—"শৃঙ্গারোত্তরসৎপ্রমেয়রচনৈরাচার্য্যগোবর্দ্ধনস্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ", অর্থাৎ শৃঙ্গার-রসের ভাল রচনাতে গোবর্দ্ধনাচার্য্যের স্পর্দ্ধা করিতে পারে, এমন কাহারও নাম শুনা যায় নাই। "আর্য্যাসপ্তশতী"তে সেন-বংশের উল্লেখ আছে ;—

"সকলকলাঃ কলয়িতুং প্রভুঃ প্রবন্ধস্য কুমুদবন্ধোশ্চ।
সেন-কুল-তিলক-ভূপতিরেকো রাকা প্রদোষশ্চ ॥"

ইহার অর্থ এই যে, একমাত্র সেন-কুল-তিলক ভূপতি ও পূর্ণিমার সন্ধ্যাকাল প্রবন্ধের ও চন্দ্রের সকল কলা প্রকাশ করিতে সমর্থ।

গোবর্দ্ধনের শিষ্য উদয়ন ও সহোদর বলভদ্র দ্বারা আর্য্যাসপ্তশতী" সংশোধিত হইয়া প্রকাশিত হয়, যথা :—

"উদয়ন-বলভদ্রাভ্যাং সপ্তশতী শিষ্যসোদরভ্যাং মে।
দ্যৌরিব রবিচন্দ্রাভ্যাং প্রকাশিতা নির্ম্মলীকৃত্য ॥"

গোর্দ্ধনের পিতার নাম নীলাম্বর। গোবর্দ্ধন পূতিতুণ্ড-বংশীয় ছিলেন। বল্লালসেন ইঁহাকে কৌলিন্য-মর্য্যাদা প্রদান করেন। দাতা বলিয়াও গোবর্দ্ধনের সুখ্যাতি ছিল।

জয়দেব "গীতগোবিন্দ" রচনা করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। সংস্কৃত ভাষায় এমন মধুর গীতিকাব্য বিরল। "গীতগোবিন্দ" জয়দেবের বন্ধু পরাশরাদি কর্ত্তৃক গীত হইত। জয়দেব বাৎস্যগোত্রীয় কাঞ্জিলাল-গ্রামীণ ছিলেন। ইঁহার স্ত্রীর নাম পদ্মাবতী। পদ্মাবতীর পিতা পদ্মাবতীকে জগন্নাথের সেবাদাসী করিয়া দিয়াছিলেন। জয়দেব জগন্নাথ

ক্ষেত্রে পদ্মাবতীকে প্রাপ্ত হন, এবং নিজের সহধর্ম্মিণী করেন। জয়-দেবের সামাজিক মর্য্যাদা কিরূপ ছিল, তাহা ইহাতে বুঝা যায়। বৃন্দাবনধামে জয়দেবের পরলোক হয়। জয়দেবের মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে পদ্মাবতীর মৃত্যু হয়। বীরভূম জেলার অজয়নদতীরবর্ত্তী কেন্দুবিল্বগ্রামে জয়দেবের বাস ছিল। কেন্দুবিল্বের বর্ত্তমান নাম কেন্দুলি। অদ্যাপি তথায় জয়দেবের স্মরণার্থ প্রতি বৎসর পৌষমাসের শেষদিনে মেলা হইয়া থাকে।

লক্ষ্মণসেনের সভার অন্য এক প্রসিদ্ধ কবির নাম ধোয়ী। ধোয়ী কবিত্বশক্তির জন্য কবিক্ষ্মাপতি অর্থাৎ কবিরাজ উপাধি প্রাপ্ত হন। ধোয়ী কাশ্যপ-গোত্রীয় পালধি-গ্রামীণ ছিলেন। তিনি "পবনদূত" নামক কাব্য রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

মহাকবি কালিদাস "মেঘদূত" রচনা করিয়া যে পথ পদর্শন করিয়া গিয়াছেন, সেই পথ ধরিয়া পরবর্ত্তী কবিগণ "পবনদূত", "উদ্ধবদূত", কোকিলদূত", "হংসদূত", "পদাঙ্কদূত" প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন। ইঁহারা কেহই কালিদাসের ন্যায় ক্ষমতাপন্ন ছিলেন না,—কাহারও কাব্য "মেঘদূতে"র ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই

ধোয়ী কবির বর্ণনার বিষয়ঃ—লক্ষ্মণসেন একবার দিগ্বিজয় করিতে গিয়া ভারতের দক্ষিণাংশে মলয় পর্ব্বতে উপস্থিত হন। তাঁহাকে দেখিয়া কুবলয়বতী নাম্নী গন্ধর্ব্বকন্যা কুসুম-শরের বশীভূত হন। তিনি পবনকে দূত করিয়া লক্ষ্মণসেনের নিকট পাঠাইতেছেন ও পথ বলিয়া দিতেছেন। কালিদাসের যক্ষও মেঘকে পথ বলিয়া দিয়াছিল। সে পথের বর্ণনা অতি মনোহর—যেন কালিদাস রামগিরি হইতে কৈলাস পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। ধোয়ী কবির বর্ণনা পাঠ করিলে বোধ হয়, তিনি নিজের চক্ষে কোনকালে তাঁহার বর্ণিত পথ দেখেন নাই।

ধোয়ী কবির পবনদূতে সুহ্মের বর্ণনা আছে। সুহ্মের রাজধানী

তাম্রলিপ্তনগরী। লিখিত আছে, সুহ্মের পরিসর ভাগ গঙ্গাতরঙ্গ-বিধৌত। সে দেশ বড় রসময়। সেখানে সেন-বংশের ইষ্টদেব মুরারি দেবরাজ্যে অভিষিক্ত; তিনি সুহ্মেই থাকেন। কোন্ নগরে মুরারিদেবের মন্দির ছিল, তাহা জানা যায় না। পূর্ব্বে বলিয়াছি, সেন বংশীয়েরা দক্ষিণাপথ হইতে আসিয়া সুবর্ণরেখানদীতীরে কাশীপুরী (বর্ত্তমান কাশীয়াড়ি) নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। গঙ্গাতীরস্থ সুহ্মারাজ্য তাঁহাদের অধিকারভুক্ত ছিল। সম্ভবতঃ কাশীপুরীতে মুরারিদেবের মন্দির ছিল।

ইহার পর গৌড়দেশের বর্ণনারম্ভ হইয়াছে। লিখিত আছে, সেখানে মহাদেবের নগর শ্বেতঅট্টালিকাবলীতে কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় শোভমান। সেখানে গঙ্গানদীর তীরে অর্দ্ধগৌরীশ্বর মূর্ত্তি বিরাজমান। মহাদেবের ক্ষেত্র হইতে গঙ্গা অল্পদূরস্থ। কিন্তু ইহার মধ্যে প্রকাণ্ড বাঁধ আছে; তাহা বল্লাল নরপতির নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। সেখানে গঙ্গা উত্তালতরঙ্গমালাসঙ্কুল। ব্রাহ্মণকন্যাগণ যমুনায় জলক্রীড়া করিতে আসিলে, তাঁহাদের স্তনস্থিত মৃগমদ, তরঙ্গবিধৌত হইয়া, যমুনার জল আরও কালো করিয়া দেয়, ইত্যাদি। এই বর্ণনা গৌড়ের নয়,—ইহা ত্রিবেণীর বর্ণনা। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী এই স্থানে মিলিত হওয়ায়, ইহার ত্রিবেণী নাম হইয়াছে। সেন-রাজগণের সময়ে ত্রিবেণীর নিকটবর্ত্তী প্রদ্যুম্ননগর অত্যন্ত সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। বোধ হয়, বর্ত্তমান হুগলী জেলার পাণ্ডুয়াকে পূর্ব্বে প্রদ্যুম্ননগর বলিত।

ত্রিবেণী হইতে আরো উত্তরে গিয়া লক্ষ্মণসেনের রাজধানী বিজয়পুর দেখিবার কথা আছে। কুবলয়বতী, পবনকে বলিতেছেন,—"বিজয়পুরে প্রকাণ্ড ছাউনি দেখিবে। সেখানে অট্টালিকার উপর চিলে-ঘর। দেওয়ালে খোদিত অনেক পুতুল। সেস্থান বড় পবিত্র। সেখানে লক্ষ্মণসেনের সাতমহল বাড়ী। সেই ভবনে এক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা আছে।

রাজধানীতে প্রকাণ্ড রাজপথ, বারবিলাসিনীদিগের মঞ্জীর-নিক্বণে চমকিত। নিশীথে স্বেচ্ছাবিহারিণী অভিসারিকাগণের অব্যাহতগতিতে মুখরিত। প্রেমলিপ্সু কামিনীগণের প্রেমালাপে সমস্ত বিভাবরী উদ্ভ্রান্ত।" যে নগরী বিলাস-স্রোতে এইরূপ ভাসমান, তাহার অধীশ্বর যে নিতান্ত বিলাসী ও রাজোচিতগুণগ্রামশূন্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই বিজয়পুর নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী কোন স্থান। পবনকে আর গৌড়ের দিকে আসিতে হয় নাই। ধোয়ী কবি লিখিয়াছেন, বিজয়পুরে লক্ষ্মণসেনের নূতন রাজ্যাভিষেক হইয়াছে। ইহাতে জানা যাইতেছে, গৌড়ে লক্ষ্মণসেনের রাজ্যাভিষেক হয় নাই। তিনি সর্ব্বদা গৌড়ে থাকিতেন না। লক্ষ্মণসেন তাঁহার পিতার ন্যায় রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন না। তাহা হইলে তিনি গৌড় ছাড়িয়া নবদ্বীপে থাকিতেন না।

ধোয়ী কবি কাব্য লিখিয়া রাজার নিকট হইতে 'কবিরাজ' উপাধি এবং হস্তী ও সুবর্ণচামরাদি লাভ করেন। গঙ্গাতীরে কবির বাস ছিল; কোন্ নগরের গঙ্গাতীরে—তাহা লেখা নাই। কবির কোন বস্তুর অভাব ছিল না; নারায়ণে যেন নিজের মতি থাকে, কবি ইহা প্রার্থনা করিয়াছেন।

লক্ষ্মণসেনের পুত্র কেশবসেনের তাম্রশাসনে আছে,—লক্ষ্মণসেনের বাহুদ্বয় বারণহস্তকাণ্ডসদৃশ, বক্ষঃ শিলাবৎ সংহত, বাণ শত্রুপ্রাণহর ছিল লক্ষ্মণের হস্তিগণ, মদজলক্ষরণ করিত। বিধাতা ঐ সকলকে সমরোপযোগী করিয়া তাঁহার অনুরূপ রিপু যে কোন্ স্থানে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা কে জানে?—

"বাহূ বারণহস্তকাণ্ডসদৃশৌ বক্ষঃ শিলাসংহতং
বাণাঃ প্রাণহরা দ্বিষাং মদজলপ্রস্যন্দিনো দন্তিনঃ।
যস্যৈতাং সমরাঙ্গণপ্রণয়িনীং কৃত্বা স্থিতিং বেধসা
কো জানাতি কুতঃ কুতো ন বহুধা চক্রেঽনুরূপোরিপুঃ॥"

লক্ষ্মণসেন একজন বিখ্যাত ধনুর্দ্ধর ছিলেন। "সেখস্তভোদয়া"তে লিখিত আছে, রাজা গঙ্গাতীরে শরাভ্যাস করিতেন; তাঁহার শর গঙ্গার পরপারে গিয়া পড়িত এরূপও লিখিত আছে, সে সময়ে গৌড়নগরে মদন নামক এক ব্যক্তি বাস করিত; সে ধনুর্বিদ্যায় রাজাকেও অতিক্রম করিয়াছিল।

কেশবসেনের তাম্রশাসনে আছে,—লক্ষ্মণসেন, দক্ষিণসমুদ্রের বেলা-ভূমিতে মুষলধর ও গদাপাণির সংবাসবেদীতে, অসি বরুণার গঙ্গা-সঙ্গম বারাণসী ক্ষেত্রে ব্রহ্মার পবিত্র যজ্ঞক্ষেত্র ত্রিবেণীতে যজ্ঞযূপের সহ সমর-জয়-স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন; যথা—

"বেলায়াং দক্ষিণাব্ধের্মুষলধরগদাপাণিসংবাসবেদ্যাং
ক্ষেত্রে বিশ্বেশ্বরস্য স্ফুরদসিবরুণাশ্লেষগঙ্গোর্ম্মিভাজি।
তীরোৎসঙ্গে ত্রিবেণ্যাঃ কমলভবমখারম্ভনির্ব্যাজপূতে
যেনোচ্চৈর্যজ্ঞযূপৈঃ সহ সমরজয়স্তম্ভমালান্যধায়ি॥"

লক্ষ্মণসেন যে জগন্নাথক্ষেত্র, বারাণসী ও প্রয়াগ কোনকালে অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না। ঐ সকল স্থানে যে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন, ইহার কোন পমাণ নাই। তখন বারাণসীক্ষেত্র পরাক্রান্ত কান্যকুব্জরাজ্যের অন্তর্গত ও জগন্নাথক্ষেত্র গঙ্গাবংশীয়দের অধিকৃত ছিল। বোধ হয়, তীর্থস্থানগুলিতে যজ্ঞযূপ স্থাপন করিয়াছিলেন।

সতীশিরোমণি শ্রীমতী বসুদেবী, লক্ষ্মণসেনদেবের মহিষী ছিলেন। "সেখ-শুভোদয়া"য় লিখিত আছে, রাজা শেষ বয়সে বল্লভানাম্নী নারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বল্লভা অত্যন্ত প্রগল্‌ভা ছিলেন,—এমন কি তিনি রাজসভায় উপস্থিত হইয়া রাজকার্য্যের ব্যাঘাত জন্মাইতেন; রাজা ভয়ে কোন কথা বলিতেন না। রাজশ্যালক কুমার দত্তের রাজ্যমধ্যে প্রবল প্রতাপ ছিল। ইহার নামে কোন অভিযোগ উপস্থিত হইলে,

বল্লভা, ভ্রাতৃপক্ষাবলম্বন করিতেন। একদা মধুকরনামক বণিকের পত্নীর সতীত্বনাশের চেষ্টা ও রত্নালঙ্কার হরণ করায় রাজদ্বারে কুমার দত্তের নামে অভিযোগ উপস্থিত হয়। বল্লভার জন্য কুমারদত্তের কোনই দণ্ড হয় নাই। একদিন গঙ্গাস্নানোপলক্ষে গৌড়সন্নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীরে বহু-লোকসমাগম হয়। জয়দেবপ্রমুখ পণ্ডিতগণ সস্ত্রীক গঙ্গাস্নানে আগমন করিয়াছিলেন। রাজমহিষী এক নগরবাসিনীর করে সুন্দর কঙ্কণ দেখিতে পাইয়া, বলপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করেন এবং প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকার করেন। রাজসভার প্রধানগণ বিরক্ত হইয়া উঠিলেন; নগরবাসিনী রাণীকে "কাঠকুড়াণীর বেটী" বলিয়া গালি দিল। পতনের কালে রাজপরিবারে ও রাজতন্ত্রে এইরূপ দুর্নীতিই প্রবেশ করিয়া থাকে!

লক্ষ্মণসেন, অনেক সময়ে স্বপুত্র মাধবসেন ও কেশবসেনকে বিক্রম-পুর ও গৌড়ের শাসনভার সমর্পণ করিয়া, নিজে নবদ্বীপে বাস করিতেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর সহ শাস্ত্রালাপে তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। সেই সকল পণ্ডিত ঊর্দ্ধলোকের বিষয় যত জানিতেন, পৃথিবীর কোথায় কি আছে, তাহার তত সংবাদ রাখিতেন না। যে রাজসভা জয়দেবের "দেহিপদপল্লবমুদারম্" শুনিয়া ভাবভরে বিভোর হইয়া থাকে, তাহা হইতে ক্ষত্রিয়তেজ যে অন্তর্ধান করিবে, তাহাতে বৈচিত্র্য নাই।

লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপকে একটী নগরে পরিণত করেন। বর্ত্তমান নব-দ্বীপনগরের চারিক্রোশ পূর্ব্বে সুবর্ণবিহার নামক একটী বৌদ্ধবিহার ছিল। পাল-রাজগণের সময় এখানে একজন শাসনকর্ত্তা বাস করিতেন। কাল-ক্রমে ভাগীরথী হইতে একটী শাখা বাহির হইয়া বর্ত্তমান মায়াপুরীর নিম্ন দিয়া প্রবাহিত হয়। নবদ্বীপ এই শাখার তীরে স্থাপিত হয়। সপ্তগ্রাম হইতে বাণিজ্য-পোত উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ও জলিঙ্গী দিয়া পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় যাওয়ার সময় নবদ্বীপের নিকট দিয়া গমন করিত; তজ্জন্য

নবদ্বীপ একটী বাণিজ্য প্রধান নগর হইয়া উঠে। লক্ষ্মণসেন এই নগরকে বড় ভালবাসিতেন। বিলপুকুর ও সমুদ্রগড়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে লক্ষ্মণসেনের বাসস্থানের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।

লক্ষ্মণসেন গৌড়নগরকে সুশোভিত করেন। গঙ্গানদী মালদহ জেলায় বারংবার স্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছে। গঙ্গানদীর স্থান পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজধানী গৌড়েরও অবস্থা বারংবার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পাল-রাজগণের সময়ে পিছ্‌লি গঙ্গারামপুরের উচ্চ ভূখণ্ডে গৌড়নগর অবস্থিত ছিল। এখন সেস্থান সম্পূর্ণ জঙ্গলাবৃত হইয়াছে।

বল্লালসেনের সময় গৌড় দক্ষিণে সরিয়া যায়। বাগবাড়ীর মৃৎপ্রাচীর-পরিবেষ্টিত স্থানটী বল্লালসেনের উদ্যান-বাটিকা ছিল। লক্ষ্মণসেনের নামানু-সারে গৌড়ের লক্ষ্মণাবতী নাম হয়।

লোকে বলে, চণ্ডীপুরের দ্বারবাসিনী দেবী গৌড়ের এক দ্বারের অধিষ্ঠাত্রী ছিলেন। মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী রচয়িতা মাণিকদত্ত ভগবতীর স্তবের সময় তাঁহাকে দ্বারবাসিনী বলিয়া ডাকিয়াছেন। দ্বারবাসিনী দেবীর প্রকৃত নাম কমলাদেবী। কমলাদেবীর নামানুসারে কমলাবাড়ী গ্রামের নাম হইয়াছে। ইনি গৌড়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ছিলেন। অন্য গৌড়েশ্বরী দেবীর মন্দির গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইয়াছে। লোকে উহার কয়েকখানি ইট্ পাথর রাজবাড়ীর নিকট রাখিয়া তাহাকেই গৌড়েশ্বরীর স্থান জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে। (ক)

(ক) গৌড়ের এই অংশের নাম বামন পাড়া ছিল। ইহার নিকট একটী গর্ত্তে নাগর ধানুকাদি জাতি পিণ্ডদান করিত। পিণ্ডদানের মন্ত্র এই—

জয়াকা ছাত্তু কেলাকা পাত্তা।
লে পুকথা হাত্তে হাত্তা।
তু পবি ত খো ন মু খচি॥

বোধ হয় এই স্থানে সর্ব্ব প্রথমে চাইনাগর ধানুক বাস করিত, পরে ব্রাহ্মণের বাস হয় শেষে ইহা মুসলমানদের হাতে যায়।

কবিরামের "দিগ্বিজয় প্রকাশে" লিখিত আছে, লক্ষ্মণসেনদেব সেনহাটী গ্রামের পত্তন করিয়া যশোরেশ্বরীর নিকট একটী শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কবিরাম, রাজা প্রতাপাদিত্যের সময়ের লোক; তাঁহার বাক্য কতদূর বিশ্বাসযোগ্য বলা যায় না।

লক্ষ্মণসেন প্রথম বয়সে শৈব, ও শেষ বয়সে পরম বৈষ্ণব হন। রাণাঘাটের নিকট আনুলিয়ায় প্রাপ্ত তাম্রশাসনে লক্ষ্মণসেনের 'পরমবৈষ্ণব-বিশেষণ দেখিতে পাই। কিন্তু কেশবসেনের তাম্রশাসনে তাহার অরিরাজ সূদনশঙ্কর'—বিশেষণ দৃষ্ট হয়।

লক্ষ্মণসেন-দেবের চারিখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। তৎসমুদয়ের প্রথমে মহাদেবের বন্দনা দৃষ্ট হয়; প্রথম শ্লোকটী এই,—

"বিদ্যুদ্‌যত্র মণিদ্যুতিঃ ফণিপতের্বালেন্দুরিন্দ্রায়ুধং
বারি স্বর্গতরঙ্গিণী সিতশিরোমালাবলাকাবলী।
ধ্যানাভ্যাস সমীরণোপনিহিতঃ শ্রেয়োঙ্কুরোদ্ভূতয়ে
ভূয়াদ্বঃ স ভবার্ত্তিতাপভিদুরঃ শম্ভোঃ কপর্দ্দাম্বুদঃ॥"

লক্ষ্মণসেনের তিনখানি তাম্রশাসনের মধ্যে একখানি সুন্দরবনের নিকট, একখানি দিনাজপুরের তর্পণদীঘীর নিকট ও অপরখানি রাণাঘাটের নিকট আনুলিয়া গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। তিনখানিই বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত হইয়াছে।

সুন্দরবনের তাম্রশাসন—ইহা জগদ্ধর দেবশর্ম্মার প্রপৌত্র নারায়ণ দেবশর্ম্মার পৌত্র, নরসিংহদেবশর্ম্মার পুত্র, গার্গগোত্রীয় অঙ্গিরা-বৃহস্পতি-শীলগর্গ-ভরদ্বাজ-প্রবর ঋগ্‌বেদাশ্বলায়নশাখ্যাধ্যায়ী কৃষ্ণধর দেবশর্ম্মাকে দেওয়া হইয়াছিল। প্রদত্ত ভূমি পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্ত্যান্তঃপাতী খাড়ীমণ্ডলিকার মধ্যস্থ শান্তশাবিক গ্রামে ছিল। বোধ হয়, কৃষ্ণধর দেবশর্ম্মা শান্তশাবিক গ্রামবাসী ছিলেন, শান্তশাবিক, কৃষ্ণধরের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

এই ভূমি নারায়ণ ভট্টারকের উদ্দেশে প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহা তিন দ্রোণ পরিমিত ভূমিতে পঞ্চাশৎ পুরাণ মূল্যের শস্যোৎপাদন করিত। পূর্ব্ববাঙ্গালায় এখনও দ্রোণ পরিমাণ প্রচলিত আছে, বি ৪৬৷৷২৷৷তে এক দ্রোণ জমি হয়।

তাম্রশাসন-বর্ণিত দ্রোণের সহ বর্ত্তমান দ্রোণের ঐক্য আছে কি না, তাহা জানা যায় নাই। পুরাণশব্দের অর্থ কার্ষাপণ অর্থাৎ কাহন। এই কাহন সামান্য কপর্দ্দকের দ্বারা গণিত হইত না; ইহা একপ্রকার স্বর্ণমুদ্রা ছিল। তাম্রশাসন বর্ণিত ভূমি উগ্রমাধবপাদীয় স্তম্ভাঙ্কিত দ্বাদশাধিক হস্তদ্বারা মাপ হইয়াছিল; বোধ হয় একপ্রকার মাপ-কাঠি বার হাতেরও কিছু অধিক লম্বা ছিল, উহাতে উগ্রমাধবপাদীয়স্তম্ভ অঙ্কিত থাকিত। উগ্রমাধব এক দেবতার নাম। বোধ হয়, তাঁহার মন্দিরের নিকটবর্ত্তী কোন স্তম্ভের উচ্চতাপরিমিত মানদণ্ডদ্বারা ভূমির দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মাপা হইত। ভূমিমাপক রাজকর্ম্মচারিগণের কোনরূপ প্রবঞ্চনা করিবার উপায় ছিল না, নিতান্ত মূর্খ প্রজাও উগ্রমাধব দেবমন্দির সংলগ্নস্তম্ভ সমান দীর্ঘ মানদণ্ডদ্বারা আপনাদের ভূমির পরিমাণ হইল কি না, তাহা পরীক্ষা করিতে পারিত।

তাম্রশাসনে সহ্য দশাপরাধ শব্দ আছে। দশবিধ অপরাধে ভূমির নিষ্করত্ব রহিত করা হইত। এই ভূমি যাঁহাকে দান করা হইয়াছে, তাঁহার সেই দশ অপরাধও সহ্য করা হইবে অর্থাৎ তাঁহার নিষ্কর ভূমি কাড়িয়া লইবে না। সহ্য দশাপরাধ ও সদশাপরাধ ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

দিনাজপুরের তাম্রশাসন—হুতাশনদেবের প্রপৌত্র, মার্কণ্ডেয় দেব-শর্ম্মার পৌত্র, লক্ষ্মীধর দেবশর্ম্মার পুত্র, ভরদ্বাজগোত্রীয় ভরদ্বাজ অঙ্গিরা—বার্হস্পত্য-প্রবর সামবেদ কৌথুমশাখাচরণানুষ্ঠায়ী হেমাশ্বরথমহাদানাচার্য্য

ঈশ্বর দেবশর্ম্মাকে এই শাসন প্রদত্ত হইয়াছিল। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্ত্যন্তঃ-পাতী বিল্বহিষ্টী গ্রামখানি হেমাশ্বরথমহাদানের দক্ষিণাস্বরূপ দেওয়া হইয়াছিল। এই ভূমিতে সংবৎসরে দেড় শত কপর্দ্দক পুরাণমূল্যের শস্য উৎপন্ন হইত। ভূমির পরিমাণও লিখিত আছে, কিন্তু তাহা দুর্বোধ্য।

আনুলিয়ার তাম্রশাসন—ইহা বিপ্রদাস দেবশর্ম্মার প্রপৌত্র, শঙ্করদেব শর্ম্মার পৌত্র, দেবদাস দেবশর্ম্মার পুত্র, কৌশিকগোত্রীয় বিশ্বামিত্র-বন্ধুল কৌশিক-প্রবর যজুর্ব্বেদকাণ্বশাখাধ্যায়ী পণ্ডিত রঘুদেব শর্ম্মাকে নারায়ণ ভট্টারকের উদ্দেশে প্রদত্ত হইয়াছে। প্রদত্ত ভূমি পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্ত্যন্তঃ-পাতী ব্যাঘ্রতটীস্থিত মাথুরিয়াখণ্ডক্ষেত্র। প্রদত্ত ভূমিতে সম্বৎসরের এক শত কপর্দ্দক পুরাণমূল্যের শস্যোৎপাদন হইত।

সকল তাম্রশাসনেই ভূমির চতুঃসীমা, ভূমির পরিমাণ, উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ও উৎপন্ন শস্যের মূল্য লিখিত আছে। দুঃখের বিষয়--ইহা সুন্দররূপে বুঝিতে পারা যায় না, বুঝিতে পারা গেলে সে সময়ের অনেক ঐতিহাসিক তথ্যের উদ্ধার হইত। ভূমির পরিমাণের যে প্রণালী বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে, তাহা বোধ হয়, সেনরাজগণের সময় প্রবর্ত্তিত হয়। দক্ষিণাপথের প্রণালী সেনরাজগণ বঙ্গদেশে প্রবর্ত্তন করেন।

তিনখানি তাম্রশাসনে চট্টভট্ট প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে। তৃণযূতি গোচরস্থ সসাটবিটপ, সজল স্থল, সগর্ত্তোষর, সগুবাক নারিকেল, ভূমির এক একটী বিশেষণ দৃষ্ট হয়। প্রদত্ত ভূমি হইতে কোন রাজকর গৃহীত হইবে না লিখিত আছে।

রাজা	মহামুদ্রাধিকৃত	মহাগণস্থ
রাজন্যক	অন্তরঙ্গ	দোঃ সাধিক
রাজ্ঞী	বৃহদুপরিক	গৌল্মিক
রাজপুত্র	মহাক্ষপটলিক	দণ্ডপাশিক

রাজামাত্য	মহাপ্রতীহার	দণ্ডনায়ক
পুরোহিত	মহাভৌরিক	বিষয়পতি
মহাপীলুপতি	মহাসন্ধিবিগ্রহিক	মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ
		চৌরোদ্ধরণিক

মহাসেনাপতি নৌবল-হস্তশ্ব গো-মহিষাজাবিকাদিব্যাপৃতক প্রভৃতিকে জানাইয়া তাম্রশাসনগুলি প্রদত্ত হইয়াছে। 'ভৌরিক' শব্দের অর্থ কনকাধ্যক্ষ * ; মহাভৌরিক' সেই শ্রেণীস্থ কর্ম্মচারিগণের প্রধান। রাজ্য-মধ্যে শান্তিরক্ষার্থ স্থানে স্থানে এক-একদল রক্ষী থাকিত, তাহাদের অধ্যক্ষকে 'গণস্থ' বলিত ; 'মহাগণস্থ' সেই শ্রেণীর কর্ম্মচারিবর্গের প্রধান ছিলেন। তখন দ্যূত-ক্রীড়ার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল। দ্যূতাগার সমূহের কার্য্যাধ্যক্ষকে 'অক্ষপটলিক' বলিত। অক্ষপটলিকগণ দ্যূতাগার হইতে কর আদায় করিতেন ; রাজগণ সেই কর গ্রহণ করিতেন। 'মহাক্ষপ-টলিক', অক্ষপটলিকদিগের প্রধান ছিলেন। দ্যূতাগারের প্রধান দ্যূত-কারককে 'সভিক' বলিত, ইহা আমরা সংস্কৃত নাটকে দেখিতে পাই।

দিনাজপুরের তাম্রশাসনের "বুদ্ধবিহারিদেবতানিকর দেয়াম্মণভূম্যাঢ়া-বাপ" বাক্যটী প্রণিধানযোগ্য। আম্বুলিয়ার তাম্রশাসন "বৃষভশঙ্করনলিন" শব্দটীর অর্থ বিচার্য্য। তাম্রশাসনোক্ত কাকিনী শব্দের কাঠা; উন্মান শব্দের অর্থ দ্রোণ। দ্রোণ শব্দটী ভূমির পরিমাণ ও শস্যের ভারবিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

"পলঞ্চ কুড়বঃ প্রস্থ আঢকো দ্রোণ এব চ।
ধান্যমানেষু বোদ্ধব্যাঃ ক্রমশোঽমী চতুর্গুণাঃ
দ্রোণৈঃ ষোড়শভিঃ খারী বিংশত্যা কুম্ভ উচ্যতে॥"
—হেমাদ্রিদান খণ্ডে বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরে।

---

* "ভৌরিকঃ কনকাধ্যক্ষ" ইত্যমরঃ।

সপ্তম বর্ষের ৩রা ভাদ্র দিনে প্রদত্ত হইয়াছে। আনুলিয়ার তাম্রশাসনখানি রাজার রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে ৯ই ভাদ্রে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহারও দূতক নারায়ণ দত্ত সান্ধিবিগ্রহিক।

৪র্থ তাম্রশাসনখানি পাবনা জেলার মাধাই নগরে পাওয়া গিয়াছে। উহাতে সেনরাজগণকে কর্ণাট ক্ষত্রিয় নৃপ বলা হইয়াছে।

কবি ও ধর্ম্মব্যবসায়ী পণ্ডিতগণ লইয়া রাজা যখন পরম সুখে কাল-ক্ষেপণ করিতেছিলেন, সে সময়ে পশ্চিম ভারত হইতে মুসলমানদের লোলুপদৃষ্টি গৌড়রাজ্যের উপর পতিত হইল। লক্ষ্মণসেনের সময় প্রথমতঃ বিজয়চন্দ্র, পরে ১১৭০ খৃঃ হইতে ১১৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জয়চন্দ্র কনোজের রাজা ছিলেন। সাহাবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরীর সেনাপতি কুতবউদ্দিনের সঙ্গে যুদ্ধে ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে জয়চন্দ্র মারা যান। মুসলমানেরা কনোজরাজ্য অধিকার করিল, মগধের পশ্চিমসীমা পর্য্যন্ত তাহাদের রাজ্য বিস্তৃত হয়। মগধ অধিকার করিতে মুসলমানদিগের অধিক কষ্টস্বীকার করিতে হয় নাই। মগধ অধিকার পূর্ব্বক মুসলমানগণ গৌড়রাজ্যে দেখা দিল। লক্ষ্মণসেনের তৃতীয় পুত্র বিশ্বরূপ সেন গৌড়ে অবস্থান করিয়া 'গর্গযবনান্বয় দিগকে বারংবার পরাজিত করেন। ঘোর প্রদেশীয় যবনদিগকে সম্ভবতঃ 'গর্গযবনান্বয়' বলা হইয়াছে। অবশেষে হিন্দু সেনাগণ পরাস্ত হইয়া যায়; মুসলমানেরা গৌড় অধিকার করে *। কেশবসেন বিক্রমপুরে পলায়ন করেন। মুসলমান সেনা নবদ্বীপাভিমুখে ধাবিত হয়। মুসলমান-সেনাপতি

* অনেকের মত নবদ্বীপ মুসলমানেরা প্রথমে অধিকার করে (১২০৩ খৃঃ)। পরে গৌড় ১২০৫ খৃঃ অধিকার করে। নবদ্বীপের ন্যায় সহজে গৌড় অধিকৃত হয় নাই। মুসলমানদের গুপ্তচরগণ দীর্ঘকাল গৌড়ে থাকিয়া নগর-প্রবেশের গুপ্তপথ এক বৃদ্ধায় মুখে জানিতে পারিয়া জহরপুরের দাঁড়া দিয়া সেনাগণকে নগরে প্রবেশ করায়—এ দেশে এইরূপ জনপ্রবাদ।

গদাপাণি মহম্মদ বিন্ বক্তিয়ার খিলিজি নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে অধিকাংশ সেনা লুক্কায়িত রাখিয়া অত্যল্প সেনাসহ নগরে প্রবেশ করিলেন। রাজপুরী আক্রান্ত হইলে নগর মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হয়। রাজা রাজপুরী পরিত্যাগ করিয়া বিক্রমপুরে পলায়ন করেন। কেহ কেহ বলেন, রাজা নিজে জগন্নাথক্ষেত্রে যান এবং রাজবংশীয়েরা বিক্রমপুরে গমন করেন। "রিয়াজ-উস্-সলাতিন"-কার বলিয়াছেন, রাজা একদা আহার করিতেছিলেন; এমন সময় বক্তিয়ার খিলিজি অষ্টাদশ মুসলমান অশ্বারোহী সেনার সঙ্গে, রাজপুরী আক্রমণ করেন। এইরূপ অতর্কিত আক্রমণে সন্ত্রস্ত হইয়া, লক্ষ্মণসেন, ধনরত্ন ভৃত্যাদি সমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক, অনাবৃতপদে গুপ্তদ্বার দিয়া পলায়ন করেন, এবং একটী নৌকারোহণ-পূর্ব্বক কামরূপাভিমুখে প্রস্থান করেন। "তবকৎ-ই-নাসিরি" বলেন, রাজা সকনট বা সঙ্কনটে পলায়ন করেন; তাঁহার দাসদাসী হস্তী ও অন্তঃপুরিকাগণ বক্তিয়ারের হস্তে পতিত হইয়াছিল। তবকৎ-ই আকবরির মতে, রাজা জগন্নাথক্ষেত্রে পলায়ন করেন। "মেলমালা"নামক গ্রন্থে আছে,—

"যে কালে লক্ষ্মণসেন নীলাচলে চলে।
হিন্দুরাজ্য শেষ হইল যবনের বলে॥"

নবদ্বীপ রক্ষার উপযুক্ত বন্দোবস্ত থাকিলে মুসলমানেরা সহজে তাহা অধিকার করিতে পারিত না। মুসলমানসেনাগণ বেহার অধিকার করিলে, লক্ষ্মণসেনের সভাসদ পণ্ডিতেরা রাজাকে বলেন, "শাস্ত্রে আছে, তুরুষ্কেরা এদেশ অধিকার করিবে। শাস্ত্রোক্ত যে আকারের পুরুষ এদেশ অধিকার করিবে, যবন-সেনাপতির আকৃতির সহ তাহার আকৃতির সুন্দর সৌসাদৃশ্য আছে; অতএব যুদ্ধ করিলে ফললাভ হইবে না।" পণ্ডিতদের কথায় রাজার যুদ্ধ-বাসনা তিরোহিত হইয়াছিল। রাজা নিজে অশীতিপর বৃদ্ধ

হইয়াছিলেন। রাজকার্য্যাপেক্ষা ধর্ম্মকার্য্যে অধিক আসক্ত ছিলেন। তিনি রাজ্য রক্ষার্থ কোন উদ্যোগই করেন নাই; কিন্তু রাজপুত্র কেশব-সেন ও বিশ্বরূপসেন মুসলমানদিগকে বাধা দিতে ক্রটি করেন নাই। প্রজাগণ এই সেনবংশীয়দের প্রতি অনুরক্ত ছিল না। বৈদিক ব্রাহ্মণেরা প্রজাদিগের প্রতি অত্যন্ত উৎপাত করিতেন; এই উৎপাত বৌদ্ধধর্ম্মা-বলম্বীদিগের প্রতি অধিক হইত। উৎপাতের মাত্রা এত অধিক ছিল যে, ব্রাহ্মণেরা ইচ্ছানুসারে তাহাদিগের ধনহরণ করিতেন,—এমন কি, তাহাদের প্রাণবধ করিলেও ব্রাহ্মণদের কোন দণ্ড হইত না। এই জন্য মুসলমানেরা গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিলে প্রজাসাধারণ সেনরাজ্যের স্থায়িত্ব কামনা করে নাই। আমরা রমাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণের "নিরঞ্জনের রুষ্মা" নামক অধ্যায়টী পাঠ করিয়া ইহা জানিতে পারি।

মুসলমান ঐতিহাসিকগণ রাজা লক্ষ্মণসেনকে রায় লছমনিয়া বলিয়া-ছেন। লছমনিয়া, লক্ষ্মণ বা লছমন শব্দের তুচ্ছার্থবোধকরূপ। মুসল-মানেরা ঘৃণা করিয়া এই নাম দিয়াছিল। লছমনিয়া হইতে বঙ্গীয় ইতি-হাসকারেরা লাক্ষ্মণেয় নামের সৃষ্টি করিয়াছেন।

বাস্তবিক লাক্ষ্মণেয় নামের কোন রাজার সেনবংশে জন্ম হয় নাই—দুইজন লক্ষ্মণসেনও ছিলেন না। বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেনই গৌড়ের শেষ হিন্দুরাজা। মিন্‌হাজউদ্দিন সিরাজির গ্রন্থে নবদ্বীপকে নওদিয়ার বলা হইয়াছে। নওদিয়র শব্দে নূতন দেশ।

লক্ষ্মণসেন অত্যন্ত দাতা ছিলেন; তজ্জন্য নরকে তাঁহার যন্ত্রণার লাঘব হইবে, মুসলমান ইতিহাসকার এরূপ অনুমান করিয়াছেন। লক্ষ্মণসেনের জন্ম সম্বন্ধেও "তবকৎ-ই-নাসিরি"-গ্রন্থকার এক অদ্ভুত গল্প লিখিয়া গিয়া-ছেন। তিনি শুনিয়াছিলেন, লক্ষ্মণসেনের মাতার প্রসব-বেদনা উপস্থিত হইলে, দৈবজ্ঞেরা গণিয়া বলিয়াছিলেন যে, "এখন প্রসব হইলে প্রসূত

সন্তান চিরদুঃখী হইবে, কিছুক্ষণ পরে প্রসব হইলে রাজকুমার দীর্ঘকাল রাজত্ব করিবে।” ইহা শুনিয়া রাণী ভৃত্যগণকে আজ্ঞা করেন যে,—“তোমরা আমার পদদ্বয় উর্দ্ধে বন্ধন করিয়া আমাকে নিম্নমুখে ঝুলাইয়া দাও।”

লক্ষ্মণসেন পিতৃপ্রবর্ত্তিত কুলবিধির উৎসাহদাতা ছিলেন। তারানাথের মতে সেন-বংশীয় শেষ রাজার নাম প্রতিসেন।

হিন্দীভাষায় “আল্‌হাখণ্ড” নামে বীররসপূর্ণ একখানি ঐতিহাসিক কাব্য আছে। তাহাতে লিখিত আছে, রাজা জয়চন্দ্র যে সময়ে কনোজে রাজত্ব করেন, তখন সুরথভানু বঙ্গদেশের রাজা ছিলেন। জয়চন্দ্রের পুত্র লাখন, আল্‌হা ও উদল প্রভৃতি বীরগণের সহায়তায় বঙ্গাধিপের সৈন্যগণকে পরাজিত করিয়া বঙ্গ-রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। সে সময় বিবাহ যোগ্য রাজকুমারীর টীকা লইয়া ঘটক ভিন্ন ভিন্ন রাজসভায় যাইত; যিনি সেই টীকাগ্রহণ করিতেন, রাজকুমারীর পিতাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাঁহাকে রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিতে হইত। রাজা জয়চন্দ্রের সভা-বর্ণনায় লিখিত আছে—“গৌড়-বঙ্গালে কি বঙ্গালী বৈঠে দিল্লীকা চৌহান”। রাজা জয়চন্দ্রের সময় লক্ষ্মণসেন বঙ্গের রাজা ছিলেন; সুরথ ভানু যে তাঁহার নামান্তর এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

মাধব সেন।

লক্ষ্মণসেনের পরলোকের পর মাধবসেন রাজা হন। মুসলমানদের হস্ত হইতে অবশিষ্ট রাজ্যের রক্ষার জন্য তাঁহাকে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইত। হরিমিশ্রের কারিকা পাঠ করিলে জানা যায়, মাধবসেন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের চারিবার সমীকরণ করেন। আমার বোধ হয়,

সেন-রাজগণ এই সকল ব্রাহ্মণ লইয়া বিলক্ষণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাজ্যের সুশাসন রক্ষার প্রতি তাঁহারা অধিক মন দিতে পারেন নাই।

মাধবসেন, ভ্রাতা কেশবসেনকে রাজ্য দিয়া হিমালয় প্রদেশে গমন করেন। কুমায়ুনের আলমোড়ার নিকটবর্ত্তী যোগেশ্বর মন্দিরের গাত্রে শিলালিপিতে মাধবসেনের কীর্ত্তি ঘোষিত হইয়াছে। মাধবসেনের সঙ্গে অনেক ব্রাহ্মণও তীর্থ ভ্রমণে যান। কেদার ভূমির বাণেশ্বর মন্দির মধ্যস্থ তাম্রশাসনে ভট্টনারায়ণের বংশীয় রুদ্র শর্ম্মার নাম দৃষ্ট হয়। "সূক্তিকর্ণামৃত" গ্রন্থে মাধবসেনের রচিত কবিতা পাওয়া যায়। মাধব সেন দশ বৎসর রাজত্ব করেন, এইরূপ শুনা যায়।

কেশব সেন।

কেশবসেন গৌড়রক্ষা করিতে না পারিয়া পূর্ব্ববঙ্গে প্রস্থান করেন। ২১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কেশবসেন রাজত্ব করেন অনুমিত হয়। কেশব-সেনের সঙ্গে অনেক ব্রাহ্মণ গৌড় প্রদেশ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে গমন করেন। তাঁহার সভাসদ এড়ু মিশ্রের গ্রন্থে আছে,—মুসলমানেরা গৌড় ও নদীয়া অধিকার করিলে, কেশবসেন, পিতামহ প্রতিষ্ঠিত কুলীনগণকে সঙ্গে লইয়া, বিক্রমপুরে এক সেন-রাজার সভায় পলায়ন করেন। এড়ু মিশ্র, সেই রাজা কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া, বল্লালী-কুল-নিয়ম প্রণয়ন করেন। কিন্তু সেই রাজার নাম কি—তাহা এ পর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হয় নাই।

কেশবসেনের তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। এই তাম্রশাসন মাধব সেনের সময়ে লিখিত হয়; কেশবসেনের সময় প্রদত্ত হয়; তজ্জন্য

মাধবসেনের নাম কাটিয়া কেশবসেনের নাম খোদিত হইয়াছে। এই তাম্রশাসন হইতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানা যায়ঃ—(১) কেশবসেন সৌর ছিলেন। তাঁহার পরিচয়ে আছে—"সমস্ত সুপ্রস্ত্যপেত-অশ্বপতি-গজপতি নরপতি রাজ্যত্রয়াধিপতি সেনকুলকমল বিকাশভাস্কর সোমবংশ প্রদীপ-প্রতিপন্নদান কর্ণ সত্যব্রত গাঙ্গেয় শরণাগতবজ্রপঞ্জর পরমেশ্বর পরম ভট্টারক পরম সৌর মহারাজাধিরাজারিরাজ ঘাতুক শঙ্কর গৌড়েশ্বর"।

(২) সেন-রাজগণের প্রত্যেকের 'শঙ্কর গৌড়েশ্বর' উপাধি দৃষ্ট হয়।

(৩) এই তাম্রশাসন জম্বুগ্রাম পরিসর জয়স্কাবার হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল।

(৪) তাম্রশাসনে লিখিত ভূমি পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্ত্যন্তঃপাতী বঙ্গে বিক্রমপুর বিভাগে ছিল। পাল-রাজগণের তাম্রশাসনে পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তি, তীরভুক্তি ও শ্রীনগর ভুক্তি—এই তিনটী ভুক্তির নাম পাওয়া গিয়াছে। সেন-রাজগণের তাম্রশাসনে পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তি ব্যতীত অন্য কোন ভুক্তির নাম পাওয়া যায় নাই। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে,—

সেন-রাজগণের রাজ্যাপেক্ষা পাল-রাজগণের রাজ্য বড় ছিল। বঙ্গের বিক্রমপুর প্রদেশ পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তঃপাতী ছিল। কেশবসেনের সময় কেবল বিক্রমপুরপ্রদেশ সেন-রাজগণের অধিকারভুক্ত ছিল;—অন্য অংশ মুসলমানেরা করায়ত্ত করিয়া লইয়াছিল।

(৫) বাৎস্য-গোত্রীয় ভার্গব-চ্যবন-আপ্নুবৎ-ঔর্ব্ব-জামদগ্ন্য-প্রবর পরাশর দেবশর্ম্মার প্রপৌত্র, গর্ভেশ্বর দেবশর্ম্মার পৌত্র বনমালী দেবশর্ম্মার পুত্র ঈশ্বর দেবশর্ম্মাকে ভূমিদান করা হইয়াছে। ঈশ্বর দেবশর্ম্মার 'শ্রুতি-পাঠক' বিশেষণ আছে।

(৬) সদাশিব মুদ্রা দ্বারা মুদ্রিত করিয়া তাম্রশাসন প্রদত্ত হইয়াছে।*

(৭) প্রদত্ত ভূমিতে চট্ট-ভট্ট প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

(৮) প্রদত্ত ভূমিতে পুষ্করিণী কাটিবার ও সুপারি নারিকেল গাছ লাগাইয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ-দখলের অধিকার দেওয়া হইয়াছে, যথা ঃ—"তৎসজলনানাপুষ্করিণ্যাদিকং কারয়িত্বা গুবাক-নারিকেলাদিকং লগ্গয়িত্বা পুত্র-পৌত্রাদি সন্ততি ক্রমেণ"। এখন পর্য্যন্ত জমির পাট্টায় এইরূপ লিখিত হইয়া থাকে।

(৯) চতুঃসীমাববদ্ধ শাসনভূমির পরিমাণ ৩০০, এখন যেমন জমির জরীপ করিয়া চিঠায় জমির দাগ অর্থাৎ নম্বর লিখিত হয়, পূর্ব্বকালেও কোন বিষয় বা মণ্ডলের জমিতে সেইরূপ নম্বর নির্দ্দিষ্ট হইত।

(১০) লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনত্রয়ে যে যে পদস্থ কর্ম্মচারীর নাম আছে, এই তাম্রশাসনেও প্রায় সেই সমস্ত কর্ম্মচারীর নাম পাওয়া যায়; ইহাতে বোধ হয়, রাজ্যের বড় বড় কর্ম্মচারীরা রাজার সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন।

(১১) দত্তোদ্ভব কোন ব্যক্তি কেশবসেনের মহাপাত্র ছিলেন। নামটী স্পষ্ট পড়া যায় না—গৌড়ভট্টক নাম হইতে পারে।

(১২) 'শ্রীমৎসহসাকরণনি' 'শ্রীমহা মদনক করণনি', শ্রীমৎকরণনি এ কয়েকটী শব্দের অর্থবোধ হইল না। উহারা কি কেরাণী ছিল?

---

* সদাশিব মূর্ত্তি এইরূপ—

বদ্ধ পদ্মাসনাসীনঃ সিতঃ ষোড়শবর্ষকঃ।
পঞ্চবক্ত্রঃ করাগ্রৈঃ স্বৈর্দশভিশ্চৈব ধারয়ন্॥
অভয়ং প্রসাদং শক্তিং শূলং খট্টাঙ্গমীশ্বরঃ
দক্ষৈঃ করেবামকৈশ্চ ভুজগঞ্চাক্ষসূত্রকং॥
ডমরুকং নীলোৎপলং বীজপূরক মুত্তমং।
ইচ্ছাজ্ঞান ক্রিয়া শক্তিস্ত্রিনেত্রোহি সদাশিবঃ॥(গরুড়পুরাণ পূর্ব্বার্দ্ধ ২৩শ অধ্যায়)

(১৩) কেশবসেনের রাজত্বের কোন্ বর্ষে তাম্রশাসনখানি প্রদত্ত হয়, তাহা জানা যায় নাই, তবে ৩রা জ্যৈষ্ঠ দিন লিখিত আছে। ইহাতে বোধ হয়, কেশবসেন, ভ্রাতা মাধবসেনের নামে, তৎকালে রাজ্য শাসন করিতেছিলেন; তজ্জন্য নিজের রাজত্বের বৎসর নির্দ্দেশ করেন নাই।

হরিমিশ্রের কারিকার আছে, কেশবসেন সর্ব্বদা যবন ভয়ে ভীত থাকিতেন; তজ্জন্য তিনি পূর্ব্বপুরুষগণের প্রবর্ত্তিত কুলবিধির কোন উন্নতি করিতে পারেন নাই।

কেশবসেন একজন সুকবি ছিলেন। সদুক্তি কর্ণামৃতে মাধবসেন ও কেশবসেনের কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে।

বিশ্বরূপ সেন।

বিশ্বরূপ সেন লক্ষ্মণসেনের কনিষ্ঠ পুত্র; ইনি বসুদেবীর গর্ভজাত। ইনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ দুই ভ্রাতা অপেক্ষা বীর ছিলেন। মুসলমানদিগকে বাধা দিতে অনেক চেষ্টা করেন; কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া, পূর্ব্ববঙ্গে প্রস্থান করেন। ইনি কেশবসেনের মৃত্যুর পর, ১২১৫ খৃষ্টাব্দে, সিংহাসনারোহণ করেন। ইঁহার প্রদত্ত একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। তাহা কেশবসেনের দানীয় ঈশ্বর দেবশর্ম্মার ভ্রাতা বিশ্বরূপ দেব শর্ম্মাকে প্রদত্ত হয়। প্রদত্ত ভূমির পরিমাণ ৬০০ ও ৫৪৭। ইহাতে বোধ হয়, দুই খানি ভূমি প্রদত্ত হয়। একখানি ভূমি পোঞ্জিকাপ্মী গ্রামে ছিল; পোঞ্জিকাপ্মীর বর্ত্তমান নাম পিঞ্জারী, উহা বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত।

এই তাম্রশাসনে গৌড়সন্ধিবিগ্রহিক কোপিবিষ্ণুর নাম আছে। ইনি কেশবসেনেরও মহাসন্ধিবিগ্রহিক। ইহাঁর পূর্ব্বপুরুষের নাম লোমপাদবিষ্ণু। বিশ্বরূপের রাজত্বের ১৯শ বর্ষের ১লা আশ্বিনে এই তাম্রশাসন প্রদত্ত হয়। শুনা যায়, বিশ্বরূপ বায়শতখানি গ্রাম প্রদান করেন।

তাম্রশাসনে বিশ্বরূপ সেন দেব, "গর্গযবনান্বয় প্রলয়কাল রুদ্রঃ" এই বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন।

বিশ্বরূপের পর নারায়ণ ও সদাসেনের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। নারায়ণ কেশবের পুত্র বলিয়া কুলজীগ্রন্থে লিখিত আছে।

"আইন-ই আকবরি" মতে সেন-বংশীয় সাতজন রাজা একশত নয় বৎসর রাজত্ব করেন।

সুখসেন	৩ বৎসর	রাজত্ব	করেন।	
বল্লালসেন	৫০	"	"	"
লক্ষ্মণসেন	৭	"	"	"
মাধবসেন	১০	"	"	"
কাযসুসেন	১৫	"	"	"
সদাসেন	১৪	"	"	"

নওজে ১০ বৎসর রাজত্ব করেন।

বল্লালসেনের পিতার নাম বিজয়সেন; সুখসেন, বিজয়সেনের ভ্রাতা। কাযসুসেন, কেশবসেনের কদর্য্য উচ্চারণ। সদাসেনের কোন সংবাদ জানা যায় নাই। নওজে বা দনৌজা মাধব সেনবংশীয় শেষ রাজা। ইনি লক্ষ্মণসেনের প্রপৌত্র ছিলেন। পৈনাম নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল। দনৌজা মাধবের সভায় পঞ্চ মহাবংশ সম্ভূত ছাপ্পান্ন গ্রামীণ ৫০৮ জন ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে গুণানুসারে কুলীন, সাধ্য শ্রোত্রিয়, সিদ্ধশ্রোত্রিয়, সুসিদ্ধ শ্রোত্রিয় ও কষ্টশ্রোত্রিয় —এই কয়েকভাগে বিভক্ত করেন।

১২৮০ খৃষ্টাব্দে সুল্‌তান্ বুলবন, তোগ্রলকে দমন করিবার জন্য যখন ত্রিপুরাভিমুখে যাত্রা করেন, তখন এক' দনৌজা মাধব বা দনুজ রায়,

সম্রাটের সহায়তা করিয়াছিলেন। সম্রাট্ সন্তুষ্ট হইলেও, দনোজা মাধব মুসলমানদের কর্ত্তৃক উত্ত্যক্ত হইয়া রাজ্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

দনুজমর্দ্দন।

এই সময়ে কায়স্থ দনুজমর্দ্দন দেব বঙ্গে প্রবল হইয়া উঠেন। তাঁহার সময়ে বঙ্গজ কায়স্থ সমাজের সৃষ্টি হয়। দনুজমর্দ্দন গৌড় প্রদেশ হইতে কায়স্থগণকে আনাইয়া স্বীয় রাজধানী চন্দ্রদ্বীপে স্থাপন করেন। দ্বিজ বাচস্পতির "বঙ্গজ কুলজী সার সংগ্রহে" আছে,—

"দনুজমাধব (মর্দ্দন) রাজা চন্দ্রদ্বীপপতি।
সেই হৈল বঙ্গজ কায়স্থ গোষ্ঠী পতি ॥
সেন-পদ্ধতিতে তার মহিমা অপার।
সমাজ করিতে রাজা হৈল চিন্তাপর ॥
গৌড় হইতে আনাইলা কায়স্থ কুলপতি।
কুলাচার্য্য আনাইয়া করাইল স্থিতি ॥"

নামের সাদৃশ্য ব্যতীত দনৌজামাধব ও দনুজ মর্দ্দনের একব্যক্তি হওয়ার কোন বলবৎ প্রমাণ নাই।

জীবগোস্বামী আপনাদের বংশ-প্রশাস্তিতে বর্ণনা করিয়াছেন, রূপ-সনাতনের প্রপিতামহ, পদ্মনাভ, দনুজ নারায়ণ বা দনুজ মর্দ্দন দেবকর্ত্তৃক পূজিতা হইয়া নবহট্টগ্রামে আসিয়া বাস করেন।

বাঙ্গালার বণিগ্‌জাতি। *

কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থে দেখা যায়, গৌড়ে বিক্রমকেশরী নামক রাজা রাজত্ব করিতেন। তিনি কোন্ বংশীয় ছিলেন, এবং কোন্ সময়ে

* বাঙ্গালার অধিকাংশ বারব্রত কথার নায়ক বণিগ্‌জাতি। তাহাদের ঐশ্বর্য্য

প্রাদুর্ভূত হন, আমরা তাহা জানিতে পারি নাই। জগৎজীবনের মনসার ভাসানে আছে,—গৌড়ের অন্তঃপাতী চম্পাইতে (চম্পানী নগরে) কোটীশ্বর নামক রাজা রাজত্ব করিতেন। কোটীশ্বরের পিতার নাম রাজা ধনঞ্জয়। চন্দ্রপতি বা চন্দ্রভব অথবা চন্দ্রধর, কোটীশ্বরের পুত্র। ইনিই বিখ্যাত চাঁদ সদাগর। রাজা বিক্রমকেশরীর সময়ে চাঁদ সদাগর বর্ত্তমান ছিলেন। উজানিনগরে বিক্রমকেশরী রাজত্ব করিতেন। বিক্রমকেশরী গৌড়রাজ্যের করদ ছিলেন। তাঁহার বাঁশবন বেষ্টিত দুর্গ ছিল। চম্পাই ও উজানি নিকটবর্ত্তী স্থান। চাঁদ সদাগর গন্ধবণিক্ জাতীয় ছিলেন। এইস্থলে গন্ধবণিক্‌দের সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে। গন্ধবণিকেরা বলেন,—তাঁহারা কৌশাম্বী হইতে বাহির হইয়া বঙ্গদেশে উপনিবিষ্ট হন। কোন্ সময়ে বঙ্গদেশে আগমন করেন, তাহা জানা যায় নাই সম্ভবতঃ ইঁহারা সেন বংশের রাজত্বের পূর্ব্বেই এদেশে আগমন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে চাঁদ সদাগরের বংশ অতি বিখ্যাত ছিল। ইঁহারা বাঙ্গালার নানাস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। গন্ধবণিকেরা অত্যন্ত নিষ্ঠাবান্ শৈব ছিলেন। তাঁহারা এদেশে আসিয়া দেখিতে পাইলেন, এদেশের ইতর লোকেরা বিষহরী, মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি দেবতার পূজা করিয়া থাকে। তাহাদের দেখাদেখি আপনাদের স্ত্রীলোকেরা সেই সেই দেবতার পূজায় প্রবর্ত্তিত হইতে লাগিল। জেলে-মালোরা প্রথমে বিষহরীর পূজা করিত। চাঁদ সদাগর বিষহরী-পূজার নিতান্ত বিরোধী ছিলেন,—অবশেষে স্ত্রীলোকের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে বিষহরীর পূজায় সম্মতি

ছিল, তাহারা সমাজে ক্ষমতাপন্ন ছিল। বারব্রতও তাহারা করিত। সেই সময়ে বঙ্গদেশে ভূতচতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা, শক্রোৎসব, শারদী (দ্যূত পূর্ণিমা), কোজাগর (শরৎ পর্ব্ব), দীপালী, চৈত্রাবলী, বাসন্তী উৎসবে ধূম হইত। (ত্রিকাণ্ড শেষ)। দুর্গোৎসবের নাম নাই।

দান করিতে বাধ্য হন। চাঁদ সদাগরের বংশীয়েরা যেখানে যেখানে বাণিজ্যার্থে উপনিবিষ্ট হন, তথায় তথায় বিষহরীর উপাখ্যানসংক্রান্ত সমুদয় স্থানের নামকরণ করেন।

অজয়নদের তীরবর্ত্তী মঙ্গলকোটের নিকট উজানিনগরে ধনপতি দত্ত ও তৎপুত্র শ্রীপতি দত্ত বাস করিতেন। শ্রীপতি দত্ত সাধারণতঃ শ্রীমন্ত সদাগরনামে বিখ্যাত। ধনপতি দত্ত মঙ্গলচণ্ডী পূজার নিতান্ত বিরোধী ছিলেন। মঙ্গলচণ্ডী-পূজা প্রথমতঃ কলিঙ্গ, তৎপরে গুজরাট * শেষে উজানিনগরে প্রবর্ত্তিত হয়। প্রবাদ যে, ধনপতি একবার তমলুকের সমুদয় কাঁসা কিনিয়া বাবসায়ে যান; ব্যবসায়ে প্রচুর লাভ হওয়াতে, ফিরিবার কালে তমলুকের বর্গভীমার মন্দির প্রস্তুত করান। ধনপতির পূর্ব্বে উজানির রঘুপতি দত্ত বাণিজ্যে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

বিশালাক্ষী বা বাশুলী দেবীও অল্পে পূজা পান নাই। প্রবাদ যে, বর্দ্ধমানের ধূস দত্ত বণিক্ বাশুলী পূজায় বাধা দিয়াছিলেন। চণ্ডী-পূজার মধ্যে শুভচণ্ডীর পূজা, মঙ্গলচণ্ডী পূজার অগ্রে স্ত্রীজাতির মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। এই শুভচণ্ডী এখন বঙ্গদেশে সুবচনী নামে পূজা পাইতেছেন। গজলক্ষ্মীর পূজাও বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল। কালক্রমে গজলক্ষ্মী ও মঙ্গলচণ্ডী মিশিয়া কমলে-কামিনীরূপ ধারণ করিয়াছেন। পুণ্ড্রবর্দ্ধনে কার্ত্তিকেয় দেবের মন্দির ছিল। তাঁহার শক্তি ষষ্ঠী এদেশে পূজিত হইতেন।

সে কালের গন্ধবণিকেরা যব, সুমাত্রা ও ভারত মহাসাগরীয় অপরাপর দ্বীপে এবং সিংহলে বাণিজ্যার্থ গমন করিতেন। দেশীয় বণিকেরাই তাঁহাদের অর্ণবযান চালাইত।

---

* গুজরাট নগর কলিঙ্গ ও রাঢ়ের মধ্যবর্ত্তী জঙ্গলে শবর জাতিদিগের কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। মাণিক দত্তের মঙ্গলচণ্ডীতে ইহার গুজ্জরা নাম দৃষ্ট হয়।

ঘোড়া, পট্টবস্ত্র, স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কার, হীরা, মুক্তা, চন্দন, কর্পূর, নানাবিধ মাল-মসলা, তেজপত্র, ভোট-কম্বল, মেঘডম্বর শাড়ী, রাম-লক্ষণ-শঙ্খ (শাঁখা) ইঁহাদের প্রধান বাণিজ্যদ্রব্য ছিল। গ্রীক্‌দের লেখায় জানিতে পারা যায়, পূর্ব্বে উত্তরবাঙ্গালার তেজপত্র বিদেশে বহুমূল্যে বিক্রীত হইত।

সেন-রাজগণের সময় তাম্রলিপ্তের বাণিজ্য-খ্যাতি লুপ্ত হইয়াছিল। তৎপরিবর্ত্তে সপ্তগ্রাম বাণিজ্যপ্রধান স্থান হইয়া উঠে। সপ্তগ্রামের সুবর্ণ-বণিক্‌সম্প্রদায় প্রয়োজনের সময়ে দেশের হিতকল্পে অর্থ দিয়া সাহায্য না করায়, বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেন উভয়েই তাঁহাদের প্রতি অপ্রসন্ন ছিলেন। বাণিজ্যের জন্য সাতগাঁ অতি প্রধান স্থান হইয়াছিল। প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থে ইহাকে মহাস্থান বলা হইয়াছে। ঈশানী বাইছানী, উজানি, চাঁপাই,—এই সকল বণিক্‌প্রধান স্থান ছিল। বর্ত্তমান মঙ্গলকোট, কোগ্রাম, নূতন হাট, পুরাতন হাটী প্রভৃতি প্রাচীন উজ্জয়িনী বা উজানীর স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে। কোগ্রামের অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে বর্ত্তমান ইছাবর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ প্রাচীন ঈশানী বা ইছানীর অন্তর্গত। চাঁপাই বা চম্পকনগর এখন বর্দ্ধমান জেলার অধীন।

সে কালে কোন সদাগর বা বড়লোক রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইতে হইলে পাটের দোলায় চড়িয়া যাইতেন। সঙ্গে বাদ্যকরগণ বাজাইতে বাজাইতে * ও পাইকেরা চীৎকার করিতে করিতে যাইত। রাজগণ সদাগরগণকে বাণিজ্যার্থ অর্থ সাহায্য করিতেন। বণিকেরা

* সেই সময়ের বাদ্যযন্ত্র—তূরী, পটহ, কর্বর্দ্দি, কাহল, করতালী, মড্ডক, মর্দ্দল, ঢক্কা, দ্রগড়, ডমরু, জয়ঢক্কা, যামঘোষী, প্রেতপটহ, সংগ্রামপটহ, মল্লতূর্য্য, বেণু—ত্রিকাণ্ড শেষ।

অবশ্য রাজার অর্থ সন্তোষজনকরূপে পরিশোধ করিতেন। স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন ছিল। তবে সাধারণ ক্রয়বিক্রয়ে কড়ি ব্যবহৃত হইত। *

ধর্ম্ম।

গৌড়রাজ্য মগধসাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইলে, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম উহাতে প্রচারিত হয়। শূর-বংশের রাজত্বকালে উহাতে বৈদিক ধর্ম্ম পুনঃ প্রচারের চেষ্টা হয়। পাল-বংশের রাজত্বসময়ে সেই চেষ্টা কিয়ৎ পরিমাণে প্রতিহত হয়। পাল-বংশের রাজত্বের শেষভাগে তান্ত্রিক বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক হিন্দুধর্ম্ম দেশের সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠালাভ করে। চট্টগ্রাম প্রদেশের কোন কোন বৌদ্ধতীর্থ হিন্দুতীর্থে পরিণত হয়। অনুমিত হয়, চন্দ্রনাথ শিব পূর্ব্বে বুদ্ধমূর্ত্তি ছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, চট্টগ্রামপ্রদেশের নদনদী পুরাতন নাম ত্যাগ করিয়া নূতন নূতন নাম ধারণ করিতেছিল, তৎসম্বন্ধে নূতন নূতন উপাখ্যানও রচিত হইতেছিল। ভগবতীর কর্ণফুল পতিত হওয়ায়, কর্ণফুলী, ভগবতীর ফেণী (অলঙ্কারবিশেষ) পতিত হওয়ায় ফেণী, শঙ্খ পতিত হওয়ায় শঙ্খনদীর নাম হইয়াছে, এইরূপ কল্পিত হইয়াছিল। বারাহী তন্ত্র, তন্ত্রচূড়ামণি ও দেবীপুরাণে চট্টগ্রাম অঞ্চলকে চট্টলপ্রদেশ বলা হইয়াছে। অনুমিত হয়, বারাহীতন্ত্র ও তন্ত্রচূড়ামণি চট্টগ্রাম অঞ্চলে রচিত হইয়াছিল। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে

---

* সেই সময়ের বাণিজ্য দ্রব্য—সোণা, রূপা, তামা, লৌহ, গন্ধক কাঁসা, পারা, রঙ্গ, গোঁ, মেষ, বর্ব্বর, ছাগী, স্ফটিক ইন্দ্রনীল, বৈদূর্য্য, প্রবাল, পিত্তল, মুক্তা, সিন্দূর, কুসুম্ভ, হরিতাল, হিঙ্গুল, যবক্ষার, শিলাজতু মুস্থর গোধূম (ম্লেচ্ছভোজন), সর্ষপ, কুলত্থ, অতসী, কাচপাত্র, জীরক, শুণ্ঠী, কাচপাত্র, হরিদ্রা, গুড়, চিপীট, অপূপ, বটকপিষ্টপূর, চর্পটী, সক্তু, (খ, অনড্বান্, উষ্ট্র (ত্রিকাণ্ডশেষ)।

বোয়াল ও রুই মাছ খাদ্যের মধ্যে ধরা হইয়াছে। * ইহাতে অনুমিত হয়, ঐ তন্ত্রখানি বঙ্গদেশে রচিত হইয়াছে। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে শিলাহট্ট (শিলেট্) ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী পুলক্ষ্মী দেশের নাম আছে। উহাতে লিখিত আছে, পুলক্ষ্মী দেশের লোক নরনারায়ণ। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে মকেশ ঐরাক ও খোরাসানের নাম থাকাতে স্পষ্টই বোধ হয়, উহা মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুদের † পরিচয়কালে রচিত হইয়াছিল।

পীঠসমূহের বিবরণ পাঠ করিলে বোধ হয়, বৌদ্ধমত-নিরাকরণার্থ হিন্দুগণ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে, একান্নটী স্থান, ভৈরব ও শক্তি আরাধনার কেন্দ্রস্থল করেন। সাধারণ লোকে ভৈরব ও শক্তির সহজ আরাধনায় অনুরক্ত হইয়া পড়ে। রাঢ়, বঙ্গ ও চিতাভূমিতে, এবং কামরূপে তন্ত্রচূড়ামণির মতে, এই সকল পীঠস্থান—বৈদ্যনাথ, বহুলা, ত্রিপুরা, ত্রিস্রোতা, কামরূপ, ক্ষীরগ্রাম, কালীপীঠ, কিরীট, করতোয়াতট, নলহাটী, বক্রেশ্বর, যশোর, অট্টহাস ও চট্টল। ‡ কুব্জিকাতন্ত্রে পাটলা

---

* সেই সময়ে বাঙ্গালার নদ নদীতে বোয়াল, রোহিত, ফলী, চিতল, কবয়ী, শফর, খলেশয় (খলিশা), ইলিশ, চাঁদা, ইচা, শকুল, কুচিয়া, গাগরা, শাল প্রভৃতি মৎস্য পাওয়া যাইত।

† মুসলমানেরা ভারতবাসীদিগের হিন্দু নাম দেয়। এখন যেমন ইংরেজেরা যে ভাবে নেটিভ্ শব্দের ব্যবহার করে, মুসলমানেরাও সেইভাবে হিন্দু শব্দের ব্যবহার আরম্ভ করে। পূর্ব্বে হিন্দুদের আর্য্য নাম ছিল। গৌড় প্রদেশবাসীদিগকে গৌড়ীয় বলিত।

‡ কর্ণসুবর্ণের গুপ্ত-বংশীয় রাজগণ বৌদ্ধ ধর্ম্মের শত্রু ছিলেন, তাঁহাদের সময়ে রাঢ়দেশে হিন্দু ধর্ম্মের ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি হয়। বীরভূম জেলার উত্তরপূর্ব্বাংশ মুর্শিদাবাদের ফতে সিংহ পরগণা বর্দ্ধমানের উত্তরাংশ ও ইন্দ্রাণী পরগণায় বহু প্রাচীন ভগ্ন দেবমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। তন্ত্রোক্ত একান্ন পীঠের ৫টী মহাপীঠ ও ৪টী উপপীঠ এই প্রদেশেই বর্ত্তমান। সেই পাঁচটী মহাপীঠ—(১ম) অট্টহাসের ফুল্লরা দেবী ও বিশ্বেশ ভৈরব। (২) নলহাটীতে কালিকা দেবী ও যোগীশভৈরব। (৩) বহুলা বা কেতুগ্রামে বহুলাদেবী ও ভীরুকভৈরব। (৪) ক্ষীর গ্রামে যুগাদ্যাদেবী ও ক্ষীরকভৈরব। কথিত আছে, পূর্ব্বে

ও তমোলিপ্তের তমোঘ্নী দেবী, মঙ্গলকোটের মঙ্গলা ও রাঢ়ের মঙ্গলচণ্ডীর নাম আছে। এই সকল পীঠের ভৈরব ও দেবীমূর্ত্তিগুলি বুদ্ধ ও বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবীর নূতন সংস্করণ। *

হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মকে অভিভূত করিলেও, বৌদ্ধধর্ম্ম এককালে তিরোহিত হয় নাই। নিতান্ত নিস্তেজভাবে উহা রাজপুরুষ ও ব্রাহ্মণদের উৎপীড়ন সহ্য করিতেছিল। মুসলমানদের আগমনে সে অত্যাচার হইতে উদ্ধার পাইলেও, তাহাদের নিকট বিশেষ কোন সাহায্য পায় নাই, —বরং উৎপীড়িত হইয়া অনেক বৌদ্ধ মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করে। উত্তর ও পূর্ব্ব বাঙ্গালায় এই ঘটনা বিশেষরূপে ঘটিয়াছিল বোধ হয়।

জাতি।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমে এদেশে হিন্দুদিগের মধ্যে নানাজাতির উদ্ভব হইয়াছিল। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, পরশুরামসংহিতা, পরাশরপদ্ধতি প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রায় এই সময়ে রচিত হইয়াছিল। বিবিধ জাতির উৎপত্তি-সম্বন্ধে এই সকল গ্রন্থে যাহা যাহা বলা হইয়াছে,

এখানে নরবলি হইত। প্রত্যেক অধিবাসী গৃহস্থকে পর্য্যায়ক্রমে বলির মনুষ্য উপস্থাপিত করিতে হইত। (৫) বক্রেশ্বর মহিষমর্দ্দিনী দেবী ও বক্রনাথ ভৈরব।

চারিটী উপপীঠ—

(১) কিরীট গ্রামে বিমলাদেবী ও সম্বর্ত্তভৈরব।

(২) নন্দিগ্রামে নন্দিনীদেবী ও নন্দিকেশ্বর ভৈরব।

(৩) দ্বারকানদীর পূর্ব্বতীরস্থ তারাদেবী।

(৪) কনকপুরের অপরাজিতাদেবী।

* সেন রাজগণের সময়ে এই সকল দেবতা পূজিত হইতেন। ইহাদের মন্দির ছিল। বুদ্ধ, বজ্রকালিকা, বজ্রবারাহী, লোকনাথ, তারা, স্বাহা, জয়া, মহাতারা, মণিভদ্র, মঞ্জুশ্রী, মঞ্জুঘোষ, নীল, বজ্রকপালী, হেরম্ব, মৈত্রেয়, প্রজ্ঞাপারমিতা, ব্রহ্মা, ব্রাহ্মী, কালীচী, সরস্বতী; বাসুদেব, বলভদ্র, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, রতি, লক্ষ্মী, তার্ক্ষ্য,

তাহা কল্পনামূলক মাত্র। আমরা এই সকল গ্রন্থে—করণ, অম্বষ্ঠ, গান্ধিক, কাংস্যকার, শঙ্খকার, উগ্র, রাজপুত্র, কুম্ভকার, তন্তুবায়, কর্ম্মকার, দাস, গোপ, মার্গব, নাপিত, মোদক, বারজীবী, মালাকার, তাম্বুলিক, তক্ষা, রজক, স্বর্ণকার, চিত্রকর, কোটক, তীবর, লেট, মল্ল, মন্ত্র, মাতর, ভড়, কোড়, কলন্দ, মাংসচ্ছেদ, কোচ, বাগতীত (বাগ্দি), আভীর, কোয়ালা, সর্ব্বস্বী, ব্যাধ, কূদর জোলা, স্বর্ণবণিক্, আভীর, তৈলকার, ধীবর, শৌণ্ডিক, নট, শাবক, শেখর, জালিক, মলগ্রাহী, কুড়ব, চণ্ডাল, বড়ুর, চর্ম্মকার, ঘট্টজীবী, দোলাবাহী, দণ্ড, গণক, বাদক প্রভৃতি জাতির নাম জানিতে পারি। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণমতে, গোপ, নাপিত, ভাল, মোদক, কুবর, তাম্বুলী, স্বর্ণকার ও বণিক্—ইহারা সৎ-শূদ্র। *

উপরি-লিখিত জাতিগুলির মধ্যে লেটেরা বীরভূম অঞ্চলে বাস করিত। উহারা ও দণ্ডজাতি, বাগ্দিজাতির এক শাখা। মার্গব জাতি, কৈবর্ত্তদের এক শাখা। মার্গব ও করণ গৌড়রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে বাস করিত। যে গোপ জাতিকে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-কার সৎশূদ্র বলিয়াছেন, তাহারা এখন সদ্গোপনামে পরিচিত। বর্ত্তমান সময়ের ধানুক ও নাগর জাতি মালদহে বাস করে বটে, কিন্তু কোন পুরাতন গ্রন্থে ইহাদের ও দোসাদ জাতির নাম পাওয়া যায় না। নাগর ধানুক, চাঁই—

শম্ভু, ভৃঙ্গী, নন্দী, হিণ্ডী, একানংশা, কোটবী, বাভ্রবী, কৈটবী, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ভ্রামরী, গৌতমী, তামসী, ষষ্ঠী, জয়ন্তী, শূলধৃক্, সতী, মনস্তাল (ভগবতীর সিংহ), জয়া, বিজয়া, গণেশ, কার্ত্তিক, চামুণ্ডা, কর্ণমোটী, বিদ্যাধর, চর্চ্চিকা, ইন্দ্র, শচী, দেবসেনা, মাতলি, উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবত, অগ্নি, অগ্নায়ী, যম, ধূমোর্ণা, চিত্রগুপ্ত, চণ্ড, মহাচণ্ড, বরুণ, চন্দ্র, সূর্য্য, নবগ্রহ, অগস্ত্য, অপ্সরা।

* পুরুষোত্তম দেবের ত্রিকাণ্ড শেষমতে কুম্ভকার, সুধাজীবী, মালিক, চর্ম্মর, কলদ, স্বর্ণকার, নাপিত, চন্দ্রিল, কস্যপাল (পান বণিক্), দেবল, অজাজীব, চণ্ডাল ও বল্মীকার শূদ্রজাতি। পুরুষোত্তম লক্ষ্মণ সেনের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন।

ইহারা ছোটনাগপুর হইতে এদেশে আসিয়া বাস করিয়াছে। দোসাদ-জাতি, বোধ হয়, প্রাচীন শবর জাতির শাখা হইবে। চাষা ধোপা দ্রাবিড়ের অনার্য্যজাতিসম্ভূত। মল্লজাতি পশ্চিম বাঙ্গালার এক প্রাচীন অধিবাসী ; এখন উহাদিগকে মাল বলে।

আলোচনাদ্বারা জানা গিয়াছে, বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠজাতিদিগের আদি-পুরুষগণ কেহই বাঙ্গালার আদিম অধিবাসী নহেন। তাঁহারা মিথিলা,—কান্যকুব্জ, অযোধ্যা, বারাণসী, মগধ, মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড়, মধ্যভারত, উৎকল প্রভৃতি হইতে বঙ্গদেশে উপনিবিষ্ট হইয়াছেন। সকলে অবশ্য এক সময়ে আইসেন নাই। বিস্তীর্ণ গৌড়-সাম্রাজ্যের বঙ্গ, বরেন্দ্র, রাঢ়ের উত্তর ও দক্ষিণভাগ, পঞ্চকোট, মঙ্গলকোট প্রভৃতি স্থানে বাসহেতু, ঐ সকলজাতি উত্তরবারেন্দ্র, দক্ষিণ-বারেন্দ্র, উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণ-রাঢ়ী, বঙ্গজ প্রভৃতি নানাশাখায় বিভক্ত হইয়াছেন। সদ্‌গোপ, তিলী, তাম্বুলী তন্তুবায়, গন্ধবণিক্ প্রভৃতি জাতির কুলগ্রন্থের উপক্রমে শূন্যমূর্ত্তি, সদ্ধর্ম্ম-নিরঞ্জনের স্তব থাকায় বোধ হয়, ইহারা বৌদ্ধ হইয়াছিল,—পুনরায় হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিলেও, পূর্ব্বতন বৈশ্যজাতিত্ব প্রাপ্ত হয় নাই।

ইতিহাসে বাঙ্গালীর স্থান।

মুসলমান অধিকারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতের পূর্ব্বাংশের সমস্ত বাণিজ্য বাঙ্গালীর হস্তগত ছিল। গ্রীস্, আরব, মিসর, পারস্য প্রভৃতির লোক বাণিজ্য-পোতযোগে পশ্চিমভারতে বাণিজ্য করিতে আসিতেন ; ঐ সকল বাণিজ্য-পোত তাঁহাদের নির্ম্মিত ছিল না। কিন্তু বাঙ্গালীরা আপনাদের নির্ম্মিত বাণিজ্য-পোতযোগে মার্ত্তাবান, জাবা, চীন, জাপান প্রভৃতি বহু-তর দেশে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। আসিয়ার পূর্ব্ব-অঞ্চলে ধর্ম্মমন্দিরের

প্রাচীর-গাত্রে বাঙ্গালায় লিখিত "ওঁ নমঃ" মন্ত্রটী দেখিলে জানিতে পারা যায়, বাঙ্গালীরা শুধু বাণিজ্যের জন্য নয়—ধর্ম্মপ্রচারার্থও সুদূর প্রাচ্য-দেশে গমন করিতেন।

পূর্ব্বদেশে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচার—বাঙ্গালীর এক অক্ষয় কীর্ত্তি। বাঙ্গালার পণ্ডিতেরা তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। লাসার লামাদের অনেকে বাঙ্গালী ছিলেন। দালয় লামা, পূর্ব্বজন্মে, বাঙ্গালাদেশের এক রাজপুত্র এবং তাসি-লামা, পূর্ব্বজন্মে, বঙ্গদেশীয় অভয়কর গুপ্ত ও সুমতি-কীর্ত্তি ছিলেন বলিয়া কথিত হয়। তিব্বত ও মঙ্গোলিয়ায় বাঙ্গালীদিগের নামের পূর্ব্বে 'শ্রীযুত' বিশেষণ ব্যবহৃত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। গৌড়নিবাসী শান্তিরক্ষিত ও তাঁহার শ্যালক পদ্মসম্ভব তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারের যত্ন করেন। বাঙ্গালার বহুসংখ্যক পণ্ডিত তিব্বতরাজের নিমন্ত্রণে তিব্বতে গিয়া অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। বিক্রমপুরের রাজপরিবারের অতীশ তিব্বত-রাজের নিমন্ত্রণে তিব্বতে গিয়া (১০৩৮ খৃষ্টাব্দে), অবনতিপ্রাপ্ত বৌদ্ধধর্ম্মের নির্ম্মলতাসাধন করেন। নালন্দা-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রভামিত্র বাঙ্গালী ছিলেন। তিনি চীনদেশে ধর্ম্মচক্র (বৌদ্ধধর্ম্ম) প্রবর্ত্তন করেন। খৃষ্টীয় ষষ্ঠশতাব্দীতে শীলভদ্র নালন্দাবিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। ইনি সমতটের ব্রাহ্মণজাতীয় রাজপুত্র ছিলেন। সিংহ-বংশীয় বিজয় সিংহ নামক বাঙ্গালার এক রাজপুত্র লঙ্কায় গিয়া একটী রাজ্যস্থাপন করেন। তাঁহার বংশীয়দের হইতে লঙ্কার সিংহল নাম হয়। বাঙ্গালীজাতি কলিঙ্গ রাজ্য স্থাপন করে, এবং এখান হইতে গিয়া যব প্রভৃতি ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ স্থাপন করে। গৌড়দেশের মুষ্টিমেয় লোক, আপনাদের রাজার নিধনে রুষ্ট হইয়া, কাশ্মীর গমন পূর্ব্বক যে বীরত্ব প্রদর্শন করে, লিওনিডাসের অনুগামী স্পার্টান বীরগণের থর্ম্মাপলীতে বীরত্ব প্রদর্শনের সঙ্গে তাহার

তুলনা হইতে পারে। প্রায় বার-তের শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালীরা গিয়া মলয় উপদ্বীপে উপনিবিষ্ট হয়।

স্বাধীনতা অস্তমিত হওয়ার সঙ্গে বাঙ্গালীর সেই পূর্ব্বগৌরব অন্তর্হিত হইয়াছে। সেই নষ্টগৌরবের পুনরুদ্ধার হইবে কিনা, তাহা কে বলিতে পারে?

পরিশিষ্ট।

১। ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসন।*

শ্রীমান্ ধর্ম্মপাল দেবঃ।

স্বস্তি

সর্ব্বজ্ঞতাং শ্রিয়মিব স্থিরমাস্থিতস্য
বজ্রাসনস্য বহুমারকুলোপলম্ভাঃ।
দেব্যা মহাকরুণয়া পরিপালিতানি
রক্ষন্তু বো দশবলানি দিশো জয়ন্তি ॥ ১ ॥
শ্রিয়ইব সুভগায়াঃ সম্ভবো বারিরাশিশ্
শশধরইব ভাসো বিশ্বমাহ্লাদয়ন্ত্যাঃ।
প্রকৃতিরবনিপানাং সন্ততেরুত্তমায়া
অজনি দয়িতবিষ্ণুঃ সর্ব্ববিদ্যাবদাতঃ ॥ ২ ॥
আসীদাসাগরাদুর্ব্বীং গুর্ব্বীভিঃ কৃতিভিঃ কৃতী।
মণ্ডয়ন্ খণ্ডিতারাতিঃ শ্লাঘ্যঃ শ্রীবপ্যটস্ততঃ ॥ ৩ ॥
মাৎস্যন্যায়মপোহিতুং প্রকৃতিভির্লক্ষ্ম্যাঃ করো গ্রাহিতঃ
শ্রীগোপাল ইতি ক্ষিতীশশিরসাং চূড়ামণিস্তৎসুতঃ।

* এই তাম্রশাসন খানি ১৮৯৩ খ্রীঃ নবেম্বর মাসে গৌড়ের নিকটবর্ত্তী খালিমপুর গ্রামে মোরি বেওয়া নাম্নী কৃষক পত্নীর নিকট পাওয়া যায়। মালদহ জেলার তদানীন্তন মাজিষ্ট্রেট উমেশ চন্দ্র বটব্যাল মহাশয়, আমার সহায়তায় ইহার পাঠোদ্ধার করেন। শ্রীমান হরিদাস পালিতের নিকট আমি এই তাম্রশাসন খানির অস্তিত্ব অবগত হই। তাম্রশাসন খানির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে ১ফু ৪$\frac{৩}{৮}$ই ও ১ফু ১$\frac{৩}{৮}$ই এবং পুরু $\frac{১}{৪}$ই উহার সম্মুখভাগে তেত্রিশ ও পশ্চাদ্ভাগে উনত্রিশ পঙ্‌ক্তি লিখিত আছে।

যস্যানুক্রিয়তে সনাতনযশোরাশির্দিশামাশয়ে
শ্বৈতিম্না যদি পৌর্ণমাসীরজনীজ্যোৎস্নাতিভারশ্রিয়া ॥ ৪ ॥
শীতাংশোরিব রোহিণী হুতভুজঃ স্বাহেব তেজোনিধেঃ
সর্ব্বাণীব শিবস্য গুহ্যকপতের্ভদ্রেব ভদ্রাত্মজা।
পৌলোমীব পুরন্দরস্য দয়িতা শ্রীদেদ্দদেবীত্যভূদ্
দেবী তস্য বিনোদভূর্ম্মুররিপোর্লক্ষ্মীরিব ক্ষ্মাপতেঃ ॥ ৫॥
তাভ্যাং শ্রীধর্ম্মপালঃ সমজনি সুজনস্তূপমানাবদানঃ
স্বামী ভূমিপতীনামখিলবসুমতীমণ্ডলং শাসদেকঃ।
চত্বারস্তীরমজ্জৎকরিগণচরণান্যস্তমুদ্রাঃ সমুদ্রা
যাত্রাং যস্য ক্ষমন্তেন ভুবনপরিখাবিঘ্নগাশাজিগীষোঃ ॥ ৬
যস্মিন্নুদ্দামলীলাচলিতবলকরে দিগ্‌জয়ায় প্রবৃত্তে
যান্ত্যাং বিশ্বম্ভরায়াং চলিতগিরিতিরশ্চীনতাং তদ্‌বশেন।
ভারাভুগ্নাবমজ্জন্মণিবিধুরশিরশ্চক্রসাহায্যকারং
শেষেণোদস্তদোষ্ণা ত্বরিতমধোধস্তমেবানুযাতং ॥ ৭
যৎপ্রস্থানে প্রচলিতবলাস্ফালনাদুল্ললদ্ভি
র্ধূলীপূরৈঃ পিহিতসকলব্যোমভির্ভূতধাত্র্যাঃ।
সম্প্রাপ্তায়াঃ পরমতনুতাং চক্রবালং ফণানাং
মগ্নোন্মীলন্ মণিফণিপতের্লাঘবাদুল্ললাস ॥ ৮
বিরুদ্ধবিষয়ক্ষোভাদ্ যস্য কোপাগ্নিরৌর্ব্ববৎ।
অনিবৃতি প্রজজ্বাল চতুরম্ভোধিবারিত : ॥৯
যেহভুবন্ পৃথুরামরাঘবনলপ্রায়া ধরিত্রীভুজ
স্তান্যেকত্র দিদৃক্ষুণেব নিচিতান্ সর্ব্বান্ সমং বেধসা ॥
ধ্বস্তাশেষনরেন্দ্রমানমহিমা শ্রীধর্ম্মপালঃ কলৌ
লোলশ্রীকরিণীনিবন্ধনমহাস্তম্ভঃ সমুত্তম্ভিতঃ ॥ ১০ ॥

যাসাং নাসীরধূলিধবলদশদিশাং দ্রাগপশ্যন্নিয়ত্তাং
ধত্তেমাঙ্কাতৃসৈন্যব্যতিকরচকিতো ধ্যানতন্দ্রীমহেন্দ্রঃ।
তাসামন্যাহবেচ্ছাপুলকিতবপুষাম্বাহিনীনাং বিধাতুং
সাহায্যং যস্য বাহ্বোর্নিখিলরিপুকুলধ্বংসিনোর্নাবকাশঃ ॥ ১১ ॥
ভোজৈর্মৎস্যৈঃ সমদ্রৈঃ কুরুযদুযবনাবন্তিগান্ধারকীরৈ-
র্ভূপৈর্ব্যালোল মৌলি প্রণতি পরিণতঃ সাধুসঙ্গীর্য্যমাণঃ।
হৃষ্যৎপঞ্চালবৃদ্ধোদ্ধৃতকনকময়স্বাভিষেকোদকুম্ভো
দত্তঃ শ্রীকান্যকুব্জসললিতচলিতভ্রূলতালক্ষ্মযেন ॥ ১২ ॥
গোপৈঃ সীম্নি বনেচরৈর্বনভুবি গ্রামোপকণ্ঠেজনৈঃ
ক্রীড়দ্ভিঃ প্রতি চত্বরং গ্রহগণৈঃ প্রত্যাপণস্থানপৈঃ।
লীলাবেশ্মনি পঞ্জরোদরশুকৈরুদ্গীতমাত্মস্তবং
যস্যাকর্ণয়তস্ত্রপাবিচলিতানম্রং সদৈবাননং ॥ ১৩ ॥

স খলু ভাগীরথীপথপ্রবর্ত্তমাননানাবিধনৌবাটসম্পাদিতসেতুবন্ধনিহিত শৈলশিখরশ্রেণীবিভ্রমাৎ নিরতিশয়ঘনঘনাঘনঘটাশ্যামায়মানবাসরলক্ষ্মীসমারব্ধসন্নতজলদসময়সন্দেহাৎ উদীচীনানেকনরপতিপ্রাভৃতীকৃতাপ্রমেয়হয়বাহিনীখরখুরোৎখাতধূলিধূসরিতদিগন্তরালাৎ পরমেশ্বরসেবাসমায়াতসমস্তজম্বুদ্বীপভূপালানন্তপাদাতভরনমদবনেঃ পাটলীপুত্রসমাবাসিতশ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ পরমসৌগতো মহারাজাধিরাজশ্রীগোপালদেবপাদানুধ্যাতঃ পরমেশ্বরঃ পরমভট্টারকো মহারাজাধিরাজঃ শ্রীমান্ ধর্ম্মপালদেবঃ কুশলী। শ্রীপুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতিব্যাঘতটীমণ্ডলসম্বদ্ধমহন্তাপ্রকাশবিষয়ে ক্রৌঞ্চশ্বভ্রনামগ্রামোঽস্য * চ সীমা পশ্চিমেন গঙ্গিনিকা, † উত্তরেণ কাদম্বরীদেবকুলিকা

---

* ক্রৌঞ্চশ্বভ্রের বর্ত্তমান নাম কাঁওচ, ইহা মাধাইপুরের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত।

† গঙ্গিনিকার বর্ত্তমান নাম গাঙ্গনির বিল।

থর্জ্জূর বৃক্ষশ্চ। পূর্ব্বোত্তরেণ রাজপুত্রদেবটকৃতালিঃ *। বীজপূরকং গত্বা প্রবিষ্টা পূর্ব্বেণ বিটকালিঃ খাতকষানিকাং গত্বা প্রবিষ্ট-জম্বুযানি-কামাক্রম্য জম্বুযাণকং গতা। ততো নি.সৃতা নলচর্ম্মটোত্তরান্তং গতা। নলচর্ম্মটাৎ দক্ষিণেন নামুণ্ডিকায়ৈকেকয়োঃ খণ্ডমুণ্ডমুখং খণ্ডমুখা-বেদসবিল্বিকা বেদবিল্বিকান্তো রোহিতবাদিঃ পিণ্ডারবিটিজোটিকা সীমাকারজোটস্য দক্ষিণান্তঃ গ্রামবিল্বস্য চ দক্ষিণান্তঃ দেবিকাসীমাবিটি। ধর্ম্মাযোজেটিকা। এবমাঠাশাম্মলীনামগ্রামঃ অস্য চোত্তরেণ গঙ্গিনিকা সীমা ততঃ পূর্ব্বেণার্দ্ধস্রোতিকয়া আম্রযানকোলদ্ধযানিকঙ্গতঃ। ততোঽপি দক্ষিণেন কালিকাশ্বভ্রঃ। অতোঽপি নিঃসৃত্য শ্রীফলভিষুকং যাবৎপশ্চি-মেন ততোঽপি বিল্বঙ্গোর্দ্ধস্রোতিকয়া গঙ্গিনিকাং প্রবিষ্টা। পালিতকে সীমা দক্ষিণেন কাণাদ্বীপিকা। পূর্ব্বেণ কৌন্বিয়া স্রোতঃ উত্তরেণ গাঙ্গ-নিকা। পশ্চিমেন জৈনন্থায়িকা। এতৎ গ্রামসম্পারীণপরকর্ম্মকৃদ্দ্বীপং। স্থালীকটবিষয়সম্বদ্ধাম্রষণ্ডিকামণ্ডলান্তঃপাতিগোপীপ্পলীগ্রামস্য সীমা পূর্ব্বেণ উড্রগ্রামমণ্ডলপশ্চিসামা †। দক্ষিণেন জোলকঃ পশ্চিমেন বৈশনিকাখ্যা-খাটিকা। উত্তরেণোড্রগ্রামমণ্ডলসীমাব্যবস্থিতো গোমার্গঃ এষু চতুর্ষু গ্রামেষু সমুপগতান্ সর্ব্বানেব রাজরাজন্যক-রাজপুত্র-রাজামাত্য-সেনাপতি-বিচারপতি-ভোগপতি-ষষ্ঠাধিকৃত-দণ্ডশক্তি-দণ্ডপাশিক-চৌরোদ্ধরণিক-দোস্ সাধসাধনিক-দূতখোল গমাগমিকাভিত্বরমাণ-হস্ত্যশ্বগো-মহিষাজাবিকাধ্যক্ষ-নাকাধ্যক্ষ বলাধ্যক্ষ-তরিক-শৌল্কিক-গৌল্মিক-তদাযুক্তক--তদাযুক্তক-বিনিযুক্তকাদিরাজপাদোপজীবিনোঽন্যাংশ্চাকীর্ত্তিতান্ চাটভাটজাতীয়ান্ যথা কালাধ্যাসিনো জ্যেষ্ঠকায়স্থ মহামহত্তর-দশগ্রামিকাদিবিষয়ব্যবহারিকঃ

* দেবটকৃত আলির বর্ত্তমান নাম কড়ির আলি।

† উড্রগ্রামে বর্ত্তমান নাম ওড়গাঁ। তাম্রশাসনের সমুদয় স্থানই মালদহ নগরের উত্তরপূর্ব্বে এবং পুণ্ড্রবর্দ্ধনের নিকটে অবস্থিত।

সকরণান্ প্রতিবাসিনঃ ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাহ্মণমাননাপূর্ব্বকং যথার্হং মানয়তি বোধয়তি সমাজ্ঞাপয়তি চ। মতমস্তু ভবতাং। মহাসামন্তাধিপতিশ্রীনারায়ণবর্ম্মণা দূতক যুবরাজশ্রীত্রিভুবনপালমুখেন বয়মেবং বিজ্ঞাপিতাঃ। যথাস্মাভির্মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যাভিবৃদ্ধয়ে শুভস্থল্যাং দেবকুলং কারিতস্তত্র প্রতিষ্ঠাপিতভগবান্নুন্ননারায়ণ* ভট্টারকায় তৎপ্রতিপালকলাটদ্বিজদেবার্চ্চকাদিমূলসমেতায় পূজোপস্থানাদিকর্ম্মণে চতুরোগ্রামান্ তত্রত্য হট্টিকাতল (পা) রাটকসমেতাম্ দদাতু দেব ইতি। ততোঽস্মাভিস্তদীয়বিজ্ঞপ্ত্যা উপরিলিখিতকাশ্চত্বারো গ্রামাস্তল (পা) বাটকহট্টিকাসমেতাঃ স্বসীমাপর্য্যন্তাঃ সোদ্দেশাঃ সদশাপচারা অকিঞ্চিৎপ্রগ্রাহ্যাঃ পরিহৃতসর্ব্বপীড়াঃ ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন চন্দ্রার্কক্ষিতিসমকালং তথৈব প্রতিষ্ঠাপিতাঃ। যতো ভবদ্ভিঃ সর্ব্বৈরেব ভূমের্দানফলগৌরবাদপহরণে চ মহানরকপাতাদিভয়াৎ দানমিদমনুমোদ্য পালনীয়ং প্রতিবাসিভিঃ ক্ষেত্রকরৈশ্চাজ্ঞাশ্রবণবিধেয়ৈর্ভূত্বা সমুচিতকরপিণ্ডকাদিসর্ব্বাপ্রত্যায়োপনয়ঃ কার্য্য ইতি।

বহুভির্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ।
যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলং॥
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি স্বর্গে মোদতে ভূমিদঃ।
আক্ষেপ্তা চানুমন্তা চ তান্যেব নরকং বসেৎ॥
স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেত বসুন্ধরাম্।
সবিষ্ঠায়াং ক্রিমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে॥
ইতিকমলদলাম্বুবিন্দুলোলাং শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুষ্যজীবিতঞ্চ।
সকলমিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা নহি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যাঃ॥

* তাম্রশাসনের প্রাপ্তি স্থান খালিমপুরের প্রাচীননাম, বোধ হয়, শুভস্থলী। এখানে নান্নুরায়ের স্থান আছে; ইনিই কি তাম্রশাসনোক্ত 'নুন্ননারায়ণ?

তড়িত্তুল্যা লক্ষ্মীস্তনুরপি চ দীপানলসমা।
ভবো দুঃখৈকান্তঃ পরকৃতিমকীর্ত্তিক্ষপয়তাং ॥
যশশ্চাচন্দ্রার্কং নিয়তমবতামত্রচ নৃপাঃ
করিষ্যন্তে বুদ্ধা যদভিরুচিতং কিংপ্রবচনৈঃ॥
অভিবর্দ্ধমানবিজয়রাজ্যে সম্বৎ ৩২ মার্গদিনানি ১২ ॥
শ্রীভোগটস্য পৌত্রেণ শ্রীমৎসুভটসূনুনা
শ্রীমত্তাতাতটেনেদম্ উৎকীর্ণং গুণশালিনা ॥

জিজ্ঞাসা হইতে পারে, এই সমুদয় তাম্রশাসনের অক্ষর কেমন? ললিত বিস্তর গ্রন্থে চৌষট্টিপ্রকার লিপির মধ্যে অঙ্গলিপি, বঙ্গলিপি, অপর গৌড়লিপি ও পূর্ব্ব বিদেহলিপির নাম আছে। এই তাম্রশাসনের লিপি বোধ হয় মগধ লিপি হইবে।

২। নারায়ণ পাল দেবের তাম্রশাসন।

স্বস্তি। মৈত্রীং কারুণ্যরত্নপমুদিতহৃদয়ঃ প্রেয়সীং সন্দধানঃ। সম্যক্ সম্বোধিবিদ্যাসরিদমলজলক্ষালিতাজ্ঞানপঙ্কঃ। জিত্বা যঃ কামকারিপ্রভবম-ভিভবং শাশ্বতীং বা (১) যশোর্দ্ধিং স শ্রীমান্ লোকোনাথোজয়তি দশোবলোহন্যশ্চ গোপালদেবঃ॥ ১॥ লক্ষ্মীজন্মনিকেতবংশমকরোদ্ বোঢ়ুং ক্ষমঃ ক্ষ্মাভরং পক্ষচ্ছেদভয়াদু-পস্থিতবতামেকাশ্রয়ো ভূভৃতাং। মর্য্যাদা-পরিপালনৈকনিরতঃ শৌর্য্যালয়োস্মাদভূদ্দুগ্ধাম্বোধিবিলাসহাসিমহিমা শ্রীধর্ম্ম-পালো নৃপঃ॥ ২॥ জিত্বেন্দ্ররাজপ্রভৃতানরাতীনুপার্জ্জিতা যেন মহোদয়শ্রীঃ। দত্তাপুনঃ সা বলিনাথপিত্রে চক্রায়ুধায়ানতিবামনায়॥ ৩॥ রামস্যেব গৃহীত সত্যতপসস্তস্যানুরূপো গুণৈঃ সৌমিত্রেরুদপাদি তুল্যমহিমা বাক্‌পালনামা-

(১) সম্ভবতঃ "শাশ্বতীং প্রাপ শান্তিং" এইরূপ পাঠ হইবে।

নুজঃ। যঃ শ্রীমান্নয়বিক্রমৈকবসতির্ভ্রাতুঃ স্থিতঃ শাসনে শূন্যাঃ শক্র-পতাকিনীভিরকরোদেকাতপত্রা দিশঃ ॥ ৪ ॥ তস্মাদুপেন্দ্রচরিতৈর্জ্জগতীং পুণানঃ পুত্রো বভূব বিজয়ী জয়পালনামা। ধর্ম্মদ্বিষাং শময়িতা যুধি দেবপালে যঃ পূর্ব্বজে ভুবনরাজ্যসুখান্যনৈষীৎ ॥ ৫ ॥ যস্মিন্ ভ্রাতুর্নিদেশাদ্ বলবতি পরিতঃ প্রস্থিতে জেতুমাশাঃ সীদন্নাম্নৈব দূরান্নিজপুরমজহাদুৎকলানামধীশঃ। আসাঞ্চক্রে চিরায় প্রণয়িপরিবৃতোবিভ্রদুচ্চেন মূর্দ্ধ্না রাজা প্রাগ্জ্যোতিষাণামুপমিতসমিৎ সঙ্কয়া (২) যস্য চাজ্ঞাং ॥ ৬॥ শ্রীমান্ বিগ্রহপালস্তৎসূনুরজাতশক্ররিব জাতঃ। শক্রবনিতা প্রসাধনবিলোপ-বিমলাসিজলধারঃ ॥ ৭ ॥ রিপবো যেন গুর্ব্বীণাং বিপদামাস্পদীকৃতাঃ পুরুষায়ুষদীর্ঘানাং সুহৃদঃ সম্পদামপি। লজ্জেতি তস্য জলধেরিব জহ্নুকন্যা পত্নী বভূব কৃতহৈহয়বংশভূষা ॥ ৮ ॥ যস্যাঃ শুচীনি চরিতানি পিতুশ্চ বংশে পত্যুশ্চ পাবনবিধৌ পরমো বভূব ॥ ৯ ॥ দিক্‌পালৈঃ ক্ষিতিপালনায় দধতং দেহে বিভক্তাঃ শ্রিয়ঃ শ্রীনারায়ণপালদেবমসৃজত্তস্যাং স পুণ্যোত্তরং। যঃ ক্ষৌণীপতিভিঃ শিরোমণিরুচাশ্লিষ্টাঙ্ঘ্রিপীঠোপলং ন্যায়োপাত্তমলঞ্চকার চরিতৈঃ স্বৈরেব ধর্ম্মাসনং ॥ ১০ ॥ যতঃ পুরাণৈরঙ্গানি চতুর্ব্বর্গবিধীনি চ। অরিপ্সন্তে যতস্থানি চরিতানি মহীভৃতঃ ॥ ১১ ॥ স্বীকৃতসুজনমনোভিঃ সত্যান্বিতঃ সহবাহনৈঃ স্বীয়ৈঃ। ত্যাগেন যোন্যধত্তাশুদেয়ং মেহঙ্গরাজন্ কথাং ॥ ১২ ॥ ভয়াদরাতিভির্যস্যরণ-মূর্দ্ধাণি বিস্ফুরন্। অসিরিন্দীবরশ্যামো দদৃশে পীতলোহিতঃ ॥ ১৩ ॥ যঃ প্রজ্ঞয়া চ ধনুষা চ জগদ্বিনীয় নিত্যং গুর্বীবিশদনাকুলমাত্মধর্ম্মৈঃ। যস্যার্থিনঃ সবিধমেত্য ভৃশং কৃতার্থা নৈবার্থিতাং প্রতিপুনর্বিদধুর্মনীষাং ॥ ১৪ ॥ শ্রীপতিরকৃষ্টকয়া বিম্বাধর-নায়কো মহাভোগী। অনলসদৃশোহপিধাম্না যশ্চিত্রমলসমশ্চরিতৈঃ ॥ ১৫ ॥

(২) 'শঙ্কয়া' হইবে।

ব্যাপ্তৈর্যস্য ত্রিজগতিশরচ্চন্দ্রগৌরৈর্যশোভির্মন্যে শোভানু খলু বিভরামাস রুদ্রাট্টহাসং। সিদ্ধস্ত্রীণামপি শিরসিজেষর্পিতাঃ কেতকীনাং পত্রাপীড়াঃ স্থচিরম-ভবন্ ভৃঙ্গশব্দানুমেয়াঃ॥ ১৬॥ তপো মমাস্তু রাজ্যন্তে দ্বাভ্যামুক্ত-মিদংদ্বয়োঃ। যস্মিন্ বিগ্রহপালেন সগরেণভগীরথে॥ ১৭॥ স খলু-ভাগীরথীপথ প্রবর্ত্তমাননানাবিধনৌবাটসম্পাদিতসেতুবন্ধবিহিতশৈলশিখর-শ্রেণীবিভ্রমাৎ নিরতিশয়ঘনঘনাঘনঘটাশ্যামায়মানবাসরলক্ষ্মীসমারব্ধসন্তত-জলদসময়সন্দেহাৎ উদীচীনানেকনরপতিপ্রাভৃতীকৃতাপ্রমেয়হয়বাহিনীখর-খুরোৎখাতধূলীধূসরিতাদিগন্তরালাৎ পরমেশ্বরসেবাসমায়াতাশেষজম্বুদ্বীপ-ভূপালানান্তপাদাৎ (৩) ভরনমদবনেঃ শ্রীমুদ্গগিরিসমাবাসিতশ্রীমজ্জয়স্ক-ন্ধাবারাৎ পরমসৌগতো মহারাজাধিরাজশ্রীবিগ্রহপালদেবপাদানুধ্যাতঃ পরমেশ্বরঃ পরমভট্টারকো মহারাজাধিরাজঃ শ্রীমন্নারায়ণপালদেবঃ কুশলী। তীরভক্তকক্ষবৈষয়িকসুসম্বদ্ধাবিচ্ছিন্নতলোপেতমকুতিকাগ্রামে সমুপগতা-শেষরাজপুরুষান্। রাজা রাণক। রাজপুত্র। রাজামাত্য। মহাসান্ধি-বিগ্রহিক। মহাক্ষপটলিক। মহাসামন্ত। মহাসেনাপতি। মহাপ্রতীহার। মহাকর্ত্তাকৃতিক। মহাদোঃসাধসাধনিক। মহাদণ্ডনায়ক। মহাকুমারা-মাত্য। রাজস্থানীয়োপরিক। দাশাপরাধিক। চৌরোদ্ধরণিক। দাণ্ডিক। দাণ্ডপাশিক। শৌল্কিক। গৌল্মিক। ক্ষেত্রপ। প্রান্তপাল। কোষপাল। খণ্ডরক্ষ। তদাযুক্তক। বিনিযুক্তক। হস্ত্যশ্বোষ্ট্রনৌবল-ব্যাপৃতক। কিশোর। বড়বা। গোমহিষ্যজাবিকাধ্যক্ষ দূতপ্রেষণিক। গমাগমিক। অভিত্বরমাণ। বিষয়পতি। গ্রামপতি। তরিক। গৌদ। মালব। খশ। হূণ। কুলিক। কল্লাট। লাট। চাট। ভটসেবকাদীন্। অন্যাংশ্চাকীর্ত্তিতান্। রাজপাদোপজীবিনঃ প্রতিবাসিনো ব্রাহ্মণোত্তরান্। মহোত্তমোত্তমপুরোগমেদান্ধ্রচণ্ডালপর্য্যন্তান্। যথার্হং মানয়তি। বোধয়তি।

(৩) পাদাত হইবে।

সমাদিশতি চ। মতমস্তু ভবতাং। কলসপোতে। মহারাজাধিরাজ। শ্রীনারায়ণপালদেবেন স্বয়ং কারিতসহস্রায়তনস্য তত্র প্রতিষ্ঠাপিতস্য। ভগবতঃ শিবভট্টারকস্য। পাশুপতআচার্য্যপরিষদশ্চ। যথার্হং পূজা-বলিচরুসত্রকর্ম্মাদ্যর্থং। শয়নাসনগ্লানপ্রত্যয়ভৈষজ্যপরিষ্কারাদ্যর্থং। অন্যেষা-মপি। স্বাভিমতানাং। স্বপরিকল্পিতবিভাগেন। অনবদ্যভোগার্থঞ্চ। যথোপরিলিখিতমকুতিকাগ্রামঃ। স্বসীমাতৃণপ্রতিগোচরপর্য্যন্তঃ। সতলঃ সোদ্দেশঃ। সাম্রমধূকঃ। সজলস্থলঃ। সগর্ত্তোষরঃ। সপরিকরঃ। সদশাপচারঃ। স চৌরোদ্ধরণঃ। পরিহৃতসর্ব্বপীড়ঃ। অচাটভটপ্রবেশঃ। অকিঞ্চিৎ প্রগ্রাহ্যঃ। সমস্তভাগভোগকরহিরণ্যাদি প্রত্যায়সমেতঃ। ভূমি-চ্ছিদ্রন্যায়েনাচন্দ্রার্কক্ষিতিসমকালং যাবৎ মাতাপি-ত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্য-যশোঽভিবৃদ্ধয়ে। ভগবন্তং শিবভট্টারকমুদ্দিশ্য শাসনীকৃত্য প্রদত্তঃ। ততো ভবদ্ভিঃ সর্ব্বৈরেবানু মন্তব্যং ভাবিভিরপি ভূপতিভির্ভূমের্দানফল-গৌরবাদপহরণে চ মহানরকপাতভয়াদ্দানমিদমনুমোদ্য পালনীয়ং প্রতি-বাসিভিঃ ক্ষেত্রকরৈশ্চাজ্ঞাশ্রবণবিধেয়ীভূয় যথাকালং সমুচিতভাগভোগ-করহিরণ্যাদিসর্ব্বপ্রত্যায়োপনয়ঃ কার্য্য ইতি। সংবৎ ১৭ বৈশাখদিনে ৯ তথা চ ধর্ম্মানুশংস্কিনঃ (৪) শ্লোকাঃ। বহুভির্বসুধাদত্তা রাজভিঃ সগরা-দিভিঃ। যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলং॥ ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি স্বর্গে মোদতি ভূমিদঃ। আক্ষেপ্তাচানুমন্তা চ তান্যেব নরকে বসেৎ॥ স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেত বসুন্ধরাং। স বিষ্ঠায়াং কৃমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহপচ্যতে॥ সর্ব্বানেতান্ ভাবিনঃ পার্থিবেন্দ্রান্ ভূয়োভূয়ঃ প্রার্থয়ত্যেষ রামঃ। সামান্যোঽয়ং ধর্ম্মসেতুর্নৃপাণাং কালেকালে পালনীয়ঃ ক্রমেণ॥ ইতি কমলদলাম্বুবিন্দুলোলাং শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুষ্যজীবিতঞ্চ। সকলমিদ-

---

(৪) "শংসিনঃ" হইবে।

মুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা নহি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যাঃ। বেদান্তৈরযুগমতমং (?) বেদিতা ব্রহ্মতত্ত্বং যঃ সর্ব্বাসু শ্রুতিষু পরমঃ সার্দ্ধমঙ্গৈরপীভি (৫)। যো যজ্ঞানাং সমুদিতমহাদক্ষিণানাং প্রণেতা ভট্টঃ শ্রীমানিহ সগুরবো দূতকঃ পুণ্যকীর্ত্তিঃ॥ শ্রীমতামদ্যদাসেন শুভদাসস্য শূনূনা (৬)। ইদং শাসনমুৎকীর্ণং সৎ সমতটজন্মনা।

উদ্ধৃত শাসনপত্রখানি, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ইণ্ডো-ইউরোপীয় গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত হইল। অনুমিত হয়, তাম্রশাসন পত্রের যথাযথ পাঠোদ্ধার হয় নাই।

৩। গৌড়াধিপ মহীপালদেবের তাম্রশাসন।

এই তাম্রশাসনখানি দিনাজপুরের বাণগড়ের ধ্বংসাবশেষ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ১ ফুট ২২ ইঞ্চি, প্রস্থ ১ ফুট। ইহার শিরোভাগে একটী অলঙ্কৃত ধর্ম্মচক্র আছে। এই ধর্ম্মচক্রখানি ছয় পংক্তি লিপির ঠিক মধ্যস্থলে বদ্ধ করা আছে। ইহার গ, জ, ন, ম, ক্ষ প্রভৃতি দেখিলেই আধুনিক বঙ্গাক্ষর বলিয়া মনে হয়। আবার দুই-তিনশত বর্ষ পূর্ব্বে মল্লভূমি অঞ্চলে যে লিপি প্রচলিত ছিল, ইহার ক, স শ, র, ল সেই লিপির সদৃশ। অপর লিপিগুলি ধর্ম্মপালের লিপির মত।

---

(৫) "পীতী" হইবে।
(৬) "সুনুনা" হইবে।

সম্মুখ ভাগ।

মহীপালদেবস্য।

১ম ওঁ স্বস্তি। মৈত্রীং কা-	রুণারত্নপ্রমুদি-
২য় তহৃদয়ঃ প্রেয়সীং সন্দ	ধানঃ সম্যক্সম্বোধিবি-
৩য় ধাশ[১] রিদমলজলক্ষা-	লিতাজ্ঞানপঙ্কঃ। জি-
৪র্থ ত্বা যঃ কামকারিপ্র-	ভবমভিভবং শাশ্বতী-
৫ম স্প্রাপ শান্তিং সশ্রীমা-	লোকনাথো[২] জয়তি দ-
৬ষ্ঠ শবলোহন্যশ্চ গোপা-	লদেবঃ ॥১॥ লক্ষ্মীজন্মনি-

৭মঃ কেতনং সমকরো বোঢ়ুং ক্ষমঃ ক্ষ্মাভরং পক্ষচ্ছেদভয়াদুপস্থিতবতা-
মেকাশ্রয়ো ভূভৃতাম্। মর্য্যাদাপরিপা-

৮ম, লনৈকনিরতঃ শৌর্য্যালয়োঽস্মাদভূদ্দুগ্ধাম্বোধিবিলাসহাসিমহিমা

৯ম, শ্রীধর্ম্মপালো নৃপঃ ॥ ২ ॥ রামস্যেব গৃহীতসত্যতপসস্তস্যানুরূপো

গুণৈঃ সৌমিত্রেরুদপাদি তুল্যমহিমা বাক্‌পালনামানুজঃ। যঃ

১০ম, শ্রীমাননয়বিক্রমৈক বসতির্ভ্রাতুঃস্থিতঃ শাসনে শূন্যাঃ শত্রুপতাকিনী-

১১শ, ভিরকরোদেকাতপত্রা দিশঃ ॥ ৩ ॥ তস্মাদুপেন্দ্রচরিতৈর্জ্জগতীং

পুনানঃ পুত্রো বভূব বিজয়ীজয়পালনামা। ধর্ম্মদ্বিষাং শময়িতা যুধি

দেবপালে যঃ

১২শ পূর্ব্বজে ভুবনরাজ্যসুখান্যনৈষীৎ ॥ ৪ ॥

শ্রীমান্বিগ্রহপালস্তৎসূনুরজাতশত্রুরিব জাতঃ। শত্রুবনিতাপ্রসাধ-

১৩শ নবিলোপিবিমলাসি-

(১) শরিদ হইবেনা, 'সরিদ' হইবে।

(২) শ্রীমাঁল্লোকনাথো হইবে।

জলধারঃ ॥৫॥ দিক্‌পালৈঃ ক্ষিতিপালনায় দধতং দেহে বিভক্তান্ গুণান্ শ্রীমন্তঞ্জন-

১৪শ স্বায়ম্ভূব তনয়ং নারারায়ণং সপ্রভম্। যঃ ক্ষৌণীপতিভিঃ শিরোমণি-রুচাশ্লিষ্টাঙ্ঘ্রিপীঠোপলং ন্যায়ো-

১৫শ পাত্তমলঞ্চকার চরিতৈঃ স্বৈরেব ধর্ম্মাসনম্ ॥ ৬ ॥ তোয়াশয়ৈ-র্জ্জলধিমূলগভীরগর্ভৈর্দ্দে[৩] বালয়ৈশ্চ

১৬শ কুলভূধরতুল্যকক্ষৈঃ। বিখ্যাতকীৰ্ত্তিরভবত্তনয়শ্চ তস্য শ্রীরাজ্যপাল ইতি মধ্যমলোকপালঃ ॥ ৭ ॥ তস্মা-

১৭শ ৎ পূর্ব্বক্ষিতিভ্রান্নিধিরিব মহসাং রাষ্ট্রকূটান্বয়েন্দোস্তুঙ্গস্যোত্তুঙ্গমৌলের্দ্দুহিতরি তনয়ো ভাগ্যদেব্যাং

১৮শ প্রসূতঃ। শ্রীমান্‌গোপাল-দেবশ্চিতরতরমবনেরেকপত্ন্যা ইবৈকো ভর্ত্তাভু[৪]ন্নৈকরত্নদ্যুতিখচিত চতুঃসিন্ধু-

১৯শ চিত্রাংশুকায়াঃ ॥৮ যঃ স্বামিনং রাজগুণৈরনূনমাসেবতে চারুতরানুরক্তা। উৎসাহমন্ত্র

২০শ ,, প্রভুশক্তিলক্ষ্মীঃ পৃথ্বীসপত্নীমিব শীলয়ন্তী ॥৯॥ তস্মাদ্বভূব সবিতুর্ব্ব-সুকোটিবর্ষীকালেন চন্দ্রইব বিগ্রহপালদেবঃ। নেত্রপ্রিয়েণ

২১শ ,, বিমলেন কলাময়েন যেনোদিতেন দলিতো ভুবনস্যতাপঃ ॥১০॥

২২শ ,, দেশে প্রাচি প্রচুরপয়সি স্বচ্ছমাপীয়তোয়ং স্বৈরং ভ্রান্ত্বা তদনু-মলয়োপত্যকাচন্দনেষু [।] কৃত্বা সান্দ্রৈস্তরুষু জড়তাং শীকরৈরভ্রতুল্যাঃ

২৩শ ,, প্রালেয়াদ্রেঃকটকমভজন্ যস্য সেনাগজেন্দ্রাঃ ॥ ১১ ॥ হতসকল বিপক্ষঃসঙ্গরে বাহুদর্পাদনধিকৃতবিলুপ্তং রাজ্যমাসাদ্য পিত্র্যম্।

(৩) র্দ্দেবালয়ৈশ্চ হইবে।

(৪) 'ভূ'-হইবে।

২৪শ ,, নিহিতচরণপদ্মো ভূভৃতাং মূর্দ্ধি তস্মাদভবদবনিপালঃ শ্রীমহীপাল
২৫শ ,, দেবঃ ॥ ১২ ॥ স খলু ভাগীরথপথ প্রবর্ত্তমাননানাবিধনৌবাটক-
২৬শ ,, সম্পাদিতসেতুবন্ধনিহিতসৈলসিখর[৫] শ্রেণী বিভ্রমাৎ। নিরতিশয়
ঘনঘনাঘনঘটাশ্যামায়মানবাসরলক্ষ্মীসমারব্ধসন্তত জলদসময় সন্দে-
২৭শ ,, হাৎ। উদীচীনানেকনরপাত প্রাভৃতী কৃতা প্রমেয়হয়বাহিনী
খরখুরোৎখাতধুলীধূসরিতদিগন্তরালাৎ। পরমেশ্বরসেবাসমায়া-
২৮শ ,, তাশেষজম্বুদ্বীপভূপালানন্তপাদাতভরনমদবনেঃ। বিলাসপুর সমা-
২৯শ ,, বাসিতশ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ। পরমসৌগতো মহারাজাধিরাজ
৩০শ ,, শ্রীবিগ্রহপালদেবপাদানুধ্যাতঃ পরমেশ্বরঃ পরমভট্টারকো মহা-
রাজাধিরাজঃ শ্রীমান্মহীপালদেবঃ কুশলী। শ্রীপুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তৌ
৩১শ ,, কৌটীবর্ষবিষয়ে। গোকলিকামণ্ডলান্তঃপাতিস্বসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত-
লোপেত
৩২শ ,, চূটপল্লিকাবর্জ্জিতকুরটপল্লিকাগ্রামে। সমুপগতাশেষরাজপুরুষান্।
রাজ রাজন্যক। রাজপুত্র। রাজামাতা। মহাসান্ধিবিগ্রহিক।
৩৩শ ,, মহাক্ষপটলিক। মহামন্ত্রি[৬]। মহাসেনাপতি। মহা প্রতীহার।
৩৪শ ,, দৌঃসাধসাধনিক। মহাদণ্ডনায়ক। মহাকুমারামাত্য। রাজ-
স্থানীয়োপরিক। দাশাপরাধিক। চৌরোদ্ধরণিক। দাণ্ডিকদাণ্ডপা-

(৫) শৈলশিখর হইবে।
(৬) 'মহামন্ত্রী' হইবে।

পশ্চাদ্ভাগ।

১ম পংক্তি সিক॥। সৌল্কিক[৮]গৌ- ল্মিক। ক্ষেত্রপ। প্রা
২য় ,, ন্তপাল। :.'কোট্টপাল॥ অঙ্গরক্ষ। তদায়ু-
৩য় ,, ঃক্তবিনিযুক্তক। হ-.' স্ত্যশ্বোষ্ট্রনৌবলব্যা-
৪র্থ ,, পৃতক। কিশোরবড়বা- গোমহিষাজাবি
৫ম ,, কাধ্যক্ষ। দূতপ্রেষণি- ক। গমাগমিক।
৬ষ্ঠ ,, অভিত্বরমাণ। বিষয়পতি। গ্রামপতি। তরিক। গৌড়।
৭ম ,, মালব। খস। হূণ। কুলিক। কর্ণাট। চাট। ভট্ট।
সেবকাদীন্। অন্যাংশ্চাকীর্ত্তিতান্ রাজপাদোপজীবিনং প্রতি-
বাসিনো ব্রাহ্মণোত্তরাংশ্চ। মহত্ত-
৮ম ,, মোত্তমকুটুম্বিপুরোগমেদান্ধ্রচণ্ডালপর্য্যন্তান্। যথার্হং মানয়তি।
৯ম ,, বোধয়তি। সমাদিশতি চ বিদিতমস্তু ভবতাং। যথোপরি-
লিখিতোঽয়ং গ্রামঃ স্বসীমাতৃণপ্লুতিগোচরপর্য্যন্তসতলঃ। সোদ্দেশঃ
১০ম ,, সাম্রমধূকঃ। সজলস্থলঃ। সগর্ত্তোষরঃ। সদশাপরাধঃ। সচৌ
রোদ্ধরণঃ। পরিহৃতসর্ব্বপীড়ঃ। অচাটভটপ্রবেশঃ। অকি-
১১শ ,, ঞ্চিদগ্রাহ্যঃ। সমস্তভাগভোগকরহিরণ্যাদিপ্রত্যায়সমেতঃ। ভূমি-
১২শ ,, চ্ছিদ্রন্যায়েন। আচন্দ্রার্কক্ষিতিসমকালম্। মাতাপিত্রোরাত্ম-
১৩শ ,, নশ্চপুণ্যযসো[৯] ভিবৃদ্ধয়ে। ভগবন্তং বুদ্ধভট্টারকমুদ্দিশ্য।
পরাসর[১০] সগোত্রায়। শক্তি। বশিষ্ঠ। পরাসর প্রবরায়।

---

(৭) 'দাণ্ডপাশিক' হইবে। (৮) 'শৌল্কিক' হইবে। (৯) পুণ্যযশো।
(১০) পরাশর।

১৪শ পংক্তি যযুর্ব্বেদ[১১] সব্রহ্মচারিণে। বাজসশাখাধ্যায়িনে। মীমান্সা[১২]
ব্যাকরণতর্কবিদ্যাবিদে। হস্তিপদগ্রামবিনির্গতায়। চাবটি
১৫শ ,, গ্রামবাস্তব্যায়। ভট্টপুত্ররিষিকেশ[১৩] পৌত্রায়। ভট্টপুত্রমধুশূদন[১৪]
১৬শ ,, পুত্রায়। ভট্টপুত্রকৃষ্ণাদিত্যশর্ম্মণে বিশুব[১৫] সংক্রান্তৌ বিধিবৎ।
গঙ্গায়াং স্নাত্বা শাসনীকৃত্য প্রদত্তোঽস্মাভিঃ। অতো ভবদ্ভিঃ
১৭শ ,, সর্ব্বৈরেবানুমন্তব্যম্। ভাবিভিরপি ভূপতিভিঃ। ভূমের্দ্দান-
ফলগৌরবাৎ। অপহরণে চ মহানরকপাতভয়াৎ। দানমি-
১৮শ ,, দমনুমোদ্যানুপালনীয়ম্। প্রতিবাসিভিশ্চ ক্ষেত্রকরৈঃ।
১৯শ ,, আজ্ঞোশ্রবণবিধেয়ীভূয় যথাকালং সমুচিত ভাগভোগকরহিরণ্যা-
দিপ্রত্যায়োপনয়ঃ কার্য ইতি॥ সম্বৎ...[১৬] ন দিনে। ভবন্তি চাত্র
২০শ ,, ধর্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ॥ বহুভির্ব্বসুধা দত্তা রাজভিস্সগরা-
২১শ ,, দিভিঃ। যস্যযস্য যদাভূমি৺স্যতস্যতদা ফলম্॥ ভূমিং যঃ প্রতি-
গৃহ্লাতি যশ্চভূমিং প্রযচ্ছতি। উভৌ তৌপুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং
২২শ ,, স্বর্গগামিনৌ॥ গামেকাং স্বর্ণমেকঞ্চ ভূমেরপ্যর্দ্ধমঙ্গুলম্।
হরন্নরকমাযাতি যাবদাহূতসংপ্লবম্॥ ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি স্বর্গে
২৩শ ,, মোদতি ভূমিদঃ। আক্ষেপ্তা চানুমন্তা চ তান্যেব নরকে বসেৎ॥
২৪শ ,, স্বদত্তাম্পরদত্তাং বা যো হরেত বসুন্ধরাম্। স বিষ্ঠায়াং ক্রিমি-
ভূর্ত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে। সর্ব্বানেতান্ ভাবিনঃ পার্থি-
২৫শ ,, বেন্দ্রান্ ভূয়োভূযঃ প্রার্থয়ত্যেষ রামঃ। সামান্যোঽয়ং ধর্ম্মশেতু[১৭]
নৃ'পাণাং কালে কালে পালনীয়ো ভবদ্ভিঃ। ইতি কমলদলাম্বু-

---

(১১) যজুর্ব্বেদ। (১২) 'মীমাংসা' হইবে। (১৩) 'হৃষীকেশ' হইবে।
১৪) মধুসূদন। (১৫) বিষুব। (১৬) সন ও তারিখকে চাঁচিয়া তুলিয়া
ফেলিয়াছে। (১৭) ধর্ম্মসেতু।

২৬শ পংক্তি বিন্দুলোলাং শ্রিয়মনুচিন্ত্যমনুষ্যজীবিতঞ্চ। সকলমিদমুদাহৃতঞ্চ
২৭শ ,, বুদ্ধ্বা নহি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যাঃ॥ শ্রীমহীপালদেবেন দ্বিজশ্রেষ্ঠোপপাদিতে। ভট্ট শ্রীবামনো মন্ত্রী শাসনে দূতকঃ
২৮শ ,, কৃতঃ॥ পোষলীগ্রাম নির্যাতবিজয়াদিত্যসূনুনা। ইদং শাসন মুৎকীর্ণং শ্রীমহীধর শিল্পিনা॥

৪। মদন পালদেবের তাম্রশাসন।

(সম্মুখভাগ)

শ্রীমদনপাল দেবস্য।

(১ম পংক্তি) ওঁ নমো বুদ্ধায়॥ স্বস্তি॥ মৈত্রীং কারুণ্যরত্নপ্রমুদিতহৃদয়ঃ প্রেয়সীং সন্দধানঃ সম্যক্‌সম্বোধিবিদ্যাসরিদমলজলঃ ১ ক্ষালি

(২য় ,,) তাজ্ঞানপঙ্কঃ। জিত্বা যঃ কামকারিপ্রভবমভিভবং শাশ্বতীং প্রাপ শান্তীং ২ স শ্রীমান্ লোকনাথো জয়তি দশবলোঽন্যশ্চ গোপালদেব

(৩য় ,,) ঃ॥ (১)॥ লক্ষ্মীজন্মনিকেতনং সমকরোদ্বোঢ় ৩ ক্ষমঃ ক্ষ্মাভরং পক্ষচ্ছেদভয়াদুপস্থিতবতামেকাশ্রয়ো ভূভৃতাং। মর্য্যাদাপরিপালনৈকনিরতং

(৪র্থ ,,) শৌর্য্যালয়োঽস্মাদভূ ৪ দুগ্ধাম্ভোধিবিলাসবাসবসতিঃ শ্রীধর্ম্মপালো নৃপঃ॥ (২)॥ রামস্যেব গৃহীতসত্য-তপসস্তস্যানুরূপো গুণেঃ ৫

(৫ম ,,) সৌমিত্রেরুদপাদি তুল্যমহিমা বাক্‌পালনামানুজঃ। যঃ

---

১ বিসর্গ হইবে না। ২ শান্তিং। ৩ বোঢ়ুং।
৪ হস্মাদভূৎ। ৫ গুণৈঃ।

শ্রীমান্ নয়বিক্রমৈকবসতির্ভ্রাতুঃ স্থিতঃ শাসনে শূন্যাঃ শত্রুপতাকিনীভিরকরোদের্জৎপত্রা ৬

(৬ষ্ঠ পংক্তি) দিশঃ ॥ (৩) ॥ তস্মাদুপেন্দ্রচরিতৈর্জগতীং পুমানঃ ৭ পুত্রো বভুব বিজয়ী জয়পালনামা। ধর্ম্মদ্বিষাং শময়িতা যুধি দেবপালে যঃ পূ-

(৭ম ,,) র্ব্বজে ভুবনরাজ্যসুখান্যনৈষীৎ ॥ (৪) ॥ শ্রীমদ্বিগ্রহ-পালস্তৎসূনুরজাতশত্রুরিব জাতঃ। শত্রুবনিতাপ্রসাধন-বিলোপি বিমলাসি জলধারঃ ॥ (৫) ॥

(৮ম ,,) দিক্‌পালৈঃ ক্ষিতিপালনায় দধতং দেহে বিভক্তান্ গুণান্ শ্রীমন্তং জনয়াম্বভূব তনয়ং নারায়ণং স্তুতাভ্‌ভং ৮। যঃ ক্ষোণীপতিভিঃ সিরোমণি ৯ রুচা-

(৯ম ,,) শ্লিষ্টাঙ্ঘ্রিপীঠোপলং ন্যায়োপাত্তমলঞ্চকার চরিতৈঃ স্বৈরেব ধর্ম্মাসনং ॥ (৬)॥ তোয়াশয়ৈর্জ্জলধিমূলগভীর-গর্ত্তৈ দেবালয়ৈশ্চ ১০ কুলভূধরতুলাকক্ষোঃ ১১।

(১০ম ,,) বিখ্যাতকীতি ১২ রভবত্তনয়শ্চ তস্য শ্রীরাজ্যপাল ইতি মধ্যমলোকপালঃ ॥ (৭)॥ তস্মাৎ পূর্ব্বক্ষিতি-ভ্রান্নিধিরিব মহসাং রাষ্ট·১৩

(১১শ ,,) কূটান্বয়েন্দোস্তুঙ্গস্যোত্তুঙ্গমৌলের্দুহিতরি তনয়ো ভাগ্যদেব্যাং প্রসূতঃ। শ্রীমান্ গোপালদেবশ্চিরতরম-বনেরেকপত্ন্যা ইতৈ-কো ১৪

(১২শ ,,) ভর্ত্তাভূয়ৈকরৎনদ্যুতি খচিত চতুঃসিন্ধুচিত্রাঙ্গকায়াঃ ॥

---

৬ দেকাভপত্রা। ৭ পুনানঃ। ৮ স্তুভ্রভুং। ৯ শিরোমণি। ১০ দেবালয়ৈশ্চ। ১১ তুল্যকক্ষঃ। ১২ কীর্ত্তি। ১৩ রাষ্ট্র। ১৪ ইবৈকো।

(৮) ॥ তস্মাদ্বভূব সবিতুর্ব্বসুকোটিবর্ষী কালেন চন্দ্র ইব বিগ্রহপাল-

(১৩শ পংক্তি) দেবঃ। পিতু ১৫ প্রিয়েণ বিমলেন কলাময়েন যেনোদিতেন দলিতো ভুবনস্থ তাপঃ ॥ (৯)। হতসকল বিপক্ষঃ সঙ্গরে বাহুদর্পা (দ) নধিকৃত বিলুপ্তং

(১৪শ ,,) রাজ্যমাসাদ্য পিত্র্যং। নিহিতচরণপদ্মো ভূভৃতাং মূর্দ্ধি তস্মাদভবদবনিপালঃ শ্রীমহীপালদেবঃ ॥ (১০) ॥ ওজন ১৬ যো-

(১৫শ ,,) বাসঙ্গং শিরসি কৃতপাদঃ ক্ষিতিভৃতাং বিতন্বন্ সর্ব্বাশাঃ প্রসুভ ১৭ মুদয়াদ্রেরিব রবিঃ। গুণগ্রাম্যা স্নিগ্ধপ্রকৃতিরনুরাগৈ-

(১৬শ ,,) কবসতিঃ সুতো ধন্য পুণৈ ১৮ রজনি নয়পালো নরপতিঃ ॥ (১১) ॥ পীতঃ সজ্জনলোচনৈঃ স্মররিপোঃ পূজানুরক্তঃ সদা সংগ্রামেক ১৯

(১৭শ ,,) বলোধি কগ্রহকৃতাং কালঃ কুলে বিদ্বিষাং। চাতুর্ব্বন্য ২০ সমাশ্রয়ঃ সিতযশঃ পূরৈর্জ্জগল্লম্ভয়ন্ তস্মাদ্বি-গ্রহপালদেবনৃ-

(১৮শ ,,) পতিঃ পুণ্যৈর্জ্জনানামভূৎ ॥ (১২) ॥ তন্নন্দনশ্চন্দন-বারিহারি। ২১ কীর্ত্তি ২২ প্রভানন্দিতবিশ্বগীতঃ। শ্রীমান্ মহীপাল ইতি দ্বিতীয়ো

(১৯শ ,,) দ্বিজেশমৌলিঃ শিববদ্বভূব। (১৩) ॥ তস্যাভূদনুজো মহেন্দ্রমহিমাকন্দঃ প্রতাপশ্রিয়ানেকঃ সাহস সারথি

---

১৫ পিতুঃ। ১৬ ত্যজন্। ১৭ প্রসভ। ১৮ পুণ্যৈ। ১৯ সংগ্রামৈক। ২০ চাতুর্ব্বর্ণ্য। ২১ (ছেদ হইবে না)। ২২ কীর্ত্তি।

ব্লুণনয়ঃ ২৩ শ্রীশূরপালো নৃপঃ।

(২০শ পংক্তি) যঃ স্বচ্ছন্দনিসগ্‌গ ২৪ বিভ্রমভরা ২৫ বিভ্রুত ২৬ সর্ব্বায়ুধপ্রাগল্‌ভোন মনঃসু বিস্ময়ভয়ং সন্তসূতা ২৭ ন দ্বিষাং ॥ (১৪) ॥ এ

(২১শ ,,) তস্যাপি সহোদরো নরপতির্দ্দিব্যপ্রজ্ঞানির্ভ্তরক্ষোভাহৃতবিব্রতবাসবর্ত্তিঃ শ্রীরামপালোঽভবৎ। শাসত্যেব

(২২শ ,,) চিরং জগন্তিজ্জনকে যঃ শৈশবে বিস্ফুরৎ তেজোভিঃ পরচক্র চেতসি চমৎকারং চকার স্থিরং ॥ (১৫) ॥ তস্মাদ জায়তনিজা

(২৩শ ,,) য়তবাহুবীর্য্যনিস্পীতপীবরবিরোধিযশঃ পয়োধিঃ। নেদষ্ঠি ২৮ কীর্ত্তিশ্চ নরেন্দ্রবধূকপোলকর্প্পূরপত্রে ২৯ মকরেষু কুমারপালঃ ॥ (১৬) ॥

(২৪শ ,,) প্রত্তর্থি ৩০ প্রমদাকদম্বশিরঃ সিন্দুরলোপক্রমক্রীড়া পাটল পাণিরেষ সুষুবে গোপালমূর্দ্ধ্বীভুজ ৩১।

(২৫শ ,,) ধাত্রীপালন জৃম্ভমাণমহিমাকর্পূরপাংশূৎ করৈর্দেবঃ কীর্ত্তিময়ৈর্নিজে ৩২ বিতনুতে যঃ শৈশবে ক্রীড়িতঃ ॥(১৭)॥ তদনু মদন—

(২৬শ ,,) দেবীনন্দনশ্চন্দ্র গৌরৈশ্চরিত ভুবনগর্ত্তঃ পাংশুভিঃ কীর্ত্তিপূরৈঃ। ক্ষিতিমববম ৩৩ তাতস্তস্য সপ্তাব্ধিদ্রাক্ষী ৩৪ মভৃতমদন পালো রামপালাত্মজন্মা ॥ (১৮) ॥

(২৭শ ,,) সখলু ভাগীরথীপথ প্রবর্ত্তমান-নানাবিধ-নৌবাটক

২৩ গুণময়ঃ। ২৪ নিসর্গ। ২৫ ভরান্। ২৬ 'বিভ্রৎস্ব' পাঠ হইতে পারে।
২৭ সুতাঃ। ২৮ নেদিষ্ঠ। ২৯ পত্রং। ৩০ প্রত্যর্থি।
৩১ ভুজঃ। ৩২ নিজৈঃ। ৩৩ মনবম। ৩৪ কাঞ্চীং।

সন্ত্যাদিত ৩৫ সেত্ত ৩৬ বন্ধনিহিতশৈলশিখর

(২৮শ পংক্তি) শ্রেণীবিভ্রমান্নিরতি শয়ঘনায়ন করিপট্টশ্যামায় মান-বাসরলক্ষ্মী সমারব্ধ সন্তত জলদ সমরসন্দেহা

(২৯শ „) হুদিচীনা ৩৭ নেকনরপতি প্রাভৃতীকৃতাপ্রমেয় হয় বাহিনীখর খুরোৎখাত-ধূলীধূষরিত দিগন্তরালাত্ পরমেশ্বর সেবা

(৩০শ „) সমাগতাশেষ-জম্বুদ্বীপভূপালানান্ত পাদভরনমদবনেঃ শ্রীরামাবতীনগর পরিসরসমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবা

(৩১শ „) রাৎ। পরমসৌগতো মহারাজাধিরাজঃ শ্রীরাম-পালদেব পাদানুধ্যাতঃ পরমেশ্বরঃ পরমভট্টারকো মহা-রাজাধিরা

(৩২শ „) জঃ শ্রীমন্মদনপালদেবঃ কুশলী॥ শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তৌ কোটীবর্ষবিষয়ে হলাবর্ত্তমণ্ডলে কোষ্ঠগিরি সং বিংশাত্যাদাধিকোপেতস

(৩৩শ „) কৈবহ্যধর্ব সাবদ্ধারজ্বাকে ৩৮ বিংশতিকায়াং ভূমৌ।

(৩৪শ „) সমুপগতাশেষ রাজপুরুষান্ রাজরাজান্যক ৩৯ রাজ-পুত্র-রাজামাত্য-মহাসন্ধি বিগ্রহিক মহাক্ষপটলিক মহাসামন্ত মহাসেপাপতি ৪০ মহাপ্রতীহার-দৌঃ সাধসাধনিক মহা-কুমারামাত্য-রাজস্থানী

(৩৫শ „) য়োপরিক চৌরোদ্ধরণিক-দাণ্ডিক দাণ্ডপাসিক শৌনিক-ক্ষেত্রপ-প্রান্তপাল-কোট্টপাল অঙ্গরক্ষ তদাযুক্তক বিনিবুক্তক

৩৫ সম্পাদিত। ৩৬ সেতু। ৩৭ দীচীনা। ৩৮ (সংবিশা হইতে এ পর্য্যন্ত অস্পষ্ট কোন অর্থ পরিগ্রহ হয়না) ৩৯ রাজন্যক। ৪০ সেনাপতি।

(পশ্চাদ্ভাগ)

(১ম পংক্তি) হস্ত্যশ্বোষ্ট্র ৪১ নৌবলব্যাপৃতক-কিশোরবড়বাগোমহিষ্যাজাবিকা-
ধ্যক্ষ দ্রুতপ্রেষণিক-গমাগমিক অতিত্বরমাণ-বি

(২য় „) ষয়পতি-গ্রামপতি-তরিক শৌল্কিক গৌল্মিক গৌড়-মালব-চোড়
খস-হূন-কুলিক কর্ণাট-লাট-চাট-ভট্ট-সেবকাদী-

(৩য় „) ন্ অন্যাংশ্চাকীর্ত্তিতান্। রাজপাদোপজীবিন ৪২ প্রতিবাসিনো
ব্রাহ্মণোত্তরান্ মহত্তমোত্তমকুটুম্বীঃ ৪৩ পুরোগম-চণ্ডাল
পর্য্যন্তান্ য

(৪র্থ „) থার্হমানয়তি বোধয়তি সমাদিশতি চ বিদিতমস্তু ভবতাং॥
যথোপরি লিক্ষিতোয়ং ৪৪ গ্রামঃ॥ স্বসীমাতৃণপ্লুতি-
গোচর পর্য্যন্তঃ॥

(৫ম „) সতলঃ সোদ্দেশঃ সাম্রমধূকঃ সজলস্থলঃ সগর্ত্তোশরঃ ৪৫ সম্সাট
৬ বিটপঃ সদরসাপসারঃ সচৌরোদ্ধরণিক পরিহৃত সর্ব্ব

(৬ষ্ঠ „) পীড়ঃ অচাটভট্টপ্রবেশঃ অকিঞ্চিৎ পরগ্রাহ্যঃ ভোগ ভোগকর
হিরণ্যাদি প্রত্যায়সমেতঃ রত্নত্রয় রাজসম্ভোগবর্জ্জিতঃ

(৭ম „) ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন আচন্দ্রার্কক্ষিতিসমকালং মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ
পুণ্যযশোভিবৃর্দ্ধয়ে ৪৭ কৌৎসসগোত্রায় শাণ্ডি

(৮ম „) ল্যাসিত দেবলপ্রবরায় পণ্ডিত শ্রীভূষণ স ব্রহ্মচারিণে সাম-
বেদান্তর্গত কৌথুমশাখাধ্যায়িনে চম্পাহিট্টিয়ায়

(৯ম „) চম্পাহিট্টিবাস্তব্যায় বৎসস্বামিপ্রপৌত্রায় প্রজাপতি স্বামিপৌত্রায়
শৌনকস্বামিপুত্রায় পণ্ডিত ভট্টপুত্র বটেশ্বরশ্বা ৪৮

(১০ম „) মিশর্ম্মণে পটমহাদেবীচিত্রমতিকয়া বেদব্যাস প্রোক্তপ্রপাঠিত

৪১ হস্ত্যশ্বোষ্ট্র। ৪২ জীবিনঃ। ৪৩ কুটুম্বী। ৪৪ লিখিতোঽয়ং
৪৫ সগর্ত্তোষরঃ। ৪৬ সসাট। ৪৭ বৃদ্ধয়ে। ৪৮ স্বা।

মহাভারত সমুৎসর্গিত দক্ষিণাত্বেন ভগব

(১১শ পংক্তি) স্তং বুদ্ধভটারকমুদ্দিশ্য শাসনীকৃত্য প্রদত্তোঽস্মাভিঃ ! অতো ভবদ্ভিঃ সর্ব্বৈরেবানুমন্তব্যং ভাবিভিরপি পমিপতি ৪৯

(১২শ „) ভিভূমের্দ্দানফলগৌরবাৎ অপহরণে মহান্ নরকপাত ভয়াচ্চদানমিদ মনুমোগ্যানুমোগ্য পালনীয়ং প্রতিবাসি

(১৩শ „) ভিশ্চ ক্ষেত্রকরৈ রাজ্ঞাশ্রবণবিধেয়ৈ ভূয়ঃ যথাকালং সমুদিতভাগ ভোগকরহিরণ্যাদি প্রত্যায়োপনয়ঃ কার্য্য ইতি ॥

(১৪শ „) সম্বৎ ৮ চন্দ্রগত্যো ৫০ চৈত্র কর্ম্মদিনে ১৫ ভবন্তি চাত্র ধর্ম্মানু-সংসিনঃ ৫১ শ্লোকাঃ ॥ বহুভির্ব্বসুধা দত্তা রাজভিঃ

(১৫শ „) সগরাদিভিঃ যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্যতস্য তদা ফলং ॥ ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্লাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি। উভৌতৌ পুণ্য কর্ম্মাণৌনিয়তং স্বর্গগামিনৌ ॥

(১৬শ „) গামেকাং স্বর্ন ৫২ মেকঞ্চ ভূমেরপ্যর্দ্ধ মঙ্গুলং হরন্ নর-কমায়াতি। ৫৩ যাবদাহুতি ৫৪ সংপ্লবং ॥

(১৭শ „) ষষ্টীং ৫৫ বর্ষসহস্রাণি স্বর্গে তিষ্ঠতি ভূমিদঃ আক্ষেপ্তানানুমন্তা চ তান্যেব নরকে বসেৎ ॥ স্বদত্তাংপ

(১৮শ „) রদত্তাং বা যো হরেত বসুন্ধরাং স বিষ্ঠায়াং কৃমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহপচ্যতে ॥ আস্ফোটয়ন্তি পিতরো বল্গয়ন্তি ৫৬ পিতাম

(১৯শ „) হাঃ। ভূমিদোঽস্মদ্কুলে জাতঃ সনস্ত্রাতা ভবিস্যতি ৫৭ ॥ সর্ব্বানেতান্ ভাবিনঃ পাথিবেন্দ্রান্ ভূয়োভূয় ৫৮ প্রার্থয়েতো

---

৪৯ অধিপতি। ৫০ গতা। ৫১ শংসিনঃ। ৫২ স্বর্ণ।
৫৩ (ছেদ হইবেনা)। ৫৪ দাহুত। ৫৫ ষষ্টি। ৫৬ বর্ণয়ন্তি।
৫৭ ভবিষ্যতি। ৫৮ ভূয়ঃ।

(২০শ পংক্তি) স ৫৯ রামঃ সামান্যোয়ং ধর্ম্মসেতুর্ন'রাণাং কালে কালে
পালনীয়ঃ ক্রমেণ ॥ ইতি কমলদলাম্বু'বিন্দুলোলাং শ্রিয়মনু
চিন্ত্য মনুস্য ৬০ জীবিতং চ

(২১শ „) সকলমিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধ্যা ন হি পুরুষৈঃপরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যাঃ ॥
কৃত সকল নীতিজ্ঞো

(২২শ „) বৈর্য ৬১ স্থৈর্য মহোদধিঃ। সান্ধিবিগ্রহিকঃ শ্রীমান্ ভীম-
দেবোঽত্র দূতকঃ ॥ রাজ্যে মদন পালস্য অষ্টমে

(২৩শ „) পরিবচ্ছরে ৬২। তাম্রপট্ট'মমং শিল্পী তথাগত সরোঽখনৎ ॥

৫। গুরবমিশ্রের বংশাবলী।

দিনাজপুর জেলার বুঁদেলার গরুড়স্তম্ভ লিপি। ইহা মঙ্গলবাড়ী হাটের সন্নিহিত। স্থানীয় লোকে ইহাকে ভীমের পাল্‌টী বলিয়া থাকে।

খ্যাতঃ শাণ্ডিল্যবংশৈকো ধীরদেবস্তদন্বয়ে।
পাঞ্চালো নাম তদ্‌গোত্রে গর্গস্তস্মাদজায়ত ॥ [১]
পত্নীচ্ছানাম তস্যাসীদিচ্ছায়াস্তুবিবর্ত্তিনী।
নিসর্গনির্ম্মলস্নিগ্ধা পতিতত্ত্বপরায়ণা ॥ [২
সুতস্তয়োঃ কমলযোনিরিব দ্বিজেশঃ।
শ্রীদর্ভপাণিরিতি নামনি সুপ্রসিদ্ধঃ ॥ [৩]
আরেবাজনকান্মতঙ্গজমদস্তিম্যচ্ছিলা ভৃৎপতে
রা গৌরী পিতুরীশ্বরেন্দুকিরণৈঃ পুষ্যৎ সিতিম্নো গিরেঃ।
মার্ত্তণ্ডাস্তমযোদয়ারুণজলাদাবারিরাশিদ্বয়া-
ন্নীত্যা রাজ্যভুবং চকার করদাং শ্রীদেবপালো নৃপঃ ॥ [৪]
মাদ্যং নানাগজেন্দ্রস্রবদনবরতোচ্ছাসভূতপ্রবাহো
মৃদ্‌বক্ষো দীপ্তিভঙ্গী প্রবলঘনরজঃ সম্ভৃতাশাধিকাশং।

---

৫৯ প্রার্থয়ত্যেষ। ৬০ মনুষ্য। ৬১ ধৈর্য। ৬২ পরিবৎসরে।

দৃক্‌চক্রাপাতভুভূশ্মনিকরবিহরৎ বাহিনী দুর্বিলোক্যং
প্রাপঃ শ্রীদেবপালো নৃপতি বরসভাপেক্ষয়া দ্বারি যস্য॥ [৫]
দত্ত্বাপ্যনল্পমুড়ুপচ্ছবিপীঠমগ্রে
যস্যাসনং নরপতিঃ সুররাজকল্পঃ।
নানানরেন্দ্রমুকুটাঙ্কিতপাদপাংশুঃ
সিংহাসনং সচকিতঃস্বয়মাসসাদ॥ [৬]
তস্য শ্রীশর্করাদেব্যামত্রেঃ সোম ইব দ্বিজঃ।
অভূৎ সোমেশ্বরঃ শ্রীমান্ পরমেশ্বর বল্লভঃ॥ [৭]
শিব ইব শিবায়া হরিরিব লক্ষ্যাগৃহাশ্রমপ্রেপ্সুঃ।
অনুরূপায়া বিধিকৃতং রণাদেব্যাঃ পাণিং জগ্রাহ॥ [৮]
আসন্নাজিহ্বরাজাদ্ বরুণলিপিশিখারামদিক্ চক্রবালা
দুর্বোধাভ্যাস্ত শক্তিস্বনয়পরিণীতাশেষবিদ্যাপ্রতিষ্ঠঃ।
তাভ্যাং জন্ম প্রপেদে ত্রিদশজনমনোনন্দনঃ স্বক্রিয়াভিঃ
শ্রীমান্ কেদারমিশ্রগ্রহপতিরিব সদ্‌গীতরূপ প্রবন্ধঃ॥ [৯]
ভাস্বদ্দর্শনসম্পাতচতুর্বিদ্যাপয়োনিধীন্।
জ্ঞাত্বা সোহগস্ত্যসম্পত্তিমুদ্‌গিরন্নস্থিরো নৃপং॥ [১০]
উৎকীলিতোৎকলকুলং হৃতহূণগর্ব্বং
খর্ব্বীকৃতদ্রবিড়গুর্জরনাথদর্পং।
ভূপীঠমব্ধিরশনাভরণম্বুভোক্ত
গৌড়েশ্বরশ্চিরমুপাস্য ধিয়ং যদীয়াং॥ [১১]
স্বয়মপি হৃতবিত্তনার্থিনো যোহবমেনে
দ্বিষতি সুহৃদিবাসীন্নির্বিবেকো যদাত্মা।
ভবজলনিধিপাতে যস্যভীর্ধূতপাপা
পরিমৃদিতকশং যযৌ পরে যঃ পরে ধাম্নি রেমে॥ [১২]

ষষ্ঠো গ্রাস্থ বৃহস্পতি প্রতিকৃতেঃ শ্রীসুরপালো নৃপঃ
সাক্ষাদিন্দ্র ইব প্রজাপ্রিয়বলো গত্বৈব ভুয়ঃ স্বয়ং।
নানাম্ভোনিধিমেখলস্য জগতঃ কল্যাণসঙ্গীচিরং
গঙ্গাম্ভঃ পূতমানসো নতশিরা জগ্রাহ পূতম্বয়ঃ॥ [১৩]
দেবগ্রামভবাধন্যা দেবীস্তুতুলাবলয়ালোকসন্দীপিতরূপা।
দেবকীব তস্মাদ্ গোপালপ্রিয়কারকমসূত পুরুষোত্তমং॥ [১৪]
জমদগ্নিকুলোৎপন্নসম্পন্নক্ষত্রচিন্তকঃ।
যঃ শ্রীগুরুবমিশ্রাখ্য রামাসম ইবা পরঃ॥ [১৫]

এই স্তম্ভলিপির যে প্রকৃত পাঠোদ্ধার হয় নাই, তাহা পাঠ করিলেই বুঝা যায়।

৬। সারনাথে প্রাপ্ত প্রস্তরাঙ্কিত লিপি।

ওঁ নমো বুদ্ধায়।

বারাণসীসরস্যাং গুরোঃ শ্রীধামরাশিপদাব্জং
আরাধ্যনমিতনৃপতিশিরোরুহৈঃ শৈবালাকীর্ণং।
ঈশানচিত্রঘণ্টাদিকীর্ত্তিরত্নশতানি যৌ
গৌড়াধিপো মহীপালঃ কাশ্যাং শ্রীমানকারয়ৎ॥ ১॥
সফলীকৃতপাণ্ডিত্যৌ বোদ্ধাবার নিবর্ত্তনৌ
তৌ ধর্ম্মরাজিকাং সঙ্গান্ ধর্ম্মচক্রপুনর্নবং।
কৃতবন্তৌ চ নবীনামষ্টমহাস্থানশৈলগন্ধকুটীং
এতাং শ্রীস্থিরপালো বসন্তপালোহনুজঃ শ্রীমান্॥ ২॥
সম্বৎ ১০৮৩ পৌষদিনে ১১॥৩॥

Dr. Hultzsch ইহার সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করিয়াছেন।

Archaeological survey Reports vol. III p. 121 & vol. XI, p. 182 and Indian Antiquary vol. XIV p. 140.

৭। হরিবর্ম্মদেবের তাম্রশাসন।

এই তাম্রশাসন খানির সম্মুখভাগ প্রায় অপাঠ্য হইয়া গিয়াছে, কেবল ২ পংক্তি পাঠ করা যায়। পশ্চাদ্‌ভাগের অনেকাংশের পাঠোদ্ধার হইয়াছে।

(সম্মুখ ভাগ)

... . ইহ খলু বিক্রম

,, পুরসমাবাসিতশ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ মহারাজাধিরাজ জ্যোতির্বর্ম্ম-পাদানুধ্যাতপরমবৈষ্ণব

(পশ্চাদ্‌ভাগ)

পরমেশ্বরপরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীহরিবর্ম্মদেবঃ কুশলী। শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতিপঞ্চকুসুম্বশৈলউপরিনিচক্রবিষয়স্থ বরপর্ব্বত-গ্রামে। সশ্রীত্রিষষ্ট্যধিকষড়্দ্রোণ্যুপেতহলভূমৌ। সমুপগতাশেষে রাজ-পুরুষ রাজ্ঞী-রাণক-রাজপুত্র-রাজামাত্য-মহাব্যূহপতি-মণ্ডলপতি মহাসান্ধি-বিগ্রহিক-মহাসেনাপতি-মহাকূটপাশিক-মহাসভ্যাধিকৃত্য-মহা প্রতীহার-কোট্ট পাল-দোঃসাধসাধনিক-চৌরোদ্ধরণিক নৌবলহস্ত্যশ্বগোমহিষাজাবিকাদি-ব্যাপৃতক-গৌল্‌মিক-দণ্ডপাশিক-দণ্ডনায়ক-বিষয়কার অন্যাংশ্চ সকল রাজপাদোপজীবিনোঽধ্যক্ষপ্রচৈরকানি অন্যাংশ্চ আচট্টভট্টজাতীয়ান্ জন-পদান্ ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাহ্মণোত্তরান্ যথার্হং মানয়তি [বোধয়তি সমাদি] শতীদমত্র যস্তু ভবতাং বঙ্গে [বেজণি] শার...শ্চ সীমাবধি.........সচলা সজলা..... চৌরোদ্ধ [রণিকাবচ্ছি] ন্ন প্রত্যায়......অকিঞ্চিৎ প্রত্যাহর ......যাপ্রাগ্রামোঽয়মুদ্দিশ্য॥ বৎসগোত্রায় ভার্গবচ্যবনআপ্নুবৎঔর্ব্ব্য-জমদগ্নিপঞ্চার্ষপ্রবরায় ঋগ্‌বেদাশ্বলায়নশাখাধ্যায়িনে ভট্টপুত্রবেদার্থবাচিক [শ্রীকৃষ্ণধরমিশ্র] শর্ম্মণে শ্রীমতা হরিবর্ম্মদেবেন পুণ্যেঽহনি বিধিবদুদক-

পূরককৃত্বা ভগবন্তং কৃষ্ণধরভট্টারকমুদ্দিশ্য মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুত্রপুণ্যাভিবৃদ্ধয়ে আ।চন্দ্রার্কক্ষিতিসমকালং যাবৎ ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন দ্বা চত্বারিংশদদ্দীয় মুদ্রয়া শাসনীকৃত্য প্রদত্তাস্মাভিঃ তদ্ ভবদ্ভিঃ সর্ব্বৈরনুমন্তব্যং ভাবিভিরধিভূপতিভিঃ পালনে দানফল গৌরবাৎ হরণে সম্ভো নরকপাতভয়াদিদং নাম্ন দাতব্যং সদ্ধর্ম্মপরিপালনীয়ং ভবদ্ভিঃ ক্ষেত্রকরৈ......ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্নাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি। উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ॥ ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি স্বর্গে তিষ্ঠতি ভূমিদঃ। আক্ষেপ্তাচানুমন্তা চ তান্যেব নরকে বসেৎ॥ স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেত বসুন্ধরাং। স বিষ্ঠায়াং কৃমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে॥ বহুভির্ব্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ। যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলং॥ ইতি কমলদলাম্বুবিন্দুলোলাং শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুষ্যজীবিতঞ্চ। সকলমিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা নহি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যাঃ॥

৮। শ্যামলবর্ম্মার তাম্রশাসন।

এই তাম্রশাসনের সমস্ত পাওয়া যায় নাই।

ইহ খলু বিক্রমপুরনিবাসিকটকপতেঃ শ্রীশ্রীমতঃ জয়স্কন্ধাবারাৎ স্বস্তি সমস্ত-সুপ্রশস্ত্যুপেতসততবিরাজ-মানাশ্বপতি-গজপতি-নরপতি-রাজাত্রয়াধিপতিবর্ম্মকুলকমলপ্রকাশভাস্করসোমবংশপ্রদীপপ্রতিপন্নকর্ণগাঙ্গেয় শরণাগত-বজ্রপঞ্জর-পরমেশ্বর-পরম ভট্টারক পরমসৌর-মহারাজাধিরাজ-অরিরাজ-বৃষভশঙ্করগৌড়েশ্বর শ্যামলবর্ম্মদেবপাদবিজয়িনঃ সমুপগতাশেষ রাজন্যক-রাণী-রাণক-রাজপুত্র--রাজামাত্য-মহাধার্ম্মিক-মহাসান্ধি--বিগ্রহিক-পৌরপতিক-দণ্ডনায়ক-বিষয়িপ্রভৃতী-মন্যাংশ্চ রাজপাদোপজীবিনোঽধ্যক্ষ-প্রবরান্ চট্ট-ভট্টজাতীয়ান্ জনপদক্ষেত্রকরান্ ব্রাহ্মণোত্তরান যথার্হং

সমাজ্ঞাপয়তি বিদিতমস্ত্ত ভবতাং বঙ্গবিষয়পাঠে বিক্রমপুরভুক্ত্যন্তে পূর্ব্বে নাগরকুণ্ডা দক্ষিণে ধীপুর পশ্চিমে লঙ্কাচুয়া উত্তরে কুলকুষ্ঠী চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন পাঠকত্রয়া ভূমিঃ সজলস্থলামখিলনানাসাকলাপুলাস গুবাকনারিকেলাদিনানা- বিধ ফলা মহাভূপেন ঘটিতা আচন্দ্রার্কক্ষিতিসমকালং যাবৎ স্বচ্ছন্দভোগে নোপভোক্তুং ঋগ্বেদীয় ঋগ্বেদান্তর্গতাশ্বলায়নশাখৈকদেশাধ্যায়িনে শুনক- গোত্রায় শ্রীযশোধরদেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় প্রাসাদোপরিশকুনপ্রপতিতযজ্ঞ- বিধৌ ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তাস্মাভিঃ। যদেতদ্ধি দেয়া ভূমিস্ত্রিংশতোত্তরমতা তাদৃশহরণে নরকপাতভয়ং পালনীয়ধর্ম্মগৌরবাৎ। ধর্ম্মার্থসংশ্লিষ্টাঃ।

ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্নাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি।
তাবুভৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ॥
বহুভির্ব্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ।
যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলং॥
স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেত বসুন্ধরাং।
স বিষ্ঠায়াং কৃমির্ভূত্বা পচ্যতে পিতৃভিঃ সহ॥
ময়া দত্তামিমং ভূমিং যঃ করোতি হি পালনং।
তস্য দাসস্য দাসোঽহং ভবেয়ং জন্মজন্মনি॥
তস্য হেলা ন কর্ত্তব্যা শ্রোত্রিয়াণাং কথঞ্চন।
যদীচ্ছসি মহারাজ শাশ্বতীং গতিমাত্মনঃ॥
ভূমিদানস্য তু ফলং বৈকুণ্ঠগতিরক্ষয়া॥
ইতিকমলদলাম্বুবিন্দুলোলাং শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুষ্যজীবিতঞ্চ।
সকলমিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা নহি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যাঃ॥
আস্ফোটয়ন্তি পিতরো বর্ণয়ন্তি পিতামহাঃ।
ভূমিদোঽস্মৎকুলে জাতঃ স নস্ত্রাতা ভবিষ্যতি॥

ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি স্বর্গে তিষ্ঠতি ভূমিদঃ।
আক্ষেপ্তা চানুমন্তা চ তাবেব নরকে পচেৎ॥
হাটকক্ষিতিগৌরীণাং সপ্তজন্মানুগং ফলং।
ভূমিদানস্য তু ফলং যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥
বাপীকূপতড়াগৈশ্চ অশ্বমেধশতৈরপি।
গবাং কোটিপ্রদানেন ভূমিহর্ত্তা ন শুধ্যতি॥

৯। বিজয়সেনের প্রস্তর ফলক।

রাজসাহা জেলার অন্তর্গত গোদাগাড়ি থানার দেওপাড়া গ্রামের সন্নিধানে রাজসাহী জেলার ভূতপূর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট্ মেট্কাফ্ সাহেব এক-খানি প্রস্তরফলক পান। উহার অক্ষর বাঙ্গালা ও দেবনাগর অক্ষর হইতে পৃথক্। রাজা প্রত্যুম্নশূর, এই স্থানে প্রত্যুম্নেশ্বর-নামক হরিহর-মূর্ত্তি স্থাপন করেন। বিজয়সেন, এইখানে একটী শিব-মন্দির নির্ম্মাণ করেন। উমাপতিধর, বিজয়সেনের বংশ ও যশোবর্ণন করিয়া একটী প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন। উহার শ্লোকগুলি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

১। বক্ষোংশুকাহরণসাধ্বসকৃষ্টমৌলিমালাচ্ছটাহতরতালয়দীপভাসঃ।
দেব্যাস্ত্রপামুকুলিতং মুখমিন্দুভাতি বীক্ষ্যাননানি
হসিতানি জয়ন্তি শম্ভোঃ॥

২। লক্ষ্মীবল্লভশৈলজাদয়িতয়োরদ্বৈতলীলাগৃহং
প্রত্যুম্নেশ্বরশব্দলাঞ্ছনমধিষ্ঠানং নমস্কুর্ম্মহে।
যত্রালিঙ্গনভঙ্গকাতরতয়া স্থিত্বান্তরে কান্তয়ো-
র্দেবীভ্যাং কথমপ্যভিন্নতনুতাশিল্পেঽন্তরায়ঃ কৃতঃ॥

৩। যৎ সিংহাসনমীশ্বরস্য কনকপ্রায়ং জটামণ্ডলং
গঙ্গাশীকরমঞ্জরীপরিকরৈর্যচ্চামরপ্রক্রিয়া।

শ্বেতোৎফুল্লফণাঞ্চলশিবশিরঃসন্দানদামোরগ-
শ্ছত্রং যস্য জয়ত্যসাবচরমো রাজা সুধাদীধিতিঃ ॥

৪। বংশে তস্যামরস্ত্রীবিততরতকলা সাক্ষিণো দাক্ষিণাত্য-
ক্ষৌণীন্দ্রৈর্বীরসেন প্রভৃতিভিরভি তঃ কীর্ত্তিমদ্ভির্বভূবে।
যচ্চারিত্রানুচিন্তাপরিচয়শুচয়ঃ সূক্তিমাধ্বীকধারা
পারাশর্য্যেণ বিশ্বশ্রবণপরিসরপ্রীণনায় প্রণীতাঃ ॥

৫। তস্মিন্ সেনান্ববায়ে প্রতিসুভটশতোৎসাদনব্রহ্মবাদী
স ব্রহ্মক্ষত্রিয়াণামজনি কুলশিরোদামসামন্তসেনঃ।
উদ্গীয়ন্তে যদীয়াঃ স্খলদুদধিজলোল্লোলশীতেষু সেতোঃ
কচ্ছান্তেষপ্সরোভির্দশরথতনয়স্পর্দ্ধয়া যুদ্ধগাথাঃ ॥

৬। যস্মিন্ সঙ্গরচত্বরে পটুরটত্তূর্য্যোপহূতাদ্বিষ-
দ্বর্গে যেন কৃপাণকালভুজগঃ খেলায়িতঃ পাণিনা।
দ্বৈধীভূতবিপক্ষকুঞ্জরঘটাবিশ্লিষ্টকুম্ভস্থলী
মুক্তাস্থূলবরাটিকাপরিকরৈর্ব্যাপ্তং তদদ্যাপ্যভূৎ ॥

৭। গৃহাদ্‌গৃহমুপগতং ব্রজতি পত্তনং পত্তনা-
দ্বনাদ্বনমনুদ্রুতং ভ্রমতি পাদপং পাদপাৎ।
গিরের্গিরিমধিশ্রিতস্তরতি তোয়ধিং তোয়ধে-
র্যদীয়মরিসুন্দরীসরকপৃষ্ঠলগ্নং যশঃ ॥

৮। দুর্ব্বৃত্তানাময়মরিকুলাকীর্ণ কর্ণাট লক্ষ্মী
লুণ্ঠকানাং কদনমতনোত্তাদৃগেকাঙ্গবীরঃ।

(ভূপঃ সামন্তসেনঃ পাঠান্তরঃ)

যস্মাদদ্যাপ্যবিহিতবসামাংসমেদঃসুভিক্ষাং
হৃষ্যৎ পৌরস্ত্যজতি ন দিশং দক্ষিণাং প্রেতভর্ত্তা ॥

৯। উদ্গন্ধীন্যাজ্যধূমৈর্মৃগশিশুরপীতথিন্নৈবৈখানসস্ত্রী
স্তন্যক্ষীরাণি কীরপ্রকরপরিচিতব্রহ্মপারায়ণানি।
যেনাসেব্যন্ত শেষে বয়সি ভবভয়াস্কন্দিভির্মস্করীন্দ্রৈঃ
পূর্ণোৎসঙ্গানি গঙ্গাপুলিনপরিসরারণ্যপুণ্যাশ্রমাণি॥

১০। অচরমপরমাত্মজ্ঞানভ.ম্যাদ স্ম'-
ন্নিজভুজমদমত্তারাতিমারাঙ্কবীরঃ।
অভবদনবসানোদ্ভিন্ননির্ণিক্তত্ত·
দ্গুণনিবহমহিম্নাং বেশ্ম হেমন্তসেনঃ॥

১১। মূর্দ্ধন্যর্দ্ধেন্দুচূড়ামণিচরণরজঃ সত্যবাক্ কণ্ঠভিত্তৌ
শাস্ত্রং শ্রোত্রেঽরিকেশাঃ পদভুবি ভুজয়োঃ ক্রূরমৌর্ব্বীকিণাঙ্কঃ।
নেপথ্যং যস্য যজ্ঞে সততমিদমিদং রত্নপুষ্পাণি হারা
স্তাড়ঙ্কং নূপুরং সৎকনকবলয়মপ্যস্য নৃত্যাঙ্গনানাং॥

১২। যদ্দোর্বল্লিবিলাসলব্ধগতিভিঃ শল্যৈর্বিদীর্ণোরসাং
বীরাণাং রণতীর্থবৈভববশাদ্দিব্যং বপুর্বিভ্রতাং।
সংসক্তামরকামিনীস্তনতটীকাশ্মীরপত্রাঙ্কিতং
বক্ষঃ প্রাগিব মুগ্ধসিদ্ধমিথুনৈঃ সাতঙ্কমালোকিতং॥

১৩। প্রত্যর্থিবায়কেলিকর্ম্মণি পুরঃ স্মেরং মুখং বিভ্রতো
* * * * কৌশলমভুদ্দানে দ্বয়োরদ্ভুতং।
শত্রোঃ কোঽপি দধেঽবসাদমপরঃ সখ্যুঃ প্রসাদং ব্যধা-
দেকো হারমুপাজহার সুহৃদামন্যঃ প্রহারং দ্বিষাং॥

১৪। মহারাজ্ঞী যস্য স্বপরনিখিলান্তঃপুরবধূ-
শিরোরত্নশ্রেণীকিরণসরণিস্মেরচরণা।
নিধিঃ কান্তেঃ সাধ্বীব্রতবিততনিত্যোজ্জ্বলযশা
যশোদেবী নাম ত্রিভুবনমনোজ্ঞাকৃতিরভূৎ॥

১৫। ততস্ত্রিজগদীশ্বরাৎ সমজনিষ্টদেব্যাস্ততোহ-
প্যরাতিবল শাতনোজ্জ্বলকুমারকেলিক্রমঃ।
চতুর্জলধিমেখলাবলয়সীমবিশ্বম্ভরা-
বিশিষ্টজয়সান্বয়ো বিজয়সেনঃ পৃথ্বীপতিঃ॥

১৬। গণয়তু গণশঃ কো ভূপতীংস্তামনেন
প্রতিদিনরণভাজা যে জিতা বা হতা বা।
ইহ জগতি বিষেহে স্বস্য বংশস্য পূর্ব্ব-
পুরুষ ইতি সুধাংশৌ কেবলং রাজশব্দঃ॥

১৭। সংখ্যাতীতকপীন্দ্রসৈন্যবিভুনা তস্যারিজেতুস্তলাং
কিং রামেণ বদামি পাণ্ডবচমূনাথেন পার্থেন বা।
হেলৎ খড়্গলতাবতংসিতভুজামাত্রেণ যেনার্জ্জিতং
সপ্তাম্ভোধিতটীপিনদ্ধবসুধাচক্রৈকরাজ্যং ফলং॥

১৮। একৈকেন গুণেন বৈ পরিণতস্তেষাং বিবেক্যাদৃতে
কশ্চিদ্ধন্ত্যপরশ্চ রক্ষতি সৃজত্যন্যশ্চ কৃৎস্নং জগৎ।
দেবোহয়ং তু গুণৈঃ কৃতো বহুতিথৈর্ধীমান্ জঘান দ্বিষো
বৃত্তস্থানপুরশ্চকার চ রিপুচ্ছেদেন দিব্যাঃ প্রজাঃ॥

১৯। দত্ত্বা দিব্যভুবঃ প্রতিক্ষতিভৃতামুর্ব্বীমুরীকূর্ব্বতা
বীরাস্থিক্ লিপিলাঞ্ছিতোহংসরমুনা প্রাগেব পত্রীকৃতঃ।
নেত্থং চেৎ কথমন্যথা বসুমতীভোগে বিবাদোন্মুখী
তত্রাকৃষ্টকৃপাণধারিণি গতা ভঙ্গং দ্বিষাং সন্ততিঃ॥

২০। ত্বং নান্যবীরবিজয়ীতি গিরঃ কবীনাং
শ্রুত্বান্যথা মননরূঢ়নিগূঢ়রোষঃ।
গৌড়েন্দ্রমদ্রবদপাকৃতকামরূপ-
ভূপং কলিঙ্গমপি যস্তরসা জিগায়॥

২১। শূরং মণ্য ইবাসিনীন্থ কিমহ স্বং রাঘব শ্লাঘসে
স্পর্দ্ধাং বর্দ্ধন মুঞ্চ বীর বিরতো নাদ্যাপি দর্পস্তব।
ইত্যন্যোন্যমহর্নিশপ্রণয়িভিঃ কোলাহলৈঃ ক্ষ্মাভূজাং
যৎকারাগৃহযামিকৈর্নিয়মিতনিদ্রাপনোদক্রমঃ॥

২২। পাশ্চাত্যজয়চক্রকোণিষু যস্য যাবদ্
গঙ্গাপ্রবাহমনুধাবতি নৌ-বিতানে।
ভর্গস্য মৌলিসরিদম্ভসি ভস্ম পঙ্ক-
মগ্নোজ্‌ঝিতো তরিরিন্দুকলা চকাস্তি॥

২৩। মুক্তাকার্পাসবীজৈর্মরকতশকলং শাকপত্রৈরলাবু-
পুষ্পৈরূপ্যাণি রত্নং পরিণতিভিদুরৈঃ কুক্ষিভির্দাড়িমানাং।
কুষ্মাণ্ডীবল্লরীণাং বিকসিতকুসুমৈঃ কাঞ্চনং নাগরীভিঃ
শিক্ষান্তে যৎপ্রসাদাদ্‌বহুবিভবজুষাং যোষিতঃ শ্রোত্রিয়াণাং॥

২৪। অশ্রান্তবিশ্রাণিতযজ্ঞযূপস্তম্ভাবলীং প্রাগবলম্বমানঃ।
যস্যানুভাবাদ্ ভুবি সঞ্চচার কালক্রমাদেকপদোপিধর্ম্মঃ॥

২৫। মেরোরাহতবৈরিসঙ্কুলতটাদাহূয় যজ্বামরান্
ধাত্ৰ্যাসংপুরবাসিনামকৃত যঃ সর্গান্মর্ত্ত্যস্য চ।
উত্তুঙ্গৈঃ সুরসদ্মিভিশ্চ বিততৈস্তল্লৈশ্চ শেষীকৃতং
চক্রে যেন পরস্পরস্য চ সমং দ্যাবাপৃথিব্যোর্বপুঃ॥

২৬। দিক্‌শাখামূলকাণ্ডং গগনতলমহাম্ভোধিমধ্যান্তরীয়ং
ভানোঃ প্রাক্‌প্রত্যগদ্রিস্থিতমিলদুদয়াস্তসন্ধ্যাহ্নশৈলং।
আলম্বস্তম্ভমেকং ত্রিভুবনভবনস্যৈকশেষং গিরীণাং
স প্রদ্যুম্নেশ্বরস্য ব্যধিতবসুমতীবাসবঃ সৌধমুচ্চৈঃ॥

২৭। প্রাসাদেন তবামুনৈব হরিতামধ্বানিরুদ্ধো মুধা
ভানোর‍্যাপি রুতোহস্তি দক্ষিণদিশঃ কোণান্তবাসী মুনিঃ।

অন্যামুচ্চপথোঽয়মৃচ্ছতু দিশ. বিন্ধ্যোঽপ্যসৌ বর্দ্ধতাং
যাবচ্ছক্তি তথাপি নাস্য পদবীং সৌধস্য গাহিষ্যতে ॥

২৮। স্রষ্টা যদি স্রক্ষ্যতি ভূমিচক্রে সুমেরুমৃৎপিণ্ডবিবর্ত্তনাভিঃ।
তদা ঘটঃ স্যাদুপমানমস্মিন্ সুবর্ণকুম্ভস্য তদর্পিতস্য ॥

২৯। বিলেশয়বিলাসিনীমুকুটকোটিরত্নাঙ্কুর
স্ফুরৎ কিরণমঞ্জরীচ্ছুরিতবারিপূরং পুরঃ।
চখান পুরবৈরিণঃ সজলমগ্নপৌরাঙ্গনা-
স্তনৈণমদসৌরভোচ্চলিতচঞ্চলীকং সরঃ ॥

৩০। উচ্চিত্রাণি দিগম্বরস্য বসনান্যর্দ্ধাঙ্গনা স্বামিনো
রত্নালঙ্কৃতিভির্বিশেষিতবপুঃ শোভাঃ শতং সুভ্রুবঃ।
পৌরাঢ্যাশ্চ পুরী শ্মশানবসতের্ভিক্ষাভুজোঽপ্যক্ষয়াং
লক্ষ্মীং স ব্যতনোদ্দরিদ্রভরণে সুজ্ঞোহি সেনান্বয়ঃ ॥

৩১। চিত্রক্ষৌমেভচর্ম্মা হৃদয়বিনিহিতস্থূলহারোরগেন্দ্রঃ
শ্রীখণ্ডক্ষোদভস্মাকরমিলিতমহানীলরত্নাক্ষমালঃ।
বেশস্তেনাস্য তেনে গরুড়মণিলতা গোনসঃ কান্তমুক্তা-
নেপথ্য * * * সমুচিতবচনং কল্পকাপালিকস্য ॥

৩২। বাহোঃ কেলিভিরদ্বিতীয়কনকচ্ছত্রং ধরিত্রীতলং
কুর্ব্বাণেন ন পর্য্যশেষি কিমপি স্বেনৈব তেনে স্থিতং।
কিন্তস্মৈ দিশতু প্রসন্নবরদোঽপ্যর্দ্ধেন্দুমৌলিঃ পরং
স্বং সাযুজ্য মসাবপশ্চিমশেষে পুনর্দাস্যতি ॥

৩৩। প্রস্তোতুমস্য পরিতশ্চরিতং ক্ষমঃ স্যাৎ
প্রাচেতসো যদি পরাশরনন্দনো বা।
তৎকীর্ত্তিপূরসুরসিন্ধুবিগাহনেন
বাচঃ পবিত্রয়িতুমত্র তু নঃ প্রযত্নঃ ॥

৩৪। যাবদ্ বাস্তোষ্পতি সুরধুনী ভূর্ভুবঃ স্বঃ পুনীতে
যাবচ্চান্দ্রী কলয়তি কলোত্তংসতাং ভূতভর্ত্তুঃ।
যাবচ্চেতো গময়তি সতাংশ্চোতমানং ত্রিবেদী
তাবত্তাসাং রচয়তু সখী তত্তদেবাস্য কীর্ত্তিঃ॥

৩৫। নির্ণিক্তসেনকুলভূপতিমৌলিকানা-
মগ্রন্থিলগ্রথনপক্ষলসূত্রবল্লিঃ।
এষা কবেঃ পদপদার্থবিচারশুদ্ধিঃ
বুদ্ধেরুমাপতিধরস্য কৃতিঃ প্রশস্তিঃ॥

৩৬। ধর্ম্মোপনপ্তা মদনদাসনপ্তা বৃহস্পতেঃ সূনুরিমাংপ্রশস্তিং
চখান বারেন্দ্রকশিল্পগোষ্ঠীচূড়ামণীরাণকশূলপাণিঃ॥

১০। বল্লালসেনকৃত "দানসাগর" লিখিত সেনবংশ।

ছন্দোভিশ্চৈকবন্ধে শ্রুতিনিয়মপুরুক্ষব্রচারিত্রচর্য্যা
মর্য্যাদাগোত্রশৈলঃ কলিচকিতসদাচারসঞ্চারসীমা।
সদ্‌বৃত্তস্বচ্ছবর্ত্মোজ্জ্বলপুরুষগুণাচ্ছিন্নসন্তানধারা
বন্দ্যোমুক্তামরশ্রীনিরগমদবনের্ভূষণং সেনবংশঃ॥
তত্রালঙ্কৃতসৎপথঃ স্থিরঘনচ্ছায়াভিরামঃ সতাং
স্বচ্ছন্দপ্রণয়োপভোগসুলভকল্পদ্রুমো জঙ্গমঃ।
হেমন্তঃ পরিপান্থপঙ্কজসরঃ সর্গস্য নৈসর্গিকৈ
রুদ্‌গীতস্বগুণৈরুদাত্তমহিমা হেমন্তসেনোঽজনি।
তদনু বিজয়সেনঃ প্রাদুরাসীদ্বরেন্দ্রো
দিশি বিদিশি ভজন্তে যস্য বীরধ্বজত্বং।
শিখরবিনিহিতাজ্ঞা বৈজয়ন্তীং বহন্তঃ
প্রণতিপরিগৃহীতাঃ প্রাংশবো রাজবংশাঃ॥

সর্ব্বাশাঃ পরিপূরয়ন্ন পচিতশ্রীর্দানবানাং ঘনৈ-
রাসারৈরভিষিক্তনির্ম্মলযশঃ শালেয়ভূমণ্ডলং।
দৈন্যোত্তাপভৃতামকালজলদসর্ব্বোত্তরক্ষ্মাভৃতাং
শ্রীবল্লালনৃপস্ততোঽজনি গুণাবির্ভাবগর্ব্বেশ্বরঃ॥
বেদার্থস্মৃতিসঙ্কলাদিপুরুষঃ শ্লাঘ্যো বরেন্দ্রীতলে
নিস্তন্দ্রোজ্জ্বলবীচিলাসনয়নঃ সারস্বতং ব্রহ্মণি।
ষট্কর্ম্মাভবদার্য্যশীলমলয়ঃ প্রখ্যাতসত্যব্রতো
বৃত্রারেরিব গীষ্পতির্নৃপতেরস্যানিরুদ্ধো গুরুঃ॥
বিদ্বৎসভা-কমলিনীরাজহংসেন ভূভুজা।
শ্রীমদ্বল্লালসেনেন কৃতোঽয়ং 'দানসাগরঃ" ॥

১১। লক্ষ্মণসেনদেবের তাম্রশাসন।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে, দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার অধীন তপন-দীঘীর নিকটবর্ত্তী স্থানে, পুষ্করিণী-খনন-কালে, এই তাম্রশাসন খানি পাওয়া গিয়াছে।

ওঁ নমো নারায়ণায়।

বিদ্যুদ্‌যত্র মণিদ্যুতিঃ ফণিপতের্বালেন্দুরিন্দ্রায়ুধং
বারিস্বর্গতরঙ্গিণী সিতশিরোমালাবলাকাবলিঃ।
ধ্যানাভ্যাসসমীরণোপনিহিতঃ শ্রেয়োঽঙ্কুরোদ্ভূতয়ে
ভূয়াদ্ বঃ স ভবার্ত্তিতাপভিদুরঃ শম্ভোঃ কপর্দ্দাম্বুদঃ॥১॥
আনন্দোঽম্বুনিধৌ চকোরনিকরে তৃষ্ণচ্ছিদাত্যন্তিকী
কহ্লারে হতমোহতা রতিপতাবেকোঽহমেবেতিধীঃ।
যস্যামী অমৃতাত্মনঃ সমুদয়ন্ত্যাশু প্রকাশাজ্জগ
ত্যত্রের্ধ্যানপরম্পরাপরিণতং জ্যোতিস্তদাস্তাং মুদে॥২॥

সেবাবনম্রনৃপকোটিকিরীটরোচি-
রম্বুল্লসৎ পদনখদ্যুতিবল্লরীভিঃ।
তেজো বিষজ্জর মুষো দ্বিষতামভূষন
ভূমীভুজঃ স্ফুটমথৌষধিনাথবংশে ॥৩॥
আকৌমারবিকস্বরৈর্দিশিদিশি প্রস্যন্দিভির্দোর্যশঃ
পালেয়ৈররিরাজবক্ত্রনলিনম্লানীঃ সমুন্মীলয়ন্।
হেমন্তঃ স্ফুটমেব সেনজননক্ষেত্রৈকপুণ্যাবলী
শালিশ্লাঘাবিপাকপীবরগুণস্তেষামভূদ্ বংশজঃ ॥৪॥
যদীয়ৈরদ্যাপি প্রচিতভুজতেজঃসহচরৈ-
র্যশোভিঃ শোভন্তে পরিধি পরিণদ্ধা ইব দিশঃ।
ততঃ কাঞ্চীলীলা চতুরচতুরম্ভোধিলহরী-
পরিতোর্বীভর্ত্তাঽজনি বিজয়সেনঃ স বিজয়ী।৫॥
প্রত্যহং কলিসম্পদামনলসো বেদায়নৈকাধ্বগঃ
সংগ্রামশ্রিতজঙ্গমাশ্রিতিরভূদ্ বল্লালসেনস্ততঃ।
যশ্চেতোময়মেব শৌর্য্যবিজয়ী দত্তৌষধং তৎক্ষণা-
দক্ষীণারচয়াঞ্চকার বশগাঃ যস্মিন্ পরেষাং শ্রিয়ঃ॥ ৬॥
সংভুক্তান্যদিগঙ্গনাগণগুণাভোগপ্রলোভাদ্দিশা
মীশৈরংশসমর্পণেন ঘটিতস্তত্তৎপ্রভাবস্ফুটৈঃ।
দোরষ্মক্ষপিতারিসঙ্গররসো রাজন্যধর্ম্মাশ্রয়ঃ
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনভূপতিরতঃ সৌজন্যসীমাঽজনি॥ ৭ ॥
শশ্বদ্ বন্ধভয়াদ্ বিমুক্তবিষয়াস্তন্মাত্রনিষ্ঠীকৃত-
শান্তায়াস্তু কথং ননাম রিপবস্তস্য প্রয়োগাল্লয়ম্।
বৈরাস্ত্রপ্রতিবিম্বিতেঽপি নিপতৎ পত্রেঽপি চঞ্চৎ তৃণে-
ঽপ্যদ্বৈতেন যতস্ততেঽপি সপরো দৈবঃ পরং বীক্ষ্যতে॥ ৮ ॥

স খলু শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিতশ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ মহারাজাধিরাজ-শ্রীবল্লালসেনপদানুধ্যাত-পরমেশ্বর-পরমবৈষ্ণব পরমভট্টারক-মহারাজাধি-রাজশ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবঃ কুশলী। সমুপগতা-শেষরাজ-রাজন্যক রাজ্ঞী-রাণক রাজপুত্র-রাজামাত্য-পুরোহিত-মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ-মহাসান্ধিবিগ্রহিক-মহা-সেনাপতি-মহামুদ্রাধিকৃত-অন্তরঙ্গ-বৃহদুপরিক-মহাক্ষপটলিক-মহাপ্রতীহার-মহাভোরিক-মহাপীলুপতি-মহাগণস্থ-দোঃসাধক-চৌরোদ্ধরণিক-নৌবল-হস্ত্যশ্বগোমহিষাজাবিকাদিব্যাপৃতক-গৌল্মিক-দণ্ডপাশিক-দণ্ডনায়ক-বিষয়পত্যাদীনন্যাংশ্চ সকলরাজপাদোপজীবিনোঽধ্যক্ষপ্রচারোক্তান্ ইহা-কীর্ত্তিতান্ চট্ট-ভট্টজাতীয়ান্ জনপদান্ ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্মণো-ত্তরান্ যথার্হমানয়তি বোধয়তি সমাদিশতিচ মতমস্তু ভবতাং। যথা শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতি পূর্ব্বে বুদ্ধবিহারী দেবতানিকরদেয়াম্মণ ভূম্যাঢ়াবাপ পূর্ব্বালিঃ সীমা দক্ষিণে নিচডহার পুষ্করিণী সীমা পশ্চিমে নন্দিহরিপাকুণ্ডী সীমা উত্তরে মোল্লাণখাড়ী সীমা ইত্থং চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন-স্তত্রত্য দেশব্যবহারমলিনদেব গোপমান্বসারভূর্বাহঃ পঞ্চোন্মানাধিক-বিংশত্যুত্তরাঢ়াবাপশতৈকাত্মকঃ সম্বৎসরেণ কপর্দ্দকপুরাণসার্দ্ধশতৈকো-ৎপাত্তকো বিল্লহিষ্টীগ্রামীয়ভূভাগঃ সবাটবিটপঃ সজলস্থলঃ সগর্ত্তোষরঃ সগুবাকনারিকেলঃ সদশাপরাধঃ পরিহৃতসর্ব্বপীড়োঽচট্ট-ভট্টপ্রবেশোঽ কিঞ্চিৎ প্রগ্রাহ্যস্তৃণযুতিগোচরপর্য্যন্তঃ হুতাশনদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় মার্কণ্ডেয়দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় লক্ষ্মীধরদেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় ভরদ্বাজসগোত্রায় ভরদ্বাজ-আঙ্গিরস বার্হস্পত্যপ্রবরায় সামবেদকৌথুমশাখাচরণানুষ্ঠায়িনে হেমাশ্বরথমহাদানাচার্য্য-শ্রীঈশ্বরদেবশর্ম্মণে পুণ্যেঽহনি বিধিবদুদকপূর্ব্বকং ভগবন্তং শ্রীনারায়ণভট্টারকমুদ্দিশ্য মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যযশোভিবৃদ্ধয়ে দত্তহেমাশ্বরথমহাদানে দক্ষিণাত্বেনোৎসৃজ্য আচন্দ্রার্কক্ষিতিসমকালং ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তোঽস্মাভিঃ। তদ্ভবদ্ভিঃ সর্ব্বৈরে-

বাহুমন্তব্যং। ভাবিভিরপি নৃপতিভিরপহরণে নরকপাতভয়াৎ পালনে ধর্ম্মগৌরবাৎ পালনীয়ং। ভবন্তি চাত্র ধর্ম্মানুশাসিনঃ

শ্লোকাঃ। বহুভির্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সাগরাদিভিঃ।
যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলং॥
ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্নাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি।
উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ॥
স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেত বসুন্ধরাং।
স বিষ্ঠায়াং কৃমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে॥
ইতিকমলদলাম্বুবিন্দুলোলাং শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুষ্যজীবিতঞ্চ।
সকলমিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা নহি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যাঃ॥
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনো নারায়ণদত্ত সান্ধিবিগ্রহিকং।
ইহ ঈশ্বরশাসনে দূতং বাধতু নরনাথঃ। সং ৭ ভাদ্রদিনে ৩॥ শ্রী*

১২। সুন্দরবনের নিকট প্রাপ্ত তাম্রশাসন।

এই তাম্রশাসন খানি, কলিকাতার দক্ষিণস্থ জয়নগর গ্রামের কোন ভূম্যধিকারী, সুন্দরবনের নিকট প্রাপ্ত হন। ইহার প্রথম সাতটী শ্লোক, দিনাজপুরের তাম্রশাসনের অবিকল অনুরূপ; কেবল ইহাতে অষ্টম শ্লোকটী নাই।

স খলু শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ মহারাজাধিরাজ-শ্রীবল্লালসেনপাদানুধ্যানাৎ পরমেশ্বর পরমবীরসিংহ-পরমবৈষ্ণব-মহারাজাধিরাজঃ শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবঃ সমুদ্রং প্রতীর্য্য রাজ-রাজন্যক রাজ্ঞী রাণক-রাজপুত্র-রাজামাত্য-পুরোহিত-ধর্ম্মাধ্যক্ষ-মহাসান্ধিবিগ্রহিক-মহাসেনাপতি-মহামুদ্রাধিকৃত-অন্তরঙ্গ-বৃহদুপরিকং মহাক্ষপটলিক-মহাপ্রতীহার-মহাভৌরিক মহাপীলুপাত-মহাগণস্থ-দৌঃসাধিক-চৌরোদ্ধরণিক-নৌবলহস্ত্যশ্বগোমহিষা-

জাবিকাদিব্যাপৃতক-গৌল্মিক-দণ্ডপাশিক-দণ্ডনায়ক-বিষয়পত্যাদীনন্যাংশ্চ সকলরাজপাদোপজীবিনঃ অধ্যক্ষপ্রচারোক্তান্ ইহাকীর্ত্তিতান্ চট্ট-ভট্ট-জাতীয়ান্ জনপদান্ ক্ষেত্রকরান্ ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্মণোত্তরান যথার্হং মানয়তি সমাদিশতি চ মতমস্তু ভবতাং। যথা পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্ত্যান্তঃপাতিনি খাড়ী-মণ্ডলিকাতল্লপুরচতুরকে পূর্ব্বেশান্ত্যশাবিকপ্রভাশাসনং সীমা দক্ষিণে চিতাড়ি খাতাৰ্দ্ধং সীমা পশ্চিমে শান্ত্যশাবিকরামদেবশাসন পূর্ব্বপার্শ্বসীমা উত্তরে শান্ত্যশাবিক বিষ্ণুপাণিগড়োলীকেশবগড়োলীভূমিসীমা ইত্থং চতুঃসীমাবচ্ছিন্নশ্রীমদ্‌গ্রামাধবপাদীয়হস্তাঙ্কিতদ্বাদশাধিকহস্তেন দ্বাত্রিং-শদ্ধস্তপরিমিতান্মানেনাধস্নস্যা সার্দ্ধকাকিনী দ্বয়াধিক ত্রয়োবিংশত্যুন্মানোত্তর-খারবকসমেতভূদ্রোণত্রয়াত্মকঃ সম্বৎসরেণ পঞ্চাশৎপুরাণোৎপত্তিকঃ স বাস্তুচিহ্নমেগুলগ্রামীয়কিয়ানপি ভূভাগঃ সবাটবিটপঃ সজলস্থল-সগর্ত্তোষর-সগুবাকনারিকেলঃ সহৃদশাপবাধঃ পরিহৃতসর্ব্বপীড়োঽচট্ট ভট্টপ্রবেশোঽ-কিঞ্চিৎপ্রগাহ্যস্তৃণপুতিগোচরপর্য্যন্তঃ জগদ্ধরদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় নারায়ণ-দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় নরসিংহদেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় গার্গসগোত্রায় অঙ্গিরা-বৃহস্পতিশিনগর্গভরদ্বাজপ্রবরায় ঋগ্‌বেদাশ্বলায়নশাখাধ্যায়িনে শান্তশাবিক শ্রীধরদেবশর্ম্মণে পুণ্যেঽহনি বিধিবদুদকপূর্ব্বকং ভগবন্তং শ্রীনারায়ণ ভট্টার-মুদ্দিশ্য মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যযশোভিবৃদ্ধয়ে উৎসৃজ্যাচন্দ্রার্কক্ষিতি-সমকালং যাবৎ ভূমিচ্ছিদন্যায়েন তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তোঽস্মাভিঃ। তদ্‌ভবদ্ভিঃ সর্ব্বৈরেবানুমন্তব্যং ভাবিভিরপি নৃপতিভিরপহরণে নরকপাতভয়াৎ পালনে ধর্ম্মগৌরবাৎ পালনীয়ং ভবন্তি চাত্র ধর্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ

বহুভির্ব্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ।
যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলং॥
ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্ণাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি।
উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ॥

স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেত বসুন্ধরাম্।
স বিষ্ঠায়াং কৃমিভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে॥
ইতি কমলদলাম্বুবিন্দুলোলাং শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুষ্যজীবিতঞ্চ।
সকলমিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা নহি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যাঃ॥

শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনক্ষৌণীভানুসন্ধিবিগ্রহিকেশানপবাধিপত্যায়স্বরাৎ কৃষ্ণ-ধরস্যাস্য শাসনীকৃতং। সং ২ মাঘদিনে ১৩ মানে মত্তাসাহিঃ।

১৩। আনুলিয়ায় প্রাপ্ত তাম্রশাসন।

লক্ষ্মণ সেনের নিম্নলিখিত তাম্রশাসন, রাণাঘাটের নিকট আনুলিয়া গ্রামে পাওয়া গিয়াছিল। আমি তাহার পাঠোদ্ধার করিয়াছিলাম। ইহার অক্ষর দেবনাগর ও বঙ্গাক্ষরের মধ্যবর্ত্তী।

ইহার প্রথম সাতটী শ্লোক, দিনাজপুরের তাম্রশাসনের অনুরূপ; কেবল ইহাতে আরও তিনটী শ্লোক অধিক আছে।

আম্নায়ঃ প্রণিনায় যানি মুনয়ঃ যান্যস্মরন্ সংস্তুতা-
ন্যাচারেষু যানি তান দধিরে দানানি দৈত্যদ্রুহা।
ত্রাণস্ত্বেব তথাপ্যনেন নিয়মং কালেষ্বসংখ্যাততা-
ন্দেয়েষ্বক্ষিজমন্তরেণ ফলাশংসাং বিধো শৃণ্বতা॥
সময়মপি সমুদ্ধৃতং নুমস্তং তদপি মহোষধমুদ্বভূব যত্র।
ভবতি পরপুর প্রবেশসিদ্ধিঃ করবিধৃতিঃ সকৃদেব যস্য মূলে॥
যান্ * * জগত্রয়ী বিতরণে মিত্রৈব নির্বারিতো
যৈঃ সঙ্গম্যান গঙ্গয়া ক্ষণমপিস্বর্গোঽপি সংস্মর্য্যতে॥

তাম্রৈচ্চের তশায়িশাশিবসুধানা রামরমাস্তয়াং
বিপ্রেভ্যোঽয়মদত্তপত্তনগণান্ ভূমীপতির্ভূয়সঃ ॥

স খলু বিক্রমপুরসমাবাসিতশ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ মহারাজাধিরাজ-শ্রীবল্লালসেনদেবপাদানুধ্যাত-পরমেশ্বর-পরমবৈষ্ণব-পরমভট্টারক-মহারাজাধিরাজশ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবঃ কুশলী। সমুপগতাশেষরাজরাজন্যক-রাজ্ঞী-রাণক-রাজপুত্র রাজামাত্য-পুরোহিত-মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ-মহাসন্ধিবিগ্রহিক--মহাসেনাপতি-মহামুদ্রাধিকৃত-অন্তরঙ্গ বৃহদুপরিক-মহাক্ষপটলিক মহাপ্রতীহার-মহাভৌরিকমহাপীলুপতি-মহাগণস্থদোস্সাধিক-চৌরোদ্ধরণিক-নৌবলহস্ত্যশ্বগোমহিষাজাবিকাদিব্যাপৃতক-গৌল্মিক-দণ্ডপাশিক-দণ্ডনায়ক-বিষয়পত্যাদীনন্যাংশ্চ-সকলরাজপাদোপজীবিনোঽধ্যক্ষ প্রচারো ক্তানিহাকীর্ত্তিতান্ চট্ট ভট্টজাতীয়ান্ জনপদান্ ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্মণোত্তরান্ যথার্হং মানয়তি বোধয়তি সমাদিশতি চ মতমস্তু ভবতাং। যথা—শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্ত্যন্তঃপাতিব্যাঘ্রতট্যাং পূর্ব্বে অশ্বত্থবৃক্ষঃ সীমা। দক্ষিণে জলপিল্লী সীমা। পশ্চিমে শান্তিগোপশাসন সীমা। উত্তরে মালামঞ্চবাপী সীমা। ইত্থং চতুঃসীমাবচ্ছিন্নং বৃষভশঙ্করনলিন স কাকিনীকসপ্তত্রিংশদুন্মানাধিকাঢ়াবাপনবদ্রোণোত্তরভূপায় কৈকাব্দকং সংবৎসরেণ কপর্দ্দপুরাণশতিকোৎপত্তিকং মাথরণ্ডিয়া খণ্ডক্ষেত্রং সসাটবিটপং সজলস্থলং সগর্ত্তোষরং সগুবাক নারিকেলং সহদশাপরাধং পরিহৃতসর্ব্বপীড়ং অচট্টভট্টপ্রবেশং অকিঞ্চিৎ-প্রগাহ্য তৃণ-যূতিগোচরপর্য্যন্তং বিপ্রদাসদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় শঙ্করদেব-শর্ম্মণঃ পৌত্রায় দেবদাসশর্ম্মণঃ পুত্রায় কৌশিকসগোত্রায় বিশ্বামিত্রবন্ধুল-কৌশিকপ্রবরায় যজুর্ব্বেদকাণ্বশাখাধ্যায়িনে পণ্ডিতশ্রীরঘুদেবশর্ম্মণে পুণ্যেঽহনি বিধিবদুদকপূর্ব্বকং ভগবন্তং শ্রীমন্নারায়ণভট্টারকমুদ্দিশ্য মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যযশোভিবৃদ্ধয়ে উৎসৃজ্য আচন্দ্রার্কং ক্ষিতিসমকালং যাবৎ ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তমস্মাভিঃ॥ তদ্ভবদ্ভিঃ

ৈর্ব্বরেবানুমন্তব্যং ভাবিভিরপি নৃপতিভিরপহরণে নরকপাতভয়াৎ পালনে ধর্ম্মগৌরবাৎ পালনীয়ং। ভবন্তি চাত্র ধর্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ॥

ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্লাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি।
উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ॥
স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেত বসুন্ধরাম্।
স বিষ্ঠায়াং কৃমিভূর্ত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে॥
আস্ফোটয়ন্তি পিতরো বল্গয়ন্তি পিতামহাঃ।
ভূমিদোঽস্মৎকুলে জাতঃ সনস্ত্রাতা ভবিষ্যতি॥
ইতি কমলদলাম্বুবিন্দুলোলাং শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুষ্যজীবিতঞ্চ।
সকলমিদামুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা নহি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো
বিলোপ্যাঃ॥

শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবো নারায়ণদত্তসান্ধিবিগ্রহিকং রঘুদেবশাসনে কৃতদূতং ভূমণ্ডলবল্লভিং॥ সং ৩ ভাদ্রদিনে ৯ মহাসাংনি॥ শ্রীনি॥

১৪। মাধাইনগরের তাম্রশাসন।

পাঠ ১ম পৃষ্ঠা।

ওঁ নমো নারায়ণায়॥

(১)
যস্যাঙ্কে শরদম্বুদোরসি তড়িল্লেখেব গৌরী প্রিয়া
দেহার্দ্ধেন হরিংসমাশ্রি
(২) তমভূদ্‌দ্যস্যাতিচিত্রং বপুঃ।
দীপ্তার্কদ্যুতিলোচনত্রয়রুচা ঘোরং দধানো মুখং
দেবত্রাসনিরস্তদানব *

* শ্রদ্ধেয় অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের মতে "দেবত্রাসংনিরস্তদানবঃ" পাঠ হইবে।

(৩) গজঃ পুঙ্গাতু পঞ্চাননঃ ॥ (১)

স্বর্গঙ্গাজলপুণ্ডরী কমমৃত প্রাঘারাগৃহং

শৃঙ্গারদ্রুমপুষ্পমীশ্বরশি

(৪) খালঙ্কারমুক্তামণিঃ।

ক্ষীরাম্ভোনিধিজীবিত (২) কুন্দদনীবৃন্দৈকবৈহাসকো

জীয়ান্মন্মথরাজপৌষ্টি

(৫) কমহাশান্তিদ্বিজশ্চন্দ্রমাঃ ॥ (২)

ত্রিভুবনজয়সম্ভৃ তাবক্ৎৈপ্তঃ ক্রতুাভরবাধিতসাদ্রিনোঽমরাণাং।

অজনিষত

(৬) তদন্বয়ে ধরিত্রীবলয়বিশৃঙ্খলকীর্ত্তয়ো নরেন্দ্রাঃ ॥ (৩)

পৌরাণীভিঃ কথাভিঃ প্রথিতগুণগণে বীরসেনস্য

(৭) বংশে

কর্ণাটক্ষত্রিয়াণামজনি কুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ।

কৃত্বা নির্ব্বীরমুর্ব্বীতলমধিকতরান্তৃপ্যতা না

(৮) কনস্যাং

নির্ম্মিক্তো যেন যুধাদ্রিপুরুধিরকণাকীর্ণধার কৃপাণঃ ॥ (৪)

বীরাণামধিদৈবতং রিপুচমূমারা

(৯) ক্ষমল্লব্রত

স্তস্মাদ্বিস্ময়নীয়শৌর্য্যমহিমা হেমন্তসেনোঽভবৎ।

ক্ষীরোদাধরবাসসো বসুমতীদ্বেব্যা

(১০) যদীয়ং যশো

রত্নস্তেব সুমেরুমৌলিমিলিতং ক্ষৌমশ্রিয়ং পুষ্যতি ॥ (৫)

অজনি বিজয়সেনস্তেজসাং রাশির

(১১) স্মাৎ

কেশবসেনদেবপাদাবিজয়িনঃ সমুপগতাশেষরাজরাজন্যকরাজ্ঞী-রাণক-রাজপুত্র-রাজামাত্যমহাপুরোহিত-মহাধর্ম্মাধ্যক্ষমহাসান্ধিবিগ্রহিক-মহাসেনাপতি-মহাদৌঃ সাধিক-চৌরোদ্ধরণিক-নৌবলহস্ত্যশ্বগোমহিষাজাবিকাদি ব্যাপৃতক-গৌল্মিক-দণ্ডপাশিক-দণ্ডনায়ক-নিয়োগপত্যাদীনন্যাংশ্চ সকল রাজপাদোপজীবিনোহধ্যক্ষপ্রবরাংশ্চ চট্ট-ভট্ট জাতীয়ান্ ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণোত্তরাংশ্চ যথার্হং মানয়তি বোধয়তি সমাদিশতি চ। বিদিতমস্তু ভবতাং। যথা পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতিবঙ্গে বিক্রমপুরভাগপ্রদেশে প্রশস্তলতাটঘড়াঘাটকে পূর্ব্বে সত্রকাধিগ্রামসীমা দক্ষিণে শাঙ্করবসা গোবিন্দবসান্তঃ ভূঃসীমা পশ্চিমে পঞ্চকাপাগাদাহ্বয়সরগ্রামসীমা উত্তরে বাগুলীঞ্চিগাতাত্তস্থ মানভূঃ সীমা ইত্থং যথা প্রসিদ্ধস্বসীমাবচ্ছিন্নাবৃহন্নরপতিচরণৈঃ শুভবর্ষবৃদ্ধৌ দীর্ঘায়ুষ্ট্বকামনয়া সমুৎসর্গিতা সচ্ছায়োৎপত্তিকা সাচভূমিঃ সগর্ত্তোষরা সজলস্থলাখিলপলাশগুবাকনারিকেল চণ্ডভণ্ডপ্রবেশাবতির্যন্তা আচন্দ্রার্কক্ষিতিসমকালং যাবৎ দিনং তৎ সজলনানাপুষ্করিণ্যাদিকং কারয়িত্বা গুবাকনারিকেলাদিকং লগ্গয়িত্বা পুত্রপৌত্রাদিসন্ততিক্রমেণ স্বচ্ছন্দোপভোগেনাপভোক্তুং বাৎস্যসগোত্রস্য ভার্গবচ্যবনআপ্নুবৎঔর্ব্বজামদগ্ন্যপঞ্চপ্রবরস্য পরাশরবাৎস্যসগোত্রস্য তথা পঞ্চপ্রবরস্য বনমালীদেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় বাৎস্যগোত্রায় ভার্গবচ্যবনআপ্নুবৎ ঔর্ব্বজামদগ্ন্যপঞ্চপ্রবরায় শ্রুতিপাঠকায় শ্রীঈশ্বরদেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় সদাশিবমুদ্রয়া মুদ্রয়িত্বা তৃতীয়াকীয় জ্যৈষ্ঠাদিনা ভূচ্ছিদ্রন্যায়েন চণ্ডভণ্ডদণ্ড্যতাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তা যত্র চতুঃসীমাবচ্ছিন্নশাসনভূমির্হি। ৩০০। যদ্‌ভবদ্ভিঃ সর্ব্বৈরেবানুমন্তব্যং। ভাবিভিরপি নৃপতিভিপরহরণে নরকপাতভয়াৎপালনে ধর্ম্মগৌরবাৎ পালনীয়ং ভবত্তি চাত্র ধর্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ।

আস্ফোটয়ন্তি পিতরো বল্গয়ন্তি পিতামহাঃ।
ভূমিদোহস্মৎকুলে জাতঃ স নস্ত্রাতা ভবিষ্যতি॥

ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্নাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি।
উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ॥
বহুভির্ব্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ।
যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলং॥
স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেত বসুন্ধরাম্।
স বিষ্ঠায়াং কৃমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে॥
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি স্বর্গে তিষ্ঠতি ভূমিদঃ।
আক্ষেপ্তা চানুমন্তা চ তান্যেব নরকং বসেৎ॥
সর্ব্বেষামেব দানানামেকজন্মানুগং ফলং॥
ইতি কমলদলাম্বুবিন্দুলোলাং শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুষ্যজীবিতঞ্চ।
সকলমিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা নহি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়োবিলোপ্যাঃ॥

সচিবশতমৌলিলালিতপদাম্বুজস্যানুশাসনভৃতঃ শ্রীবৃত্তদত্তোদ্ভবগৌড়-মহাভট্টকঃ খ্যাতঃ শ্রীমৎসহসাকরণনি শ্রীমহামদনককরণানি শ্রীমৎকরণনি সং ৩ জ্যৈষ্ঠ দিনে।

১৩। শ্রীবিশ্বরূপ সেনদেবের তাম্রশাসন।

ইহার প্রশস্তি শ্লোকগুলি কেশবসেনের তাম্র শাসনের অনুরূপ। কেবল ইহাতে ১২শ, ১৬শ, ১৮শ এবং ১৯শ শ্লোক কয়টী নাই, এবং ১০ম শ্লোকের "বিশ্ববন্দ্যো নৃপঃ" স্থানে "বিশ্বরূপো নৃপঃ" এইরূপ পাঠ হইবে।

ইহ খলু স্কন্ধগ্রাম পরিসর-সমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ সমস্তসুপ্রশস্ত্য-পেত অরিরাজবৃষভশঙ্করগৌড়েশ্বর শ্রীমদ্‌বিজয়সেন দেব-পাদানুধ্যাত সমস্ত সুপ্রশস্ত্যপেত অরিরাজ-নিঃশঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমদ্‌বল্লালসেন দেব-পাদানু-ধ্যাতসমস্তসুপ্রশস্ত্যপেত অশ্বপতি-গজপতি-নরপতি-রাজ্য-ত্রয়াধিপতিসেন-

কুল কমল বিকাশভাস্কর-সোমবংশ-প্রদীপ-প্রতিপন্নকর্ণ সত্যব্রতগাঙ্গেয় শরণাগত বজ্রপঞ্জর পরমেশ্বর পরম ভট্টারক পরম সৌর-মহারাজাধিরাজ-অরিরাজমদনশঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেনদেবপাদানুধ্যাত-অশ্বপতিগজ-পতিরাজ্যত্রয়াধিপতি সেনকুলকমলবিকাশভাস্করসোমবংশ প্রদীপ-প্রতিপন্ন-কর্ণসত্যব্রত-গাঙ্গেয়-শরণাগত বজ্রপঞ্জর-পরমেশ্বর-পরমভট্টারক-পরমসৌর-মহারাজাধিরাজ-অরিরাজবৃষভাঙ্কশঙ্কর-গৌড়েশ্বর শ্রীমদ্বিশ্বরূপসেনপাদা বিজয়িনঃ। সমুপাগতাশেষরাজ রাজন্যক-রাজ্ঞী-রাণক-রাজপুত্র-রাজামাত্য-মহাপুরোহিত-মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ-মহাসান্ধিবিগ্রহিক মহাসেনাপতি-দোঃ সাধিক-চৌরোদ্ধরণিক-নৌবল-হস্ত্যশ্বগোমহিষাজাবিকাদিব্যাপৃতক গৌল্মিক-দণ্ড-পাশিক-দণ্ডনায়ক-বিষয় পত্যাদীনন্যাংশ্চ সকলরাজপাদোপজীবিনোঽধ্যক্ষ-প্রবরান্ চট্টভট্টজাতীয়ান্ ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্মণোত্তরাংশ্চ যথার্হং মানয়ন্তি বোধ-যন্তিসমাদিশন্তি চ বিদিতমস্তুভবতাং যথা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্ত্যান্তঃপাতি বঙ্গে বিক্রমপুরভাগে পূর্ব্বে অঠপাগগ্রাম জঙ্গালভূঃসীমা দক্ষিণে বারয়ীপাডা গ্রামভূঃসীমাপশ্চিমে উঞ্চোকাপ্রী গ্রামভূঃসীমা উত্তরে বীরকাপ্রীজঙ্গালসীমা ইথং চতুঃসীমাবচ্ছিন্নঃ পোঞ্জীকাপ্রীগ্রামমধ্যাৎ কন্দর্পা শঙ্করা সমীপপদা-তষাধামার্ক...ক্ষিতিংশতপুরাণোত্তর চ(তু)স্ত্রিংশতিক ১৩৪ ষড়িঃ সী-ভূহি ৬০।। তথা কন্দর্প শঙ্করাশ ভূমৌ নারান্তর্প গ্রামে··· ... দ্বাভ্যাং স পুশ্যোতি পুরাণাধিকসংছিন্নাষট্শতিকাপত্তিকপোঞ্জিকাপ্রী গ্রামঃ সজল-স্থলঃ সনাটবিটপঃ সোবরঃ সগুবাকনারিকেলস্তৃণবৃতি পূর্ব্বান্ত-উপরোল্লিখিত চতুঃ সি (সী) মাবচ্ছিন্নপোঞ্জী...গ্রামোয় (ঃ) শিবপুরাণোক্ত-ভূমিদান-ফল-প্রাপ্তিকামনয়া বৎসসগোত্রস্যভার্গব চ্যবন-আপ্লুবত-ঔর্ব্ব-জামদগ্ন্য প্রব-রস্য পরাশরদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় বৎসসগোত্রস্য ভার্গব-চ্যবন-আপ্লুবত-জামদগ্ন্য-প্রবরস্য গর্ভেশ্বরদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় বৎসসগোত্রস্য ভার্গব-চ্যবন আপ্লুবত-ঔর্ব্ব-জামদগ্ন্য-প্রবরস্য বনমালিদেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় বৎসসগোত্রায়

ভার্গব-চ্যবন-আপ্নুবত-ঔর্ব্ব জামদগ্ন্যপ্রবরায় শ্রুতিপাঠকায় শ্রীবিশ্বরূপ দেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় বিধিবদ্ (উ)ৎ সৃজ্য শ্রীসদাশিব মুদ্রয়া মুদ্রয়িত্ব ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন চতুর্দ্দশাব্দীয় ভাদ্রদিনে তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তো-ঽস্মাভিঃ। অত্র চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন সাং শাসনভূহি ৫৪৭ তদ্‌ভবদ্ভিঃ সর্ব্বৈ-রেবানুমন্তব্যং ভাবিভিরধিনৃপতিভিরপহরণে নরকপাতভয়াৎ পালনেধর্ম্ম-গৌরবাৎ পালনীয়ং। ভবন্তিচাত্র ধর্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ। আস্ফোটয়ন্তি পিতরো বর্ণয়ন্তি পিতামহাঃ। ভূমিদোঽস্মৎকুলেজাতঃ স নস্ত্রাতা ভবিষ্যতি॥ ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্নাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি। উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ॥ বহুভির্বসুধা দত্তা রাজাভিঃ সগরাদিভিঃ। যস্য যস্য যদাভূমিস্তস্যতস্যতদাফলং॥ ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি স্বর্গে তিষ্ঠতি ভূমিদঃ। আক্ষেপ্তা চানুমন্তা চ তান্যেব নরকে বসেৎ॥ স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেত বসুন্ধরাম্। স বিষ্ঠায়াং কৃমিভূর্ত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে॥ ইতি কমলদলাম্বু বিন্দুলোলাং শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুষ্যজীবিতঞ্চ। সকলমিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা ন হি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়োবিলোপ্যাঃ॥ সচিব-শতমৌলি ... পদাম্বুজস্যানুশাসনভূতঃ। শ্রীকোপিবিষ্ণুরভবৎ গৌড়মহাসান্ধিবি... শ্রীমন্মহাসাং করণনি॥ শ্রীমহামত্তক করণনি। শ্রীমৎকরণনি॥ আশ্বিন দিনে ১॥

সম্পূর্ণ।